শ্রী সত্য সাই কথামৃত
(৬ষ্ঠ খণ্ড)

মূল ইংরাজী রচনা : শ্রী এন, কস্তুরী, এম্.-এ., বি.এল.

প্রকাশনা ও প্রাপ্তিস্থান :

ভগবান শ্রী সত্য সাই সেবা সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ (প্রকাশনা কমিটি)
১৬৩, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৪

প্রথম সংস্করণ : গুরুপূর্ণিমা দিবস, ১৩৬৯

মুদ্রণ : শ্রী শান্তি নাথ মুন্সী

প্রশান্তি কো-অপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রীয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১০৭/২/২, মনোহর পুকুর রোড
কলিকাতা-৭০০ ০২৬

সূচীপত্র

(১)	দুধ ও জল	১
(২)	লোক নয়,—লোকেশ	৪
(৩)	অঙ্গ ও লিঙ্গ	১০
(৪)	দর্পণ ও প্রতিবিম্ব	১৪
(৫)	'মৃতের জন্য মুমূর্ষুর' ক্রন্দন	১৮
(৬)	সর্বগ্রাসী প্লাবন	২১
(৭)	সত্য সাই বাবা	২৩
(৮)	অরণ্যে ভ্রমণ	৩১
(৯)	প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার	৩৭
(১০)	সাপুড়ে হও	৪৩
(১১)	সীসা বা সোনা	৪৬
(১২)	একের মধ্যে তিন	৪৯
(১৩)	চক্র ও কেন্দ্র	৫৩
(১৪)	অদৃশ্য মাধুরী	৫৬
(১৫)	অঙ্গনের মধ্যে বাঘ	৫৮
(১৬)	চলমান মন্দির	৬০
(১৭)	প্রেমের মাহাত্ম্য	৬৩
(১৮)	পুস্তকের আশীর্বাদ	৬৬
(১৯)	প্রাচীন বৃক্ষলালন	৬৯
(২০)	ত্রি চক্রযান	৭১
(২১)	মনের জানালা	৭৪
(২২)	হঠকারিতা	৭৬
(২৩)	"তিনি সর্বত্র"	৮১
(২৪)	সিক্ত সলিতা	৮৪
(২৫)	আনন্দ সাগরে বিহার	৮৭
(২৬)	অশোক কানন	৯০
(২৭)	তীর্থযাত্রী ; এগিয়ে চল	৯২
(২৮)	সত্য ও প্রেম	৯৫
(২৯)	স্বতঃস্ফূর্ত সেবা	৯৮
(৩০)	ঈশ্বরের চিরসান্নিধ্য	১০১
(৩১)	জিজ্ঞাসা	১০৩
(৩২)	রাজার রাজা	১০৬

(৩৩) একপায়ে চলা ১০৮
(৩৪) "অন্ধজনে দেহ আলো" ১১২
(৩৫) "চোখের পাতা ও চক্ষু তারকা" ১১৫
(৩৬) "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান" ১১৮
(৩৭) অন্তরাত্মা ১২১
(৩৮) মহিমার একটি অনমাত্র ১২৩
(৩৯) ঊর্ধ্ব ও নিম্নের আকর্ষণ ১২৭
(৪০) সাধনা ও বিচার ১৩০
(৪১) মহিষের শিং ও হাতির দাঁত ১৩৪
(৪২) হারানো চাবি ১৩৮
(৪৩) অভেদ ও অদ্বৈত ১৪২
(৪৪) নামের অমৃতধারা ১৪৫
(৪৫) স্বরূপ-প্রকাশ ১৪৯
(৪৬) নব মহাভারত ১৬০
(৪৭) না মর মাধুরী ১৬৪
(৪৮) 'যে বাণী আমি নিয়ে এসেছি' ১৬৮
(৪৯) জ্ঞানীর পথ ১৭২
(৫০) প্রেমের দীপ জ্বালাও ১৭৫
(৫১) উৎসাহের আবির্ভাব ১৮২
(৫২) পঞ্চমাতা ১৮৫
(৫৩) ঈশ্বরের পদচিহ্ন ১৮৮
(৫৪) আমাকে সারথীরূপে গ্রহণ কর ১৯৩
(৫৫) কৃষ্ণের বাঁশী হও ২০০
(৫৬) লতা ও বৃক্ষ ২০৩
(৫৭) 'মরণ বরিব নতুন দিনের আলোকে' ২০৮
(৫৮) প্রতিটি মুহূর্ত পরম সুযোগ ২১১
(৫৯) স্পর্শমণি ২১৬
(৬০) ভিক্ষাবৃত্তির অর্থ ২১৮
(৬১) তৃতীয় শক্তি ২২৩
(৬২) 'মসীলিপ্ত কাগজ' ২২৫
(৬৩) অনুকরণ নয়—অনুপ্রেরণা ২২৯
(৬৪) 'বিষপূর্ণ' ২৩৩
(৬৫) যতটা সংযোজিত ততটাই বিয়োজিত ২৩৬
(৬৬) পরিব্যাপ্ত সম্পদ গ্রহণ কর ২৩৯
(৬৭) সমিতির প্রাণকেন্দ্র ২৪২
(৬৮) দা তাকেই দান কর ২৪৪

সত্য সাঈয়ের কণ্ঠস্বর

অসি বাজে ঝন্‌ঝন্‌ মাথার উপরে,
ছাপিয়ে উঠেছে তাকে এই কণ্ঠস্বর,
নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ ঘৃণা সর্পিল ধ্বনির, ছাপিয়ে উঠেছে তাকে—
শত্রু পক্ষে দিতে শিক্ষা—
নিহন্তা যে করে না হনন, মৃত্যুমুখী মরেনা তো আর।
অশান্ত ঘূর্ণির ঢেউ অবাধ্য দুর্বার,
স্থির করে দেয় তাকে এই কণ্ঠস্বর ;
এই সেই কণ্ঠস্বর কাছে টেনে আনে
ভীরু যেবা, শক্তিশালী আর গর্বিতেরে
রাখালিয়া পদতলে—মধুর বাঁশীর সুরে চড়াতো যে ধেনু।
এই সেই কণ্ঠস্বর পাহাড়ে পর্বতে প্রতিধ্বনিত,
শিহরায় মরু বালিয়াড়ি।
এই সেই কণ্ঠস্বর গভীর গর্জনে বয়ে চলে
কালের গভীর খাদে ;
অন্তহীন নক্ষত্র-খচিত গম্বুজে,
জন্মমৃত্যু গহ্বরের অন্ধকারে।
এই সেই কণ্ঠস্বর শুনতে যে পাই
অন্তরের নৈঃশব্দের মাঝে,
কিংবা হতাশার অন্ধকারে, হৃদয়ের ছেঁড়া তারে,
অথবা জ্ঞানের ঊষাকালে।
এই সেই কণ্ঠস্বর বাজে রিনিঝিনি অন্তরের মন্দিরেতে,
যেথায় অন্তরতম 'আমি'
এই সেই কণ্ঠস্বর যার প্রেরণায় পক্ষীশাবকেরা উড়ে যায়,
বৃদ্ধি পায় দেহ কোষ, পারমাণবিক কণা চক্রাকারে ঘুরপাক খায়,
তৃণ ধরে সবুজের রং, ময়ূর বিছায় তার সৌন্দর্য পাখনা।
এই সেই কণ্ঠস্বর সেরা উপদেশ দানে,
ভরে দেয় বিশ্বাসে দুর্বল সংকল্প।
এই সেই কণ্ঠস্বর—কঠোর সাধনা মাঝে শোনে জ্ঞানীজন,
নদী খুঁজে পায় গতি ধাইতে সাগরে,
নির্মম পাথরে খণ্ড বিখণ্ড ব্যথার অলি গলি
ক্ষতের প্রলেপে দেয় ভাসায়ে, মুক্তির জোয়ারে।
এই সেই কণ্ঠস্বর মাতৃকণ্ঠস্বর, আদরিছে শিশু সন্তানেরে,
সান্ত্বনা নাহি মানে যেই, বিতৃষ্ণ পুতুল খেলনাতে ;

এই সেই কণ্ঠস্বর পিতৃকণ্ঠস্বর, দৃঢ় ও কঠিন,
ভীতি দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দেয় ;
এই সেই কণ্ঠস্বর—এ যে সে গুরুর—আলোপ্রভ, সহৃদয়,
চেনায় সে 'আমাদের', আমাদের কাছে ।
এই সেই কণ্ঠস্বর কানে কানে কথা বলে, শোন আর না-ই শোন—
কাছে, অতি সন্নিকটে সর্বহারা প্রাণে ।
এই সেই কণ্ঠস্বর উৎসারিত হলো শূন্যে,
তুমি, আমি পাষাণ যখন ।
এই সেই কণ্ঠস্বর জাগালো যে আমাদের, অভিযান করালো যে
বৃক্ষ থেকে গুহায় কন্দরে ।
এই সেই কণ্ঠস্বর নিয়ে যায়, চালনা যে করে
ভ্রূণ থেকে পাদপদ্ম তলে ।
এই সেই কণ্ঠস্বর মহাবিজয়ের,
আশার উদাত্ত আহ্বান ।
এই সেই কণ্ঠস্বর পরমকৃপার,
মানবরূপেতে অবতীর্ণ ঈশ্বরের ।

—এন. কস্তুরী
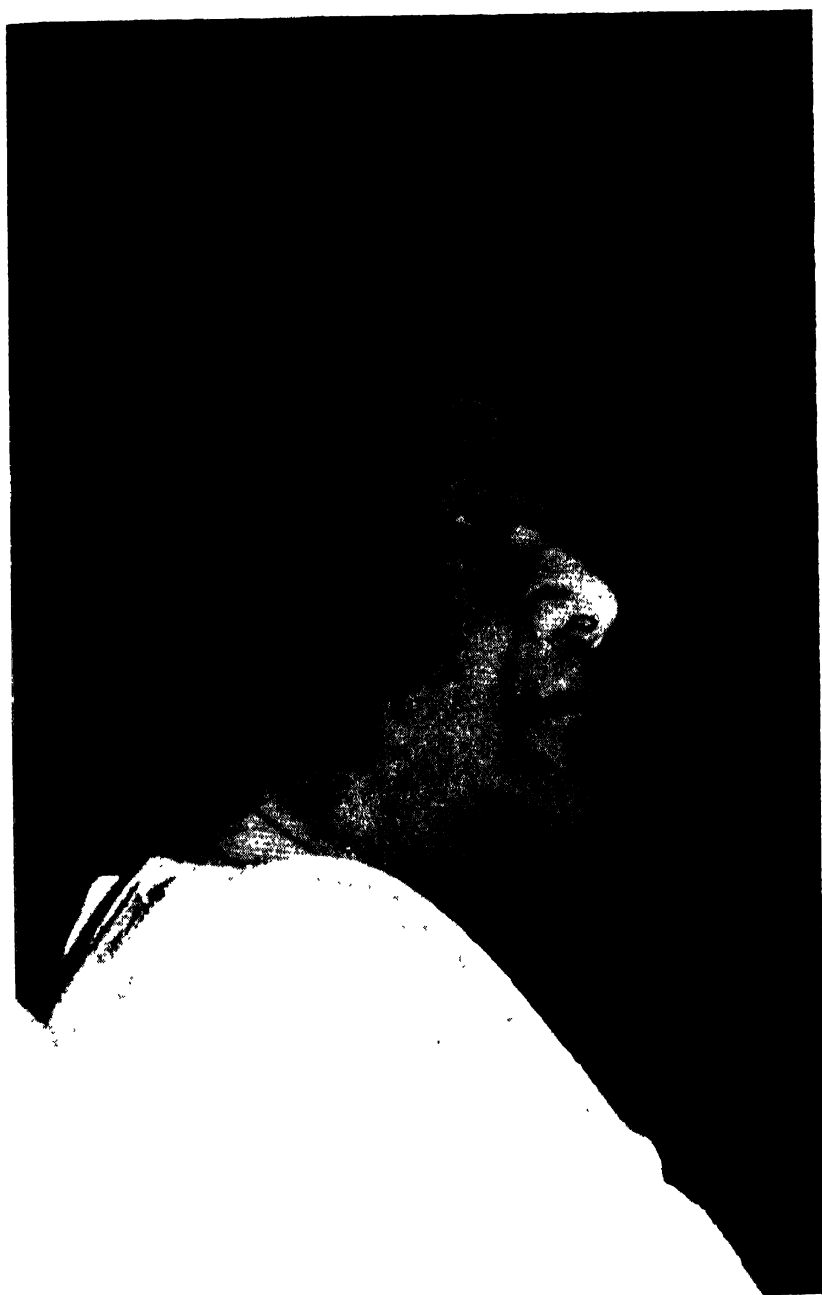
(১) দুধ ও জল

পাশ্চাত্যদেশের রীতি অনুসারে আজ জানুয়ারী মাসের প্রথম দিনটি ভারতেও নববর্ষ দিবস রূপে পালিত হচ্ছে। এক মিনিট চিন্তা করলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে প্রতিটি মুহূর্ত নূতন। প্রতিটি মুহূর্ত নবজন্মের সূচনা করে এবং জয়লাভের নূতন সুযোগ উপহার দেয়। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির মূলভাব হচ্ছে ব্যক্তিগত আত্মোপলব্ধি, ঐশ্বর্য পাণ্ডিত্য বা যশ লাভ করা এর প্রধান উদ্দেশ্য নয়। মানুষের প্রধান কর্তব্য হল সত্যানুসন্ধান যা কেবল ত্যাগ ও ভক্তির মাধ্যমে লাভ করা যায়। এ সবই ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভরশীল এবং সেই দিব্যকরুণা একমাত্র প্রেমসিক্ত হৃদয়েই বর্ষিত হয়।

অধুনা মানুষ প্রায়ই হালকা সুরে প্রশ্ন করে থাকে "ভগবান কোথায় বাস করেন ?" অবিরাম ঈশ্বরের নামকীর্তনের ফলে প্রহ্লাদ বুঝেছিল যে ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান, "তিনি এখানেই আছেন, অন্যত্র নেই" এরূপ চিন্তা সমীচীন নয়। এই সত্যোপলব্ধি একমাত্র গভীর সাধনায় সম্ভব। বিভাগীয় বিপণিতে বহু রকমের আকর্ষনীয় বস্তু দেখতে পাবে কিন্তু সেগুলি চাইলেই তোমার হবে না। শুধু যেগুলির জন্য মূল্য দেবে সেই বস্তুগুলি তুমি পাবে। সত্যোপলব্ধি তোমার কাছে পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু হলে তোমাকে তারজন্য অবশ্যই মূল্য দিতে হবে। নিছক তর্ক বা আবেদনে তুমি এ বস্তু লাভ করতে পারবে না। কোন রাজ্যের অবিসংবাদিত অধীশ্বর হলে তুমি প্রকৃত রাজা হবার যোগ্য হবে। শত্রুর তাড়নায় ভীত হয়ে রাজসিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে গেলে তুমি কি করে রাজপদের মর্য্যাদার যোগ্য হবে ? ঠিক সেই রকম যখন তুমি কামনা, লোভ, ঘৃণা ও অহংকার প্রভৃতি তোমার অন্তঃস্থ শত্রুগুলিকে দমন করে নিজের উপর অপ্রতিহত প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হবে তখনই তুমি রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রভুত্বের দাবী করতে পারবে। আমরা বলে থাকি যে আমরা ভারতে স্বরাজ্য অর্জন করেছি ; কিন্তু স্বরাজ্যের মর্যাদালাভের জন্য আমাদের প্রত্যেকের আগ্রহী হওয়া উচিত। স্বরাজ্য হচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যা হচ্ছে বিদেশী শাসকের অসম্মানজনক শৃংখল থেকে মুক্তি। সেই সঙ্গে কামনা ও আবেগের লজ্জাজনক বশ্যতা থেকে মুক্তি হল স্বরাজ্য। প্রকৃত পক্ষে বাহিরের শৃংখল ও অন্তরের নাগপাশ ছিন্ন হলে আমরা স্বরাজ্য লাভ করি। একমাত্র স্বরাজ্যই শান্তি ও আনন্দদান করতে পারে।

ঈশ্বর তোমার থেকে দূরে কোন স্থানে অবস্থান করছেন না তিনি তোমার

মধ্যেই আছেন, তোমার অন্তরের বেদীতে অধিষ্ঠিত। এই সত্যটুকু বুঝতে না পারার জন্যই মানুষের এত দুঃখ। সে শান্তি ও আনন্দলাভে বঞ্চিত। কোন এক ধোপা নদীতে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে কাপড় কাচ ছিল। সে তৃষ্ণার্ত হয়ে জলের অভাবে মারা গিয়েছিল কারণ সে বুঝতে পারে নি যে জীবনদায়ী জল তার নাগালের মধ্যেই ছিল। তাকে কেবল একটু ঝুঁকে জল পান করলেই হত। এই হচ্ছে মানুষের কাহিনী। সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ভগবানকে সর্বত্র খুঁজে বেড়ায়; ব্যর্থ হয়ে দুঃখে ও নৈরাশ্যে এ দেহ ত্যাগ করে আবার দেহ ধারণ করবার জন্য।

তোমাদের অবশ্য পৃথিবীর মধ্যে বাস করতে হবে কিন্তু তাই বলে পুরোপুরি পৃথিবীর অধীনে যাওয়ার কোন দরকার নেই। অন্তরের মধ্যে অধিষ্ঠিত ভগবানের প্রতি মনকে নিবিষ্ট কর। কানাড়া দেশে করগ নামে একটি উৎসব হয়। সেই পবিত্র উৎসবের যিনি প্রধান তিনি মাথার উপরে একটির উপর একটি করে অনেকগুলি পাত্র নিয়ে গানের সুরের সঙ্গে পা মিলিয়ে শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকেন; চলার সময় অন্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইতেও হয় আবার ঢাকের বাজনার সঙ্গে তাল রাখতে হয়। তাকে কিন্তু সব সময়েই মাথার উপরে বিপজ্জনকভাবে রাখা পাত্রগুলির ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য মনকে সেইদিকে স্থির রাখতে হয়। ঠিক সেই রকম মানুষকেও কোলাহলমুখর উল্লসিত জীবন—শোভাযাত্রায় মনকে ঈশ্বরোপলব্ধির লক্ষ্যে স্থির রাখতে হবে।

কিছুলোক ধনী জাতি সমূহের জীবনযাত্রার উচ্চমান দেখে ঈর্ষাকাতর হয় কিন্তু পাশ্চাত্যদেশের বিলাসবৈভব পূর্ণ জীবন অপেক্ষা ভারতের দারিদ্র সৎ জীবন যাপনের পক্ষে অনেক বেশী সহায়ক। সমুদ্রের বিস্তৃত জলরাশি কি মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে? সেই রকম মানুষ যত ঐশ্বর্য্যই লাভ করুক যদি অনাসক্তি অভ্যাস না করে তবে সবকিছু বৃথা ও নিষ্ফল হয়ে উঠে। ইন্দ্রিয় সুখ ও বিষয় বাসনায় অনাসক্ত হলে মন ঈশ্বর ও ভক্তের প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। অনেকে গর্ববোধ করে এই ভেবে যে তারা যুক্তি ও বিশ্লেষণে আগ্রহী ও জ্ঞানের পথ অনুসরণ করে। তারা জ্ঞানী হতে আকাঙ্খা করে। কিন্তু চিত্ত শুদ্ধ না হলে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। "ঈশ্বর কে?" এই প্রশ্নের সমাধান করার পূর্বে তাদের নিজেকে জানতে হবে। একবার নিজেকে জানতে পারলে আর ঈশ্বরকে জানবার প্রয়োজন হয় না কেননা উভয়েই এক ও অভিন্ন। যখন তুমি জানতে পারবে যে ঈশ্বর তোমার মধ্যেই আছেন তখন তুমি নিজেকে অনেক বেশী মূল্য দেবে: কারণ এক টুকরো কাচ মনে করে তুমি যেটি কুড়িয়ে এনেছ সেটা যদি হীরের টুকরো বলে জানতে পার তবে তুমি সেটি নিরাপদে রাখবার জন্য লোহার সিন্দুকে রেখে দেবে। ভাস্কর পাথর খোদাই করে মনোরম দেব বিগ্রহ তৈরী করলে তা সুন্দর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় ও পুরুষানুক্রমে সাড়ম্বরে পূজিত হয়। জন্ম জন্মান্তর ধরে এই ভুল ধারণা তোমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে এই পৃথিবী সত্য এবং তুমি হচ্ছ তোমার দেহ। একটি জোরালো ঔষধ

নিয়মিত সেবন করলে এই ধারণা দূর হয়। সেই ঔষধ হল "রাম, রাম, রাম" এই নামামৃত নিরন্তর আস্বাদন ও অনুশীলন। এর সর্বরোগহর বিভূতি প্রত্যেক অঙ্গে প্রতি ইন্দ্রিয়ে স্নায়ুতে ও শোণিতবিন্দুতে মিশে যাবে। তোমার দেহের প্রতিটি কোষ রামময় হয়ে উঠবে। তোমাকে গলিয়ে ফেলে রাম মূর্তির ছাঁচে ফেলে রামে পরিণত হতে হবে। এই হচ্ছে জ্ঞানের সার্থকতা। রাম নাম অথবা যে কোন নাম নিরন্তর কীর্তনে চিত্ত সমাহিত হলে ইন্দ্রিয় বিকার জনিত অহমিকা নিয়ন্ত্রিত হবে।

ইন্দ্রিয় সংযমের ক্ষেত্রে বর্তমান ভারতবর্ষ এবং পাঁচ শতাব্দী পূর্বের ভারত-বর্ষের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। বর্তমানে ইন্দ্রিয়ের যথেচ্ছাচার চলছে, মানুষ লোভ লালসা ও অহমিকার ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। এরজন্য পিতামাতা ও বয়োঃজ্যেষ্ঠরা প্রধাণতঃ দায়ী। তাদের ছেলেমেয়েরা মন্দিরে বা ধর্মসভায় গেলে তিরস্কৃত হয় এবং তাদের সাবধান করে বলা হয় যে এসব পাগলামির লক্ষণ। তাদের আরও বোঝান হয় যে এসব বৃদ্ধদের উপযোগী এবং অল্পবয়স্কদের এসবে আগ্রহী না হওয়াই উচিত। ছেলেমেয়েরা এবিষয়ে উৎসাহ পেলে তারা ভবিষ্যৎ জীবন সংগ্রামে অনেক ভালভাবে প্রস্তুত হতে পারে। পিতামাতারা সন্তানকে উপদেশ দেবে যে তারা যেন সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর সর্বদা আমাদের রক্ষক ও পথ প্রদর্শকরূপে উপস্থিত আছেন। কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁকে স্মরণ করতে হবে, অন্তরের পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা করতে হবে, সকলকে ভালবাসবে, সকলকে সেবা করবে। তারা যেন সৎসঙ্গ লাভ করে, মন্দিরে যায় ও সাধু ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করে। তোমরা সংবাদপত্রে রাজ্য জয়, যুদ্ধ, বিজয়বার্তা ইত্যাদি পড়ে থাক। এ সবই বৈষয়িক ও বাহ্যিক জয়। ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনকে জয় করবে, অন্তরের রিপুকে দমন করবে ও অহঙ্কার ধ্বংস করবে। তোমার এই জয়লাভ অভিনন্দন যোগ্য হবে, আর কিছুতে নয়। একেই আমি স্বরাজ্য বলেছিলাম। নতুন বছরের দিন পবিত্র হয়ে উঠে একমাত্র তোমার সাধনায়। সেই সাধনার ক্ষেত্র উর্বর হয় প্রেমে। ভালবাসা বা প্রেম হচ্ছে ভক্তির বিশিষ্ট লক্ষণ। পার্থিব বস্তু, নাম, যশ, স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি ভালবাসা ভগবৎ প্রেমে বিলীন হয়ে শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। দু' সের দুধে দু' চামচ জল দিলে জলও দুধের আস্বাদ পায়। ঠিক সেই রকম জাগতিক বস্তু সমূহের উপর তোমার সামান্য প্রেমের বিন্দুগুলি ভগবৎ প্রেমের স্রোতে যেন মিশে একাকার হয়ে তোমাকে উন্নত করে। বর্তমানে তোমার সাধনা হচ্ছে দুসের জলে দু চামচ দুধ। ভগবৎ প্রেমে তোমার অন্তর পরিপূর্ণ ও শিহরিত হোক, তাহলে তুমি কাউকে ঘৃণা করতে পারবে না, বৃথা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মত্ত হবে না, অন্যের দোষ খুঁজবে না। জীবন হয়ে উঠবে শান্ত স্নিগ্ধ ও মধুর।

"শ্রী সত্য সাই মণ্ডলী"
গুণ্ডী-মাদ্রাজ
১. ১. ৬৭

(২) লোক নয়,—লোকেশ

তোমরা জান যে আজ প্রশান্তিনিলয়মে পবিত্র উৎসবে অংশগ্রহণের জন্ম হাজার হাজার নরনারী সমবেত হয়েছে। এদের অধিকাংশ তাদের দুঃখের বোঝা এখানে লাঘব করবার আশায় এসেছে ; অনেকে শারীরিক ও মানসিক পীড়া উপশমের জন্ম প্রার্থনা করছে। কেউ কেউ তাদের দুঃখের ভারে ভগ্নপ্রায়। তাদের অধিকাংশই কোন না কোন দুঃখ যন্ত্রনা বা ক্ষতি থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্ম আকুল। তাদের দুঃখে শান্তিদান করা আমার কাজ। "বৈদ্যো—নারায়ণো হরিঃ" নারায়ণ চিকিৎসকরূপে আদিব্যাধি দূর করেন। একথা বেদে ঘোষিত হয়েছে সুতরাং আমি একাজে ব্রতী হব।

চিকিৎসক অস্ত্রোপচার করেন অথবা রোগ নির্ণয় করে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দেন। অন্স কাজগুলি শুশ্রূষাকারীরা করে থাকে,—নয় কি ? তারা রোগীদের পরিচর্যা করে দয়া ও সহানুভূতির সঙ্গে, রোগীদের পথ্য, দেহের তাপমাত্রা ও চলাফেরার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখে এবং রোগমুক্তির জন্ম সবিশেষ সাহায্য করে। আজ আমি তোমাদের জন্ম এই ধরণের সেবাকাজে নিয়োজিত করছি। যদি তোমরা রোগীদের প্রতি কর্তব্যপালনে অক্ষম হও, চিকিৎসকের নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করে তাদের প্রয়োজনের দিকে নজর দিতে না পার তবে জটিলতার সৃষ্টি হবে ও সমূহ ক্ষতি হবে।

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেন একেন অমৃতত্বমানসুঃ" অমৃতত্ব হয় ত্যাগের দ্বারা, কর্ম বংস গৌরব ও ঐশ্বর্য্যে অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। এই হচ্ছে বেদের বাণী। তোমরা যে সেবাধর্মে দীক্ষিত হয়েছ, এই হচ্ছে ত্যাগধর্ম শিক্ষার প্রথম সোপান। সেবাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। মানুষকে তার উপেক্ষিত সৎ আদর্শের পথে চালিত করতে ও সেবা করতে ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। তাহলে চিন্তা কর মানুষ মানুষের সেবায় নিয়োজিত হলে ভগবান কত প্রীত হন।

অনেক বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তি নিঃসঙ্গ হয়ে প্রশান্তিনিলয়মে আসেন কারণ কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসার সঙ্গতি তাদের নেই অথবা নিকট আত্মীয় পরিজন বলতে তাদের কেউ নেই। এইরকম ব্যক্তিদের তোমরা খুঁজে বের করবে

ও তাদের সহায্য করবার সুযোগ নেবে। তারা পড়ে গিয়ে মূর্চ্ছিত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে না। তাদের কোন আচ্ছাদনের নীচে অথবা কোন ঢাকা জায়গায় নিয়ে এসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের পিপাসা ও অবসাদ দূর করবে। আচ্ছাদনের নীচে যে সব অল্পবয়স্ক ও শক্তসমর্থ ব্যক্তি বসেছে তাদের বৃদ্ধ ও পীড়িত ব্যক্তিদের জন্য আসন ছেড়ে দিতে রাজী করাবে। তোমরা নিজে সামনের সারিতে বসবে না। স্বেচ্ছাসেবকের প্রতীক তোমাদের কোন বিশেষ সুবিধা দেয় নি, এতে তোমাদের উপর কতকগুলি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মাত্র। আমাকে খুব নিকট থেকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে ঠেলাঠেলি করে সামনে এগিয়ে এস না। তোমরা যেখানেই থাক তা' যত দূরেই হোক তোমাদের ন্যস্ত কর্তব্য সানন্দে পালন করলেই আমি তোমাদের সঙ্গে একেবারে তোমাদের পাশে থাকব; এটা নিশ্চিত জানবে। প্রতীকের উপর তোমরা আমার ছবি বহন করছ কিন্তু আমি সর্বক্ষণ তোমাদের অন্তরের মধ্যেই আছি।

বর্তমানে আবহাওয়া বেশ গরম, সুতরাং তোমাদের আর একটি সেবামূলক কাজ হচ্ছে তৃষ্ণার্ত্তদের পানীয়জল দেওয়া। জলের জন্য দেহের আকুলতা হচ্ছে তৃষ্ণা এবং আত্মার গভীরতর তৃষ্ণা হচ্ছে কৃষ্ণ। জাগতিক তৃষ্ণা মারাত্মক; কামনা চরিতার্থ করবার জন্য মানুষ পশু হয়ে যায়। পৃথিবী একটু ক্ষুদ্র হলে মানুষ বোধহয় একে গিলে ফেলত, সৌভাগ্যের কথা পৃথিবীর আয়তন বেশ বড়।

তোমরা এখন পৃথিবীর নয় পৃথিবীর প্রভুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, লোক নয় লোকেশের সংস্পর্শে আছ। তাঁর অনুশাসন পালন করাই যথেষ্ঠ। জপ, ধ্যান, পূজা বা প্রার্থনার অবকাশ নেই বলে উদ্বিগ্ন হবে না। মহান আচার্য্য শঙ্করের চারজন প্রধান শিষ্য ছিল,-তোটক, হস্তমলক, সুরেশ্বর ও পদ্মপাদ। এদের মধ্যে পদ্মপাদ গুরুসেবায় বিশেষ আগ্রহী ছিল ও পড়াশুনায় বিশেষ মন দিতে পারত না। লেখাপড়ায় পিছিয়ে থাকার জন্য অপর তিনজন তাকে বিদ্রূপ করত। কিন্তু গুরুর প্রতি তার পরম ভক্তিতে সব ক্ষতি পূরণ হত। একদিন সে গুরুর কাপড়চোপড় কেচে নদীর মাঝখানে একটি পাথরের উপর শুকোতে দিয়েছিল। কাপড়গুলি পাঠ করবার সময় নদীতে প্রবল জোয়ার দেখা দিলে সে কোনরকমে পাথরের উপর পা রাখতে পেরেছিল। এদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে; শীঘ্রই ঐ কাপড়গুলি গুরুর প্রয়োজন; সেইকারণে পদ্মপাদ সেই উত্তাল জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে মনস্থ করল। সে জানত যে গুরুর আশীর্বাদ তাকে রক্ষা করবে। তাই হল। যেখানেই সে পা ফেলেছিল।একটি বড় পদ্ম ফুটে উঠে পাপড়ি মেলে ধরেছিল তার পদভার বহন করবার জন্য। সেইকারণে সে পদ্মপাদ নামে পরিচিত হল। গুরুর কৃপায় সে সকল জ্ঞানের অধিকারী হয়ে প্রাচীন জ্ঞানের একজন প্রবক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

জীবন যে কোন মুহূর্তে শেষ হতে পারে। খুব আকস্মিকভাবে দেহের পতন হতে পারে ও তোমার বন্ধন মুক্তি হতে পারে। সুতরাং যখনই সম্ভব ঈশ্বরদত্ত হৃদয়কে ঈশ্বরে নিবেদন করো। তোমার হৃদয় তোমার সাক্ষী, তাকে প্রশ্ন করো তুমি ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করেছ কি না। হাজার লোক অস্বীকার করলেও তুমি যদি তোমার বিবেকের স্বীকৃতি পাও তবে কোন ভয়ের কারণ নেই। কোন এক সময় একজন চতুর কৃপণ ব্যক্তি যুক্তি খাড়া করেছিল যে ভগবানকে কোন কিছু দেবার প্রয়োজন নেই কারণ ভগবানের পাকস্থলীতে অমৃত থাকার জন্য তাঁর কোন ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই। সে আরও বলত যে গঙ্গা ভগবানের চরণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে সেই কারণে চরণে সৃষ্ট জল দেবতার মাথায় ঢালা অত্যন্ত গর্হিত। একই কারণে তাঁর নাভিতে সৃষ্ট পদ্মফুল ভগবানকে নিবেদন করতে সে অস্বীকার করেছিল। এ সবই অছিলা-মাত্র, এতে বিবেককে প্রতারণা করা যায় না। বিগ্রহের একদা পরিহিত পায়ের নূপুরের সোনা দিয়ে কি তাঁর মুকুট তৈরী হয় না? শ্রদ্ধায় সব কিছুই বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে ওঠে। ভগবৎসেবা এড়িয়ে যাবার জন্য কোন অজুহাত সৃষ্টি করবে না। ভক্তের সেবা করে ভগবানকে সেবা করো। সেই সেবাকে ঈশ্বর সর্বাধিক মূল্য দেন। সেবার শ্রেষ্ঠ পরিণতি হচ্ছে অহঙ্কারের বিনাশ। সুরদাস অহঙ্কারের লেশশূণ্য হবার জন্য ভগবানের দাসানুদাস হবার প্রার্থনা করেছিল। এই কারণে গুরুর আশ্রমের শিষ্যকে গুরুর জন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে অন্ন ভিক্ষা করতে হত। সুরদাস বলেছিল, "পরমেশ্বরের কাছে আমার কিছু সেবার কোন প্রয়োজন নেই কারণ তাঁর কোন অভাব নেই এবং আমার অপেক্ষা অনেক কুশলী ভক্ত তাঁর আছে; কিন্তু তাঁর ভক্তদের মধ্যে অনেকে খুব কষ্টে আছে, তাদের সেবাযত্ন প্রয়োজন। এদের সেবায় নিযুক্ত হয়ে আমি নিজেকে উন্নত করব।"

যাদের প্রকৃতই প্রয়োজন তাদেরই সেবা করতে তোমরা এখন উদ্যোগী হয়েছ। তোমাদের বাড়ীতে বিয়ের অনুষ্ঠানে তোমরা সেই সব লোকেদের আরও খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করো যারা অনেক বেশী খেয়েছে ফলে খাদ্যের অপচয় করো। যাদের ভালভাবেই খাওয়া হয়েছে তাদের আরও অতিরিক্ত খাওয়ানোর জন্য অনুরোধ উপরোধের অন্ত থাকে না। কিন্তু ক্ষুধাকাতর মানুষ একমুষ্ঠি খাদ্য ভিক্ষা করলে অতি কর্কশ ভাষায় তাদের দরজার বাইরে বের করে দেওয়া হয়। সুরদাস কৃষ্ণকে বলেছিলেন, "তুমি চিরপ্রসন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও মুক্ত। তোমাকে সেবা করার কি কোন প্রয়োজন আছে? যাদের সেবার প্রয়োজন তাদেরই সেবা করব।" সকলের মধ্যে ভূমাকে দেখতে শেখ। একই সমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গরূপে সকলকে দেখো। সেই আত্মীয়তাবোধ, সেই মমতা, সেই সহানুভূতি সঞ্চার হোক। অন্যের সেবা করো, তারা তোমার আপন জন নয় এ মনোভাব ত্যাগ করবে—যে মন নিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করো সেই

মন নিয়ে অন্যের সেবা করবে। অন্যকে ভগবানজ্ঞানে একবার সেবা করা বহু বছরের ভগবৎ আকুতি ও প্রার্থনার সামিল।

তোমরা প্রশ্ন করতে পারো, "স্বামী! কোন লোককে অন্যায় ও জঘন্য কাজ করতে দেখলে তাকে আমরা কি করে ভালবাসবো? আপনার ইচ্ছামতো কি করে তাকে শ্রদ্ধা করবো?" এ রকম পরিস্থিতিতে একটু বিবেচনা করে দেখবে— 'কে অন্যায় করছে? কে এই কাজে প্রণোদিত করছে? কে এই কাজ করছে? দেহ করছে। দেহকে কে উত্তেজিত করছে?—মন করছে। মন কেন এমন কাজে প্রবৃত্ত হল?— এই তার কর্ম ফল, অতীতে জন্মান্তরের কর্ম ও চিত্তবৃত্তির সামগ্রিক কর্মফল। তার অন্তরাত্মা কোন কর্ম বা কামনায় আসক্ত নয়। সেই আত্মা দিব্য, আত্মাকে ভালবাস, শ্রদ্ধা করো। এই হচ্ছে আমার জবাব। আরো সহজ করে বলছি। পথ চলবার সময় তুমি তোমার কোন এক ভয়ানক শত্রুর বাড়ীর প্রবেশদ্বারে স্বামীর একটি বড় ছবি দেখলে তুমি কি সেই প্রতিকৃতি কম শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখবে কারণ বাড়ীর মালিককে তুমি ভালবাসতে পার না? যেখানেই থাকুক সেই ছবি তুমি ভালবাসবে ও শ্রদ্ধা করবে—নয় কি? ঠিক সেইরকম প্রত্যেকের আত্মাকে শ্রদ্ধা করবে— প্রত্যেকের মধ্যেই ভগবান আছেন। তার অন্যায় ও দোষের প্রতি তুমি কেন নজর দেবে? তোমার কাজ সেবা করা দোষ খুঁজে বেড়ান নয়। সর্বান্তঃকরণে সেবা করো, পবিত্র ও নিষ্কলুষ প্রেমে সেবা করো। আমার অদৃশ্য পরিচালনায় ও তত্ত্বধানে তোমরা সকলের সেবা করবে ও অন্যের দুঃখ ও যাতনা দূর করবে।

তেলেগু ভাষায় একটি জনপ্রিয় গান আছে "বৃন্দাবন প্রত্যেকের, গোবিন্দ সকলের।" সেইরকম "প্রশান্তি নিলয়ম প্রত্যেকের, বাবা সকলের। যেমন হাসপাতালে সকল রোগীর চিকিৎসার ও ঔষধ পাবার অধিকার আছে সেইরূপ এখানেও যারা আসে তাদের সম্মান ও সেবা করতে হবে। যন্ত্রনায় ও শোকে কাতর ব্যক্তির সঙ্গে কোমল ও মধুর স্বরে কথা কইবে। কোন লোক জ্বরে আক্রান্ত হলে তার কাছে গিয়ে মিষ্ট ভাষায় সান্তনা দিয়ে বলবে, "আপনার কি কষ্ট হচ্ছে? আপনার জন্য কি আনব? আপনার জন্য কি ঔষধ নিয়ে আসব অথবা ডাক্তার ডাকব? আপনি নিশ্চিন্ত হোন আমরা আপনার সেবা যত্ন করবো।" ভালবাসায় ভরপুর কথাগুলি তার কষ্টের লাঘব করবে। তারা কৃতজ্ঞ হয়ে বলবে "কি কোমলতা, কি সহানুভূতি। এই সন্তানদের পিতামাতা যথার্থই ভাগ্যবান" এই স্বগতোক্তি করে তারা হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তোমাদের আশীর্বাদ করবে। তারা স্বীকার করবে যে তাদের বাড়ীর লোকও এমন স্নেহপূর্ণ আচরণ করে না। এই ফলটুকু পাবার জন্য তোমাদের সচেষ্ট হতে হবে। কেউ তৃষ্ণার্ত হয়ে জল চাইলে রাগ করে বলবে না "চাইবামাত্র জল দেবার জন্য আমি এখানে নেই; কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। স্বামীর প্রেক্ষাগৃহে আসবার

সময় হয়েছে, চুপ করে থাক এখন আমি যেতে পারব না" এই রকম রূঢ় আচরণ করে স্বামীর দর্শন হলে কোন উপকার হবে না।

সেবা করার সমস্ত সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে পারলে স্বামী আনন্দলাভ করেন। কোমলস্বরে কথা বল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক, সেবা প্রার্থীর নিকট উপযোগী হও। অন্যের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হও। যারা উচ্চৈস্বরে কথা বলছে তাদের কাছে ছুটে গিয়ে তাদের থামিয়ে দিও না, তাদের কাছে গিয়ে বুঝিয়ে বলবে কেন এখানে মৌন পালন করতে বলা হয়। তাদের বলবে যে এই হচ্ছে সাধনার প্রথম পদক্ষেপ; শুধু এখানেই নয়, তারা যেখানেই যাবে তাদের প্রশান্তি রক্ষা করতে শিখতে হবে। এখানে জিভের কোন কাজ নেই, চোখ ও কানকে সক্রিয় রাখতে হবে। কারণগুলি বুঝতে পারলে তারা তোমাদের নির্দেশ অবশ্যই পালন করবে। তাদের বুঝিয়ে বলবে যে চেঁচিয়ে কথা বলে তারা নিজেদের শান্তি ক্ষুন্ন করছে ও অপরের বিরক্তি সৃষ্টি করছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন শব্দ করবে না। বিছানা পাতার আগে গোটান বিছানা মাটিতে সশব্দে ফেলবে না।

আমি পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একটি কথা বলতে চাই। তোমরা এই নিলয়মের বাইরে ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াও, দোকান ও হোটেলে সকলের সঙ্গে অতি তুচ্ছ বিষয়ে কথাবার্তা বল। বহু অর্থব্যায় করে শান্তি পেতে এখানে এসেছ কিন্তু বাজারের মধ্যে গেলে সেই আদিম প্রবৃত্তিগুলি বিষয়ের ঘূর্ণাবর্তে টেনে নিয়ে যায়। স্বাচ্ছন্দলাভ করবার জন্য তোমাদের বাড়ীতেই থাকতে পারতে। কৃপা, শান্তি, এই পথের জ্ঞান ও সৎসঙ্গলাভের প্রয়োজন হলে ভিতরেই থাকবে ও নিলয়মের নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা পরিচালিত হবে। তোমাদের মহান সৌভাগ্য যে তোমরা এই সেবা কর্মের জন্য আমার দ্বারা নির্বাচিত হয়েছ যখন বাইরে হাজার হাজার নরনারী আমার একটি কথা শোনার জন্য আকুল হয়ে আছে। এই প্রতীক তোমাদের অন্তরে অধিষ্টিত সাইকে প্রকাশ করে, আবেগ ও প্রবৃত্তির দাস না হবার জন্য সতর্ক করে; তোমাদের বুঝিয়ে দেয় যে তোমাদের অস্তিত্ব শুধু দেহ নয়, ঈশ্বর হচ্ছে বিম্ব তোমরা প্রতিবিম্ব। প্রতীকের উপর প্রণব 'ওম্'; সশ্রদ্ধ চিত্তে এর ধ্যান করো, দীক্ষা মন্ত্ররূপে এর মূল্যায়ন করো। শয্যাগ্রহণের সময় ও প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের পর ঐদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রার্থনা করবে "হে প্রভু, আমার সকল কর্ম যেন নির্মল ও পবিত্র হয়।"

এখানে যারা সমবেত হয়েছে তারা সকলেই তোমাদের আত্মীয়স্বজন ও ভাই-বোন। তোমাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান বা পূজায় ব্যাঘাত হলে চিন্তিত হবে না। এমনকি তোমাদের দৈনন্দিন খাওয়াদাওয়া ও বিশ্রাম ঠিকমত না হতেও পারে।

শিবরাত্রির ব্রত উপবাস না করলেও স্বর্গের অধিকার তোমরা হারাবে না। একবার শিব পার্বতীকে দেখালেন যে শত শত পুণ্যার্থী মানুষ গঙ্গা স্নান করে কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দিরে পবিত্র জল নিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। পথে একজন মৃতপ্রায় ভিখারীকে দেখে কারও বিন্দুমাত্র সহানুভূতি হল না। সেই ভিখারীর স্ত্রী তার স্বামীর পিপাসা দূর করবার জন্য এক পেয়ালা জল ভিক্ষা করছিল। একটি লোকও জল দিল না। শেষে একটি চোর সহানুভূতিশীল হয়ে জল দিয়েছিল এবং ভগবানের করুণা লাভ করেছিল। অন্য লোকেরা অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী ছিল তারা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করে গঙ্গাজল দিয়ে বিশ্বেশ্বরের বিগ্রহকে স্নান করিয়েছিল। তারা কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা লাভে ব্যর্থ হয়েছিল।

আগামীকাল সকালে পতাকা উত্তোলন পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। সন্ধ্যায় লিঙ্গোদ্ভব অনুষ্ঠিত হবে। হাজার হাজার নরনারী এসেছে এবং আরও বহু আসবে। তাদের সানন্দে সাধ্যমত সেবা করবে। তোমাদের সেবা এমন হওয়া চাই যেন তাদের মনে প্রশান্তি নিলয়ম ও স্বেচ্ছাসেবকের সুখস্মৃতি অম্লান থাকে।

প্রশান্তি নিলয়ম—
৮.৩.৬৭

(৩) অঙ্গ ও লিঙ্গ

ভারতের গৌরব বিশ্বের শেষপ্রান্ত অবধি বিস্তৃত আছে। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক শ্রেষ্টত্বের মূর্ত প্রতীক। এইদেশে বহু বির্যবান মানুষ জন্মেছেন এবং অন্তরের রিপুকে বিনাশ করে প্রকৃত সত্তার রাজ্যে বিচরণ করেছেন। মানব-জাতির অনুরূপ জয়লাভের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা বিবিধ নিয়মানুবর্ত্তিতার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সেইসব নির্দেশের মধ্যে পবিত্র দিনগুলি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন ও ভগবৎমহিমা ধ্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্য দেশীয়রা এই সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিদ্রুপ করে তাদের অজ্ঞতার জন্য এটা বেশ বোঝা যায় কিন্তু এই নিন্দুকের দলে ভারতীয়দের দেখলে ব্যথিত হতে হয়। তারাও নিজেদের ঐতিহ্যের গূঢ় অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অনুশীলনের অভাবে তারা এর রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয়েছে। তাহলে কি করে এদের অভিমতকে মূল্য দেওয়া যায়?

একটা প্রবাদবাক্যের সাহায্যে ভারতীয় জাতির অবস্থাটিবিশেষ সংক্ষেপে বোঝানো যায়, "পিতা তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীকে পেয়ে সুখী হলেন, সন্তানেরা বিমাতাকে পেয়ে অসুখী হল।" পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতা, জীবনের মান সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত করার আদর্শ এবং তা অর্জন করবার উদ্দেশ্যে যে কোন উপায়ই গ্রহণ করা এইসব হচ্ছে তাঁর অন্তরঙ্গ স্ত্রী। সনাতন ধর্মের মাতৃস্তন্য পানে বঞ্চিত হয় শিশুরা তাই তারা হয় দুঃখী। জন্মসূত্রে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েও এই সন্তানগণ অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় বাস করছে। প্রত্যেকে হচ্ছে দৈবশক্তি ও অবিনশ্বর আত্মার আধার। এই সত্যের উপলব্ধি হচ্ছে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য; যা নিরন্তর উপেক্ষিত হচ্ছে; হীন কর্মোদ্যোগে অমূল্য দিনগুলি নষ্ট হচ্ছে।

প্রতি রাত্রে রামকৃষ্ণ পরমহংস বিলাপ করতেন এই বলে যে, "আমার করুণাময়ী মাকে সাধনা করেও দেখতে পেলাম না, আর একটা দিন চলে গেল।" মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়সুখের লালসাকে প্রশ্রয় না দিয়ে এই রকম আকুতি দিয়ে ডাকতে হবে। সে কাজে মানুষকে আত্মনিয়োগ করতে হবে যাতে আছে শান্তি ও চির আনন্দ। বিচিত্র কর্মের শুভদিক বিচার করে তার

মধ্যে যেটি কল্যাণকর সেটি বেছে নিতে হবে। শান্তির অভিলাষী হয়েও সে দুঃশ্চিন্তা ও উদ্বেগে কষ্ট পায়; লেবুগাছ রোপণ করে আম পাবার আশা করে। এ হচ্ছে অজ্ঞতা বা ইচ্ছাকৃত অন্ধতা অথবা বিপথে চালিত হবার ফল।

দুধ দিয়ে কয়লা ধুয়ে সাদা করার চেষ্টা নিছক বোকামি। এতে দুধও কালো হয়ে যাবে। কয়লা পুড়িয়ে লাল করতে থাকলে ক্রমে ক্রমে পুড়ে সাদা ছাইয়ে রূপান্তরিত হয়। ছাই চিরকাল ছাই থেকে যায়। ঠিক ঐ একই রকমে সাধনার আগুনে কালো তামসিক মনকে পুড়িয়ে লাল রাজসিকে ও পরিশেষে সাদা সাত্ত্বিক অবস্থায় পরিণত করতে হবে। লোভ ও কামনা তামসিক ও রাজসিক গুণের সহায়ক। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বা সংযমের ঔষধ নিয়মিত সেবনে এ থেকে মুক্তি পাবে। এই চিকিৎসা শুরু করবার জন্যই পুণ্যদিনগুলি নির্ধারিত হয়েছে। শাস্ত্রসমূহে এই ঔষধের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে এবং এর প্রয়োগ পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সাধুদের জীবন থেকে তোমরা এই অন্বেষণে উৎসাহিত হও ও মুক্তিলাভের জন্য উন্মুখ হও। এরই আনুকূল্যে মানুষ পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এবং মনুষ্যত্ব হতে দেবত্বে উন্নীত হতে পারে। এটা সুনিশ্চিত যে তোমরাও দিব্যজীবন লাভ করতে পার। আমার এমন কিছুই নেই যা তোমাদের নেই; তোমাদের মধ্যে যা সুপ্ত আমার মধ্যে তা প্রত্যক্ষ ও জাগ্রত। এই হচ্ছে পার্থক্য। জীবন একটি ক্ষুদ্র দ্রুত প্রবাহমান সুযোগ। জীবনের প্রত্যেকটি মিনিট সদ্ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ নিজ সত্তা আবিষ্কার করতে হবে তাতেই পাবে পরম আনন্দ। অন্যের বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে সময় ব্যয় করবে না। নিজেদের বিষয়ে খোঁজ কর। নির্বাচনের সময় দরজায় দরজায় ঘুরে লোকের পায়ে পড়ে তোমরা ভোট ভিক্ষা করে বেড়াও। নিজেদের এইভাবে ছোট না করে যদি তোমরা ঈশ্বরের পদতলে লুটিয়ে পড়ে তাঁর করুণালাভে যোগ্য হও তবে জনসাধারণই তোমাদের নির্বাচনে দাঁড়াতে অনুরোধ করবে ও তোমাদের পক্ষে ভোট দিয়ে ব্যালট বাক্স ভর্তি করে দেবে। অবশ্য এর জন্য চাই বিশ্বাস, ঈশ্বর ও তাঁর কৃপার উপর অবিচল বিশ্বাস। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস নেই; আরও দুঃখের কথা যে তারা বিশ্বাসী মানুষকে উপহাস করে, এই বিশ্বাস যারা প্রবর্তন করে ও উৎসাহিত করে তাদের ঘৃণা করে।

শিবরাত্রি পবিত্র উৎসব কেন? এর জবাবে তোমরা বলবে "স্বামীর উদর থেকে লিঙ্গের উদ্ভব হয়"। প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গ প্রত্যেকের মধ্যে অধিষ্ঠিত। অঙ্গ বা দেহের মধ্যেই আছে জঙ্গম। কারণ নানা অঙ্গ গঠিত দেহ মন সর্বদাই বাহ্যিক বস্তুর দ্বারা বিচলিত। আবার জঙ্গমে নিহিত আছে সঙ্গম্ অর্থাৎ বিচলিত মনে উদ্ভব হয় আসক্তির। এই সঙ্গমের মধ্যে রয়েছে লিঙ্গম্; মানুষ আসক্তি ও তজ্জনিত দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়ে লিঙ্গ বা ঈশ্বরের সুনিশ্চিত মাহাত্ম্য উপলব্ধি

করে। এই লিঙ্গই হল ঈশ্বরের অন্তরতম সত্তা। আত্মলিঙ্গের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে কৃপা লাভ করো এবং সেই কৃপা লাভের যোগ্যতা অর্জন করো।

আজকের দিনটি কেন পবিত্র বলে মনে করা হয় সে বিষয়ে অমি কিছু বলব। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে চন্দ্র মাত্র কয়েক মিনিট ছাড়া প্রায় অদৃশ্য। চন্দ্র হল মনের অধিপতি। মন হচ্ছে সকল বদ্ধ কামনা ও আবেগের উৎস। সেই কারণে আজ মনের কোন শক্তি থাকে না। সেইজন্য আজ রাত্রে জাগ্রত থেকে দিব্য সান্নিধ্য লাভ করলে মানুষ মনকে পুরোপুরি জয় করে মুক্তির আস্বাদ লাভ করতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথি কঠোর সাধনার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বৎসরে একবার এই মহান বর্ষপূর্তির উৎসব রূপে মহান শিবরাত্রি পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধনার দ্বারা আজ রাত্রে অতন্দ্র থাকতে হবে অর্থাৎ ভজন বা পবিত্র গ্রন্থপাঠ বা শ্রবণ করে আজ বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হবে, চলচিত্র দেখে বা তাস ও জুয়া খেলে নয়। সৎ দর্শন, সৎ শ্রবণ, সৎ আলাপ, সৎ চিন্তা ও কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করা হচ্ছে আজ রাত্রের কর্মসূচী যা তোমার সারাজীবনের কর্মসূচী হয়ে উঠবে।

জনৈক পিতা তার ছেলেকে কিছু টাকা দিয়ে বাজার থেকে কিছু ফল কিনে আনতে পাঠিয়েছিল। বাড়ীতে ফল নিয়ে আসার সময় কয়েকজন ভিখারীকে কাঁদতে দেখে সে বুঝতে পারে যে তারা খুব ক্ষুধার্ত এবং ঐ ফলগুলি তাদের দেওয়া বিশেষ জরুরী। সে ফলগুলি তাদের দিয়ে বাড়ী ফিরে এল। এর জন্য তার বাবা তাকে তিরস্কার করলে সে বলেছিল, "আমি তোমার জন্য কতকগুলি অদৃশ্য ফল এনেছি, এগুলো কিন্তু আরও মিষ্টি ও অনেকদিন থাকবে।" সত্যিই যোগ্যপাত্রে দানের ফল অনেক বেশী মিষ্টি ও স্থায়ী। এই রকম সৎ কর্ম করার সুযোগ সন্ধান করবে।

এখন আমি প্রশান্তি পতাকা উন্মোচন করব। কেবলমাত্র এই বাড়ীতে পতাকা উন্মোচন করে কোন উপকার হবে না। তোমাদের হৃদয়ে এই পতাকার উন্মোচন হলে পরম প্রশান্তি লাভ করবে। তোমরা বাড়ী ফিরে গিয়ে আমার কথার রোমন্থন করবে ও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে তোমাদের শক্তি ও সহনশীলতা বাড়িয়ে তুলবে। তোমাদের সকল কর্ম, বাক্য ও চিন্তা সর্বেশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ কর। আজ লিঙ্গোদ্ভব হবে। বসবার জায়গা পাবার জন্য বেলা তিনটে থেকে রৌদ্রে বসে থেকো না। স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি অবহেলা করবে না। নিজেদের ক্লান্ত কোরে ফেলবে না। এখানে যতক্ষণ থাকবে বাজে কথায় এক মিনিটও নষ্ট করবে না। এখন আমি উপরে গিয়ে পতাকা উন্মোচন করবো। উপর থেকে পুষ্পবৃষ্টির সময় ফুল কুড়োবার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করে পরস্পর ঘাড়ে

পড়বে না। সংযত ও নিয়মানুবর্তী হও। পরে প্রেক্ষাগৃহে অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সবকিছু প্রত্যক্ষ করো ও পূর্ণ আনন্দ লাভ করো।

প্রশান্তি নিলয়ম
১০, ৩, ৬৭

(৪) দর্পণ ও প্রতিবিম্ব

'প্রদীপ' কথাটি উচ্চারণ করলেই অন্ধকার দূর হয় না। ঔষধের গুণাবলী শুনলে রোগীর অসুখ সারে না। দরিদ্র মানুষকে টাকা খাটিয়ে নানাভাবে উপার্জনের কথা শোনালে তার কষ্টের উপশম হয় না; বিরাট ভুরিভোজের গল্প শুনে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষুধা কমে না। মানুষের ব্যক্তিগত সামাজিক ও জাতীয় অসন্তোষ প্রতিকারের জন্য সনাতন ধর্মের গুণকীর্তন করলে সে অসন্তোষ বিন্দুমাত্র কমবে না। গভীর বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা নিয়ে এর মহিমা প্রচার করতে হবে। নিজেরা অভিজ্ঞতা অর্জন করে এর সত্যতা সমর্থন করবে; অনাবিল ও চিরন্তন আনন্দের অবস্থায় তোমাদের পৌঁছিতে হবে। তার পরিবর্তে এই প্রতিকারকে অবজ্ঞা করে তোমরা রোগবৃদ্ধি করছ।

অবশ্য শোক নিবারণ ও আনন্দের জন্য অবিরাম চেষ্টা চলছে কিন্তু সাফল্য অনিশ্চিত; সাফল্য লাভ করলেও তা নিতান্ত ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। মানুষ নিজের অভিজ্ঞতার যথার্থতা যুক্তি দিয়ে বিচার করে না। চোরাগর্তে পড়া এবং পঙ্কিল গলিতে ঢুকে পড়া রোধ করতে হলে অবিরাম আত্ম সমালোচনা বিশেষ প্রয়োজন। আজ এই পবিত্র দিনে প্রতি মিনিটে তোমাদের উচিত নিজেকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা। সেই কারণে আমি এই সব প্রাথমিক বিষয়ে আলোচনা করছি। জীবনে এইসব প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য কি? বরবধূর বিয়েতে তোমরা আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রন, বাড়ীঘর সাজান, ভোজন ও নাচগানের ব্যবস্থার যথাসাধ্য করে থাক এই কামনায় যে নবদম্পতী যেন অবশিষ্ট জীবন সুখে থাকে। নয় কি? সেইরূপ এই আয় ব্যয়, কামনা ও হতাশা, পাঠ ও আবৃত্তি সব কিছুই একই উদ্দেশ্যে-মানুষ যাতে পরম ব্রহ্মস্বরূপের সহিত একীভূত হয়ে ওঠে যে ব্রহ্মস্বরূপ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, এবং যাতে সে সেই পরম আনন্দ আস্বাদন করতে পারে।

এক পলকেই সেই ব্রহ্মকে চেনা যায়, এক ঝলকেই সেই কৃপা পাওয়া যেতে পারে শুধু পদ্ধতিটি জানতে হবে। ভাল খাবার তৈরীর জন্য টাটকা শাক সব্জি, সরু চাল, ভাল ডাল ও পরিষ্কার তেঁতুল প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে কিছুই হবে না যদি রান্না করার নিয়ম না শেখ। তোমাদের শিখতে হবে, চেষ্টা করতে হবে, এর জন্য সংগ্রাম করতে হবে তবে সফল হবে। কাজ সুরু করে দাও

ও এগিয়ে যাও, মন দিয়ে শোন ও সেই বিষয় চিন্তা করো। যা বলা হল তার অন্তত দু একটা কাজ করতে চেষ্টা করো।

অধুনা সবক্ষেত্রেই ঘুস বা উৎকোচ দিয়ে সফল হওয়া যায়। নিছক চালাকির দ্বারা বা বিনা প্রচেষ্টায় ভগবানকে লাভ করা যায় না। সাধনা, অনাসক্তি ও কঠোর শৃঙ্খলার কঠিন পথে তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের জন্য তোমরা আকুল হও, একাগ্রচিত্তে তাঁকে অবলম্বন করো। তাঁর আকার, মহিমা, গৌরব ও কৃপার চিন্তায় তোমাদের মনকে পরিপূর্ণ করে তোল। মানুষ জন্মগতভাবে দিব্যস্বরূপ; পরম দিব্যস্বরূপ তার চেতনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিরাজ করেন। মায়ার যবনিকা সেই রোমাঞ্চকর অনুভূতি ও আলোকময় দর্শনে বাধা দিচ্ছে। মায়া হচ্ছে এক দিব্য কৌশল, এ হচ্ছে ঈশ্বরের এক উপাধি বা মাধ্যম। একটি গল্পে আছে একবার ঈশ্বর মায়ার চাতুরীতে মানুষকে বিপথগামী হতে দেখে মায়ার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে চলে যেতে আদেশ দিলেন। মায়া তখন বোধহয় বলেছিল, "আমার আবরণে তুমি আবৃত, তোমারই ইচ্ছায় আমি হয়েছি অস্বচ্ছ কুয়াশা, আমি তোমারই মত সর্বব্যাপী, তুমিও যেখানে আমিও সেখানে; এমন স্থান দেখিয়ে দাও যেখানে তুমি নেই, আমি সেখানেই চলে যাই।" ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করলে তোমরা প্রত্যেকেই মায়ার আবরণ ছিন্ন করতে পারবে আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে পার সেই আবরণ উন্মোচন করে তোমাকে দিব্য দর্শনের সুযোগ দেবার জন্য। এই পৃথিবীতে তোমরা অভিনেতার মত চলাফেরা করবে ও সব সময় মনে রাখবে যে তোমরা তোমাদের স্বগৃহে ঈশ্বরের কাছে যাবার জন্য যাত্রা করেছ। তোমরা যে তাঁর কাছ থেকেই এসেছ। জীবনের এই নাটক নাটক নয়, সত্যি—এই কথা মনে হলে তা তৎক্ষনাৎ সর্ব শক্তি দিয়ে অস্বীকার করবে। তোমার অভিনীত ভূমিকা ও তুমি এক ও অভিন্ন এমন চিন্তা তোমার উন্নতিতে বাধা দেবে।

গীতায় বর্ণিত বিভাগ যোগ তোমাদের শিক্ষা করতে ও অনুশীলন করতে হবে। গীতায় যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে বিভাগ শব্দটির অর্থ কি? বিভাগ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাগ ভাগ, প্রভেদ বা পার্থক্য সৃষ্টি করা, এক থেকে অন্যকে আলাদা করা। ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ ক্ষেত্র বা দেহ সম্পর্কে যিনি জানেন এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে চেষ্টা করো। এই হচ্ছে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগের মর্মার্থ। ক্ষেত্রজ্ঞ সব কিছুই জানেন, তিনি সাক্ষী তিনি দেহ ধারণ করেও সুখ দুঃখ ভাল মন্দ সব দ্বৈতভাব মুক্ত। সনাতন ধর্মের সোনার সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার খাদ মিশে গেছে সেই কারণে খাঁটি সোনা পেতে হলে বিভাগ করতেই হবে। মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে কেউ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরলে কিংবা চাঁদের দিকে ধাবিত হলে তোমরা সেই কীর্তির প্রশংসা করে থাক। তোমরা বুঝতে পার না

যে, এই ব্যয়বহুল অভিযানের জন্য পৃথিবীর মানুষ প্রয়োজনীয় সহায় সম্বল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আর সেই সঙ্গে ঘৃণা ও অহংকারে মত্ত হয়ে উঠেছে। ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়ি বছরের খরচের সমান একটি রকেট প্রস্তুতের খরচ। এই উন্নতির মোট ফল হল মানুষ একটা মহাবিপর্যয়ের মধ্যে বাস করছে, সে আতঙ্কগ্রস্থ, নিজের পায়ের শব্দে শংকিত। মানুষ ভাবে সে বিশ্বের প্রভু এবং বিশ্বেশ্বর যেন তারই নিয়ন্ত্রনে। তাহলে সে কি করে শান্তি পাবে? এই আত্ম প্রবঞ্চনা তার পতনের কারণ হবে। বিনয়ের সঙ্গে তাকে বুঝতে হবে যে তার জ্ঞান নিতান্ত অল্প, এমনকি নিজের সমন্ধেও সে খুব কমই জানে। আত্মজ্ঞান ছাড়া আজে বাজে বিষয় দিয়ে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করা নিরর্থক। নিজেকে বিনীত ও পবিত্র করে অন্যের কাজে লাগাও। সেই পথেই আছে শান্তি ও আনন্দ।

আজ শিবরাত্রি। শিবের আদর্শ গ্রহণ কর। সর্বগ্রাসী হলাহল বিষ সমুদ্র থেকে নির্গত হলে পৃথিবীর জীবকুল অচিরে নিশ্চিৎ ধ্বংস হতে বসেছিল। শিব সেই বিষপান করে পৃথিবীকে রক্ষা করতে চাইলেন। বিষ তাঁর গলায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেই থেকে তিনি নীলকণ্ঠ। অপরকে সেবা, সাহায্য ও উদ্ধার করবার জন্য আগ্রহী হবে। এরজন্য তোমাদের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও মানসিক সমতা অবলম্বন করতে হবে। অন্যথায় লাল পিঁপড়ে ভরা গাছের অন্ধকার ছায়ায় বাস করার মত জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। অধৈর্য্য, ক্রোধ, ঘৃণা ও অহঙ্কারের দাস হলে অন্য সব গুণই বৃথা। হৃদয়ের আকাশে ভগবানের নাম নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে এবং আত্মজ্ঞান লাভ করে যে বিশ্বাস অর্জন করবে তা উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের মত আলো বিকিরণ করবে।

ভারতবর্ষের বর্তমান সঙ্কটকালে আত্মজ্ঞান জাত আত্মবিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নর নারী উভয়কেই এই জ্ঞান সম্পদ অর্জন করতে হবে। নারীদের দমন করার প্রবৃত্তি পুরুষদের ছাড়তে হবে। তাদের উপর দাসীর মত প্রভুত্ব করা চলবে না, তাদেরও আত্মমর্য্যাদা ও ব্যক্তিত্ব আছে। প্রকৃতপক্ষে নারীদের মধ্যে ভক্তি, সহানুভূতি, ত্যাগ, ধৈর্য্য, এবং অন্যান্য গুণাবলী পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী আছে। তথাপি পুরুষদের একটা ধারণা আছে যে নারীদের পরামর্শ নেওয়া যেন হীন কাজ। এই মনোভাব ছাড়তে হবে। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব যার মধ্যেই দেখবে, শ্রদ্ধা করবে।

সকল আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায় সর্বোচ্চ জ্ঞান হচ্ছে "ব্রহ্মন্ সত্যম্ জগৎ মিথ্যা"। প্রত্যেকটি অনু ও তার কোষ শক্তির আধার এবং ভগবত ইচ্ছার প্রকাশ। বস্তু ও শক্তি প্রকৃতপক্ষে পৃথক নয়। সেই একই ইচ্ছা সবকিছুকে বাস্তবায়িত করছে, বিস্তৃত করছে, প্রেরণা দিচ্ছে ও চালনা করছে। বিশ্বকে এইভাবে

বুঝতে হলে সমস্ত দ্বৈত সত্তার উপরে এক ও অদ্বিতীয়ের স্তরে পৌঁছতে হবে; তার সঙ্গে এক হতে হবে তার মধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জ্ঞান চক্ষু খুলে গেলে জগতকে ব্রহ্মময় দেখবে। জগৎ ও সমস্ত সৃষ্টি এক রূপে, ব্রহ্মময়রূপে একাকার হলে তোমরা নির্মল ও পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভে সক্ষম হবে। দপণ না থাকলে প্রতিবিম্বও থাকে না। তিনি হচ্ছেন বিম্ব—এক ও অদ্বিতীয়। সেই অবিচল পূর্ণ শান্তির স্তরে পৌঁছতে চেষ্টা করো।

সাধু ও সাধকদের সঙ্গ লাভে সচেষ্ট হলে সেই স্তরের সম্বন্ধে জ্ঞান ও উপলব্ধি হয়। কুঠার দিয়ে চন্দন গাছ কাটলে কুঠারের ধারাল দিকটিতে চন্দনের গন্ধ হয়। ভালর হচ্ছে এই প্রকৃতি; নিন্দুক ও অপকারী ব্যক্তিকেও তারা আশীর্বাদ করে। বিষয়াসক্ত লোকেদের বিদ্রূপের হাসি ও নির্মম সমালোচনায় মনোযোগ দেবে না। কোন আত্মীয় বাড়ীর দরজায় এলে তাকে তোমরা অভ্যর্থনা করে থাক এবং তখন সে বাড়ীতে আসে ও থাকে; আর যদি তাকে চিনতেও না পার তবে সে দুঃখ পেয়ে চলে যাবে। সেইরকম নির্বোধের মন্তব্য গ্রাহ্য করবে না। মন্তব্যগুলি তাদের নিজেদের কাছেই ফিরে যাবে।

আমিও এই রকম মন্তব্যের লক্ষ্য। মানুষ ভগবানের পথ বুঝতে পারে না। একটি বিশেষ ঘটনা বিশেষ সময়ে ও ধরনে ঘটবার কারণ তারা কি করে জানবে? শুধু ঈশ্বরই তা জানেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কোন রোগী মারা গেলে লোকে বিচার করতে বসে ও নিন্দায় মুখর হয়। মৃত্যু থেকে কে রেহাই পেতে পারে? এমন কি অবতারগণও তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ শেষ হলে দেহ ত্যাগ করেছেন। কোন প্রিয়জন মারা গেলে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারানো হচ্ছে চরম নির্বুদ্ধিতা। তার দণ্ডভোগ শেষ হওয়ায় সে মুক্তি পেয়েছে। অন্যের জন্য কেহই জন্মায় বা বেঁচে থাকে না। প্রত্যেকে নিজের ভার বহন করে ও সময় হলেই তা ত্যাগ করে। ঈশ্বরই তোমার শক্তি ও সান্ত্বনা, সেই কারণে কোন অবস্থাতেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস হারাবে না।

তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ হচ্ছে যে তোমরা জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত সবচেয়ে ভাল উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে। প্রতিবেশীদের যথাশক্তি সেবা করবে ও মানবজাতীর প্রতি প্রেম পোষণ করবে, ঈর্ষা ও ঘৃণা ত্যাগ করবে। বিশ্বাস করো, যে ঈশ্বরের পূজা করো তিনি সকলের মধ্যেই আছেন, সব আকারই তাঁর। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেক কর্মই যেন ঈশ্বরের সেই আকারের পূজা হয়ে ওঠে। সারা রাত্রি ভজনগান হবে। এতে অংশ নিয়ে তোমাদের মন ভগবানের মহিমা চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক; সেই মহিমা যে তোমাদের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে।

মহা শিবরাত্রি—
প্রশান্তি নিলয়ম—৯.৩.৬৭

(৫) 'মৃতের জন্য মুমূর্ষুর ক্রন্দন'

কাম জন্মের কারণ, কাল মৃত্যুর কারণ ; রাম হচ্ছেন জীবনের রক্ষাকর্তা। বাসনা জন্মের কারণ। জীবনের সুতাটি ছিঁড়ে দেয় কাল, যে কাল অনন্ত-কাল ধরে সবকিছু তুচ্ছ করে বয়ে চলেছে। অবিরাম ঈশ্বরের নাম কীর্তনে জীবন সার্থক হয়। জয়লাভ না করা পর্যন্ত সংগ্রাম করতে হবে, জীবন হচ্ছে সংগ্রাম। এই জয়ের লক্ষ্য হলো আত্মরূপ মুকুট, মোক্ষ রাজ্যের সার্বভৌমত্ব। বেদান্ত নির্দিষ্ট পথে তা লাভ করা সম্ভব।

বেদান্ত হচ্ছে বেদের সার ও পরিণাম। দুধ দই এ পরিণত হলে মাখন ও ঘোল আলাদা করা যায়, মাখন গলিয়ে বিশুদ্ধ করলে ঘি পাওয়া যায়, ঘি হচ্ছে দুধের অন্ত বা শেষ পরিণাম। ঠিক সেই রকম মানুষেরও শেষ ও দুর্নিবার পরিণতি হচ্ছে মোক্ষ। তোমার অন্তরের রিপু ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ের জন্ত ভগবান তোমাকে প্রয়োজনীয় শক্তি দেবেন কারণ তুমি ঈশ্বরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছ এবং তুমি দশ পা এগিয়ে গেলে তিনি একশ পা এগিয়ে আসবেন।

একবার রামদাস বিলাপ করে বলেছিলেন, "হে ঈশ্বর, তুমি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ ; আমি একা, সহায়হীন অনাথ ও দরিদ্র।" ভগবান এই আত্মগ্লানিকে বাধা দিয়ে বললেন, "তুমি তা নয়, তুমি নিজেকে দরিদ্র, অসহায় ও অনাথ মনে করছ কেন ? আমি তোমার সঙ্গে তোমার অন্তরে আছি ও তোমাকে করুণা বর্ষণ করছি। ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র আমি অনাথ কেননা আমার অভিভাবক নেই, সহায় নেই, নির্ভর করার মত কেউ নেই। আমি হচ্ছি অ-নাথ অন্ত সকলেই স-নাথ কারণ আমি যে তাদের সকলের নাথ। নিজেকে দীন মনে করবে না। 'ধী' অর্থাৎ বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে তুমি দীন হতে পার না। বিলাপ করে অমূল্য সময় নষ্ট না করে এই ধীশক্তির সাহায্যে সাধনা শুরু করে দাও। এই হচ্ছে তোমাদের নিজেদের উপর মহত্তম কর্তব্য। ভগবানকে সগুণ বা নির্গুণরূপে উপলব্ধি হচ্ছে সাধনা। চলবার জন্ত ডান ও বাম দুই পাই দরকার, এক 'পা' ভর করে বেশীক্ষণ চলা যায় না। সগুণ ও নির্গুণ সাধনা হচ্ছে দুই 'পা' এর মতন। তীর্থ পরিক্রমার পর মন্দিরে প্রবেশ করবার সময় ডান 'পা' এগিয়ে দিও। এই ডান 'পা' তোমাদের নির্গুণ সাধনা, ঈশ্বরের নিরাকার রূপের দিকে নিয়ে যাবে।

নামগান করে তোমরা সারা রাত্রি কাটিয়েছ। কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট না হয়ে প্রতিদিন নামগান করে শক্তি অর্জন করবে। তীর্থস্থানে ভ্রমণ করে তোমরা অন্তরে কোন শিক্ষাই বহন করে নিয়ে আস না, এটিও সেইরকম একটি স্থান একথা কল্পনাও কোর না; সে সব স্থানে তোমরা চড়ুইভাতি বা পর্য্যটকের মেজাজ নিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে ও সৌখিন জিনিস সংগ্রহ করতে যাও। কিন্তু এখানে, তোমরা নিঃশব্দে দিব্য সান্নিধ্যের পরম আনন্দে সমাহিত হও। এই প্রশান্তির পরিবেশ তোমাদের গ্রামে ও গৃহে বহণ করে নিয়ে যাও, পবিত্র চিন্তা ও কর্মে সেই সকল স্থান পবিত্র হয়ে উঠবে। আজকের শিবরাত্রিকে একটি অখণ্ড শিবরাত্রি করে তোল, শিবধ্যানের নিরন্তর উৎসবে পরিণত করো, জীবনকে অবিচ্ছিন্ন শিবপূজায় পরিণত করার প্রেরণা গ্রহণ করো। 'সর্বদা সর্বকলেষু সর্বত্র হরি চিন্তনম্' বলা হয়েছে সর্বত্র সর্ব সময় হরির বা ঈশ্বরের ধ্যানে নিয়োজিত হও।

একবার ব্রহ্মা নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন পৃথিবীতে সবচেয়ে আশ্চর্য্য কি? উত্তরে নারদ বললেন; "আমি যা দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য মুমূর্ষু ব্যক্তির শোক প্রকাশ।" যারা নিজেরা প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর কাছে এগিয়ে যাচ্ছে তারাই মৃত ব্যক্তিদের জন্য কাঁদছে। তারা এমনভাবে কাঁদছে যেন এতে মৃত ব্যক্তি জীবন ফিরে পাবে অথবা তাদের নিজেদের মৃত্যু রোধ হবে। ব্রহ্মা তাঁকে আর একটি ঘটনা বলতে বললেন। নারদ বললেন, "আরও একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে সকলেই পাপের ফলকে ভয় করে কিন্তু সকলেই পাপ কাজ করে। প্রত্যেকে পুণ্যফলের আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু পুণ্যকর্ম করতে নারাজ।"

লোকে বলে অমায়িক কথাবার্তা খুব মধুর। কিন্তু অধিকাংশ মিষ্টি আলাপ মিথ্যা ও কুৎসা ভরা হয়। একটু আধটু মিথ্যার আশ্রয় না করে সমাজে কি করে বাস করা যায়? এমন কথাও লোক জিজ্ঞাসা করে থাকে। এ কথা ভুল। সত্যভাষণ মানুষের স্বভাব, মিথ্যা হচ্ছে কৃত্রিম নৈপুণ্য। স্বাভাবিক হও, আত্মস্থ হও। তাহলে মিথ্যায় পড়বে না। ছোট ছোট দুরাচার পরিত্যাগ কর। কারণ পুণরাবৃত্তির ফলে এইগুলি চরিত্রের সঙ্গে মিশে বদ্ অভ্যাসে পরিণত হয়। বাজার করার জন্য স্বামী স্ত্রীকে দশ টাকা দিলে সে ন'টাকা খরচ করে একটাকা রেখে দেয় এবং একথা স্বামীকে গোপন করে। স্ত্রী যুক্তি দেবে এতে কোন অন্যায় নেই; কিন্তু এটা আসলে ভুল। সর্বদাই সত্যের কষ্টিপাথরে তোমাদের কর্ম, চিন্তা ও অনুভূতি যাচাই করে দেখবে। তোমাদের চিত্তের দুয়ার মিথ্যার আগলে বন্ধ থাকলে ভগবানের কৃপার আলো সেখানে কেমন করে পৌঁছবে? তাহলে ভগবানের দোষ কোথায়? বাসনা ও কামের প্রশ্রয়ে মিথ্যার উৎপত্তি, হৃদয় কামে পূর্ণ থাকলে সেখানে রাম বা ঈশ্বরের স্থান হয় না।

কাম এবং কাম থেকে জাত ক্রোধ, লোভ, মোহ. মদ এবং মাৎসর্য্য, হৃদয় থেকে দূর হলে রামের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। চিত্তের মলিনতা দূর না করে কেবল রাম রাম রাম বলে উচ্চৈস্বরে চিৎকার করে ও শরীরকে আন্দোলিত করে শুধু জীবনীশক্তির অপচয় হবে। দুর্গের মধ্যে যে শত্রু আছে তাকে তাড়াবার ক্ষমতা না থাকলে শুধু 'জয় জয়' করে চিৎকার করে কি লাভ?

তোমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে সৎ চিন্তা ও সৎ চরিত্রের বীজ বপন কর সবিনয়ে; প্রেমের বারিতে তাকে সিঞ্চিত করো। সাহসরূপ ঔষধে বাড়ন্ত গাছকে দুষ্ট কীট থেকে রক্ষা করো, একাগ্রতার সার দিয়ে তাকে পরিপুষ্ট করো; তারপর ভক্তির গাছে জ্ঞানের ফসল ফলবে। তুমি ও ঈশ্বর অভিন্ন এই জ্ঞান হচ্ছে সনাতন জ্ঞান। সেই সত্য অনুভূতি হলে তুমি ও ঈশ্বর এক হয়ে যাবে; তোমরা চিরকালই ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন ছিলে যদিও তোমরা এতদিন সে কথা জানতে না।

প্রশান্তি নিলয়ম
১০, ৩, ৬৭,

(৬) সর্বগ্রাসী প্লাবন

মানুষ সত্য, ন্যায়, শান্তি ও প্রেমে আস্থা হারিয়ে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে নেমে যাচ্ছে। অভুক্ত মানুষের কাছে খাদ্য, শুষ্ক ভূমিতে বর্ষণের মত বেদের আধ্যাত্মিক আত্মানুসন্ধানের নির্দেশ মানুষের জীবনের রক্ষাকবচ। এই বিশাল দেশের সুদূর অংশেও বেদের শিক্ষা পৌঁছে দেবার জন্য তোমরা নিযুক্ত হয়েছ; তোমাদের এই কাজের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। কথায় ও কাজে তোমাদের দেখাতে হবে যে আত্মোপলব্ধির এই পথই শ্রেষ্ঠ আনন্দের পথ। সমস্ত অবস্থায় শান্ত, বিনীত, সংযত, পবিত্র, ধর্মপরায়ণ ও সাহসী থেকে বিশ্বাসের সঙ্গে সাধনায় রত থাকবে এবং এই সাধনায় তোমাদের জীবন অনেক উত্তম, সুখী ও পরোপকারী হয়ে উঠেছে এই দৃষ্টান্তস্বরূপ হওয়া তোমাদের দায়িত্ব। অনুশীলন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে; কাজ না করে শুধু কথায় হবে না।

যে কোন নদীর তুলনায় সমুদ্র পবিত্র বলে বিবেচিত হয় কারণ সমুদ্র সব নদীর মিলন ক্ষেত্র। ভারতের সকল অংশ থেকে আগত কর্মীদের এই জমায়েত সেই কারণে পবিত্র; এ হচ্ছে ভক্তির বিভিন্ন স্রোতের মিলন ক্ষেত্র। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার প্রবল বন্যায় মানুষের সমস্ত ঐশী সত্তা নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে, সেই কারণে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার কার্য্যসূচী স্থির করা অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

চির আনন্দের মূল আত্মাকে অবহেলা করে মানুষ গর্ব ও বিলাস চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে উদ্দামবেগে সমুদ্রের তলায় বা মহাকাশে ছুটে চলেছে। কিছু লোককে নিজস্ব অভিজ্ঞতা সাহস করে ঘোষণা করতে হবে যে সমস্ত আনন্দের মূল আত্মার সঙ্গে পরিচিত হলে, অন্তরের চাঁদে পৌঁছানোর যে আনন্দ সেই তুলনায় চাঁদে যাওয়ার আনন্দ কিছুই নয়। মুখের কথা ও মনের ভাব ভিন্ন হলে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কপটতার লেশমাত্র থাকলে প্রাসাদভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। সেই কারণে যারা এই ক্ষেত্রে কর্মী হতে এসেছে তাদের কিছু নির্দেশ পালন করতে হবে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে ও কয়েকটি গুণের অধিকারী হতে হবে। প্রত্যেকটি চেষ্টা সফল করতে হলে প্রতি পর্য্যায়ে মান নির্ধারণ ও নিয়মিত আত্মসমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।

ইদানীং ঘৃণা, লোভ ও অসুস্থ প্রতিযোগীতায় পরিবেশ কলুষিত হয়ে পড়েছে

তার ফলে শ্রদ্ধা, বিনয় ও প্রশান্তি প্রভৃতি গুণাবলী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই পৃথিবী ও পার্থিব আকর্ষণ মানুষের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য হয়ে উঠছে। ঈশ্বর জীবনের উৎস, আধার ও পরম লক্ষ্য, সেই ঈশ্বরকে কি বহির্জগতে কি আবেগ ও বুদ্ধি প্রভাবিত মনোজগতে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি হয়ে তোমাদের সদা সতর্ক ও সক্রিয় থাকতে হবে অন্যথায় তোমরা পঙ্কিল আবর্তে পড়তে পার। আমি আর বেশীক্ষণ তোমাদের আটকে রাখব না কারণ এই সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে বিশদ আলোচনার জন্য তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিবেচ্য বিষয় সমূহ স্থির করবে। তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে কার্য্য নির্বাহক সমিতির সভায় মিলিত হয়ে বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে এবং সম্মেলনে উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রস্তাব ও সুপারিশ প্রস্তুত করতে হবে। আমি তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করছি এবং তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে অনুমতি দিচ্ছি যাতে তোমরা অপরাহ্নের আগেই মিলিত হয়ে পরবর্ত্তী আলোচনায় যোগ দিতে পার।

ভগবান শ্রী সত্য সাই সেবা সমিতির
প্রথম সর্বভারতীয় মহাসম্মেলন
মাদ্রাজ
২০-৪-৬৭

(৭) সত্য সাই সেবা

দিব্য করুণার পবিত্রতায় বেদ অনুপ্রাণিত। মানুষকে ইহলোকে সুখী জীবন লাভের ও চিরমুক্তি লাভের উপায় বেদে নির্দেশিত হয়েছে। বেদ ভগবৎ মহিমা প্রকাশ করেছে ও সমগ্র মানবজাতির অধ্যাত্মজ্ঞানের উৎসরূপে যুগযুগ ধরে বিরাজ করছে। বেদ এবং ন্যায় অন্যায় বিচারের ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধির দ্বারা এই দেশের সংস্কৃতি সংরক্ষিত ও পুষ্ট করতে হবে। বুদ্ধির সহায়তায় বেদের জ্ঞান ভাণ্ডার আহরণ করলে আত্মতত্ত্ব পরিষ্কার হয়ে যায় এবং মানুষের জীবন চির সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠে। বিদেশী জীবনযাত্রার প্রতি মোহের জন্য এই জ্ঞান সম্পদ অনাদৃত ও উপেক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু কয়েক বছর হল একটা শ্রদ্ধার ভাব ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুতি মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

এই সম্মেলন সেই পুনরুজ্জীবনের নিদর্শন। আত্মিক শক্তি ও আত্মিক ঐক্যের বাণী মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তোমাদের দেওয়া হয়েছে। মানুষকে দেবতায় উন্নীত করা ও সেই আনন্দ ও করুণা লাভ হচ্ছে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রত্যেক মানুষকে এই লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন করবার উদ্দেশ্যে তোমরা নিজ নিজ স্থানে চেষ্টা করছ। অবশ্য মানুষের আধ্যাত্মিক অধোগতি নিরাময়ের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা নানা উপায়ের কথা প্রচারে নিযুক্ত আছে। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে অতিরিক্ত আর একটি প্রতিষ্ঠানের কি দরকার? মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তার প্রকাশের জন্য আবহমান কাল ধরে যে মৌলিক ও অনিবার্য সংযমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে গুরুত্ব দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বেদে সমগ্র বিশ্বকে বিষ্ণুর দেহ রূপে চিত্রিত হয়েছে। ভারত এই বিশ্বের নয়ন স্বরূপ, কারণ কালের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী সর্বাপেক্ষা নির্ভুল। মায়ের ইচ্ছা সন্তান যেন পরিবারের সম্মান অক্ষুন্ন রাখে, সন্তানেরও উচিত মা বাবার সম্মান রক্ষা করা। এই দেশের ঋষিগণ যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করে গেছেন প্রত্যেক ভারতীয়ের উচিত তা শিক্ষা ও অভ্যাস করা। প্রতিকূল শক্তি, অসৎ সঙ্গ ও অজ্ঞানতার মোহের ফলে ভারতীয়গণ এই প্রাথমিক কর্তব্য অবহেলা করছে। রোগ সংক্রামিত হয়ে দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন এটা দূর করতে হবে। এই সম্মেলন ও তোমাদের দ্বারা

পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের এই যোগমুক্তির জন্য চেষ্টা করতে হবে। প্রশান্তি বিদ্বান সভা, সত্য সাই সেবা সমিতি, সত্য সাই সেবাদল অথবা সত্য সাই ভক্ত মণ্ডলী ; নাম যাই হোক উদ্দেশ্য এক।

ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষা ও চর্চ্চা হবে প্রথম লক্ষ্য। ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ ও নিজস্ব মূল্যায়নের দ্বারা এর বিচার করতে হবে। যারা শান্তি ও আনন্দের অভিজ্ঞতা পেয়েছে তারা অন্যের কাছে প্রচার করবে। যারা এই ঔষধ সেবনে নিরাময় হয় নি তাদের আমি ঔষধের গুণ প্রচার করতে বলছি না। যে দেশে সংস্কৃতির জন্ম ও পুষ্টি সেখানেই আজ অন্যায় ও দুর্নীতি সুখ ও সন্তোষ ধ্বংস করছে। অনেকেই মুখে এসব নিন্দা করে কিন্তু তারাই নিন্দিত কাজ করে থাকে। যারা জনগণকে নেতৃত্ব দিতে চায় তারা নিজেরাই প্রলুব্ধ হয়ে বিপথগামী হয়। এইসব প্রতিষ্ঠান সুরু ও পরিচালিত করবার সময় তোমাদের কয়েকটি আদর্শ প্রথমেই মনে রাখতে হবে। কর্তৃত্ব ও পদমর্য্যাদার জন্য আকাঙ্খা করবে না, কোন জাঁকজমক বা আড়ম্বরের প্রতি আসক্ত হবে না, প্রচার, স্বীকৃতি ও প্রশংসার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। কর্তব্যই হচ্ছে ভগবান। কর্তব্যে নিয়োজিত হয়ে সন্তোষ লাভ কর। স্বার্থসিদ্ধির কামনায় তোমাদের অনেক পরিকল্পনার কথা মনে হতে পারে। আমি জানি কিছু লোক ইতিমধ্যে পদ দখলের জন্য অনেক চেষ্টা করছে। তোমরা এই সব কামনা দমন করবে ও নষ্ট করবে। নিঃসংশয়ে আমার উপদেশ গ্রহণ করা সর্বোত্তম পথ। সেবায় নিযুক্ত হয়ে নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হওয়া বা নিজের আবেগে চালিত হওয়া অন্যায়। বেদে ঘোষণা করা হয়েছে যে একমাত্র ত্যাগ, আত্মসমর্পন ও আত্মনিবেদনেই অমরত্ব লাভ করা যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে সমস্ত মহৎ বিপ্লব ও সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়েছে আধ্যাত্মিক প্রেরণায়, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক চাপে নয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদয়ের পর থেকেই রাজনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের প্রাধান্য দেখা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিকতা রক্ষা ও উন্নত করার উদ্দেশ্যে রাজনীতিকে প্রয়োগ করবে।

বিশ্ব হচ্ছে ভগবানের দেহ, সেই দেহে ঐক্যবোধ বা একভাবস্বরূপ হচ্ছে ভারত। বহুপ্রাচীনকালে বেদে ঘোষণা করা হয়েছিল "একম্ সৎ"। আজকের ভারতেরও এই হৃদস্পন্দন। এই কারণেই ঋষি, সাধক, দিব্যপুরুষ ও ঈশ্বরের অবতারগণ এই দেশে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের বাণী মানবজাতির উদ্দেশ্যে প্রচার করেছেন। এই অমূল্য বাণী বিদেশে পাঠান হচ্ছে কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে খুব কমই পালিত হচ্ছে। এটা খুবই দুঃখজনক। কর্তৃত্ব লাভ করে প্রভাব ও ক্ষমতা অর্জনের জন্য একে অন্যকে নিন্দা করে ও ঘৃণার সঞ্চার করে। আজকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা সর্বক্ষণ মানুষের প্রধান কাজ হচ্ছে অন্যের দোষ দেখা ও রটনা করা। এইরূপ অবস্থা আমাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির পক্ষে অসম্মানজনক। সন্ধ্যা

জনপ্রিয়তা ও ক্ষণস্থায়ী যশের আকাঙ্খা থেকে এর উৎপত্তি।

তোমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির চেষ্টা করতে হবে যাতে ঈশ্বরে বিশ্বাস বাড়ে। এই মূল ভিত্তি না থাকলে সব উপাসনা, পূজা, ভজন ও সৎকর্ম প্রভৃতি সামাজিক বাধ্যবাধকতাও নিরর্থক আচার অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বাসের সঙ্গে এইসব কাজ করলে ফলরূপে অন্তরের রূপান্তর সম্ভব হয়। অনুসন্ধিৎসা থেকে বিশ্বাসের জন্ম, অনুসন্ধিৎসাই বিশ্বাসকে দৃঢ় করে তোলে। যারা তোমাদের সান্নিধ্যে আসবে তাদের অনুসন্ধিৎসায় উৎসাহিত করবে ও তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টাকে স্বাগত জানাবে।

মানুষ দেহের প্রয়োজনে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় লাভের চেষ্টা করে। মনকে সুস্থ ও সুখী রাখবার জন্য অবশ্যই কিছু করতে হবে। মনই দেহকে নিয়ন্ত্রিত করে। মন হচ্ছে পরিচালন যন্ত্র, মানুষের ঘনিষ্টতম বন্ধু। এর দ্বারা মানুষ ধ্বংস হয় আবার রক্ষাও পায়। সংযত, নিয়ন্ত্রিত ও ঠিকভাবে চালিত হলে মন মুক্তি দিতে পারে আবার ভ্রষ্ট ও বিপথগামী মন কঠোর বন্ধনের কারণ হয়। মানুষ ঠিক কোন সময় পূর্ণ ও অবিচল শান্তি পায় জানতে চেষ্টা করলে দেখবে যে একমাত্র সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রায় সে শান্তির আস্বাদ পায়। এর কারণ ঐ সময় ইন্দ্রিয় সকল নিষ্ক্রিয় থাকে, মন অচল থাকে, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সঙ্গে মনের কোন যোগ থাকে না. ইন্দ্রিয় সকল মনকে বাহিরের দিকে আকর্ষণ করতে না পারলে মানুষ শান্তি লাভ করে।

বস্তু জগৎ থেকে ইন্দ্রিয় সকল বিচ্ছিন্ন হওয়াই প্রকৃত সাধনা এই হচ্ছে নিবৃত্তিমার্গ। বাহিরের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে মনকে অন্তরের ঐশ্বর্য্যে সমাহিত করতে চেষ্টা করো। অনুভূতি, আবেগ. মনোভাব, প্রবণতা এবং চেতনার সকল স্তর পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্য মনকে ব্যবহার করবে। বাহিরের জগতের আবর্জনায় যেন মন ভরে না উঠে। কর্মে নিযুক্ত হয়ে প্রবৃত্তিমার্গের আশ্রয় নিলে মন কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠবে। নিরাসক্ত কর্ম হচ্ছে সবচেয়ে পবিত্র, এতে নৈরাশ্য বা আনন্দে মন বিচলিত হয় না। "আমি এটা করেছি"; "এটা আমার" এই দুটি বিষ দাঁতে মানুষের জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে। বিষ দাঁত উপড়ে ফেললেই সাপকে পোষ মানিয়ে ইচ্ছামত খেলান যায়। তোমাদের প্রতিষ্ঠান গুলির অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যাতে অহঙ্কার, ব্যক্তিগত লাভ, কৃতিত্ব ও অভিমানের শিকার হয়ে না উঠে। এই লক্ষ্যের প্রতি নজর রাখতে হবে।

কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবার সময় কতকগুলি নিয়মবিধি তৈরী করতে হয়। কিন্তু আমাদের নিয়মগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সভ্যরা যা প্রচার করবে সেইরূপ তারা প্রথমে আচরণ করবে আমাদের সকল নিয়মে এর উপরেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে

থাকি। অন্যকে যা করতে বলবে তা নিজে দৈনন্দিন জীবনে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে করবে। অন্যকে ভজনের উপযোগিতা সম্পর্কে শিক্ষা দেবার আগে নিজেরা নিয়মিতভাবে পদ্ধতি অনুসারে ভজন করবে। অন্যের কাছে সম্মান পেতে হলে তাদের প্রথমে সম্মান করতে শিখবে। সেবা একটি সাধারণ কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে; এই কথাটি যারা ব্যবহার করছে তাদের ভণ্ডামির জন্যই এর মূল্য কমে গেছে। প্রকৃতপক্ষে, যারা অন্যের দুঃখ, বেদনা, রোগ প্রভৃতি দেখে একই দুঃখ বোধ করে ও সমব্যথী হয় তারাই সেবা করার অধিকার অর্জন করে। তারা মনে করে যে তারা নিজেদেরই সেবা করছে এবং তার ফলে তাদের নিজেদের দুঃখ কষ্ট যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ও তৎপরতার সহিত দূর করতে চেষ্টা করে। অন্যের দুঃখে হৃদয় দুঃখে পূর্ণ হলে তা দূর করবার একমাত্র ঔষধ হচ্ছে সেবা। মনে করবে তোমরা নিজেদের সেবা করছ, নিজেদের অহঙ্কার খর্ব করছ। অন্যথায় সেবা তোমাদের আত্মগৌরব বাড়িয়ে দেবে, তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব জাগিয়ে তুলবে এবং এই দুটিই আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক। ক্ষুধার ঔষধ খাদ্য, তৃষ্ণার ঔষধ জল, জন্মমৃত্যুচক্রে ভবরোগের ঔষধ ভগবান, বাসনা রোগের প্রতিকার হচ্ছে জ্ঞান। সাধকদের জীবনে যে রোগগুলি বিশেষ ভাবে দেখা যায় তা হচ্ছে সন্দেহ, হতাশা ও সংশয়। এর ফলপ্রদ ঔষধ হচ্ছে পরোপকার বা সেবা। অশান্তির আক্রমণ রোধ করতে প্রয়োজন নিয়মিত ভজন। মানুষের এই সব ব্যাধি নিরাময়ের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানকে সর্বান্তঃকরণে উদ্যোগী হতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান সমস্ত বিধিনিষেধের আওতার বাহিরে; আত্মিক রাজ্য বিধিনিষেধের সীমায় আবদ্ধ নয়। এই অর্থে সত্য সাই প্রতিষ্ঠানে নিয়মবিধিগুলি হয় অর্থহীন অথবা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই রকম প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে কিছু নিয়ম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কারা এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পারবে ও তাদের কি গুণাবলী থাকা দরকার। (১) তারা অবশ্যই আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আগ্রহী হবে (২) যে নাম এই প্রতিষ্ঠান বহন করছে সেই নামে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে প্রচার করতে হবে সেই বাণী ও মহিমা (৩) সদস্যদের সৎ ব্যক্তি স্বীকৃতি লাভ করতে হবে। এই গুণগুলি দরকার অন্য কিছু গণ্য হবে না। অর্থ, সম্পত্তি, পাণ্ডিত্য, প্রতাপ প্রতিপত্তি বা পদমর্য্যাদার কোন দরকার নেই। আমি তোমাদের নিশ্চিৎ আশ্বাস দিচ্ছি যে ঐ তিনটি গুণের অধিকারী হয়েও যদি তোমরা আমার নামে কোন প্রতিষ্ঠানে স্থান না পাও, তোমরা আমার হৃদয়ে আসন লাভ করবে। প্রতিষ্ঠানগুলি এমন হওয়া চাই যাতে সদস্যগণের সাধনার পক্ষে উপযুক্ত স্থান মেলে, তাদের গুণের বিকাশ হয়, তারা অহঙ্কার বিষমুক্ত এখানকার কর্মীদের সংশ্রবে এসে অহঙ্কার জয় করতে পারে। এইটুকু করতে পারলেই তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল সদস্য ও কর্মকর্তাদের কর্তব্য কি হবে? তোমরা জান কোন

পদ গ্রহণ করতে হলে বা কোন দায়িত্ব নিলে রাজ্যের প্রথা অনুসারে শপথ গ্রহণ করতে হয়। সেইরূপ প্রত্যেক সদস্য ও পদাধিকারীকে কর্মে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে আন্তরিক শপথ বাক্য উচ্চারণ করতে হবে, "স্বামী! তোমার নির্দিষ্ট তিনটি গুণের ক্ষতি হয় এমন ভুল ভ্রান্তি ও কাজ থেকে আমাকে রক্ষা কর। আমার আত্মোন্নতির জন্য যে কাজে আমি ব্রতী হয়েছি তাতে সাফল্যের জন্য আমাকে প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য বুদ্ধি ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ কর। তোমার করুণায় আমি যেন সুনাম লাভ করি; প্রলোভন ও ভুল পদক্ষেপ থেকে আমাকে রক্ষা কর।" প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে এইভাবে প্রার্থনা করবে। রাত্রে শয্যা গ্রহণের সময় সারাদিনের কাজকর্মের কথা চিন্তা করে ও বিচার করে দেখবে সদস্য হবার কোন শর্ত লঙ্ঘণ করেছ কি না। অজ্ঞাতসারে কোন অন্যায় কাজ করে থাকলে প্রার্থনা কর যেন সবগুলির পুনরাবৃত্তি না হয়। এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করতে প্রস্তুত হও।

আর একটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাই। এই দেশে রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম ও রূপ নিয়ে অনেক আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান আছে। তোমরা জান ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশাসন হচ্ছে যে এক ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম ও রূপের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তোমাদের প্রতিষ্ঠানে কিছু লোক কেবল সাই ভজন গাওয়া ও সত্য সাই নাম রূপের জন্য জিদ করতে পারে। এটা খুব ভুল। এতে তোমরা সাইকে অসম্মান করছ। সাই এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কৃষ্ণ হতে বিযুক্ত হলে একবার যোগ আর একবার বিয়োগের জন্য ফল হবে শূন্য। এ সব ক্ষেত্রে কোন সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেবে না। অপরের মধ্যে এ সব থাকতে পারে কিন্তু সেই কারণে তোমরাও সমান দোষে দুষ্ট হবে এমন কোন কারণ নেই। এইসব দোষ ত্যাগ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। অন্য প্রতিষ্ঠান সাহায্য চাইলে তাদের সাহায্য করবে। তাহলে তারা তোমাদের সার্বজনীন প্রেমের পরিচয় পাবে।

আরও মনে রাখবে, আঞ্চলিক, ভাষাগত, ধর্মীয় বা এইরকম তুচ্ছ কারণে কোন বৈষম্যের উৎসাহ দেবে না। উদাহরণস্বরূপ, যারা এইসব বৈষম্যের প্রশ্রয় দেয় তারা বলে যে, মাদ্রাজে শুধু তামিল গান ও অন্ধ্রে কেবলমাত্র তেলেগু গান গাওয়া হবে; এ ধরণের মতকে উৎসাহিত করলে আধ্যাত্মিক আদর্শ ও ঐক্যের দৃষ্টিভঙ্গি যা হচ্ছে এই আদর্শের সার, তাই নষ্ট হবে। অন্তরের আনন্দ, সন্তোষ ও পবিত্রতা বাহ্যিক প্রকাশের চেয়ে এই সব ক্ষেত্রে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

আমি অর্থ সংগ্রহ পছন্দ করি না। কিন্তু কিছু অর্থ দরকার হয় বলে আমি খুব কঠিন সর্তে অর্থ সংগ্রহের অনুমতি দিয়ে থাকি। প্রত্যেক সংগঠনে দশ থেকে পনেরো জন সমিতির সভ্য থাকে। গোষ্ঠীর বাইরে কাহারও নিকট সাহায্য না

চেয়ে নিজেদের মধ্য থেকেই অর্থ সংগ্রহ করবে এবং তাই দিয়ে খরচ চালাবে। তারা অবশ্য নিজেদের সাধ্যমত অর্থ দেবে এবং সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ অনুসারে কাজকে সীমিত রাখবে। ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন পরিকল্পনা করবে না এবং অর্থের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরবে না। এতে প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম হয় এবং তোমরাও তা থেকে বাদ যাবে না। তোমরা বলতে পার "স্বামী আমাদের কাছে এলে তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে।" না, আমি চমৎকার সাজসজ্জা, বিশাল মঞ্চ, তোরণ, পতাকা ও এইরূপ আড়ম্বরের প্রয়োজন স্বীকার করি না। মানুষের কাছে আমার উপদেশ পৌঁছে দেবার জন্য একটি মাইকের দরকার। এমন কি চেয়ারেরও দরকার নেই, আমি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে পারি। ন্যূনতম প্রয়োজনে কম খরচ করবে, ব্যয়বহুল বিলাসে তোমরা মত্ত হবে না। আমি চাই উদ্বৃত্ত অর্থ তোমরা দরিদ্রভোজন বা অনুরূপ কোন সৎ কাজে ব্যয় করবে।

বহুস্থানে সত্য সাই মন্দির স্থাপনের চেষ্টা চলছে। তোমাদের অন্তরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হলে সত্য সাই সবচেয়ে সুখী হবেন। এই মন্দিরই আমার প্রিয়। ঐ সব মন্দির নির্মাণ করতে তোমাদের চাঁদা তোলবার জন্য ঘুরতে হবে। এই চাঁদা তোলা ও চাঁদা দেওয়ার জন্যই এদেশে ধর্মের অবনতি হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে সবচেয়ে মূল্যবান চাঁদা হচ্ছে শুদ্ধ চিত্ত; সেই শুদ্ধ চিত্ত দান করলে তোমাদের প্রতিষ্ঠান উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

সমিতির কর্মসূচী রূপায়নের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের একটি পদ্ধতির কথা তোমাদের বলছি। প্রথমে কত খরচ হবে তার একটা হিসাব করবে। মনে কর, হাজার টাকা হিসাব হল। পনেরো জন সদস্যকে খবরটি দিয়ে একদিন সকলে মিলিত হও। সেই ভিতরের ঘরে একটি তালা দেওয়া বাক্স রাখবে, বাক্সটির ঢাকনায় একটি লম্বা সরু ছিদ্র থাকবে। এক একজন সদস্য সেই ঘরে একা গিয়ে সামর্থ অনুসারে অর্থ ঐ বাক্সে জমা দেবে। সে কিছু অর্থ না দিয়েও চলে যেতে পারে, তার সে স্বাধীনতা আছে, কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সকলের সামনে অর্থ সংগ্রহ করলে একজন অন্যের চেয়ে কম দিলে সে অসম্মান বোধ করতে পারে। সেই কারণে এইটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পথ। সকলের টাকা দেবার পালা শেষ হলে, বাক্সটি খুলে টাকা গুণবে। হিসেবের চেয়ে টাকা কম হলে ঘাটতি টাকা সদস্যরা সমান ভাগে দিয়ে দাও। কিছু উদ্বৃত্ত হলে সে টাকা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দাও। তালিকা, রসিদ বই, আবেদন ও চাঁদা তোলার জটিলতার মধ্যে যাবে না। তাতে মিথ্যা, ছলচাতুরী, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অপবাদের মধ্যে পড়বে। তোমাদের পবিত্র লক্ষ্যের উপযোগী এইভাবে শান্ত শুদ্ধতায় এই কাজ করবে।

কয়েকজন প্রতিনিধি প্রস্তাব করেছে যে উপসমিতি গঠন করে স্বীকৃতি দেওয়া

হোক। কিন্তু তাতে শুধু সংখ্যা বাড়বে ও সেই সঙ্গে ভুলের সম্ভাবনাও বাড়বে। কয়েকজন নিষ্ঠাবান কর্মীর উপর দায়িত্ব দেওয়া হোক॥ গ্রামের ছোট ছোট সংস্থা আরব্ধ কর্ম ঠিকভাবে যাতে করতে পারে সে জন্য জেলা সভাপতিকে সাহায্য ও নির্দেশ দিতে হবে। গ্রামের মানুষদের শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করবার জন্য বৈদিক সংস্কৃতি ব্যাখ্যাকারকদের গ্রামে গ্রামে পাঠাতে হবে। ছাত্র ও তরুণদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রচারের জন্য ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আগ্রহ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করতে হবে।

সত্য সাই সেবা সমিতিগুলি 'সেবা' কথাটি মনে রাখবে এবং উৎসাহী হয়ে সেবা করবে। দৈহিক যন্ত্রণা ও মানসিক কষ্ট নিবারণের জন্য ও আধ্যাত্মিক আকুতি পূরণের উদ্দেশ্যে সেবা পরিচালিত হবে। বন্যা বা খরায় ক্ষতিগ্রস্থ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন মানুষকে ত্রাণের জন্য সমিতিগুলি অবশ্যই চেষ্টা করবে। যে সব ভজনমণ্ডলী, সৎসঙ্গ ও ভক্তমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের সর্ব সময় ও সর্বত্র নামস্মরণ, ভজন ও নাম কীর্তনের মহিমা করতে হবে। জয়দেব, গৌরাঙ্গ ও ত্যাগরাজ রাস্তা ও বাজারের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ভজন গান করে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করতেন। তাঁদের আনন্দের উচ্ছ্বাস লক্ষ লক্ষ মানুষকে দিব্যভাবে আবিষ্ট করে দিত।

গতকাল সংস্থা সমূহের পালনীয় পুণ্যদিনগুলির একটি তালিকা কোন একজন পড়েছিল। সেই তালিকায় শিবরাত্রি, নবরাত্রি, স্বামীর জন্মদিন ও গুরু পূর্ণিমার উল্লেখ ছিল। কিন্তু যে সব মহাত্মাগণ মানুষকে হৃদয়ে অবস্থিত ঈশ্বরকে অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদেরও জন্মদিন পালন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য লোক যারা তোমাদেরই ভাই, তাদের কাছে যে দিনগুলি পবিত্র তাও পালন করতে হবে। এইসব দিনগুলি পালনের জন্য অনুষ্ঠান সীমিত করবে না। প্রত্যেক দিনকে পবিত্র করে তুলবে এবং ভগবান ও তাঁর প্রেরিত দূতগণের বাণী স্মরণ করবে।

প্রথম নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন কর। অপরের দোষ অথবা নিজের গুণাবলী খুঁজবে না। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা রাখবে। তোমাদের প্রত্যেক কর্ম যেন সেই ভক্তি ও প্রেমে পূর্ণ হয়। প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি পক্ষে, অন্ততঃ প্রতি মাসে একবার সকলে মিলিত হও; তোমাদের একজন সৎ আলোচনা করতে পারে অথবা ভজন, পাঠ কিংবা ধ্যানে নিযুক্ত থাকবে। তাহলে আধ্যাত্মিক সাহচর্যের আনন্দ শিহরণ অনুভব করবে। সংস্থার প্রত্যেক সদস্যের জন্য কিছু কাজ নির্দিষ্ট থাকবে এবং একমাত্র দৈহিক অসুবিধা না থাকলে তাকে এই সমস্ত সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।

আমাকে আর একটি বিষয়েও তোমাদের কিছু বলতে হবে। তোমরা

যেখানেই থাক ও যে কাজই করবে ঈশ্বরের পূজা মনে করে করবে। ঈশ্বর প্রেরণাদাতা, সাক্ষী ও প্রভু—গভীর নিষ্ঠায় তাঁর মহিমার উদ্দেশ্যে কাজ করে যাও। "এগুলো আমার জন্য" ও "এগুলো ভগবানের উদ্দেশ্যে" এ রকমভাবে তোমাদের কাজ কর্ম ভাগ করবে না। শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে একই পাবে। কাজ আরম্ভ করলে কিছুই অবশিষ্ট বা পড়ে থাকা উচিত নয়। সমস্ত কাজকে এক মনে কর। শাস্ত্রে বলা হয়েছে ঋণ, রোগ, শত্রু ও জন্মমৃত্যুচক্রে কোন শেষ রাখবে না। সবকিছু একেবারে শেষ করে ফেলবে যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়। যদি তোমাদের সকল কর্ম ঈশ্বরের চরণে নিবেদন কর, যদি তোমাদের কর্মে অহমিকা ও আসক্তির লেশমাত্র না থাকে তবে তোমরা কর্মফলে বদ্ধ হবে না। তোমরা হবে স্বাধীন ও মুক্ত। তোমরা মোক্ষ লাভে সক্ষম হবে।

ভগবান শ্রী সত্য সাই সেবা সমিতির
প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন
মাদ্রাজ
২১. ৪. ৬৭

(৮) অরণ্যে ভ্রমণ

ভারতের গৌরব অবর্ণনীয়। ভারতীয়গণ আধ্যাত্মিক সাধনায় উচ্চতর স্তরে আরোহন করে সমগ্র মানবজাতিকে অগাধ জ্ঞানসম্পদ দান করেছে। কিন্তু সম্প্রতি ক্ষুদ্র মানুষেরা হীরকের খনিতে কয়লা অনুসন্ধান করে। এই দেশের সন্তানগণকে রত্ন সন্ধান ও আহরণ করতে হবে ও তাদের পূর্বপুরুষদের কৃতিত্বের জন্য গৌরব বোধ করবে। বেদান্ত শাস্ত্র হচ্ছে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সুখ লাভের মৌলিক বিজ্ঞান। ঐক্য, শান্তি ও মানুষের দৈব সত্তা এতে প্রচারিত হয়েছে।

এই দেশের অনুসন্ধিৎসুগণ উপনিষদ, ভগবদ্‌গীতা ও ব্রহ্মসূত্র তিনখানি গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলে মনে করেন। আধ্যাত্মিক উন্নততর জীবনের বিশেষ প্রয়োজনীয় উপায়গুলি এই তিনটি গ্রন্থে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ মানুষের সহজবোধ্য করবার জন্য তিনজন মহান ব্যাখ্যাকার একের পর এক এই শাস্ত্রগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে একই শাস্ত্রের তিনটি বিভিন্ন মার্গের সন্ধান দিয়েছেন। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের শিক্ষা দিয়েছেন, রামানুজ দিয়েছেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এবং মাধবাচার্য্য দিলেন দ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা।

দ্বৈত দর্শন বা দ্বৈতবাদ বলেছে জীব বা ব্যক্তি হচ্ছে জীবী এবং দেব বা সার্বিক হচ্ছে পুরুষোত্তম, এই দুই দ্বৈতসত্তা চিরকালই ভিন্ন। অদ্বৈতদর্শন।বলছে একটি মাত্র সত্তা আছে ও তা হল সার্বিক সত্তা, জীবসত্তা অজ্ঞানতা থেকে এসেছে। এই মিথ্যায় জড়িয়ে পড়লে সেই একমাত্র দৈব বা ঐশী সত্তা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। অদ্বৈত শব্দের অর্থ আর কোন দ্বিতীয় নেই। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে জীবী হচ্ছে সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপের অঙ্গ সেই একেরই অংশ হয়েও পৃথক। এই তিনটি বিভিন্ন পথে একই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। যারা এর একটি পথে যায় তারা হঠাৎ পথ পরিবর্তন করতে পারে না। গন্তব্যস্থানে যাবার জন্য মোটরগাড়ী শূন্যে উড়ে যায় না ও বিমান মাটিতে ছোটে না। "আমি পুত্র", "ভগবান আমার পিতা", "আমি ও আমার পিতা এক" যীশুখ্রীষ্টের এই বাণীগুলি এক্ষেত্রে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। দৃষ্টি যতই স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ হয় মানুষ নিজের সম্বন্ধে ও যে ব্রহ্মের সঙ্গে সে এক হয়ে আছে সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান আরও স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ ও সত্য হয়ে উঠে। ক্রমে সেই জ্ঞানই তার অস্তিত্ব এবং প্রাণস্বরূপ হয়ে ওঠে।

একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত বেদজ্ঞ ব্যক্তি রূপে অনেক যশ অর্জন করেছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁর জাত বা বর্ণ সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারেনি। অনেকের সন্দেহ ছিল যে তিনি অব্রাহ্মণ কিন্তু তা জানবার কোন উপায় ছিল না। অবশেষে একজন পণ্ডিতের স্ত্রী এই সমস্যা সহজেই সমাধান করতে পারবেন বলে জানালেন। পণ্ডিতকে একটি ভোজে নিমন্ত্রন করা হল। ভূরিভোজন করে যখন তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন সেই সময় ঐ মহিলা পণ্ডিতের পায়ের তলায় একটি গরম লাল শলাকা চেপে ধরতেই পণ্ডিত "আল্লা" বলে চীৎকার করে উঠলেন। এতে বোঝা গেল সে ব্যক্তি মুসলমান। বিশ্বাস কেবল ব্যাখ্যা করবার জন্য নয়, যন্ত্রনার আর্তনাদ করবার সময়ও এই বিশ্বাস প্রত্যক্ষ হয়ে থাকবে।

পাতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে বলেছেন "যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধন"; যোগ মনের স্বাভাবিক বিক্ষোভকে সংযত করে। ইন্দ্রিয়সমূহকে শাসন ও নিয়ন্ত্রন করবার ক্ষমতা একমাত্র মানুষের আছে। পাখী, পশু ও অন্যান্য ইতর প্রাণীদের বিচার করবার ও ত্যাগ করবার এই ক্ষমতা নেই। তারা প্রবৃত্তি ও আবেগের বশে কাজ করে; তারা বাদবিচার, যাচাই, গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে না। একদিন এক তপস্বী গঙ্গায় স্নানের সময় ভাসমান একটি কাঠের উপর একটি বিছাকে দেখে ভাবলেন বিছার নাম ও আকারে স্বয়ং ভগবান আছেন এবং তাকে রক্ষা করতে চাইলেন। তখন তিনি সেটি হাতে তুলে নিলেন কিন্তু কামড়ে দিতেই তাকে জলে ফেলে দিলেন। তারপর মনে দুঃখ পেয়ে বিছাটি আবার তুলে নিলেন, বিছাটি তাঁকে পাঁচ ছয় বার এইভাবে কামড়ে দিলেও তাঁর দয়ার অভাব হল না। অবশেষে তিনি সেটি একটি শুকনো জায়গায় ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন যাতে প্রাণ নিয়ে সুখে সে চলে যেতে পারে। অনেক লোক তাঁর এই কাজ দেখে এটা মূর্খের অতিমাত্রায় সহানুভূতি বলে উপহাস করেছিল। তপস্বী বলেছিলেন যে বিছাটি তাঁকে একটি শিক্ষা দিয়েছে যে জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। তারা সেই শিক্ষা কি জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বললেন, "যাই ঘটুক অন্তরের প্রকৃতি হতে বিচ্ছিন্ন হবে না," বিছা এই শিক্ষা দিয়ে গেল। এর প্রকৃতি দংশন করা তাই সে দংশন করেছে পাত্র বা সময় কিছু বিচার না করে। মানুষের প্রকৃতি হচ্ছে জ্ঞান অর্জন, আনন্দ মানুষের শ্রেষ্ঠ রস। প্রেম রক্তধারারূপে তাকে পরিপুষ্ট করে, শান্তি হচ্ছে দৃষ্টি যা দিয়ে সে পথ চলে। এই কারণেই উপনিষদে মানুষকে "অমৃতস্য পুত্রা" বলা হয়েছে। সে অমৃতের পুত্র—তার জন্ম নেই মৃত্যুও নেই। গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন পর্বত-সমূহের মধ্যে তিনি হচ্ছেন হিমগিরি হিমালয়। এর থেকে তোমরা এমন ধারণা করবে যে কৃষ্ণ একজন দেশপ্রেমিক তাই তাঁর মাতৃভূমির ভূপ্রকৃতির বিষয়ে একটি সুন্দর কথা বলেছেন। বিশুদ্ধ তুষার-শুভ্র হিমালয় সাত্ত্বিকগুণের প্রতীক। সেখানে পৌঁছতে হলে হরিদ্বার অর্থাৎ ভগবৎচেতনার মধ্য দিয়ে ও

ঋষিকেশ বা ইন্দ্রিয় সংযমের পথ দিয়ে যেতে হবে। তখন তোমরা মুক্ত আত্মা হয়ে পরমাত্মাস্বরূপ হয়ে উঠবে। কৃষ্ণের উক্তির এই হচ্ছে মর্ম্মার্থ। সঠিক অন্তর্নিহিত অর্থ না জানলে বিশ্বাস অনিশ্চিত হবে ও অনুশীলন হবে বিশৃঙ্খল।

বেদান্তের শিক্ষা ও অনুশিলন ত্যাগ করার ফল হচ্ছে তিন রকমের দুঃখ; পাপ, তাপ ও অজ্ঞানতা। এই তিনটি দুঃখের একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে রাম নাম। আত্মাকে বলা হয় আত্মারাম কারণ 'রাম' শব্দের অর্থ প্রীতিদায়ক এবং আত্মাই দিতে পারে অপার আনন্দ। র, অ ও ম এই তিনটি বর্ণ মিলিত হয়ে রাম শব্দটি গঠিত হয়েছে। র হচ্ছে অগ্নির প্রতীক যা পাপকে পুড়িয়ে ছাই করে, 'অ' হচ্ছে সূর্য্যের প্রতীক যা অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে এবং 'ম' হচ্ছে চন্দ্র যা দুঃখের তাপ শীতল করে। সুতরাং রাম এই তিনটি যন্ত্রনা দূর করে ও সত্য, সুন্দর ও শিবকে প্রকাশিত করে। রাম শব্দের এই তাৎপর্য মনে রেখে বারবার আবৃত্তি করলে তাহলে অচিরে ফল পাবে।

মানুষ আত্মাস্বরূপ। আত্মা হচ্ছে সত্য, সুন্দর, শিব, শান্তি ও প্রেম। কিন্তু মানুষ তার স্বীয় প্রকৃতির বিপরীত মিথ্যা, অনিত্য, জড় ও বিশৃঙ্খলা কামনা করে। এ রকম হওয়া অসম্মান জনক হীনতার পরিচয়। এ সব থেকে দূরে থেকে মানুষকে নিজের মধ্যে শক্তি ও আনন্দের উৎসকে খুঁজতে হবে। মানুষের ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এবং তার প্রত্যেক কাজে ঈশ্বরকে সামনে রেখে চলতে হবে। বেদের কর্মকাণ্ডে যে যাগযজ্ঞের কথা বলা হয়েছে সে হচ্ছে মানুষের ঈশ্বরকৃপা লাভের জন্য, প্রচলিত ধারণা অনুসারে স্বর্গে সুখের জীবন লাভের জন্য নয়। স্বর্গলাভের বাসনার পরিবর্তে ভগবানের করুণা লাভের প্রার্থনায় ভগবানের উদ্দেশ্যে যাগ উৎসর্গ করতে হবে এবং সেই যাগের সমস্ত ফল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেবে। নচিকেতা যাগযজ্ঞের এই উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী তার পিতাকে শিখিয়েছিল। ত্রুটিশূন্য অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব দিলে হবে না। আরাধ্য ও পূজিত ঈশ্বরের কাছে নিঃসর্ত আত্ম নিবেদন করবে।

উদাহরণস্বরূপ, শাস্ত্রে পঞ্চভূতের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে ভূতবলি অনুষ্ঠান পালনের কথা বলা হয়েছে। সাধারণ অর্থে 'বলি' অর্থে পশুবলি কিন্তু বলির সঠিক মানে হচ্ছে কর, শুল্ক বা রাজস্ব। জনসাধারণের নিকট রাজস্ব আদায় করে সরকার সেই অর্থ দিয়ে উন্নতমানের জীবনের জন্য ও বিভিন্ন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দানের ব্যবস্থা করতে পারে। একই প্রকারে পঞ্চভূতে বিরাজমান ঈশ্বর এই সব বলির সঞ্চিত পুণ্যভাণ্ডার দিয়ে মানুষের কল্যাণ করে থাকেন। এতে জ্ঞান সঞ্চারে সাহায্য হয়। যাগযজ্ঞে ভূতবলি একটি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। অহংকার, ঘৃণা, কাম প্রভৃতি পাশবিক বৃত্তিগুলি বলি দাও এবং নিজেদের রক্ষা কর।

কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য দোকানে গেলে তোমরা নিশ্চয়ই জান দাম না দিয়ে কিছু পাওয়া যায় না। তোমরা এখানে এসেছ কিছু প্রেরণা ও সমাচার পাবার জন্য এবং সেই সঙ্গে তোমাদের অন্তরের সৌন্দর্য্যকে দর্শন করে উপকৃত হবার জন্য। একে আত্মসাক্ষাৎকার বলতে পার। মুক্তি, আত্মতত্ত্ব, মোক্ষ, নির্বাণ বা অন্য কিছুও বলতে পার। তোমরা এই দোকানে এসেছ সেই কারণে এবং তোমার প্রয়োজন মত দ্রব্যটি আমরা বিক্রি করছি। কিন্তু মূল্য দিতে দ্বিধা করছ। ঘোড়া সম্বন্ধে বলা হয় "লাগাম ও ছড়ি দেখে ঘোড়া মুখ বন্ধ করে, ছোলা বা ঘাস আনলে মুখ খোলে।" মানুষ সম্বন্ধে একথা বলা উচিত নয়। সুতরাং এই রকম সমাবেশে আসার সময় জেনেই আসবে যে এখানে অনেক মূল্যবান দ্রব্য সহজে পাওয়া যাবে এবং যথাসম্ভব সেগুলি তোমাদের নিজস্ব করে নিতে আগ্রহী হবে। এখন গভীর মনোযোগ এবং পরে, যা শুনেছ সেই নিয়ে চিন্তা-এই মূল্যই তোমাদের দিতে হবে।

তোমরা যা শুনেছ তা চিন্তা করবে ও কল্যাণকর বলে যা স্বীকার কর সেই রকম আচরণ করবে। অভ্যাসের দ্বারা আনন্দময় অভিজ্ঞতার সোণালী ফসল পাওয়া যায়। বেড়া দিতেই যদি সব সময় যায় ফসল ফলাবে কখন? তোমাদের সকল সময় যদি কৃষি বিষয়ে বই পড়ে উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবহারে ভাল ফসল পাওয়ার উপায় খুঁজতে চলে যায় এবং তোমরা যদি জমি চাষে বীজ না ছড়াও, সার ও কীটনাশক জমিতে না ছড়াও, আগাছা উপড়ে না ফেল, তবে তোমাদের শষ্য ভাণ্ডার কি করে ভরে উঠবে? পাঠ, আবৃত্তি ও শ্রবণ যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন হচ্ছে অনুশীলনের।

নচিকেতা কি করেছিল বা শ্বেতকেতু কি বলেছিল এসব কথা তোমাদের বলে লাভ কি? এগুলি তোমরা আদর্শ, দৃষ্টান্ত ও পথ প্রদর্শকরূপে মনে না করলে উপনিষদ ও শাস্ত্রগ্রন্থগুলি রূপকথার গল্প হয়ে উঠবে। তাদের একাগ্রতা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, গুণাবলী ও ন্যায়পরায়ণতা বুঝতে চেষ্টা কর। সেইগুলি অর্জন করতে আগ্রহী হও। তাহলে আরও নচিকেতা ও শ্বেতকেতুর সন্ধান মিলবে অন্যথায় সমগ্র মানব ইতিহাসের পাতায় কেবলমাত্র একজন নচিকেতা ও একজন শ্বেতকেতুর উল্লেখ থাকবে।

তোমরা শত শত শবদাহ দেখেছ কিন্তু কোন শিক্ষাই হয়নি। বুদ্ধ একবারই দেখেছিলেন। এতে তাঁর জীবনের ধারা বদলে গিয়েছিল এবং পৃথিবীর ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছিল। তোমরা সন্ন্যাসীদের দীর্ঘ শোভাযাত্রা দেখেছ কিন্তু বুদ্ধ কেবল একজন সন্ন্যাসী দেখেছিলেন। তোমরা শত শত রোগী দেখেছ। সন্ন্যাসীর, বৈরাগ্য, পীড়িতের যন্ত্রনা ও বৃদ্ধের দুর্দশা বুদ্ধের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি রাজপ্রাসাদ, পত্নী ও নবজাত সন্তান ত্যাগ করে

জীবনের দুঃখ দূর করার উপায় খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। এই রূপান্তরে তোমাদের মন আগ্রহী হয়ে উঠলেই কেবল এই আলোচনা তোমাদের পক্ষে উপকার হবে।

এই প্রাচীন দেশের সর্বত্র লক্ষ লক্ষ মানুষ আধ্যাত্মিক আলোচনা শুনতে সমবেত হয়; তারা যা শোনে তার দশভাগের একভাগ যদি কাজে করে তবে ভারতবর্ষ পুনরায় আধ্যাত্মিক গৌরবের শীর্ষে উঠতে পারে। বাধাবিঘ্ন, পরিবেশ, অসুবিধা, মতভেদ ও সন্দেহের সম্মুখীন হলে নিরাশ হবে না। এ সমস্ত শুভ লক্ষণ; প্রতিকূল নয়। সনাতন ধর্মের প্রাচীন গৌরব প্রতিষ্ঠিত হতে দেখলে তোমাদের আনন্দ হবে। এটা সুনিশ্চিত জানবে যে একদিন তা অবশ্যই ঘটবে।

ইতিমধ্যে নিরাশ না হয়ে তোমাদের পথ স্থির করতে হবে এবং সেই পথ অবিচলভাবে অনুসরণ করবে। একজন মহান ঋষি একজন ভক্তকে বলেছিলেন যে ঈশ্বর চিন্তায় চব্বিশ ঘণ্টাই মগ্ন থাকলে ত্রিশ দিনেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। স্বস্থানে ফিরে গিয়ে সে সাধুর কথামত কাজ করেছিল ও ছত্রিশ দিন পরে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সাধুর কাছে গিয়ে জানাল যে সে মর্মান্তিকভাবে নিরাশ হয়েছে। সাধু তাকে ঐ ছত্রিশ দিনের কাজের বিবরণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলেছিল, "আমি ভোর চারটের সময় বিছানা থেকে উঠে শৌচাদি শেষ করে পাঁচটার মধ্যে ধ্যানে বসি ও ছটা পর্য্যন্ত ধ্যান করি। আটটা পর্যন্ত একটু চেলাফেরা করে কিছু খাই ও কয়েক মিনিটের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন থেকে একটু কিছু পড়ি, জগতের ঘটনাবলী সম্পর্কে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করি। তারপর স্নান করে একটু গরম পানীয় গ্রহন করি—এই প্রকার নানা কাজের মধ্যে সময় পেলেই রাম নাম করি।" সাধু বললেন, "সত্যই খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমি ভাবিনি যে তুমি এ রকম স্থূল আচরণ করবে। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে আমি তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা ঈশ্বর চিন্তা করতে বলেছিলাম; আমি তোমাকে আর কোন কাজ করতে বলিনি। ত্রিশ দিন সর্বক্ষণ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ঈশ্বর চিন্তায় কাটাবে তাহলেই তুমি মুক্তি লাভ করবে।"

সাধুর উপদেশ পালনের শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে এই দেহকে ঈশ্বরের বাসস্থান রূপে বিশ্বাস করা। যে খাদ্য তুমি গ্রহণ করছ তা ঈশ্বরকে নিবেদন করছ, তোমার স্নান হচ্ছে ঈশ্বরের স্নান, কেননা তিনি যে তোমার মধ্যেই আছেন। যে ভূমির উপর তুমি বেড়াও তা তাঁরই রাজ্য, যে আনন্দ তুমি পাও তা তাঁরই দান, যে শোক তুমি পাও সেও তাঁরই শিক্ষা। রৌদ্রে, জলে, দিনে, রাত্রে, নিদ্রায় ও জাগরণে সবসময় তাঁকে স্মরণ করবে। সাধু শিষ্যকে এইরূপ অবিমিশ্র ধ্যানের উপদেশ দিয়েছিলেন।

জীবন হচ্ছে অরণ্য, এখানে বহু শুকনো গাছপালা, কীট পতঙ্গ ও পোকার

বাসা। জঙ্গলের মেঝে কেউ পরিষ্কার করে না অথবা লতাগুল্ম ও কাঁটা ঝোপঝাড় কেউ কাটে না। কাঁটা ও জোঁকে ভরা জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে হলে জুতো পরতে হয়। জীবনের জঙ্গল পার হবার সময় আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে ইন্দ্রিয় সংযমের জুতো পরতে হবে। আমি চাই আজ তোমরা এই শিক্ষা নিয়ে ঘরে ফিরে যাও; এই শিক্ষা তোমরা স্মরণ করবে ও অভ্যাস করবে।

প্রশান্তি বিদ্বান মহাসভা
মাদ্রাজ
২২-৪-৬৭

(৯) প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার

মানুষের জীবনে আরম্ভ ও সমাপ্তি আছে; এই আরম্ভ ও সমাপ্তি কার্য-কারণ নিয়মে বাঁধা। বৃক্ষশাখায় পাখী অতি যত্নে বাসা তৈরী করে, সেই বাসা ঘূর্ণীবাতাসে দোলে, ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে। গোলাপের সুন্দর পাপড়ি মৃদু বাতাসে নাচে ও চারিদিক সৌরভে আমোদ করে আবার দমকা হাওয়ায় মাটিতে ঝরে পড়ে। মানুষও জয়ের চূড়ায় উঠে কোন অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় মাটিতে আছড়ে পড়ে। এই পরিণামে মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে; সে এর কারণ জানতে পারে না কেননা সে জানতে চেষ্টাই করে না। জন্ম ও মৃত্যুর কারণ একই; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি মোহ এবং কর্মের ফল।

শিশুরা সুখী কারণ তারা এরূপ কর্মে আসক্ত নয়। তারা আনন্দ, উৎসাহ, সরলতা ও বিশ্বাস সঞ্চার করে। তারা এত সতেজ ও প্রফুল্ল কেন? তাদের মন ইন্দ্রিয়সুখের জন্য লালায়িত নয়। এই কারণে যীশু খ্রীষ্ট শিশুদের আদর করতেন এবং বয়স্কদের শিশুর মত হতে বলতেন; যাতে তারা পরিত্রাণ পায়। দোলনায় শোওয়া অথবা বাগানে খেলবার সময় শিশুর হাসি কত মিষ্টি! এই হচ্ছে মানুষের আসল প্রকৃতি, বছরের পর বছর মানুষের বোকামিতে সেই প্রকৃতি নষ্ট হয়ে যায়।

মানুষের হৃদয়ের পবিত্র স্বচ্ছ সরোবরে ফুটে উঠে ভগবৎভক্তির পদ্ম; সেই পদ্ম ভগবানের চরণে নিবেদন করার পরিবর্তে তোমরা এমন ফুলের অর্ঘ দাও যা শুকিয়ে যায়, ফল নিবেদন কর যা পচে যায় ও পাতা দাও যা শুকিয়ে যায়। ভগবান তোমাদের যে হৃদয় প্রেমে ও ভক্তিতে পূর্ণ করে দান করেছেন সেই হৃদয় তাঁকে সমর্পন কর। তোমাদের আনন্দে আমার আহার শুধু সেই কারণেই আনন্দ অনুশীলন করবে। আনন্দের মূল, স্বরূপ ও লক্ষ্য ভগবানের ধ্যান করলেই একমাত্র আনন্দ সৃষ্টি হয়। নিষ্ঠুর রাজা রাবন লঙ্কার একটি সুন্দর সাজানো বাগান অশোকবনে সীতাকে বন্দিনী করে রেখেছিল; অশোকবনের অর্থ যে বনে কোন শোক বা দুঃখ নেই। সেই বনের ফুলে বিছানো প্রান্তর, বৃক্ষলতা, কুঞ্জ সব কিছুই ছিল নয়নাভিরাম ও মনোরম। এতে কিন্তু সীতার কোন সুখ ছিল না। তিনি সেখানে শুধু শূণ্য দম্ভ, ক্ষমতার লোভ ও কুৎসিৎ উল্লাস দেখেছিলেন। সীতা একটি গাছের

তলায় বসেছিলেন, সেই গাছের ডালে বসে একটি কুৎসিৎ দর্শন বানরকে বার বার রাম নাম আবৃত্তি করতে শুনে তিনি প্রকৃত আনন্দ অনুভব করেছিলেন। সেই নাম ছিল তার কাছে অপার আনন্দের উৎস।

তোমাদের জীবনের অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদা, পেশা ও সঙ্গী সাথী, আমোদ প্রমোদের রুচি সব কিছুই এমন হবে যাতে তোমাদের অন্তরের আয়নাটি পরিষ্কার থাকে এবং ভগবানের স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি সেখানে পড়ে। ঈশ্বরানুভূতিতে গৃহস্থাশ্রম একটি সোপান। তোমরা একটি সোপানে বাস কর না, কোন সেতুর উপর বাড়ী তৈরী কর না। এগিয়ে যাও, সামনে চল ও পার হও ; তোমাদের লক্ষ্য ভগবান। ইহম্ থেকে তোমরা চরমের দিকে চলেছ ; পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণ করে ও ধর্মাচরণ করে তোমাদের আত্মোন্নতি হয়। তোমরা পরমধর্ম ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা জানবার অধিকার অর্জন কর। ইহ ধর্ম আনন্দ দান করে আর পরাধর্ম আনন্দের উৎসের সন্ধান দেয় ও সেই উৎস তোমাদের বিলীন করে।

ধর্ম রক্ষার জন্য অবতাররূপে ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়ে স্বয়ং মোক্ষ লাভের জন্য সর্বধর্ম ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন। ভগবদ্গীতায় পরম মুক্তি লাভের জন্য এই নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি শেষ অধ্যায়ে মোক্ষ লাভের আকুতিও ত্যাগ করতে বলেছেন। এর কারণ হল বন্ধনও নেই, মুক্তিও নেই। এ হচ্ছে অজ্ঞানতা জনিত ভ্রান্তি, জ্ঞানের আলোয় অন্ধকার কেটে গেলে এই ভ্রান্তিও দূর হয়।

অসুস্থ বোধ করলে এমন ঔষধ সেবন করা উচিত যাতে পরে অন্য ঔষধের দরকার না হয় বা পরে আবার অসুস্থ না হও। কাজে নিযুক্ত হলে এমন কাজ পছন্দ করবে যাতে কর্মফলের শৃঙ্খল তোমাকে জড়িয়ে না ফেলে। কর্ম এমন হবে যাতে আবার অন্য কর্মে জড়িয়ে না যাও। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কর্ম, আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং ফলের আকাঙ্ক্ষা শূন্য কর্ম একমাত্র মানুষকে কর্ম হতে কর্মান্তরের বন্ধন হতে মুক্তি দেয়।

পার্থিব চিন্তাধারায় বর্তমান আলোড়নের ফলে মানুষের মন ঘৃণা ও লালসায় কঠিন হয়ে উঠেছে ; ভালবাসা ও সহানুভূতিতে মন কোমল হয়ে উঠছে না। গায়ত্রী মন্ত্রে বুদ্ধি বা ধী যাতে জ্ঞানদীপ্ত কর্মে বিকশিত হয় সেই প্রার্থনা করা হয়েছে। কারণ বুদ্ধি মানুষকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, স্থান, কাল ও কার্য-কারণের মহান উৎকর্ষ এবং ঈশ্বরের শক্তি ও মহিমা উপলব্ধিতে অক্ষম বা বা অন্ধ করে। বুদ্ধি এত বিকৃত হয় যে "ভগবান কোথায়" "ভগবান আমার কাছে এখনই প্রকাশিত হচ্ছেন না কেন"—এই ধরণের প্রশ্ন মনে উদয় হয়।

তোমরা যদি নিজের মধ্যে দৃষ্টি দাও ও নিজেকে চিনতে বা বুঝতে পার তাহলেই ভগবানকে দেখতে পাবে। শুদ্ধ হবার দীর্ঘ সাধনা ও নিয়মিত আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তুতিতে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। বর্ণ পরিচয়ের জ্ঞান না থাকলে শাস্ত্র-গ্রন্থের নিন্দা করতে সাহস হয় কি করে? প্রাচীন শাস্ত্রের নীতি মনের স্থৈর্য্য ও প্রশান্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছে, অন্তরের গভীরে পৌঁছানোর জন্য তার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। আত্মা সম্পর্কে প্রত্যেককে সচেতন করা এর উদ্দেশ্য; আত্মাই মৌলিক সত্য, আত্মাই একমাত্র অস্তিত্ব, সব কিছুই আত্মজাত।

বিবাহ, একত্রে আহার করা বা না করা প্রভৃতি সামাজিক রীতিনীতি-গুলির সঙ্গে ধর্মকে এক করে দেখলে মানুষ ধর্মকে ত্যাগ করতে বা অশ্রদ্ধা করতে শেখে। ধর্ম হচ্ছে মা; মাকে ত্যাগ করে বা অস্বীকার করে কি করে চলে? তোমরা স্ত্রীকে ত্যাগ করে আবার বিবাহ করতে পার, কিন্তু মাকে ত্যাগ করে আর একজনকে তোমার জন্মদাত্রী মা বলে ঘোষণা করতে পারবে না। মানুষের খেয়ালে ধর্মের উদ্ভব নয়; এ হচ্ছে সেই পরমাত্মার আহ্বান— যেখান থেকে আমরা এসেছি—এ হচ্ছে নদীর বুকে সমুদ্রের ডাক। অপরের শোক বা আনন্দ দেখে নিজের মধ্যে আত্মীয়তার অনুভূতি হচ্ছে ধর্ম। সত্য, শিব ও সুন্দরের উপলব্ধিতে যে হর্ষোচ্ছাস আসে, ধর্ম হলো সেই অনুভূতি। যে ধর্মকে অস্বীকার করে তার মধ্যে কোন বিচারশক্তি নেই, কোন অনুভূতি, অন্তর বা মনোভাব নেই। মত হচ্ছে মতির ফলশ্রুতি। যার মতি বা জ্ঞান নেই সেই ধর্মকে ক্ষতিকারক বা অপ্রয়োজনীয় মনে করে।

গাছ থেকে কিছু পাতা ছিঁড়তে পার বা ডাল ভাঙতে পার কিন্তু ধর্ম-বৃক্ষের মূল মানুষের হৃদয়ের গভীরে আবদ্ধ বলে তা নষ্ট বা অবহেলা করা যায় না। দেহ একটি অতি দুর্বল আশ্রয় যা যে কোন সময় ভেঙে যেতে পারে। ইন্দ্রিয়সমূহ জ্ঞান অর্জনে নিতান্ত অক্ষম যন্ত্র। বস্তু কোনভাবেই সুখ বা আনন্দের উৎস হয় না। গভীর নিদ্রার মধ্যেও অহংবোধ যায় না। কোন বিধানে বা শপথ বাক্যে এই সত্য অস্বীকার করা যায় না। অন্য সব বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করবার মত আত্মোপলব্ধির কৃতিত্ব লাভ করতে হলেও কঠোর শৃঙ্খলা ও একনিষ্ঠ চেষ্টা অপরিহার্য। তোমাদের মূল্য দিতেই হবে।

মনে কর স্বপ্নে নিজেকে তিরস্কৃত, নিন্দিত ও গভীরভাবে মর্মাহত হতে দেখলে। যদিও সেই সময় তুমি খুব দুঃখ পাও জেগে উঠলে কয়েকমিনিট আগে এমন বাস্তবের মত যা ঘটে গেল সে বিষয়ে আর কিছু খেয়াল থাকে না। জ্ঞানের উন্নততর চেতনার স্তরে পৌঁছলে সেইভাবে জাগ্রত অবস্থার সমস্ত শোক, আনন্দ, সুখ ও যন্ত্রনা স্বপ্নের মত অনিত্য ও অলীক বলে মনে হবে। তুমি মানুষ খুন করেছ বলে পুলিশে খবর দিলে তারা তোমাকে কয়েদ

করবে। তুমি স্বপ্নে মানুষ খুন করেছ বললে পুলিশ তোমার কথা বাতুলতা বলে উড়িয়ে দেবে।

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে মানুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বেশ ভালভাবে অভিনয় করা উচিৎ। ফল দেখে গাছ চেনা যায়। মানুষের দেহ হচ্ছে ভগবানের মন্দির। তিনি সেখানে অধিষ্ঠিত। এই সত্য উপলব্ধির জন্য আকুল হবে, অন্বেষণ করে আনন্দ লাভ করবে তাহলেই লাভ করবে ভক্তি। সর্বোচ্চকে ভালবাস, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমাস্পদকে ভালবাস, নিম্নতর কোন কিছুই ভালবাসবে না।

কোন পণ্ডিত একদল ছাত্রকে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন। কয়েকটি পাঠ শেষ হলে তিনি তাদের চার লাইনের একটি শ্লোক রচনা করতে বললেন। একটি ছেলে অনেক চেষ্টা করে ছন্দ মিলিয়ে দু লাইন লিখেছিল।

'পূর্ণিমা চাঁদ ঝলমলে আলো
ঐ উঁচুগাছে ফল আছে কতো'

নিরাশ হয়ে আরও উদ্ভট দু লাইন লিখে চতুষ্পদী পূর্ণ করল।

'খাবারটা হয়নি ভাল রান্না
গংগাম্নার মুখ দেখে পায় কান্না'

যথারীতি কাজ হল অবশ্য কিন্তু যা হল অর্থহীন, দুঃখজনক ও ব্যর্থ রচনা।

মানুষের জীবনে বছরগুলি এমনি ব্যর্থতায় কেটে যায়। জীবনের নির্দিষ্ট বছরগুলি কতকগুলি কাজ শেষ করতে কাটায় কিন্তু সে যা পায় তা নিতান্ত মূল্যহীন। প্রত্যেকেই চার ছত্র শ্লোক রচনা করে, কিন্তু সেগুলিতে কি কোন অর্থ আছে? সেগুলি কি পড়া বা প্রশংসার যোগ্য হয়? না। তুচ্ছ কামনা ও বাসনার প্রতি সুযোগের পিছনে ছোটে, সব রকম চিন্তায় অংশ নিয়ে তারা জীবন যাপন করছে ভেবে সন্তুষ্ট থাকে। এই আত্মতুষ্টি সম্পূর্ণরূপে ভুল। জমা খরচের হিসাব শেষ করলে দেখা যাবে লাভের অংশ নগণ্য। দূর দূরান্তরে তোমরা ভ্রমণ করেছ কিন্তু নিজের ঘরকে অবহেলা করেছ। তোমরা মহাকাশে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাক কিন্তু তোমাদের অন্তরের আকাশ অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। তোমরা অন্যের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে দোষ খোঁজ, নিন্দা কর কিন্তু তোমরা নিজেদের চিন্তা, কর্ম ও ভাবনা সম্পর্কে বিচার কর না, ভালমন্দ বুঝতে চাও না। অন্যের মধ্যে যে দোষগুলি দেখ তা তোমার নিজেরই দোষের প্রতিবিম্ব অন্যের মধ্যে যা ভাল তাও তোমার নিজের ভালর প্রতিচ্ছবি। একমাত্র ধ্যানের সাহায্যে তোমরা সৎ দর্শন, সৎ শ্রবণ, সৎ চিন্তা ও সৎ কর্মে প্রবৃত্ত হতে পার।

ধ্যানের দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপীরূপের মধ্যে সমাহিত হতে পারবে। তোমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় কি বড় ধরণের কোন চিন্তা

ছোট খাটো চিন্তাকে ভুলিয়ে দেয় না ? তোমার মন ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থাকলে ও তাঁর জন্য আকুল হলে ছোট ছোট তুচ্ছ বাসনা, নৈরাশ্য এমনকি কুন্তিত্ত পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে পড়বে। সব কিছু ভুলে যাবে ; দিব্য ভক্তির স্রোতে ভেসে যাবে দিব্য আনন্দের সমুদ্র মধ্যে।

রামায়ণ থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। রাজা দশরথের মৃত্যুর সময়ে তাঁর দুই পুত্র দূরে আত্মীয়ের বাড়ীতে ছিল। রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করবার জন্য কেহ ছিল না, সেই কারণে ভরত ও শত্রুঘ্নকে খবর দেওয়া হল। রাজার মৃত্যুসংবাদ তাদের জানান হল না। তারা এসে স্থির মৃতদেহ দেখে পিতার জন্য এত শোকে কাতর হয়ে উঠল যে বিমাতা রাণী কৌশল্যার ঘরে ছুটে গেল। কৌশল্যা রাজকুমার দুজনকে তাঁর ঘরে ছুটে আসতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তারা কাতর হয়ে কারণ জানতে চাইলেন। তখন রাণী তাদের পিতার মৃত্যু সংবাদ দিলেন। ভরত এই মর্মান্তিক খবরে শোকে অভিভূত হয়ে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। সে শোকের কোন সান্ত্বনা নেই। কাতর হয়ে সে বিলাপ করে বললেন, "আমি হতভাগ্য, শেষ সময়ে পিতার সেবা করতে পারলাম না।" শত্রুঘ্নর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ভাই, হায় তুমিও এই অমূল্য সেবার সুযোগ হারালে।" কিছুক্ষণ পরে আবার বললেন, "মা, রাম লক্ষ্মণ কত ভাগ্যবান, বাবার মৃত্যুর সময় তারা পাশে থেকে সেবা করেছে : তারা মৃত্যুর সময়ে বাবার পাশে ছিল আমরা দূরে ছিলাম বাবা কি আমাদের খোঁজ করেছিলেন ? আমাদের বিষয়ে তাঁর শেষ ইচ্ছা কি ছিল ? তিনি কি আমাদের মনে রেখে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?" কৌশল্যা বললেন, "বাবা তাঁর মুখে শুধু একটি কথাই ছিল, তাঁর চোখে শুধু একটি রূপই ছিল— সেই নাম হল রাম, সেই রূপ হল রাম।" ভরত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা শুধু রাম নাম করছিলেন ও রামের রূপ দেখছিলেন যদিও রাম তাঁর পাশেই ছিল অথচ আমি দূরে ছিলাম আমাকে একবারও দেখতে চাইলেন না এ কি করে হল ? হায় আমি দুর্ভাগা, পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত।" জবাবে কৌশল্যা বললেন, "হায় রাম তাঁর পাশে থাকলে তাঁর মৃত্যু হত না।" ভরত জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, রাম কোথায় গিয়েছিলেন ? তিনি এখন কোথায় ? তিনি কি বনে মৃগয়া করতে অথবা সরযূতীরে ভ্রমণে গিয়েছিলেন ?" মা বললেন, "না, না, সে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে গেছে।" ভরত সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদ করে উঠল, "কি মর্মান্তিক ; রামকে কি পাপে, কি অপরাধে বনে যেতে হল ?" রাণী কৌশল্যা বললেন, "তোমার মা রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাস চেয়েছিল বলে রামকে যেতে হল।"

ভরত পিতৃ বিয়োগের শোকে ম্লান হয়েছিল কিন্তু তার মার ইচ্ছায় রামের চৌদ্দ বছর বনবাসের কথা শুনে গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে দিশেহারা হয়ে

পড়ল। গুরুতর শোকে লঘু শোক দুঃখ মনে থাকে না।

সেইরূপ মহত্তর আকুতি প্রবল হয়ে উঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে অভিভূত করে। ভগবানের জন্য আকুল হও তাহলে সব ক্ষুদ্র বাসনা দূর হবে। লাভ-লোকসান, মান-অপমান, স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য, আনন্দ-শোক, যাই হোক না কেন ঈশ্বরের প্রতি মনকে অবিচল রাখবে। এই হচ্ছে লক্ষ্য, জীবন সংগ্রামের পুরস্কার। সেই বিশ্বাসে সব বাধা জয় করবে, সব বাধা তুচ্ছ ও নিষ্ফল মনে করবে। লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। ঈশ্বরকে দর্শন, ঈশ্বর অনুসন্ধান ও ঈশ্বরে এক হয়ে যাওয়া হচ্ছে মানুষের পরম কর্তব্য।

প্রশান্তি বিধান মহাসভা
মাদ্রাজ— ২৩, ৪, ৬৭,

(১০) সাপুড়ে হও

বলা হয়ে থাকে "ব্যাসো নারায়ণো হরিঃ"। ব্যাসদেব মহাভারত ও ভাগবতের কাহিনী রচনা করে ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করেছেন, নারায়ণের মহিমা ও গৌরব কীর্তন করে মানবজাতিকে জানতে সহায়তা করেছেন। নারায়ণ স্বয়ং তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন, নারায়ণের ইচ্ছায় তিনি যন্ত্রে পরিণত হয়েছিলেন। ঈশ্বর বেতার তরঙ্গের মত সর্বত্র বিরাজমান; বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানগুলি বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে সর্বত্র প্রচারিত হয় ও গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। ব্যাসদেব সেইরূপ ঈশ্বরকে গ্রহণ করে পুণরায় প্রচার করছেন যাতে মানুষ শুনে জানতে পারে, জেনে আরাধনা করে ও আরাধনা করে দেবত্ব অর্জনে সফল হয়। আজও ঈশ্বরে আগ্রহী মানুষ ব্যাসদেবের কীর্তি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে এবং বিস্ময় ও অভিভূতকর সমস্ত কিছুর মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে।

শিশুদের মন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ কারণ তাদের অহং ভাব নেই। যীশুখ্রীষ্ট শিশুকে কোলে করে আদর করতেন, কাঁধে তুলে নিতেন, শিশুরা নিষ্পাপ দেবদূত। তারা বড় হলে তাদের মনে বাসনার উদয় হয়। কামনা হতে লোভ, অহঙ্কার, ঘৃণা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা আসে এবং ভয় ও উদ্বেগে মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। শৈশবে শান্তি ও আনন্দ ফিরে পাবার জন্য মানুষ নানা ভ্রান্ত পথে ঘুরে ক্রমশঃ গভীরতর পাঁকে ডুবে যায়। অন্ধের মত পথ চললে কি লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়? ঔষধের শিশি নাড়াচাড়া করে কি অসুখ সারে? মাটির ঢিপিতে আঘাত করে কি সাপ মারা যায়? শান্তি ও আনন্দ আপন স্বভাবের মধ্যে অনুভব করলে তবে তা পাওয়া যায়। জগতে ভূমিষ্ঠ হবার সময় ইন্দ্রিয় সুখের কোন তৃষ্ণা থাকে না, জগত থেকে বিদায় নেবার সময়েও সে তৃষ্ণা থাকে না। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যের সময়টুকুতে এ দুর্ভোগ কেন? কামনার দাস হয়ে লক্ষ থেকে বিচ্যুত হবে না। ব্যাসদেব শিখিয়েছেন যে জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে মানুষের মহত্তর কাজ করবার আছে, তা হচ্ছে দিব্য পথ জানা ও অনুশীলন। ইন্দ্রিয়সকল হচ্ছে বিষধর সর্প, মানুষের কামনায় সেই সাপ উন্মত্ত হয়। উগ্র কামনায় উত্তেজিত হয়ে ফনা তুলে দংশন করে। ভজনের সুরে ও ভক্তিরসে তারা মুগ্ধ হয়, তারা দোলে কিন্তু দংশন করে না। এই হচ্ছে তাদের শান্ত করবার গোপন তথ্য।

ভক্তকে দক্ষ হতে হবে; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য ও চিত্ত শুদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, নৈপুণ্য ও পদ্ধতি বিশেষভাবে আয়ত্ব করতে হবে। পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে রাজা দক্ষের, তাঁর কন্যা সতী। আধ্যাত্মিক অগ্রগতি হলে মানুষ দক্ষ হতে পারে এবং সতীকে আত্মা সম্পর্কীয় জ্ঞান বা আত্মজা বলা মনে করে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সতীর সঙ্গে ভগবান শিবের বিয়ে হয়েছিল। আত্মজ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ। সংযম ও জ্ঞান শিক্ষা ও অনুশীলন করে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। এই দক্ষতা অর্জন না করলে মানুষ হয় দ্বিপদ প্রাণী বিশেষ, এর চেয়ে উন্নত কোন বিশেষ নামের যোগ্য হয় না। চক্রহীন রথ, মাঠাতোলা দুধ, জ্যোৎস্নাহীন রাত্র, পদ্মহীন সরোবরের মত মানুষের জীবন হয় ভাব ও গৌরবশূণ্য উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থক।

এই দক্ষতা অর্জন অসাধ্য বলে যারা মনে করে ব্যাসদেবের উক্তিতে তারা আশা পাবে। ব্যাসদেব বলেছেন আঠারটি বৃহৎ আকারের পুরাণে আমি যা শিক্ষা দিতে চেষ্টা করছি তার সার মর্ম একটি শ্লোকের অর্দ্ধেক পরিসরে বলছি।

"পরসেবা পুণ্য জানিবে নিশ্চয়
অপকারীর পাপী বলে পরিচয়।"

এই কথায় বিশ্বাস রেখে তোমরা আন্তরিকভাবে নির্দ্বিধায় সদা প্রফুল্ল ও দরদী মন নিয়ে অপরের সেবায় তোমাদের দক্ষতা ও শক্তি নিয়োজিত করবে তাহলে ঈশ্বর বিগলিত হয়ে তোমাদের অন্তরে, সম্মুখে স্বতঃস্ফূর্ত কাণ রূপে প্রকাশিত হবেন।

ক্ষুদ্র পাকস্থলী পূর্ণ করা এবং ঘুমের জন্য সামান্য কয়েক ফুট স্থান সংগ্রহ করা বড় সমস্যা বা প্রশংসনীয় কৃতিত্ব নয়। মৃত্যু এসে দেহ বন্ধন থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত মানুষ কোন রকমে বেঁচে থাকতে পারে। আসল বড় সমস্যা হচ্ছে ভিতরের শত্রু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যকে জয় করে, মনকে সংযত করে ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তে বিবেক বুদ্ধির দ্বারা চালিত হওয়া এবং ধর্ম ও ব্রহ্মকে জীবনের দুই নির্দেশক রূপে মেনে নিয়ে বীরের জীবন যাপন করা।

শিবের অস্ত্র হচ্ছে তিনটি ফলা যুক্ত ত্রিশূল। বিল্লপত্র দিয়ে শিবের পূজা হয়, বিল্লপত্র হচ্ছে এক বৃন্তে তিনটি পত্র। এর অর্থ হল ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই পথের উপাসনা শিবের অভিপ্রেত। বৈষয়িক সুখ সুবিধার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে না। কেবল কৃপা লাভের জন্য প্রার্থনা করবে। দীর্ঘ সাধনা, বিশেষ করে নাম স্মরণের সাধনার দ্বারা এই একাগ্র ভক্তি লাভ করা যায়। এই জীবন, বুদ্ধি ও বৈরাগ্য দানের জন্য ঈশ্বরের

প্রতি কৃতজ্ঞ হও। কৃতজ্ঞচিত্তে নামস্মরণ করে যাও অন্তরের নিভৃতে। এই লোক বা পৃথিবীর জন্য তোমরা দিবারাত্র পরিশ্রম কর কিন্তু লোকেশ বা পৃথিবীর প্রভু ভগবানের উদ্দেশ্যে কয় মিনিট ব্যয় কর? লোকেশ সর্বলোকের সাক্ষী। কৃতজ্ঞচিত্তে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করা তোমাদের কর্তব্য। ব্যাসদেব ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করে ঈশ্বরের নিকট মানুষের ঋণ জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত পূর্ণিমা তিথির একটি পুণ্য দিন; অন্ধকার মন তাঁরই স্নিগ্ধ সুন্দর আলোয় ভরে ওঠে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে সেই আলো দান না করে জ্যোৎস্নারূপে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। পূর্ণিমা তিথি সেই কারণে তাঁকে ভজন করার পুণ্য তিথি।

প্রশান্তি নিলয়ম—
২৩.৫.৬৭

(১১) সীসা বা সোনা

অপ্রকাশিত শক্তি যখন কোন বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয় তখন যারা সেই শক্তিকে চিনতে পারে তারা আনন্দের উৎসের সন্ধান পায়। আমেরিকা থেকে আগত ডাঃ টাইবার্গের অভিজ্ঞতা থেকে একথা তোমরা এখনই শুনলে। তিনি ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র পড়েছেন ও ভারতে বহু বৎসর কাটিয়েছেন। তিনি জানেন যে মানুষের ব্রত হচ্ছে দিব্যানুভূতি লাভ করা এবং দিব্য আনন্দের সাগরে নিমজ্জিত হওয়া। এই অনুভূতি লাভ করবার জন্য মানুষকে জ্ঞান সম্পদ আহরণ করতে হবে। গরু বিভিন্ন বর্ণের, জাতির ও আকৃতির হতে পারে কিন্তু যে দুধ তারা দেয় তা পৃথিবীর সর্বত্র এক। সেইরকম ধর্মসমূহ যেভাবেই হোক বা প্রভাব যত বিস্তৃত হোক, তাদের উদ্দেশ্য এক; মানুষকে এই শিক্ষা দেবার পথ।

অধুনা মানুষের আচরণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে তার কারণ 'সকলেই একই ভগবানের স্বরূপ' এই উপলব্ধি ও জ্ঞানের অভাব। এ হচ্ছে সাধনার ফল. এই বিশ্বাস খুব ধীরে ধীরে আসে কিন্তু তা অর্জন করতেই হবে। মহর্ষি দুর্বাশা তাঁর কঠোর তপস্যার জন্য মহাকাব্যে বিখ্যাত, অন্যের অবাধ্যতা বা বিরোধিতায় তাঁর ক্রোধের কথা সুবিদিত। তিনি এত অভিমানী, অহংকারী ও উগ্র ছিলেন যে ঈশ্বরের বহুত্বের মধ্যে একত্বকে ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ফীত অহংকারে সামান্য আঘাত লাগলে তিনি ভয়ঙ্কর অভিশাপ দিতেন। তাহলে দীর্ঘ তপশ্চর্যার কি ফল? তোমাদের সর্বস্ব ঈশ্বরকে সমর্পণ কর। কিছু বেশী টাকা থাকলে কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে রেখে তোমরা বলে থাক, "টাকাটা তোমার কাছে রেখে দাও নইলে আমার হাতে থাকলে তাড়াতাড়ি খরচ হয়ে যাবে; আমি নিজেকে ভরসা করতে পারি না।" ভগবান সেইরকম বন্ধু, তাঁকে বিশ্বাস করে সর্বস্ব সমর্পণ কর তাহলে মুক্ত ও সুখী হবে। বিশ্বাসের অভাবে তা করতে পারছ না।

মানুষ এখনও বিশ্বাস করে যে বাহ্য জগত থেকে আনন্দ পাওয়া যায়। সে সুখ লাভের আশায় অর্থ, প্রতিপত্তি, যশ ও বিদ্যা সঞ্চয় করে। পরে সে দেখতে পায় যে এগুলি ভয়, দুর্ভাবনা ও বেদনায় মিশ্রিত। বিত্তশালী লোককে কর আদায়কারী, প্রতারক, চাঁদা সংগ্রহকারী ও ডাকাত ঘিরে থাকে

আর সেই সঙ্গে তার পুত্রেরা আর সম্পত্তির অংশদার আত্মীয়রা আছে। বৈষয়িক সুখ ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখ তার সহচর।

আত্মাকে উপলব্ধি করবার জন্য ও ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শন করবার জন্য সচেষ্ট হও, জাগতিক বিষয়ে সাফল্য লাভ করা অপেক্ষা এই প্রচেষ্টায় বিফল হওয়াও গৌরবজনক। এতে কতো তফাত! কীট জীবন ধারণ করে দেহের মধ্যে, দেহের জন্য ও দেহের সঙ্গে। মানুষের জীবন হচ্ছে দেহের মধ্যে ভগবানের সঙ্গে বাস করা। নির্বোধ অলস প্রকৃতির তামসিক মানুষ নিজের প্রতি আসক্ত। রাজসিক, কর্মকুশল ও ভাবপ্রবণ মানুষ ক্ষমতা, যশ প্রভৃতি লাভ করবার জন্য শুধু তাদেরই ভালবাসে যাদের নিকট এইগুলি পায়। কিন্তু সাত্ত্বিক, শুদ্ধচিত্ত, শান্ত ব্যক্তি সকলকে ঈশ্বরের প্রতিভূ মনে করে ভালবাসে ও বিণীত হয়ে সেবাব্রত পালন করে। এর উত্তম দৃষ্টান্ত পুণ্ডলীক। পুণ্ডলীক মার পদসেবা করছিল সেই সময়ে ভগবান আবির্ভূত হলেন। সে পদসেবা বন্ধ করেনি কারণ সে তার মার মূর্তিতে ঈশ্বরকেই সেবা করছিল। তুকারাম পুণ্ডলীককে ঈশ্বরের আবির্ভাবের কথা বলেছিল কিন্তু সে বিচলিত হল না। যে ঈশ্বরের সেবা আরম্ভ করেছিল তা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঈশ্বরকে অপেক্ষা করতে বলেছিল।

মাকে ভালবাসা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং তার দৈব্যসত্তার প্রকাশ। মানুষের মধ্যে দৈব্য সত্তার স্ফুলিঙ্গ না থাকলে মানুষ আদৌ ভালবাসতে পারত না। যে লোক ভালবাসতে পারে সে মন্দিরে বা গীর্জায় যাক বা না যাক সে আস্তিক। পুণ্ডলীক ঈশ্বরের বিরোধিতা করেনি কারণ সে তার মার মূর্তিতে ঈশ্বরেরই সেবা করছিল। জানা থেকে অজানার দিকে তোমাদের যেতে হবে। তারপর তোমাদের ভালবাসা ক্রমে সুদূর বিস্তৃত হয়ে প্রকৃতির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে। এক সময়ে গাছের পাতা ছিঁড়লেও এত কষ্ট অনুভব করবে যে গাছকে আঘাত করবার সাহস হবে না। গাছের সবুজ সজীবতা দৈব্য ইচ্ছার নিদর্শন, এই দৈব্য ইচ্ছায় শিকড় মাটির গভীরে যায়। শিকড়গুলি গাছকে ঝড় থেকে নিরাপদ করে, ঝরের দুরন্ত বেগের বিরুদ্ধে গাছকে শক্তভাবে ধরে রাখে। সেইরকম ভালবাসার শিকড়গুলি অন্তরের গভীরে দৈব্যসত্তায় পৌঁছিলে আর দুর্গতির ঝড়ে পড়ে অবিশ্বাসে চূর্ণ হবে না।

একটুকরো মিছরি একপেয়ালা জলের প্রত্যেকটি বিন্দু মিষ্টি করে। সেইরকম ভালবাসার দৃষ্টিতে জগতের প্রত্যেক মানুষ বন্ধু ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। গকুলের সরল গোপিরা পরস্পরকে কৃষ্ণরূপে দেখত। এত প্রগাঢ় ছিল ঈশ্বরের অবতারের প্রতি তাদের প্রেম। ভাগবৎ হচ্ছে ভগবৎ প্রেম ও ভক্তির একখানি মূল গ্রন্থ, এতে গোপীদের ও অন্যান্য ঈশ্বর সন্ধিৎসু মানুষের ঈশ্বর প্রেম বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণের মহান চরিত্র ও অপূর্ব কার্য।

এ হল ধর্মগ্রন্থ, ধর্মের প্রাধান্যে নির্ভুল ভাষ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নীতিশাস্ত্র এই গ্রন্থ। আজ এই মুহূর্তে তোমরা প্রেমময় সেবাব্রত গ্রহণ কর। এ কাজে এত উৎসাহ পাবে যে একটি কাজ থেকে আরও কাজ করতে আগ্রহী হবে।

এক রাজা তাঁর দরবারে উপস্থিত অনেক পণ্ডিত ও সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে শ্রেষ্ঠ সেবা কি ও কোন সময় সেই কাজের পক্ষে সর্বোত্তম। তিনি তাদের কাছে সদুত্তর পেলেন না। একদিন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার সৈন্যদলকে অনুসরণ করতে করতে অনেক দূরে গিয়ে গভীর এক জঙ্গলে পড়েন ও নিজের সৈন্যদল থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়েন। ঘোড়ায় চড়ে অনেক পথ অতিক্রম করে তিনি ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে এক সাধুর আশ্রমে উপস্থিত হলেন। একজন বৃদ্ধ সাধু তাঁকে আহ্বান করে এক পেয়ালা শীতল জল পান করতে দিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে যে প্রশ্নে তার মন বিব্রত হত সেই প্রশ্ন রাজা সাধুকে করলেন। "শ্রেষ্ঠ সেবা কি ?" সাধু বললেন "তৃষ্ণার্তকে জল দেওয়া।" রাজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "এজন্য কোন সময় শ্রেষ্ঠ ?" জবাবে সাধু বললেন, "যখন কোন লোক অনেক দূর থেকে একা তৃষ্ণার্ত হয়ে জল পাবার জন্য কোন স্থানের খোঁজ করে।" অর্থব্যায় বা প্রচারের মাপকাঠিতে সেবার মূল্যায়ন করা যায় না, গভীর অরণ্যে এক পেয়ালা জল দিয়েও তা হতে পারে। সেই কাজ সোনা বা সীসা তা বিবেচিত হবে গ্রহীতার প্রয়োজন ও দাতার মনোভাবের দ্বারা।

তোমাদের প্রত্যেক কাজ ভালবাসায় পূর্ণ করে তোল। তোমাদের চিন্তা, কথা বা কাজে একজনও যেন দুঃখ না পায়। এই হবে তোমাদের সাধনা; এতে তোমরা পরম লক্ষ্যে পৌছতে পারবে।

প্রশান্তি নিলয়ম—
২৪.৫.৬৭

(১২) একের মধ্যে তিন

আজকের দিনটি পবিত্র। এই দিনে ভক্তরা ভগবানের মাহাত্ম্য ও মহিমা কীর্তন করে ও তাঁর নামের মাধুর্য আস্বাদন করে। ভক্তদের কাছে এই নাম এত প্রিয় কারণ এই নামের মধ্যেই আছে সমগ্র ভাগবৎ। কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার, তাঁর মহিমা ষোল কলায় পূর্ণ। রাম অবতারে এই ষোলটি কলার মধ্যে তিন ভাই প্রত্যেকে একটি করে ও তাঁর সমসাময়িক পরশুরাম একটি পেয়েছিলেন। রাম পরশুরামকে জয় করে ঐ ঐশী শক্তির অংশটুকু নিজের মধ্যে ধারণ করেন। অন্যান্য অবতারগণ কোন বিশেষ কাজে বা কোন দুষ্ট বা দুষ্টচক্রকে দমন করবার জন্য এসেছিলেন। রাম ও কৃষ্ণ অবতার আবির্ভূত হয়েছিলেন আরও ব্যাপক উদ্দেশ্যে। ধর্ম সংস্থাপন ও সৎ জীবনের প্রতিষ্ঠা তদুপরি দুর্জনের শাস্তি এবং পাপের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের কথা লোককে শিক্ষা দিতে তাঁরা এসেছিলেন। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব, পশুত্ব ও দেবত্ব একসঙ্গে মিশে আছে। দেবত্বে পৌঁছবার সুনিশ্চিত পথ হচ্ছে রাম ও কৃষ্ণ অবতারের লীলা ও মহিমা সম্বন্ধে মননশীল হওয়া।

প্রত্যেক অবতারের আবির্ভাবের পূর্বে মায়াশক্তি ও যোগশক্তি এই দুই সহযোগী একই কর্মের উদ্দেশ্যে আসে। মায়া দুষ্টকে সতর্ক করবার জন্য বড় বোনের মতো এবং যোগ বড় ভাইয়ের মতো সাহস ও উৎসাহ দেবার জন্য আসে। মায়া কংসকে কামনার গভীর নরকে ফেলেছিল এবং তার ভয়ঙ্কর পতন সকলের কাছে শিক্ষামূলক হয়েছিল। কিন্তু এই কলি যুগে দুষ্টকে শিষ্ট ও সংযত করতে হবে ভালবাসা ও করুণা দিয়ে। এই কারণে বর্তমানের এই অবতার নিরস্ত্র; তিনি এসেছেন প্রেমের বাণী বহন করে। দুষ্ট ও হিংস্রকে পরিবর্তন করার একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে গভীর প্রেমে ঈশ্বরের নাম কীর্তন।

নামের সঙ্গে দিব্য মহিমা এক হয়ে আছে; মন নামে মগ্ন হলে মুক্তি লাভের কারণ হয়ে ওঠে। কৃষ্ণের একটি নাম হচ্ছে নবনীতচোর। এর দ্বারা এমন বোঝায় না যে তিনি লোকের জমান মাখন চুরি করেছিলেন। দই থেকে তোলা মাখন তিনি চুরি করেন নি। জাগতিক অভিজ্ঞতা হচ্ছে দুধ, সেই দুধ মনের আকুতি দিয়ে মন্থন করে যে মাখন পাওয়া যায় তা হচ্ছে

বিশ্বাস। সেই মাখনই তাঁর প্রিয়। এই চুরির জন্য যশোদা তাঁকে তিরস্কার করলে তিনি বলেছিলেন, "কিন্তু মা, লোকেরা মাখন চুরির জন্য আমাকে চায়, আমি মাখন চুরি না করলে তারা দুঃখ পায়, আমি চুরি করব এই আশায় তারা মাখন তোলে এবং আমি চুরি করলে তাদের অন্তর আলোকিত হয়ে ওঠে তারা জেগে উঠে।"

কৃষ্ণের শৈশবে যে সমস্ত বিস্ময়কর অলৌকিক লীলা মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে ও তাদের মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব উপলব্ধি করেছে তার মধ্যে কালীয় কাহিনী সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। কালীয় নাগ তার নিঃশ্বাসে যমুনার জল ও হাওয়া বিষাক্ত করে তুলেছিল এবং মানুষ গরু বাছুর যে কোন প্রাণী কাছাকাছি গেলে মারা যাচ্ছিল। দেবশিশু কৃষ্ণ যমুনার গভীর জল থেকে সেই বিষধর সাপকে উপরে তুলে নিয়ে এলেন এবং তার ফনার উপরে কোমল পাদপদ্ম রেখে নৃত্য করতে লাগলেন। সেই রেশম কোমল চরণ ভাবেই ভীষণ সাপের মারাত্মক বিষ বেড়িয়ে গেল ও সে চিরকালের মত নির্বিষ হল। এটি হচ্ছে মানুষের এক মহান শিক্ষা। পূর্বের ঘটনাসমূহে এই দেবশিশুর অলৌকিক শক্তি ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ পৃথক। বায়ু অসুর তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল আকাশ পথে, বৎসাসুর আঘাত হেনেছিল, চক্ররূপী অসুর ভূপাতিত করেছিল। বকাসুর ঠুকরেছিল, ধাত্রীরূপী রাক্ষসী পুতনা বিষপান করিয়েছিল। সংশয়বাদীরা এই অলৌকিক লীলা আকস্মিক, কাকতালীয় বা অতিরঞ্জিত বলবে। কিন্তু কালীয় উপাখ্যান আধ্যাত্মিক সাধনার অত্যন্ত মূল্যবান শিক্ষা।

প্রত্যেক ব্যক্তির মানস সরোবরে একটি বিষধর কালসাপ আছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ছয়টি তার ফণা। এরা অন্তরের বায়ু দূষিত করে তার নিকটবর্তী সব কিছু কলুষিত করে তুলছে। ঈশ্বরের নাম অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে সেই বিষধর সাপকে বাইরে তুলে আনে এবং ধ্বংস করে। তোমাদের অন্তরে বিরাজমান কৃষ্ণ মনের প্রভু হয়ে এই কালসাপের বিস্তৃত ফনার উপর নৃত্য করে তাকে বিষ উগরে দিতে বাধ্য করবেন ও সাত্ত্বিক মধুর ভাব সম্পন্ন করে তুলবেন।

সমস্ত অবতারের মত কৃষ্ণ তাঁর আবির্ভাব জগতের নিকট অল্প অল্প করে স্তরে স্তরে প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক বার তিনি পরীক্ষা করেছেন মানুষ কতখানি সেই বাস্তব সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছে। এখনকার মত সে সময়েও অলৌকিক ঘটনা ও নিদর্শন অবতার আবির্ভাব ঘোষণার জন্য কাম্য ছিল। শৈশবে দোলনায় শায়িত শিশুর বিস্ময়কর লীলা যশোদা দেখেছিলেন। শিশুকে ঘুম পাড়াবার জন্য যশোদা ঘুম পাড়ানো গান গাইতেন ও গল্প বলতেন।

একদিন তিনি রামায়ণের গল্প বলছিলেন। রাজা দশরথের চার ছেলে, রাম বড় ছেলে; রাম বড় হলে ঠিক হল তিনি যুবরাজ হবেন। ঠিক সেই সময়ে তাঁর সৎ মা রামকে চোদ্দ বছরের জন্য বনে পাঠাবার জন্য তাঁর পিতা দশরথকে মত দিতে বাধ্য করলেন। বনে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী একটি সোনার হরিণ দেখে স্বামীকে সেই হরিণটি এনে দেবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। এ ছিল দুষ্ট রাবনের ছল; সে এইভাবে রামকে দূরে পাঠিয়ে দেয়। তারপর সে আশ্রমে এসে সীতাকে হরণ করে লঙ্কা দ্বীপে নিয়ে গেল। এই কথা শুনেই শিশু ভীষণ রেগে উঠে হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, "লক্ষণ আমার তীর ধনুক দাও।" যশোদার মনে পড়ল যে লক্ষণও রামের সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিত হলেন যে সেই রামই পুনরায় কৃষ্ণরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

চৈতন্যও শৈশবে তাঁর মাকে অবতারত্বের অনেক নিদর্শন দিয়েছিলেন। চৈতন্য তখন শিশু, হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ান। একদিন একজন গোঁড়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর মার অতিথি হয়ে বাড়ীতে এলেন। মা তাঁকে রান্নার জিনিসপত্র দিলেন। ব্রাহ্মণ নিজের রান্না নিজেই করছিলেন। তিনি চাইতেন তাঁর রান্নায় আনুষ্ঠানিক শুচিতা থাকবে এবং অন্যের ছোঁয়া লেগে অপবিত্র না হয়। আহারের পূর্বে সেই খাদ্য ঈশ্বরকে নিবেদন করতেন। নৈবেদ্য দিতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। পূজা করবার জন্য তিনি কৃষ্ণ বিগ্রহের সামনে বসেছেন এমন সময়ে শিশু চৈতন্য হামাগুড়ি দিয়ে এসে খাবারের থালায় আঙুল বসিয়ে দিল। ভগবানের নৈবিদ্য অপবিত্র হয়ে গেল। আবার রান্নার জিনিসপত্র দেওয়া হল, রান্না শেষ হতে অনেক বেলা হয়ে গেল, আবার পূজা সুরু হল। এবারেও শিশু কোথা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এসে ভোগের থালা অপবিত্র করে দিল। তৃতীয়বারও শিশু সেই একই কাজ করল। মা শিশুকে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে শাসন করতে লাগলেন। শিশু সরলভাবে মাকে বলল, "তিনি আমাকে খাবার খেতে ডাকছেন অথচ সামনে গেলেই রেগে যাচ্ছেন।" এইভাবে তিনি স্বরূপ প্রকাশ করলেন যে তিনিই কৃষ্ণ পুনরায় এসেছেন।

সকল অবতার সাধনার দীর্ঘপথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আসক্তি ত্যাগ করতে শিক্ষা দিয়েছেন। ত্রেতাযুগে যোগ-বাশিষ্ঠ এই নীতি শিক্ষা দিয়েছেন। দ্বাপরে কৃষ্ণ অর্জুনকে বিষয় বাসনা ও পার্থিব জগতের উপর আসক্তি ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন।

একবার এক তপস্বী বৈরাগী হয়ে হিমালয়ের পথে যাবার সময়ে বাতাসের বেগে তাঁর চুল মুখের উপর পড়ে তাঁর দৃষ্টি রুদ্ধ হয়। তখন তিনি উল্টো দিকের রাস্তায় যেতে সুরু করলেন। কোন দিক বা স্থানের প্রতি তাঁর মোহ

ছিল না।

মানুষ বাহ্যিক বিশ্বাস নিয়ে 'কৃষ্ণ. কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' উচ্চারণ করে কিন্তু তারা পার্থিব বিষয়ের তৃষ্ণা ত্যাগ করে না। প্রত্যেক যুগে ঈশ্বর অবতাররূপে পুনরুদ্ধার, পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠন করবার জন্য জগতে আসেন। বর্তমানে মহাশক্তি, মায়াশক্তি ও যোগশক্তি একসঙ্গে মানবরূপে আবির্ভূত, তোমরা তাঁর সান্নিধ্য ও করুণা লাভ করতে সচেষ্ট হও।

প্রশান্তি নিলয়ম—
কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী
২৮-৭-৬৭

(১৩) চক্র ও কেন্দ্র

আধ্যাত্মিক অগ্রগতিতে ভারত বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের অপেক্ষা বড় আর কি হতে পারে? সন্দেহ, দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের মেঘে মানুষের মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ও বৈষয়িক সুখ ও গৌরবের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভিযান শুরু হয়। একমাত্র ভারত এর থেকে মুক্তি দিতে পারে। ভারতের আকাশেও এই কালো মেঘ এসেছে, এখানেও মানুষ অন্ধকারের প্রশস্তি করছে, আলোর অসম্মান করছে। তারা পশ্চিম দেশের রীতিনীতি অন্ধভাবে অনুকরণ করছে, তাদের অন্তর লোভ ও অসন্তোষে প্লাবিত হচ্ছে। বস্তুবিজ্ঞান বস্তু জগতকে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে তাকে শাসনে ও নিয়ন্ত্রণে আনা জীবনের চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন কিন্তু এমন অনুমান করা ভুল যে এই পার্থিব-সংসার স্থায়ী শান্তি ও আনন্দ দিতে পারে।

ভারতের বেদ ও শাস্ত্রসমূহ কিছু মূর্খ ও শঠের দ্বারা সংকলিত হয় নি। এমন সব ব্যক্তি এগুলি সংগ্রহ করেছিলেন যাঁরা সুখী জীবনের আকর্ষণ ত্যাগ করেছিলেন যেমন এ যুগে এডিসনের মত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকগণ করে থাকেন। জীবনের প্রতিবন্ধক সমস্যা সমাধানে গভীর মনোনিবেশ করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা অরণ্যে বাস করতেন। বেদ ও শাস্ত্রগ্রন্থের প্রত্যেকটি উক্তিতে আছে—বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত অনুভূতির শিহরণ।

নদীর তীরে বসে জলের গভীরতা, স্বাদ ও পানের উপযুক্ততা সম্পর্কে মন্তব্য করবে না। জলে নেমে নিজে পরীক্ষা কর সেইটাই হচ্ছে প্রকৃত সত্যানুসন্ধানীর বৈশিষ্ট্য। অন্যথায় তোমার উক্তি সংস্কারাচ্ছন্ন ও বিকৃত বলে পরিত্যাজ্য হবে। যারা আমার বিভূতি সৃষ্টিকে যাদুবিদ্যা বলে তারা এই শ্রেণীর কেননা তারা কোন জ্ঞান অর্জন না করেই কথা বলে। তাদের একান্ত প্রিয় অন্ধকার দূর হবে এই ভয়ে তারা দিব্য জ্যোতি সহ্য করতে পারে না। বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার চাপে তাদের অন্তর কঠিন হয়েছে, মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ও জীবন অন্তঃসার শূন্য মিথ্যায় পরিণত হচ্ছে।

ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ ও নৈরাশ্যের ফলে যে অপরাধ প্রবণতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তার জন্য দায়ী শাসকগণ যারা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। তারা ছাত্রদের শরীর ও মেধার উন্নতিতে আগ্রহী। তারা ভুলে যায় যে সুসমঞ্জস

ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিশেষ প্রয়োজন। বর্তমানে একটি শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠান হয় যাতে ভবিষ্যতে সে ভাল চাকরি পেতে পারে। সব দেশেই এই একই অবস্থা; শিক্ষা জীবিকা অর্জনের জন্য, পরম জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়। কোথায়ও শিক্ষার্থীকে শান্তি লাভে উৎসাহিত করা হয় না; সর্বত্র একমাত্র লক্ষ্য আরামের জীবন লাভ করা—প্রশান্তি ও বাধাহীন আনন্দ জীবনের লক্ষ্য হয়ে উঠছে না। সুখ একটি ক্ষণস্থায়ী অবস্থামাত্র, দুই অসুখের মধ্যে অবস্থিত স্বল্পস্থায়ী কিছু সময় হচ্ছে সুখ। সুখ, ঐশ্বর্য্য, যশ ও প্রভুত্ব করবার লালসায় মানুষ এত অহঙ্কারী হয়ে উঠে যে সে নিজে বিপদে পড়ে এবং অন্যের বিপদের কারণ হয়। সবচেয়ে নিরাপদ পথ হচ্ছে নিজের অন্তরের মধ্যে আনন্দ সন্ধান করা, অপরের মধ্যে বা মাধ্যমে নয়। যে ব্যক্তি সততা, দয়া, সহনশীলতা, শ্রদ্ধা, বিনয় ও ভক্তিতে উজ্জ্বল সে অচিরেই পরমানন্দের অধিকারী হয়।

এই ধারায় শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য ছাত্রদের দাবী করতে হবে। জীবনের সমস্যার মোকাবিলা করার উপযুক্ত হয়ে উঠে এমন শিক্ষা তাদের দাবী করতে হবে। এর সারবত্তার বিষয়ে প্রশাসকদের বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে। যাই হোক তারা তোমাদেরই স্বদেশবাসী ও তোমাদের কল্যাণ চায়। তারা তোমাদের মতামত শুনবে ও গ্রহণ করবে। একদিন জোরোয়াষ্টার ইরানের রাজপুত্রকে বললেন, "ঐ প্রদীপের শিখা থেকে দীপটি জ্বালিয়ে নিয়ে এস।" দীপের সলতে জলে ভেজা ছিল বলে দীপ জ্বলে নি। তখন জোরোয়াষ্টার বললেন, "তোমার মন এত বাসনায় আদ্র হয়ে আছে যে কোন জ্ঞানই নিতে পারছে না। অনাসক্তির তেজে মনকে শুকনো করে নাও।" শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই বিষয় বাসনায় ডুবে থাকলে জ্ঞানের আলো কি করে জ্বলবে আর কি করেই বা সেই আলো জ্বালিয়ে রাখা যাবে?

একবার একজন শাশুড়ী বেশ খুসী হয়ে বললেন, "আমার পুত্রবধূ মারা গেছে বটে কিন্তু কি আশ্চর্য, তার সাংঘাতিক জ্বর মুহূর্তের মধ্যে ছেড়ে গেল।" জ্বর আসল নয়, জীবনটাই হচ্ছে আসল যার যত্ন নেওয়া উচিৎ। সেই রকম ছাত্রদেরও সন্তোষময় সুখী ও শান্ত জীবন যাপন করতে শেখা উচিৎ, পরীক্ষায় উপাধি বা সম্মান লাভ করা অপেক্ষা যা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। অন্তরের ঝড় শান্ত করবার জন্য চেতনার গভীরে প্রবেশ করা চন্দ্র বা মঙ্গলগ্রহে অভিযান অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। শেষেরটি চমকপ্রদ হতে পারে কিন্তু প্রথমটি মঙ্গল দান করে। সততা, সৎ চিন্তা, সৎ কর্ম ও সদ্বাক্য ছাড়া জীবন চন্দ্র বা তারকাশূন্য রাত্রির আকাশের মত। এ যেন কেন্দ্রবিহীন চক্র। পাথরের উপর দাঁড়িয়ে পাথর সরাতে পারবে না। যে সকল দ্বার দিয়ে দুশ্চিন্তা আসতে পারে সেগুলি খুলে রাখলে দুশ্চিন্তার আক্রমন থেকে নিস্তার পাবে না। ইন্দ্রিয়কে

প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ কর; ভোগের লালসা ত্যাগ কর।

অনন্তপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ুক। জনসেবার আন্তরিক ইচ্ছা তোমাদের মধুর কথা ও মধুরতর হৃদয় প্রকাশ করবে। ছাত্রদের মধ্যে আমি সব সময়েই সুখী বিশেষ করে তারা যখন প্রেম ও আনন্দে পূর্ণ থাকে, উচ্চ আদর্শ ও সাহসী সংকল্পে দৃঢ় থাকে। কাকিনাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম, তখন এই একই অধ্যক্ষ সেখানে কাজ করছিলেন। সেখানে যেসব সভা হয়েছিল তাতে সেই এলাকার সমস্ত জায়গা থেকে লক্ষ লক্ষ লোক এসেছিল, সেই সব সভাতে তারা স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ খুব সুন্দরভাবে করেছিল। এই কলেজেরও গভীর অধ্যয়ন ও উৎকৃষ্ট সমাজসেবার ঐতিহ্য আছে এ কারণে আমি প্রীত হয়েছি।

অনন্তপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ—
৩০, ৭, ৬৭

(১৪) অদৃশ্য মাধুরী

একমাত্র মানুষ ঈশ্বরসেবার মত সবচেয়ে সুখকর উপায়ে জন্মমৃত্যুর চক্র হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। অজ্ঞানতার ফলে অথবা বিকারগ্রস্থ হয়ে সে এই সুযোগ হারায় এবং অশেষ দুঃখ, শোক, ভয় ও দুশ্চিন্তা ভোগ করে। বিষয় বাসনা ও ইন্দ্রিয় সুখের মোহ হতে মুক্ত হতে পারলে মানুষ মুক্তির সাধনায় সফল হয়। সে বিপথে বহুদিন ঘুরেছে এখন ঠিক পথে স্থির লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে। ব্যক্তি ও বস্তুর প্রতি তার ভালবাসাকে ঈশ্বরের পবিত্র আরাধনায় পরিণত করতে হবে। এর পরিণাম শুদ্ধ ভক্তি। তোমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে ভগবান তোমার পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ পাঁচটি ঘোড়ার লাগাম ধরে তোমার মধ্যেই আছেন ও রথ চালনা করছেন এবং তোমাকে প্রতিনিয়ত উপদেশ দিচ্ছেন যেমন তিনি অর্জুনের প্রার্থনায় তাঁকে পথনির্দেশ ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তোমাদের সহজেই বিশ্বাস হবে যে সেই এক সারথি সকল ব্যক্তিকে এবং সমস্ত সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করছেন। যখন এই বিশ্বাস তোমাদের মধ্যে দৃঢ় হবে তখন তোমরা ঘৃণা ও বিদ্বেষ, লোভ ও হিংসা, ক্রোধ ও আসক্তি হতে মুক্ত হবে।

এই বিশ্বাস ও প্রত্যয় যাতে দৃঢ় হয় সেজন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে সত্যকে প্রকাশ করবেন এবং তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে যে তিনি সকলের মধ্যে সনাতন সারথিরূপে বিদ্যমান। সেই দর্শনে তোমরা অতুলনীয় আনন্দ পাবে এবং সৃষ্টির বৈচিত্র্যের সঙ্গে আত্মীয়তার অনুভূতি লাভ করবে। এই কারণে যুদ্ধের পূর্বে দুর্যোধন পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ বলেছিলেন, "পাণ্ডবদের ঘৃণা করে তোমরা আমাকে ঘৃণা করছ কারণ পাণ্ডবরা আমাকে তাদের প্রাণবায়ু বলে মনে করে।" ঈশ্বরকে তোমাদের শক্তি, প্রাণ, বুদ্ধি ও আনন্দ বলে মনে করবে তাহলে তিনি তাই হবেন ও আরও বেশী হবেন। কোন মনোবৃত্তিতে তোমাদের উন্নতি ব্যাহত হবে না। তিনি তোমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ, মনের অবচেতন ও অচেতন অবস্থা ও বুদ্ধিকে সর্বোচ্চ লক্ষ্যের দিকে ফিরিয়ে দেবেন। যতটুকু দরকার তাঁর করুণা লাভ করবে।

একজন শাশুড়ী নতুন পুত্রবধূর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল যে সে লুকিয়ে

দুধ, দই, মাখন ও ঘি চুরি করে খায়। মেয়েটির ভাই বৃদ্ধা শাশুড়ীর কাছে একথা শুনে বোনকে বকেছিল ও দুধ ছাড়া অন্য সব কিছু চুরি করতে বারণ করেছিল। "দুধ তুমি যত খুসী খেতে পার কিন্তু দুধ থেকে তৈরী অন্য জিনিস কেন চুরি কর?" একথা বলা নিষ্প্রোয়জন যে শাশুড়ী এই উপদেশে সন্তুষ্ট হল না। ঈশ্বরের করুণা লাভের চেষ্টা কর তাই যথেষ্ট, এতেই সব পাবে।

চরিত্র ও সামর্থ বিচার না করে প্রত্যেককে তোমরা ভালবাসবে; সমস্ত দেহে একই রক্ত প্রবাহিত হয় কিন্তু চোখের ঘ্রাণশক্তি নেই, কান আস্বাদন করতে পারে না, নাকের দৃষ্টিশক্তি নেই, বৈষম্যকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে কলহ করবে না। মূল ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রেমের উপর গুরুত্ব দেবে। চিনি যেমন পেয়ালার জলে মিশে গিয়ে অদৃশ্য হয় কিন্তু প্রতি বিন্দুতে তার স্বাদ পাওয়া যায়—সেইরকম ঈশ্বর অদৃশ্য হয়েও সর্বত্যাগী; উচ্চ বা নিম্নে যে কোন অবস্থায়ই প্রত্যেকটি মানুষ তাঁকে অনুভব করতে পারে তাঁকে জানতে পারে। নামস্মরণ করো, প্রত্যেকের অন্তরের মাধুরী আস্বাদন কর, তাঁর নামের মধ্যে নিহিত মাহাত্ম ও কৃপা অবলম্বন কর। তাহলে সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করা, সকলকে ভালবেসে ঈশ্বরকে ভালবাসা ও সকলকে সেবা করে ঈশ্বরের আরাধনা তোমাদের পক্ষে সহজ হয়ে উঠবে।

প্রশান্তি বিদ্বান মহাসভা
অনন্তপুর—
৩১. ৭. ৬৭

(১৫) অঙ্গনের মধ্যে বাঘ

অনুপরমানুতে অন্তর্নিহিত শক্তির দেবী হচ্ছে পরাশক্তি। দেবীমাহাত্ম্য ও দেবীভাগবতে বর্ণিত হয়েছে অসুর বা পাশবিক শক্তির উপর পরাশক্তির বিজয়। এই বিজয়ের উৎসব হচ্ছে নবরাত্রি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই শক্তি কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে নিহিত আছে ; এই শক্তি জাগ্রত হলে মনের কু প্রবৃত্তিগুলি ধ্বংস হয়। নবরাত্রি উৎসব সকলে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে যাতে অন্তরের ও বাহিরের দিব্যসত্তা প্রসন্ন হয় যার ফলে অন্তরের ও বাহিরের জগৎ আনন্দ ও শান্তি লাভ করবে। নিয়মিত সাধনায় ঈশ্বরদত্ত ঐশ্বর্য্য সদ্ব্যবহার করা সম্ভব এবং এতে তোমাদের বাস্তব জীবন পবিত্র ও সুখময় হয়ে উঠবে।

বন্য পশুদের যারা শিক্ষা দেয় তাদের দিকে দেখো। সর্বাপেক্ষা হিংস্র পশু বাঘকে সার্কাসের আঙ্গিনায় পোষা বিড়ালের মত নিয়ে এসে এক বালক গোলাকার আগুনের মধ্য দিয়ে লাফাতে অথবা ছাগলের সঙ্গে মুখোমুখি চেয়ারে বসে একপাত্র থেকে দুধ পান করতে বাধ্য করে। তারা পশুদের হিংস্রতা দমন করে তাদের বশীভূত করে এবং তাদের সামান্য খেলনায় পরিণত করে। তারা কি করে এ রকম করে ? তারা সাধনা করেছিল এবং বাঘকেও সাধনার পথে নিয়েগিয়েছিল। তারা সফল হয়েছে। তারা যদি বাঘকে বশীভূত করতে পারে তবে তোমরা মনের হিংস্র প্রবৃত্তিগুলি সংযত করতে পারবে না কেন ?

তোমরা নিশ্চয়ই পার। আদিশক্তির বিজয় উৎসব নবরাত্রি ; এই হচ্ছে নবরাত্রির শিক্ষা। সেই শক্তির শান্ত ও সাত্বিক প্রকাশের মধ্যে মহাসরস্বতী মূর্ত হয়ে মহৎ শিক্ষা ও প্রেরণা দান করেন। সেই শক্তির কর্ম ও রাজসিক ভাবের মধ্যে আবির্ভূত হন জীবনদায়িনী মহালক্ষ্মী। আবার যখন শক্তি নিষ্প্রভ নিষ্ক্রিয় থাকে সেই আপাতশান্ত তামসিকতার মধ্যে তিনি কৃষ্ণবর্ণা সংহারকারী মহাকালী। শক্তি সর্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত ও সর্বভূতে অবস্থিত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ; বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তর চেতনায় সর্বত্র এই শক্তির প্রভাব। প্রহ্লাদ তার সংশয়ে আচ্ছন্ন পিতাকে বলেছিল. "কেন এই সংশয়, তর্ক ও বিলম্ব ? ঈশ্বরকে যেখানে খুঁজবেন সেখানেই পাবেন।" তিনি দূরে ও নিকটে, সম্মুখে ও পশ্চাতে, পার্শ্বে ও প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে, জানা ও অজানা জগতের মধ্যেও আছেন।

মানুষ কল্পনায় ঈশ্বরকে পুরুষ বা প্রকৃতিরূপে যে বর্ণনা করা হয় তা তার অনুমান ও কল্পনা শক্তির পরিচয়। কোন বর্ণনায় ঈশ্বরের সম্পূর্ণচিত্র আঁকা যায় না। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হলে জীব বোবা হয়ে যায়, সেই ছবি আঁকা যায় না। তা হচ্ছে মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার উর্দ্ধে। সেই বিরাট মহীয়ানকে মানুষ সীমিত পরিধির মধে চিত্রিত করে। সেই অসীমকে সীমার মধ্যে এনে মানুষ অযোধ্যা, দ্বারকা, মাদ্রাই, কন্যাকুমারী ও অন্যান্যস্থানে একটি নাম ও আকারে চিহ্নিত করে যাতে সে ঈশ্বরের রূপের কাছে যেতে পারে ও আরাধনা করতে পারে। সেই নাম ও রূপে ঈশ্বর এক হয়ে যান, কিন্তু নামরূপ তাঁকে সীমিত করে না। সাগরের কোন একস্থানে জলে ডুব দিলে সম্পূর্ণরূপে সাগরের মধ্যে ডুব দেওয়া হয় কোন অংশ বা সীমিত পরিধির মধ্যে নয় কারণ সাগর সর্বত্র এক। সাগরের উপর সীমারেখা টেনে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করতে পারা যায় না। সেই সাগরের যে কোন স্থানে ডুব দেবে সেই একই করুণাসাগরে সমাধি লাভ করবে।

প্রশান্তি নিলয়ম—
৪, ১০, ৬৭

(১৬) চলমান মন্দির

আমি প্রতি উৎসবের আগে যাদের স্বেচ্ছাসেবী রূপে নির্বাচিত করি তাদের কর্তব্য এবং যে মনোভাব নিয়ে তা পালন করতে হবে সে বিষয়ে কিছু উপদেশ দিয়ে থাকি। খুব অল্প কয়েকজন সেই উপদেশ অনুসারে কাজ করে, সকলেই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত। অন্যকে সাহায্য না করে সকলে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। তোমাদের প্রতীক জানিয়ে দিচ্ছে যে তোমরা স্বার্থশূন্য এবং সেবা করতে ইচ্ছুক ও আগ্রহী। এই প্রতীক কোন অলঙ্কার বা পুরস্কার নয়। এই প্রতীক ধারণ করে যদি তোমরা রাস্তায় ঘুরে বেড়াও, আড্ডা দাও ও বদ্ অভ্যাসের প্রশ্রয় দাও তবে তোমাদের সাহায্য প্রত্যাশীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে ; এ হচ্ছে নীতিহীনতার অপরাধ। তোমরা অবনত হয়ে প্রণাম কর, পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা কর ও মন্দির প্রদক্ষিণ কর এবং নানা আচার অনুষ্ঠান করে নিজেদের ভক্তরূপে পরিচিত করে থাক। দর্শকদের কাছে নিজেদের ভক্ত বলে জাহির কর কিন্তু তোমাদের আচরণে প্রকাশ পায় যে তোমরা ভক্ত নামের যোগ্য নও।

অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করতে হবে, বুড়ো মানুষদের আচ্ছাদনের নিচে বসাবে ও শিশুদের আদর করে ভোলাবে। বারো দিন ও রাত্রি হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ হবে তার মধ্যে কিছু লোক তাড়াতাড়ি কিছু অর্থ পাবার লোভে অন্যের জিনিস আত্মসাতের মতলবেও এখানে আসতে পারে। যেখানেই এরূপ হোক তা হচ্ছে পাপ। এই সত্যের পরিবেশে এ আরও ঘোর পাপ। সেই কারণে তাদের হাত থেকে দর্শকদের বাঁচাতেই হবে। তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে, এই সব লোকদের খুঁজে বের করে তাদের ছলচাতুরী বন্ধ করতে হবে। এখানে হাজার হাজার ভক্ত পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এসেছে যে তারা ঈশ্বরের করুণা পাবে। তাদের সাহায্য করবার জন্য এই প্রতীক তোমাদের আহ্বান করছে।

সঞ্চিত পুণ্যের ফলে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করেছ বলে তোমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছ ; প্রতীক লাভ করা অতি দুর্লভ কৃপা লাভ। এই পরম সুযোগ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করবে। অতীতে তোমাদের পুণ্যকর্মের বীজ থেকে মাটি ভেদ করে যে চারাগাছ বেরিয়ে এসেছে তা হচ্ছে এই প্রতীক।

আন্তরিক সেবায় সেই চারাগাছকে জলসিক্ত ও পরিপুষ্ট কর যাতে সংশয় ও কপটতার ধুলায় তা শুকিয়ে না যায়। এতে তোমরা কুঅভ্যাস ত্যাগ করে সৎ অভ্যাস করবার সুযোগ পাবে। কৃপালাভের জন্য আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মগরিমা ত্যাগ করতে হবে। উঁচু নীচু ভেদ না করে মানুষের সেবা করবে. সেবায় উঁচু নীচু বলে ভগবানের কাছে কোন তফাৎ নেই। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সব সেবাই সমান। যে প্রস্তুতি, আনন্দ, নৈপুণ্য শক্তি নিয়ে তোমরা সেবায় প্রবৃত্ত হও সেইটিই হল আসল।

কৃতজ্ঞতা চিত্তে সেবা গ্রহণ করবার জন্য যারা তোমার সম্মুখে রয়েছে, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সহজাত সৎ প্রবৃত্তির বশে যদি সেই আনন্দোন্মুখ প্রাণবন্ত আত্মীয় পরিজনদের সেবা করতে না পার তবে বহু দূরে ও ঊর্দ্ধ শক্তিমান রহস্যময় সেই অনন্ত ঈশ্বর মাধবকে কি করে সেবা করবে? মানব সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবার শিক্ষা লাভ করবে। মানব হৃদয়ে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ও মানব সেবা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আরাধনা বলে বিশ্বাস করবে। বৃষ্টির মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি তোমার গৃহে আশ্রয় চায় এবং তুমি যদি তাকে আশ্রয় না দিয়ে রাস্তায় যেতে বল তবে খুব কম করে বললে বলা যায় যে এটা অমানুষের কাজ। তোমার সাধ্যমত অন্যের দুঃখ লাঘব করতে যদি না পার তবে তুমি মানুষ নামের যোগ্য হবে না। দিব্য জীবন লাভ করবার আকাঙ্খা না থাকলেও অন্তত মানুষ হতে চেষ্টা কর। পশু হওয়া অপেক্ষা মানুষ হওয়া কিছু ভাল কারণ পশু অতীতকে স্মরণ করে না, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে না। গবাদি পশু জানে না যে তারা বীজ বপনের জন্য জমি চাষ করছে অথবা ফসল কাটা হয়ে গেলে বাড়ীতে নিয়ে যেতে হয়। মানুষ অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা করে ও নিশ্চিত না হতে পেরে নিরাপত্তার জন্য বাড়িতে কিছু করে। মানুষ বাসনায় জর্জরিত। সে তার অতীতকে মুছে ফেলে ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করতে চায়। বাসনার ক্ষুদ্র বীজ শীঘ্রই বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়. তপস্যার আগুনে এই বীজ অঙ্কুরেই বিনিষ্ট করবে।

অনাসক্তির আগুনে বাসনার বীজ নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে ভস্মীভূত হয়। ক্ষণস্থায়ী বৈরাগ্যে এই বাসনা বীজ ধ্বংস হবে না। বৈষয়িক জগতের অন্তঃসার শূন্যতা জেনে তোমাদের নিরাসক্ত হতে হবে। প্রতীক ধারণ করার সময় তোমাদের বসন হবে শ্রদ্ধা ও বিনয়। তোমরা যখন প্রশান্তি নিলয়ম থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাও তখন এই বসন ছেড়ে আবার উদ্ধত অহমিকার জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিধান কর। তোমাকে কেউ কর্কশ কথা বললে অহঙ্কারের বশে কর্কশ কথা বলে প্রতিশোধ নেবে না। তোমার কোন আঙ্গুল দিয়ে চোখে আঘাত লাগলে তুমি কি আঙ্গুলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে? যে ব্যক্তি কর্কশ ব্যবহার করেছিল সে তোমার নিজের আঙ্গুলের মতই।

তোমরা লোকেদের জোরে কথা বলতে বা ধূমপান করতে বারণ করে থাক। তোমরা নিজেরা যদি এই সব অন্যায় কাজ কর তবে অপরকে তোমাদের নির্দেশ পালনে কি করে বাধ্য করতে পার? তোমাদের এই সকল ঝোঁক ও অভ্যাস নিয়ন্ত্রিত কর—এগুলির দাস হয়ে তোমরা কেমন করে লোভ, অহংকার, ঘৃণা, অসূয়া ও অন্যান্য জঘণ্য প্রবৃত্তিগুলি দমন করবে? এই প্রতীক হচ্ছে আমার ভালবাসা, আমার অনুকম্পার নিদর্শন। এ হচ্ছে আমার প্রেরণা, শিক্ষা ও আশীর্বাদ। তোমরা ধার্মিক হবে, ভক্তি ও উৎসাহের দৃষ্টান্ত হবে; এই হচ্ছে প্রতীকের তাৎপর্য।

এই উৎসাহ কেবলমাত্র দশ বা বার দিনের জন্য অথবা প্রশান্তি নিলয়মের চত্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না। যে কোন স্থানে বা যে কোন সময়ে, এই প্রতীক থাক বা না থাক এই প্রতীকের তাৎপর্য অনুসারে কর্তব্য করবে। তোমাদের যথাশক্তি অপরকে সাহায্য করবে। যথেষ্ট পরিমানে সাহায্য করতে না পারলে অন্তত অন্যের দুঃখ অনুভব করবে। "হায় এরা কত কষ্ট পাচ্ছে! ঈশ্বর, এদের কষ্টের লাঘব কর" এই ভাবে অন্তর থেকে প্রার্থনা জানাবে।

শঙ্করাচার্য ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতেন। প্রাচীনকালে রাজকুমারগণ গুরুর আশ্রমে অধ্যয়ন করবার সময়ে ভিক্ষান্ন খেয়ে জীবন ধারণ করত। মিথ্যা অহমিকা দূর করা এর উদ্দেশ্য। সৎকর্মের পবিত্র মন্দিরে তোমরা তীর্থযাত্রী; অহমিকার বোঝাগুলি দূরে রেখে মন্দিরে প্রবেশ কর হৃদয়কে নির্মল করবার জন্য। অহমিকার ভার শরণাগতির মনিকোঠায় সমর্পণ কর। মনে রেখ তোমরা যাদের সেবা করছ তারা হচ্ছে মন্দির, সেখানে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত। সৎ বাক্য, সময়মত সাহায্য ও নিয়মিত যত্নের পুষ্পার্ঘ্যে তাদের উপাসনা করতে হয়।

প্রশান্তি নিলয়ম
৪,১০,৬৭

(১৭) প্রেমের মাহাত্ম্য

যে চিকিৎসক হাসপাতাল দিবসে আজ সভাপতিত্ব করছেন তিনি বহু বৎসর ধরে আমার পরিচিত। তিনি সিদ্দিতে আসতেন এবং সেখানে আসার প্রথম দিন থেকে আমার অনুরাগী হন। সির্দির দেহ ও বর্তমানের এই দেহ ভিন্ন হলেও দেহী এক। সেই কারণে যারা এই দুই স্থানের যেখানেই আসে আমি তাদের চিনতে পারি ও পুরস্কৃত করি।

এগারো বছর এখানে একটি বারো শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল আছে। চিকিৎসার জন্য এখানে চিকিৎসক, সেবিকা, সাজসরঞ্জাম ও ঔষধপত্র আছে এবং বহির্বিভাগে বহু সংখ্যক রোগীর চিকিৎসা করা হয়। তোমরা এমন ধারণা পোষণ করবে না যে যারা এখানে আমার কাছে আসে তাদের চিকিৎসার জন্য আমার কোন চিকিৎসক ও ঔষধ দরকার হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু লোক আছে যারা হাসপাতালের চিকিৎসকদের চিকিৎসায় সেরে যাবে বলে মনে করে। কোন কোন রোগী মনে করে ইনজেকসন না দিলে চিকিৎসায় অবহেলা করা হয়। সেজন্য আমি চিকিৎসকদের একটি বা অনেক ইনজেকসন দিতে বলে থাকি। এমন অনেক লোক আছে যারা ইনজেকসন বা বড়ি ছাড়া আর কিছুই বিশ্বাস করে না। তারা হাসপাতালে এসে প্রশান্তি নিলয়মের নিস্তব্ধতায় সমাহিত হয়ে এই পরিবেশের আনন্দ অনুভব করে। তারা ভজন শোনে ও ভজনে অংশগ্রহণকারী-দের সুখ প্রত্যক্ষ করে। এই হাসপাতাল বা আরোগ্যনিলয়ে এসে তারা প্রার্থনা কক্ষের আনন্দ নিলয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ক্রমশঃ তারা এমন বিশ্বাস অর্জন করে যা তাদের যে কোন অসুখ থেকে রক্ষা করে।

আরও একটি কারণ আছে। অনেক রোগীকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় এখানে আনা হয় যাদের ঘরে বা আচ্ছাদিত কোন স্থানে অন্যদের সঙ্গে রাখা যায় না। তাদের সযত্ন পরিচর্য্যা, বিশেষ যত্ন ও পথ্য এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা 'প্রয়োজন যা একমাত্র হাসপাতালেই সম্ভব। সুতরাং আমার দর্শন লাভ ও উপদেশ গ্রহনের জন্য তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভক্তদের বিরাট সমাবেশের মধ্যে তাদের ভালভাবে পরিচর্য্যা করা যায় না, হাসপাতালে ভাল ভাবে করা যায়।

দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলে একে অন্যের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ করা একটি উত্তম রীতি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের লোকদের ক্ষেত্রে এই রীতি প্রযোজ্য। তোমরা পরস্পর জিজ্ঞাসা কর "কেমন আছেন?" যদিও একথা জান যে তোমরা দুজনেই প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছ। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের দেহের ক্ষয় হচ্ছে, ক্ষেম বা দেহের নিরাপত্তা নেই। প্রত্যেক নিশ্বাসের সঙ্গে জীবনের একটি ভগ্নাংশ ক্ষয় হচ্ছে। সুতরং একে অন্যকে সতর্ক করবে, স্মরণ করিয়ে দেবে ও উপদেশ দেবে যে বর্তমান মুহূর্তকে নিজের সত্তার মধ্যে ও বিশ্বের মধ্যে ঈশ্বর উপলব্ধি করার জন্য কাজে লাগাতে হবে।

এই শরীর সুস্থ রাখতে হবে কারণ এই শরীর ধারণ করে মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে। খাদ্য, আমোদ প্রমোদ ও পিতা মাতার অভ্যাস অনুসারে এই দেহ সবল বা দুর্বল হয় দক্ষ অথবা অযোগ্য যন্ত্ররূপে কাজ করে। বয়স্করা এদিকে নজর না দেওয়ায় শিশুদের স্বাস্থ্য হানি ঘটে। প্রত্যেক রাস্তায় এখন হাসপাতাল, ঔষধালয় ও চিকিৎসালয় কারণ প্রত্যেক পরিবারে ও গৃহে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। এখন ছোট ছোট শিশুরাও চশমা পরে, অল্পবয়স্করা চুলে কলপ দেয় ও অনেকে নকল দাঁত ব্যবহার করে। এর কারণ হচ্ছে আধুনিক গৃহের পরিবেশ, কৃত্রিমতা, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, অসন্তোষ, মিথ্যা অহমিকা ও আড়ম্বর, বিলাস, শঠতা ও কপটতায় পরিপূর্ণ। এই কলুষিত পরিবেশে কি করে রোগমুক্ত হয়ে বড় হওয়া সম্ভব? গৃহ সন্তোষ ও শান্তির সৌরভে পূর্ণ থাকলে গৃহস্থেরা সুখী ও স্বাস্থ্যবান হবে। সেই কারণে ভবিষ্যত বংশধরদের প্রতি বয়স্কদের বিরাট দায়িত্ব আছে।

ক্রোধ অস্বাস্থ্যের একটি বড় কারণ যদিও ক্রোধ অনেক কারণে বিপদজ্জনক ও ক্রোধের সঙ্গে অনেক সঙ্গী সাথী আসে এবং তারা প্রত্যেকে সর্বনাশের সহায়তা করে থাকে। ক্রোধের উত্তেজনা জয় করবে। মনে ক্রোধের উদ্রেক হলে সর্বব্যাপী, অন্তর্যামী ও জীবন নাট্যের পরিচালক ঈশ্বরকে স্মরণ করবে। যে পরিস্থিতিতে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে তা চিন্তা না করে অন্য কিছু করবে; নাম স্মরণ করো, বিছানায় শুয়ে পড় অথবা অনেক পথ ঘুরে এসে কিছু ঠাণ্ডাজল পান করো। জয়লাভ না করা অবধি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করো। অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ না করে নিজের প্রবৃত্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। যখন চীনা সৈন্যদল দেশের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল তোমরা হিমালয়ের উপর থেকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলে, পেনুকোণ্ডায় নয়; ঠিক কি না? পেনুকোণ্ডা যদিও সহজলভ্য স্থান, কিন্তু সীমান্ত আক্রান্ত হলে সেখানেই শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। সীমান্তে শত্রুকে আটকে রাখ, মনের প্রান্ত সীমায় ক্রোধকে দমন করো, তাহলে দেহের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

উদ্বেগহীনতার আনন্দ হচ্ছে স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। আমার দিকে দেখো। আমি এই দেহ নিয়ে এসেছি এবং তোমরা দেখছ যে এই দেহ ও অন্য মানুষের দেহের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তথাপি কোন রোগ এই দেহ আক্রমন করে নি। কোন সময় ব্যাধি এই দেহে আসতে পারবে না, আমি চাইলেও নয়। আমি এর বিরুদ্ধে কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি না। আমি সকল বাড়ীতে সব স্থানে সমস্ত রকম খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। ধোপার বাড়ীতে নানারকমের জামা কাপড় থাকে, নয় কি? আমার খাবার টেবিলে নানারকমের খাবার থাকে; পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা এই সব খাবার নিয়ে আসে। আমার কোন নির্দিষ্ট খাবার নেই এবং সেজন্ত আমার কোন উদ্বেগও নেই। রৌদ্রে-বৃষ্টিতে, গরম বা শীতে, উপত্যকায় বা মালভূমিতে এবং সব রকম আবহাওয়ায় আমি ঘুরে বেড়াই। আজ এক কূপ থেকে কাল অন্য কূপের জল পান করি। আমি সর্বদাই আনন্দ স্বরূপ; সেই কারণে আমি কখনও পীড়িত হই না। মানুষের নিন্দা বা স্তুতিতে আমি বিচলিত হই না। উপহাস করে অথবা উপাসনার সুরে কথা বললে আমার সমান আনন্দ। পথের ধারে রসাল ফলে ভরা গাছ দেখে কেহ কেহ প্রশংসা করে কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইঁটপাটকেল ছোঁড়ে। এমনকি উন্মাদ ও জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ গাছে ঢিল ছোঁড়ে। গাছ কিন্তু সুখী কারণ গাছ শান্তি ভোগ করে তার ফলের জন্য এবং সে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্তকে সুখ দান করছে।

এই প্রেমই হচ্ছে আমার বৈশিষ্ট্য. ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে পার্থিব বস্তু সৃষ্টি করা কিংবা স্বাস্থ্য বা সুখ দান আমার প্রকৃত স্বরূপ নয়। তোমরা অলৌকিক কার্যকলাপকে দেবত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে মনে কর, কিন্তু প্রকৃত নিদর্শন হচ্ছে প্রেম যে প্রেম তোমাদের সকলকে আহ্বান করে আশীর্বাদ করে, যে প্রেমের বসে অনুসন্ধিৎসু, নির্য্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষদের কাছে দূরদূরান্তে বা যে কোন স্থানে আমি ছুটে যাই। সেই প্রেম ঘোষণা করছে যে আমি সাই বাবা।

প্রতিদিনই আমার কাছে উৎসবের দিন কারণ প্রতিদিনই আমার প্রেম বর্ষিত হচ্ছে। তোমরা বর্ষপঞ্জী অনুসারে পবিত্র দিনগুলি পালন কর সেই কারণে আমি এই সব উৎসবের আয়োজন করি। চিকিৎসকরা হাসপাতাল দিবস পালনের জন্য আমার অনুমতি চাইলে আমি সম্মতি জানাই। দেহযন্ত্রকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখবার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম শৃঙ্খলা তোমরা আমার কাছে জানবার সুযোগ এই দিনে পাও।

প্রশান্তি নিলয়ম—হাসপাতাল দিবস
৫-১০-৬৭

(১৮) পুস্তকের আশীর্বাদ

গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ পাঁচটি ভাষায় প্রকাশিত ছয়খানি বই আমাকে এইমাত্র উৎসর্গ করলেন। সুতরাং একটি প্রশ্ন আমরা এই মুহূর্তে নিজেদের করতে পারি যে বই লেখা, প্রকাশিত ও পঠিত হয় কেন? বই এর কাজ হচ্ছে উন্মেষ, অনুপ্রাণিত, শিক্ষিত, অবহিত, পরিচালিত ও নির্দেশিত করা। কিন্তু কি উন্মেষ করবে? কাদের অনুপ্রাণিত করবে? কিরূপে শিক্ষিত হবে? কি বার্তা বহন করবে? কোথায় পরিচালিত করবে? কোন স্থান বা অবস্থায় পাঠককে নিয়ে যাবে? কোন বই ভাল এবং অর্থব্যয় করে পড়বার কষ্ট স্বীকারের উপযুক্ত বা গভীর নিষ্ঠায় লেখা এ সব বিবেচনার আগে ঐ সকল প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে হবে।

যারা ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ ও বিশ্বসংসারের নিয়ন্তা বলে বিশ্বাস করে, তারা স্বীকার করবে যে প্রত্যেকেই ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিণামস্বরূপ জন্মগ্রহণ করেছে। নিশ্চয়তা থেকে সংশয়ের অভিমুখে বিজ্ঞানের অগ্রগতি। সেই কারণে জীবনের একটা দৈব উদ্দেশ্য আছে। ঈশ্বরকে লাভ করার পথ মানুষকে জানতেই হবে ও সেই পথে পরিচালিত হতে হবে। সাধনার পথে সকল বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে শিখতে হবে। মানুষ সেই প্রজ্ঞার অধিকারী হলে সব কিছুই জানা হয়। অন্য সবকিছু গৌণ ও অনাবশ্যক। বেদের সার হচ্ছে বেদান্ত। ঈশ্বরজ্ঞান ও দিব্যমার্গ অনুশীলনের আকরগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের কল্পনা ও তার বৈধতা উপনিষদসমূহে বর্ণিত হয়েছে এবং ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধির জন্য বিভিন্ন মার্গের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপন অন্তরের মাহাত্ম্যে ভগবানের মহিমা প্রকাশে যে অনন্ত শিহরণ তাও উপনিষদের দান। উপনিষদ বেদান্তের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষের লেখা প্রত্যেকটি সৎ গ্রন্থ অভিনন্দিত হয় কারণ সেই সব গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা সেই মহান চিন্তাধারা বহন করে পবিত্র হয়।

বেদান্ত হচ্ছে জ্ঞানের শেষ পরিণাম—মুক্তি। দুধের শেষ পরিণতি হচ্ছে ঘি। দুধ গরম করে, দই পেতে মাটা তুলে মাখন জ্বাল দিলে ঘি পাওয়া যায়। বেদান্তের জ্ঞান স্বরূপ উদ্ঘাটন করে, হৃদয়ের গ্রন্থি মোচন করে, বিষয় বন্ধন শিথিল করে ও মুহূর্তের মধ্যে বহুধা সৃষ্টির মধ্যে এক সত্যকে প্রকাশ করে। এতেই একমাত্র আছে সুখ ও শান্তি। বিশালতার মধ্যে, মহৎ হতে মহত্তর শক্তি ও বিভূতিতে নিমজ্জিত হয়ে মানুষ সুখী হতে পারে। সমতলের

গরম আবহাওয়া থেকে বাঁচবার জন্য মানুষ গ্রীষ্মকালে নৈনিতাল, কোডাইকানাল বা মুশৌরীতে যায়। ঠিক সেই রকম মানুষ ব্যক্তিগত জীবনের সীমিত সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিরাটত্বের সন্ধান করে। অনিত্য ও সসীম অপেক্ষা শাশ্বত ও চিরন্তনের আহ্বান মানুষের কাছে বেশী। সেই কারণে পুস্তকে অবশ্যই আলোচিত হবে অনন্ত বৈচিত্র্য, সুনিশ্চিত ঐক্য ও অপরিমেয় পরম আনন্দ।

অনিত্যের প্রতি আসক্তির নাম হচ্ছে মায়া বা মোহ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চুল সাদা বা ধূসর হলে নরনারী চুলে কলপ লাগায় কারণ তাদের ভুল ধারণা আছে যে চুল পাকা একটি লজ্জার বিষয়। যদিও অন্য সব বিষয়ে কালো অপেক্ষা সাদা বেশী বাঞ্ছনীয়। মন কখনও কোন একটি আদর্শের প্রতি অবিচল থাকে না। মন সকল সময়ে ছুটে বেড়াচ্ছে এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে, এক বাসনা পরিতৃপ্তির পরে আর এক বাসনার দিকে। বুদ্ধির পরিবর্তে মন দ্বারা চালিত হওয়ার যে ভ্রম তাকেই মায়া বলে। জগৎ হচ্ছে গোলকধাঁধা, মানুষ এখানে আবদ্ধ। তাকে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। মন কখনও পথপ্রদর্শক হতে পারে না কারণ মন হচ্ছে লক্ষ্যহীন ভবঘুরে।

উট কাঁটা খেয়ে সুখী। মানুষও বৈষয়িক সুখের সন্ধান করে অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করে কিন্তু পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করে না। মুখের ভিতরে কাঁটা বিঁধে সে যন্ত্রণা ভোগ করে তা থেকে পরিত্রাণের কোন চেষ্টাই করে না। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে কখনও কখনও সংকল্প গ্রহণ করে কিন্তু তা নিতান্ত সাময়িক। সেই সংকল্পের পিছনে কোন দৃঢ়তা থাকে না। বিরক্তি দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় পরিণত হলে অভ্যাস পরিত্যক্ত হয়; অনুতাপের অশ্রুতে কর্মফল পরিশুদ্ধ হয় এবং মনের অবলুপ্তি ঘটে। ভগবান সর্বক্ষণ তোমার পশ্চাতে আছেন। পৃথিবীর দিক থেকে মুখ ফেরালেই ভগবানকে সামনে দেখতে পাবে। মনের দুর্বলতা জানতে হলে যথেষ্ট মনোবল অর্জন করতে হবে। তোমার সর্বস্ব ঈশ্বরকে সমর্পণ কর, যাঁকে তুমি সর্বদা ও সকলজীবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করছ।

ভগবানের চরণে সমর্পিত 'সব কিছুর' মূল্য ভগবান বিচার করেন না। তিনি মনোভাব বিচার করেন। একবার শঙ্করাচার্য্য ভিক্ষাপাত্র হাতে এক গৃহের সামনে দাঁড়ালেন। সেই গৃহের বৃদ্ধ রমণী তাঁর মুখে সিদ্ধপুরুষের জ্যোতি দেখে মুগ্ধ হলেন। ভিক্ষাপাত্রে দান করার মত তার কিছুই ছিল না। গভীর নৈরাশ্যে সে আপন হাত মুচড়ে নিজেকে অভিশাপ দিল। ধনীর দ্বারে না গিয়ে এই শ্রদ্ধেয় সাধক তার দরজায় কেন এসেছেন এই ভেবে বিস্মিত হল। তখন তার মনে পড়লো কিছুদিন আগে সে জঙ্গলের একটি গাছ থেকে একমুঠো হরিতকী ফল তুলে এনেছিল। তৃষ্ণার্ত হলে সে একটি ফল খায়। তারই একটি তখনও অবশিষ্ট

ছিল। সে সেই ফলটি ভিক্ষাপাত্রে দিল, তখন তার কুঞ্চিত গাল বেয়ে' চোখের জল বইছে। শঙ্করাচার্য্য তার দানে মুগ্ধ হলেন। ভগবান ইচ্ছা করলেন এবং তার গৃহের সামনে আঙ্গিনায় একরাশ সোনার হরিতকী বর্ষিত হল। অযাচিত করুণায় তার অভাব দূর হল। এইভাবেই ভগবানের কৃপা বর্ষিত হয়।

পাণ্ডবদের প্রতি কৃষ্ণের করুণা তোমাদের নিকট সুবিদিত। তোমরা যদি জানতে পার প্রথমে কৃষ্ণ কিভাবে পাণ্ডবদের সখা, সারথী ও রক্ষাকর্তারূপে এসেছিলেন তবে বুঝতে পাববে যে ঈশ্বর অযাচিত করুণা বর্ষণ করেন। ভাগবৎ উপাখ্যানেব কথক শুকদেবকে পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেছিল, "কৃষ্ণ ও তাঁব বড ভাই বলরামেব সঙ্গে আমার পূর্বপুরুষদের কিভাবে সাক্ষাৎ হয়েছিল?" শুকদেব বললেন. "তাঁরা দুই ভাই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। পাণ্ডবরাও সেখানে ব্রাহ্মণেব ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। তোমরা জান যে একটি দীর্ঘ দণ্ডেব উপরে রাখা ঘুর্ণায়মান মাছকে যে বীর যোদ্ধা লক্ষ্যভেদ করতে পারবে দ্রৌপদী তাকেই বরমাল্য দেবেন ঠিক ছিল। ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা লক্ষ্যভেদে অসমর্থ হওয়ায় ব্রাহ্মণদের অনুমতি দেওয়া হল। পঞ্চ ভ্রাতার পক্ষ থেকে অর্জুন সফল হয়ে দ্রৌপদীকে লাভ করলেন। তাঁরা এক কুম্ভকারের গৃহে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। কৃষ্ণ জানতেন যে যাবা রাজকুমারীকে লাভ করেছে তারা তাঁর আত্মীয়, সেই কাবণে তিনি তাঁর ভাইকে নিয়ে সেখানে গেলেন। কৃষ্ণ নিজের আত্মপরিচয় দিলেন এবং পাণ্ডবদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।"

ভগবান হচ্ছেন প্রেম— নিষ্কলুষ, অনন্ত ও বিশ্বজনীন প্রেম। তাঁর কোন নির্দিষ্ট রুচি বা পক্ষপাতিত্ব নেই। তাঁকে ভয় করার কোন কারণ নেই বরং যে প্রবৃত্তিগুলি তোমাকে পাপ ও দুষ্কৃতির পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেগুলি সম্বন্ধে ভীত হও। যে গ্রন্থসকল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরপ্রেম ও পাপভীতি জাগায় সেগুলি কল্যাণকর। মানুষের প্রতি প্রেম ঈশ্বরপ্রেমের সাক্ষ্য হবে। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের চাক্ষুস প্রকাশ; সেই প্রতিমূর্তির শোক ও যাতনা তোমার নিজের আত্মীয়ের মত অনুভব করতে পারবে।

অন্তরের আকুল প্রার্থনা থাকলে এমন বই লেখা যায়। জীবনকে সেই ভাবে চালিত কর দেখবে সেই অমূল্য ছত্রগুলির আবির্ভাব হবে।

প্রশান্তি নিলয়ম—
৬-১০-৬৭

(১৯) প্রাচীন বৃক্ষলালন

ভারত এমন দেশ যেখানে 'ঐ' এবং 'এই', 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি', 'শক্তি ও পদার্থ' এই দ্বৈত সত্ত্বগুলি তত্ত্ব ও অনুশীলনের দ্বারা বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে এবং তপোবনে পরম ঐক্যে সমন্বিত হয়েছে। জীবনবৃক্ষ চিন্তা, বাক্য, কর্ম, মনোবৃত্তি, আবেগ-প্রবণতার অসংখ্য শাখা প্রশাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের ঋষিগণ জানতেন যে এই বৃক্ষের মূল স্বর্গলোকে নিহিত। প্রত্যেক নিয়ম ও অনুষ্ঠানকে শুদ্ধতা, বিনয় ও প্রেমে পবিত্র পুণ্যময় করা হয়েছে। এর ফলে ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায়, জাতি ও সমগ্র পৃথিবী শান্তি ও সুখ লাভ করেছে।

ভারতীয় এই আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী চিন্তাধারার আধিপত্যের ফলে লোক নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে যেন ঋষিগণের নির্দেশিত জীবন চিত্র হাস্যকর ব্যঙ্গচিত্র। তাদের পূর্বপুরুষরা যেন ভুল পথে গিয়ে গেছে। এই ধারণা ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক। ঋষিদের অভিজ্ঞতালব্ধ স্থায়ী কল্যাণকে এতে অবজ্ঞা করা হয়। যথেচ্ছ ও আয়াসহীন জীবনের আকর্ষণ সাময়িক ও অন্তঃসারশূণ্য। যখন দুষ্ট কৌরবেরা দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করছিল তখন পাণ্ডবেরা অবিচলিতভাবে বসেছিলেন। এর কারণ তাঁরা অঙ্গীকার বদ্ধ ছিলেন। তাঁদের ভক্তিতে মুগ্ধ ভগবান দ্রৌপদীকে উদ্ধার করেছিলেন। বর্তমানেও হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্মান বিপন্ন। এই সংস্কৃতির উন্নতি ও চর্চার দায়ীত্ব যাদের উপর রয়েছে তারাই একে অসম্মান করছে ও বর্জন করছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির বিভিন্ন স্তর অনুসারে ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানসমূহ হিন্দুরা দ্রুত পরিহার করছে। তারা সেইসব নিন্দুকদের অসম্মানসূচক হাসিতে যোগ দেয় যারা প্রচার করে যে মহাকাশ প্রদক্ষিণ করেও ভগবানকে দেখা গেল না ; যেন পায়ের নিচে পৃথিবী এবং চারিদিকের প্রকৃতি ভগবানের অস্তিত্বের যথেষ্ঠ সাক্ষ্য বহন করে না।

ভারতীয় চিন্তায় "আমি" ও "তিনি" এক। সবকিছু সমন্বিত হয়ে আছে অখণ্ড, সত্য, শিব ও সুন্দর সত্তার মধ্যে। ভারতীয় চিন্তানায়কগণ মননশীলতার উচ্চতম শিখরে উঠেছিলেন ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে মৌলিক ঐক্যের অভিজ্ঞতা অকাট্য যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং সকল ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে এই মহান সত্য ও পবিত্র অভিজ্ঞতার

বিভিন্ন ধারা। হিন্দু নীতিশাস্ত্রে নির্দেশিত মানুষের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র কর্তব্যের মধ্যে এই ঐক্য চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয় যে কোন ব্যক্তি আগন্তুক ক্ষুধার্ত অতিথিকে না খাইয়ে নিজে আহার করলে তা হবে চুরি করা এবং তার ঐ খাদ্য গ্রহণ হবে পাপ ও গ্লানিতে ভরপুর।

অন্ধকার অরণ্যে স্বামী নলের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে দময়ন্তী বিনিদ্র রজনী যাপন করছিলেন। স্বামীর কল্যাণ-চিন্তায় তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। সেই সময় তিনি একদল মত্ত হস্তীর গর্জন শুনতে পেলেন, তারা তাঁর চারিপাশে নিদ্রিত আদিবাসী মানুষদের দলিত করে ছুটে আসছিল। দময়ন্তির আর্ত চিৎকারে তাদের ঘুম ভাঙল না। সেইরকম ভারত হচ্ছে বেদমাতা যিনি বেদের বাণী দান করেন; ভারতকে বিশ্বের সমস্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ঘুমে আচ্ছন্ন জাতিসমূহকে সাবধান করতে হবে যে প্রচণ্ড মত্ততা তাদের ধ্বংস করতে এগিয়ে আসছে। ভারতের ভূমিকা হবে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা যে ঈশ্বর মানবজীবনে ও বিশ্বের প্রতি অনুপরমানুতে ওতোঃপ্রতভাবে বিরাজ করছেন; ঈশ্বরের স্বরূপ হচ্ছে সৎ, চিৎ ও আনন্দ। ভারতকে এই ধর্মবৃক্ষ লালন করতে হবে এবং বিশ্বের কল্যাণের জন্য আহ্লাদ, আনন্দ ও শান্তিরূপ ফল আহরণ করতে হবে।

হিন্দু ধর্মের রক্ষা ও বিকাশ এই যুগে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এই ধর্মনীতি যারা অনুশীলন করে তাদের আচরণ ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে সেই নীতি প্রচার করতে হবে। প্রত্যেকের অন্তরে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা আছে; অনেকে মিথ্যা অহমিকায় অস্বীকার করে, কেহ অজ্ঞানতার জন্য অগ্রাহ্য করে। কেহ ঈশ্বরকে অন্য নামে অভিহিত করে অথবা দুশ্চিন্তা, অসন্তোষ ও নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন থাকে। কিছু লোকের শুধু প্রেমে আস্থা আছে, কেহবা সত্যে বিশ্বাসী। অনেকে সততায় বিশ্বাসী বলে শপথ করতে পারে কিন্তু তারা মানে না যে তারা বিভিন্ন নামে একই ঈশ্বরকে অভিহিত করছে। তারাও সেই একই পবিত্র দেবালয়ের পথে তীর্থযাত্রী।

প্রশান্তি নিলয়ম—
৭-১০-৬৭

(২০) ত্রি চক্রযান

বাসনা বা কামের ফল জন্ম, সময় বা কালের ফল হচ্ছে মৃত্যু। শিব কামদেবকে ভস্মীভূত করেছিলেন। কালের দেবতা যমকে শিব বশীভূত করেছিলেন। সুতরাং এই দুই ভীতিপ্রদ মারাত্মক শক্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে শিব বা ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে। কাম ও কালের মধ্যে অবস্থিত রামকে আশ্রয় করলে তোমরা উদ্ধার লাভ করবে। কারণ রাম হচ্ছেন আত্মা, আত্মার কাম নেই, আত্মা কালাতীত।

বহিপ্রর্কৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির অধীশ্বর হচ্ছেন সেই সার্বজনীন আত্মা বা পরমাত্মা। পরমাত্মার অনুগ্রহ লাভ করলে প্রকৃতি বশীভূত হবে। দেহ হচ্ছে প্রকৃতি, প্রাণবায়ু হচ্ছে পরমাত্মা। জীবিত প্রাণী হচ্ছে পর্দায় প্রতিফলিত চলমান ছবি। ভাবাবেগ, আগুণ বা বিধ্বংসী বন্যায় পর্দার উপরে কোন প্রভাব নেই, এই পর্দা হচ্ছে পরমাত্মা। ভ্রান্তির ফলে পর্দার ছবিগুলি বাস্তব বা সত্য মনে হওয়ায় বিষয়াসক্ত মানুষ মুগ্ধ হয় কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি অমলিন, স্বচ্ছ ও শুভ্র পর্দার উপর মনোনিবেশ করে থাকে। হংসের গুণ হচ্ছে জল হতে দুধ পৃথক করে শুধু দুধটুকু খায়। সেইরূপ পরমহংস বা সত্যদ্রষ্টা ব্যক্তি সত্য হতে অনিত্য মোহকে পৃথক করে পরম আনন্দ লাভ করতে পারেন কেননা একমাত্র সত্যই সেই আনন্দ দিতে পারে। রামকৃষ্ণ ছিলেন পরমহংস। তিনি অনিত্যরূপ জল নিত্যরূপ দুধ হতে পৃথক করতে পারতেন। গলায় ক্যানসার হওয়ায় তিনি কোন খাবার গিলতে পারতেন না। ক্যানসারের নিরাময়ের জন্য তাঁর ভক্তরা তাঁকে মা কালীর কাছে প্রার্থনা করতে অনুনয় করেছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে তিনি প্রার্থনা করলে মা কালীর দয়া হবেই। পরমহংস কিন্তু ঈশ্বরের কাছে কিছু চাইতে অস্বীকার করলেন। সামান্য বাসনা তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে নি। জবাবে তিনি বললেন, "মায়ের ইচ্ছে হলে সারবেই, ইচ্ছে না হলে সারবে না; তবে প্রার্থনা করব কেন?"

ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য বিভিন্ন পথ সম্পর্কে বহু নিরর্থক আলোচনা হয়ে থাকে ও মতানৈক্য আছে। কেহ কেহ ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম এই তিনটি মার্গ সম্পর্কে বলেছেন। এই তিনটি পথের আপেক্ষিক সার্থকতা সম্পর্কে মত বিরোধের কোন প্রয়োজন নেই। এগুলি হচ্ছে প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা ও

অন্তঃসলিলা সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমের মত। গঙ্গা হচ্ছে ভক্তি মার্গ; এই মার্গে স্বার্থ ও ইন্দ্রিয় বাসনাকে সংযত করে আত্মসমর্পণ করতে হবে। যমুনা হচ্ছে কর্ম মার্গ। এই মার্গে নিষ্ঠার সঙ্গে ক্রিয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরাধনার পথ। ফলে আকাঙ্খা, আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে ও সকল কর্তব্য ভগবানের আরাধনা মনে করে কর্মে নিযুক্ত হতে হয়। সরস্বতী হচ্ছে জ্ঞান মার্গ। জ্ঞান মার্গে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হবে; এই জ্ঞান লাভ করবে যে কর্ম বন্ধন হচ্ছে মায়া, একমাত্র ঈশ্বর চির মুক্ত, চিরন্তন ও আনন্দ স্বরূপ। এই তিনটি মার্গকে ত্রি চক্রযানের তিনটি চাকার সঙ্গে তুলনা করা যায়। শিশুরা হাঁটতে সেখার সময় পা ফেলবার অভ্যাস করবার জন্য কাঠের ঠেলাগাড়ী দেওয়া হয় সেইরকম ভক্তি ও জ্ঞান হচ্ছে একটি সারিতে যুক্ত দুইটি চাকা এবং সামনের চাকাটি হচ্ছে কর্ম। শিশু হাঁটতে শিখে ভয় ও ভ্রান্তি থেকে মুক্তির রাজ্যে পদযাত্রা করে।

অধ্যাত্ম সাধনার প্রাথমিক স্তরে কেবলমাত্র উৎসাহের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা গুরুর নির্দেশ পালন করা শ্রেয়। প্রকৃত অর্থ বুঝে নিয়ম পালন করতে হয়। নির্দেশ অনুসারে ধ্যান, উপাসনা ও প্রণব আবৃত্তি করাই প্রকৃষ্ট। কেবল গ্রন্থের উপর নির্ভর করলে সাধক নিরাশ হতে পারে। এই প্রয়াস সফল করবার জন্য মানুষের সকল গুণাবলীর সহযোগিতা প্রয়োজন এবং সেজন্য সাধনার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। যান্ত্রিক অনুকরণ অথবা গতানুগতিক পুনরাবৃত্তির কোন মূল্য নেই।

গৃহের প্রবেশ দ্বারে সবুজ পত্র পল্লবের মালায় সাজান হয় কেন এ প্রশ্ন যে কোন লোককে করলে উত্তর পাবে, "যে হেতু যুগ যুগ ধরে এই প্রথা চলে আসছে এবং প্রত্যেক রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি এই রকম করে থাকেন।" কিন্তু কেন? খুব কম লোকই জানে এবং কেহই জানতে আগ্রহী নয়।

অনেক বছর আগে গ্রামের প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে ধানের গোলা ভরতি থাকত সেইকারণে প্রায় সব বাড়িতে ইঁদুর ঘুরে বেড়াত। একটি বাড়ীতে প্রতি পূর্ণিমাতিথিতে সত্যনারায়ণ পূজা হত। এজন্য আগের রাত্রে প্রচুর দুধ ও ঘি সংগ্রহ করা প্রয়োজন হত। ইঁদুর থাকার জন্য বিড়াল আসত। ইঁদুর শিকারে বিড়াল অভ্যস্ত হলেও দুধ ও ঘি তাদের বেশী পছন্দ। সেই কারণে দুধ ও ঘি বিড়ালের নাগালের বাইরে রাখা হত। কিন্তু পূজার দিনে দুধ ও ঘি খোলা পাত্রে বেদির চারিদিকে ব্যবহারের জন্য রাখা হত। শিকারী বিড়ালের এই ছিল সুযোগ। সেজন্য বাড়ীর কর্তা বিড়ালকে ধার ধরে এনে একটা ঝুড়ির নিচে রেখে পাথর চাপা দিয়ে রেখে দিত যাতে নৈবেদ্যের ক্ষতি না করতে পারে। প্রতি পূর্ণিমাতিথিতে একটি গৃহে এই রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা

নেওয়া হত। সেই পরিবারের পুত্র ও পৌত্রগণ মনে করত পূজা হোক বা না হোক প্রতি পূর্ণিমায় বিড়াল ধরে ঝুড়িতে পাথর চাপা দিয়ে রাখতে হয়। তারা খুঁজে খুঁজে বিড়াল ধরে আনত ও বিড়াল ঝুরি অনুষ্ঠানটি যথারীতি পালন করে যেত।

কালক্রমে মূল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য হারিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী বংশধরদের ধারণা হয়েছিল যে পূর্বপুরুষদের মত বিড়াল না ধরলে অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে। একটা অসহ্য উৎপাত না হয়ে বিড়াল একটি নতুন মর্যাদা পেল। এই হল অন্ধ অনুকরণ।

আধ্যাত্মিক জীবনে বাসনাকে দমন করাই হচ্ছে মূল বিষয়। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সমর্পণ করলে সকল চিন্তা, বাক্য ও কর্ম আরাধনায় পরিণত হয়। রাবণ মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁর রাণী মন্দোদরী স্বামীর মৃতদেহের সামনে বিলাপ করে বলেছিল, "নিজের লালসা ছাড়া সব শত্রুকেই জয় করেছিলে। তুমি ধার্মিক ও পণ্ডিত, তুমি পরাক্রমশালী শত্রুকে জয় করেছিলে কিন্তু কামনার ক্রীতদাস হয়েছিলে। এতেই তোমার পতন হল।" আতসী কাচ সূর্যরশ্মিকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করে ও কাগজ কিংবা তৃণে আগুন ধরিয়ে দেয়। একাগ্রতা সাধনায় কামনার বীজ ধ্বংস হয়। সেইজন্য আমি প্রতিদিন প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় কয়েক মিনিট ধ্যান করবার জন্য উপদেশ দিই।

প্রশান্তি নিলয়ম
৮-১-৬৭

(২১) মনের জানালা

ঈশ্বর প্রদত্ত ইচ্ছাশক্তি হচ্ছে উন্নতির সক্রিয় শক্তি। একেই বলে সংকল্প শক্তি। একাগ্রতা ও জপের দ্বারা এই শক্তিকে উন্নত কর। মনকে এই ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত করতে হবে। মনের বহির্মুখিতার জন্য তুমি এখন সহজেই বিপথগামী হতে পার। সেই কারণে ঘড়ির ইংরাজী শব্দ "ওয়াচ" কথাটি লক্ষ্য করতে বলে থাকি। এর প্রথম অক্ষর 'ডাবলিউ' হচ্ছে ওয়ার্ড বা বাক্য, 'এ' হচ্ছে আক্সান বা কর্ম, 'টি' হচ্ছে থট্ বা চিন্তা, 'সি' হচ্ছে ক্যারেকটার বা চরিত্র এবং 'এইচ্' হল হার্ট বা হৃদয়। এর প্রত্যেকটি ওয়াচ্ বা লক্ষ্য রাখতে হবে। হাত ঘড়ি প্রতি সেকেণ্ডে ঐ পাঁচটির প্রতি লক্ষ্য রাখবার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দিলে তুমি প্রকৃত সুখী হবে।

ঘড়ির দোলকের মত মন এক কাম্য বস্তু থেকে অন্যতে দোদুল্যমান। ঘড়িতে দম না দিলে দোলকের দোলন থেমে যায়। মনের খেয়াল খুসীকে প্রশ্রয় দেবে না। আমরা অন্যকে প্রহার করলে বা ক্ষতি করলে তা ন্যায়সঙ্গত বলে যুক্তি দিয়ে থাকি কিন্তু অন্যেরা আমাদের আঘাত বা ক্ষতি করলে আমরা বিদ্রোহ করি এবং অন্যায় ও শাস্তির যোগ্য বলে থাকি।

অহংবোধের কষ্টিপাথরে আমরা সবকিছু বিচার করে থাকি। মন হচ্ছে দু মুখো তরবারি, আমাদের রক্ষা করতে পারে আবার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। মনের স্বাভাবিক তরঙ্গগুলি যোগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি শিক্ষা ও অভ্যাসে সন্ধিৎসু মানুষ মনকে সম্পূর্ণরূপে জয় করতে পারে।

মন অপসারিত হলে সত্যস্বরূপ প্রকাশিত হবেন। এ হচ্ছে সেই হারিয়ে যাওয়া 'দশম ব্যক্তিকে' ফিরে পাবার মত। দশজন লোক বন্যায় ভেসে যাওয়া নদী পার হয়ে অপর পারে পৌঁছে প্রত্যেকে গুণে দেখল যে তারা নয়জন কারণ প্রত্যেকেই নিজেকে গণনা করে নি। তারা মনে করল যে তাহলে দশম ব্যক্তি ডুবে গেছে এবং তার শোকে কাঁদতে লাগল। তখন একজন পথিক এসে তাদের গুণে দেখল যে সেই দশম ব্যক্তি সমেত তারা সকলেই উপস্থিত আছে, অজ্ঞতার জন্য চিনতে পারে নি। এই হচ্ছে মায়া বা ভ্রান্তির ফল। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ

না জানলে আত্মাকে আদৌ চিনতে পারবে না। গুরু বা শাস্ত্র হতে এই জ্ঞান লাভ করলে আত্মার সম্বন্ধে অজ্ঞতা দূর হয়।

ইন্দ্রিয়গুলি মন ও মনের মোহকে ইন্ধন যোগায়। পঞ্চভূতের এক একটি বৈশিষ্ট্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এক একটিকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে। শব্দ কর্ণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনকে মোহিত করে। স্পর্শ (বায়ু) ত্বকের মাধ্যমে মনকে আকর্ষণ করে। রূপ (অগ্নি) চক্ষের সহায়তায় মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আস্বাদন (জল) রসনার সাহায্যে মনকে শৃঙ্খলিত করে। গন্ধ (ক্ষিতি) নাসিকার মাধ্যমে মনকে আবিষ্ট করে। ইন্দ্রিয় সমূহের সাহায্যে বাহ্যজগতের এই সকল অভিজ্ঞতা লাভ করার ফল হচ্ছে আনন্দ ও শোকের কারণ। আনন্দ ও শোকের তরঙ্গে দোলায়িত অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে উপেক্ষার মনোভাব অবলম্বন করতে হবে, ঈশ্বর করুণার নিদর্শন স্বরূপ সুখ ও দুঃখকে সমভাবে গ্রহণ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে কাঁঠাল ছাড়াবার সময় আঙ্গুলে যাতে আঠা না লাগে সেজন্য কয়েক ফোঁটা তেল লাগিয়ে নিতে হয়। তিনি আরও বলতেন, সংসারে বিষয়ের আঠায় যদি জড়াতে না চাও তবে মনে একটু উপেক্ষা বা বৈরাগ্যের তেল ছড়িয়ে রেখ।

এই অনাসক্তি তোমাকে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল করে তুলবে। চৈতন্য বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, বৃন্দাবনের প্রতিটি ধূলিকণা তাঁর নিকট পবিত্র ছিল কারণ বহু শতাব্দী পূর্বে কৃষ্ণ সেই ভূমিতে বিচরণ করেছিলেন। তিনি বৃন্দাবনে কৃষ্ণছাড়া কোন কিছু দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ বা আস্বাদন করেন নি। তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক জগৎ এমন ভাবে ভুলে গিয়েছিলেন যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও সামাজিক রীতিনীতি সব কিছু ভুলে গেলেন। মন্দিরে কৃষ্ণকে নিবেদিত পবিত্র নৈবেদ্য আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। একদিন রাত্রে ভগবান আবির্ভূত হয়ে তাঁকে এই একটি বাসনা পোষণের জন্য তিরস্কার করলেন। অবশেষে যখন সেই বাসনাও ত্যাগ করলেন তখন একমাত্র ঈশ্বরের জন্য তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলেন; অনন্তর কৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন তাঁর সম্মুখে ও অন্তরে। দিব্য চেতনা মানবরূপ চৈতন্যকে জ্যোতির্ময় করেছিল।

সংযম শিক্ষা কর যাতে মন একমাত্র ঈশ্বরে স্থির থাকে এবং কখনও বিচ্যুত না হয়।

প্রশান্তি নিলয়ম
৯-১০-৬৭

(২২) হঠকারিতা

আত্মবিশ্বাস ব্যতীত কৃতিত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। নিজের শক্তি ও নৈপুণ্যে আস্থা থাকলে তোমরা নৈতিক সাহস লাভ করবে এবং আনন্দ ও শান্তির উচ্চতর স্তরে উন্নীত হবে। আত্মবিশ্বাসের কারণ হচ্ছে আত্মা এবং আত্মাই হচ্ছে তোমাদের অন্তর সত্তা। আত্মা হচ্ছে শান্তি, আনন্দ, শক্তি ও জ্ঞান। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আত্মা থেকেই এই উপকরণগুলি সংগ্রহ করতে হবে। গীতায় উক্ত আট অক্ষরের দুইটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য মানুষের মৌলিক বিশ্বাসে পরিণত করতে হবে। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্ (শ্রদ্ধাবানেরাই জ্ঞান লাভ করে) সংশয়াত্মা বিনশ্যতি (সংশয় বাদীরা বিনষ্ট হয়)। দুইটি বাঁধের মধ্য দিয়ে জীবন নদী স্বচ্ছ ও সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে ঈশ্বর করুণার সাগরের দিকে। যৌবনে এই নদী আকস্মিক বন্যায় স্ফীত হয়ে উঠলে বাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে এবং চারিপাশের ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। সেই কারণে বাঁধগুলি সুদৃঢ় করবার জন্য বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

দেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যাঁরা করেন তাঁরা খাদ্য উৎপাদন, পানীয় জল সরবরাহ ও গৃহ নির্মানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন কিন্তু শুধু এইগুলিতে প্রকৃত সুখ আসে না। যখন নৈতিক মূল্যবোধকে বিদ্রূপ করা হয়, ভক্তিকে ব্যাধি মনে করে ভয় হয়, চালাকি উচ্চস্থান ও সমাদর পায়, মানুষ রাষ্ট্র বা কোন যৌথ কর্তৃত্বের ক্রীড়নক ও যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয় তখন সুখের নিশ্চয়তা কোথায় ?

যখন আমাদের দেশের লোক উই ঢিবি, সাপ, গাছ, পাখী, সিংহ ও গাভীকে পূজা করে তখন অবিশ্বাসীরা হাসাহাসি করে কিন্তু তারা জানে না যে এতে একটি গভীর সত্য উদঘাটিত হচ্ছে। সত্যটি হচ্ছে যে ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়ে আছেন। যুগ যুগ ধরে এই দেশে যে ব্রত ও অনুষ্ঠানগুলি নির্দেশিত ও পালিত হচ্ছে সেগুলির গভীর তাৎপর্য্য আছে। এখন কেবল খোলাটি পড়ে আছে, শাঁস অবহেলার ফলে কিছুই নেই। প্রাচীন ভিত্তির উপর নীতি ও ধর্মের অট্টালিকা পুনরায় গড়ে তুলতে হবে। নৈতিক পবিত্রতা ভিন্ন ধর্ম থাকতে পারে না। দুইটির মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক।

মোটর গাড়ী দর্শনীয় বস্তুর মত কাচের গ্যারেজে রেখে দেবার জন্য নয়। এর

প্রয়োজন হচ্ছে পথ অতিক্রম করে দ্রুত ও নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো। ঠিক সেইরকম তোমাদের দেহ পথ অতিক্রম করে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। ভ্রমণ করে কোথায় যাবে? নিশ্চয়ই শ্মশান ভূমির দিকে নয়। কেবল মৃত্যু বরণ অপেক্ষা অনেক মহত্তর কর্তব্য তোমাদের আছে। মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে সেই পরম আনন্দে সমাহিত হও। দেহকে সক্ষম রাখবার উপযোগী পরিমিত আহার করবে। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে আবিষ্কার করবার জন্য দেহকে ব্যবহার কর। ইহলোকে তোমাদের স্বল্পকালীন অবস্থান কালে প্রতি মুহূর্তকে ধর্মময় কর্ম ও নির্মল চিন্তার দ্বারা পবিত্র করে তুলবে। একদিন কর্ণ মাথায় তেল মাখছিলেন, একটি সোনার বাটি তার বাঁ হাতে ছিল; এই সময় একজন পথিক ব্রাহ্মণ হাত বাড়িয়ে সেই সোনার পেয়ালাটি ভিক্ষা চাইল। "এই নাও", বলে কর্ণ বাম হাত দিয়েই পাত্রটি দান করলেন। ব্রাহ্মণ এতে মনঃক্ষুণ্ণ হলেন কারণ দান সামগ্রী বাম হাতে দেওয়া কিংবা গ্রহণ করা উচিত নয়। কর্ণ তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, "আপনি চাওয়া মাত্র পাত্রটি আমি দিয়েছি; আমি তো জানি না বাঁ হাত থেকে ডান হাতে পাত্রটি নেবার সময় আমার দানের স্পৃহা থাকবে কি না। আমাকে ক্ষমা করবেন।" সৎ কর্মের ইচ্ছা জাগলেই তা অবিলম্বে করবে, এই হচ্ছে উপাখ্যানের মর্ম কথা।

হিন্দু ধর্ম পৌত্তলিকতা সমর্থন করে বলে সাধারণভাবে সমালোচনা করা হয়। পাথরকে শুধু পাথর ভেবে অর্চনা করা হয় না। পাথর হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতীক কারণ নির্গুণ ও নিরাকার মূর্তি গড়ে তোলা যায় না। রামকৃষ্ণ পরমহংস, মীরা, ত্যাগরাজ এবং বহুসংখ্যক ঈশ্বর সন্ধিৎসু ব্যক্তি প্রমাণ করেছেন যে একাগ্রতা সাধনের জন্য বিগ্রহ বিশেষ সহায়ক হয়। গিরিধারী গোপাল রূপে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে মীরা পরম তৃপ্ত হয়েছিলেন। গিরিধারী গোপাল হচ্ছেন বালককৃষ্ণ তিনি গোকুলের মানুষ ও গবাদি পশুদের ক্রুদ্ধ বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের প্রেরিত প্রলয়ঙ্কর বৃষ্টি ধারা থেকে রক্ষা করবার জন্য গোবর্দ্ধন পাহাড়কে ছাতার মত তুলে ধরেছিলেন। প্রত্যেক সাধকের একটি বিশেষ বিগ্রহ মূর্তি থাকে যাতে তাঁর হৃদয়ের তন্ত্রী গভীরভাবে আলোড়িত হয় এবং তিনি পরম দিব্য আনন্দে বিভোর হয়ে যান। ত্যাগরাজ জানতেন যে রাম হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির অধীশ্বর, তিনি বিশ্বব্যাপী ও চিরন্তন। দাশরথি ও সীতাপতিরূপে রামের ভাবমূর্তি কল্পনা করে তিনি সমধিক অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

হিন্দুদের আরও একটি বিশ্বাস যে খাদ্য বস্তু ঈশ্বরকে নিবেদন করে প্রসাদরূপে গ্রহণ করলে তা ঈশ্বর করুণায় অভিষিক্ত হয়ে সকল দুষ্ট প্রভাব মুক্ত হয়। এতে ভক্তির মনোভাব জাগিয়ে তোলে ও সর্বত্র নিত্য চালক ও অভিভাবকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসের সঞ্চার হয়। আমার এই পানের কৌটা সীসা দিয়ে তৈরী, যদি কেউ এসে বলে "এই কৌটাটি রেখে দিন শুধু সীসা দিন" তবে তা হবে নিতান্ত

যুক্তিহীন কারণ কৌটা ও সীসা অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য। হিন্দু হও কিন্তু হিন্দু ধর্মের বিশ্বাসসমূহ পরিহার কর এই উক্তিও অযৌক্তিক। এই ধর্ম ও বিশ্বাসগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। ধর্মজ্ঞান লাভ না করলে ও ধর্ম অনুশীলন না করলে হিন্দু জীবন্মৃত রূপে গণ্য হবে।

নিঃসন্তান ব্যক্তিদের ভয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাদের ভয় হচ্ছে মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন না করলে অপুত্রক ব্যক্তিরা নরকে যুগ যুগ ধরে কাল যাপন করে। রাজবংশে পুত্র সন্তান লাভের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত কারণ ন্যায্য উত্তরাধিকারীর অভাবে রাজ্যে সংঘাত ও রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকে। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মধ্যে একজনও জীবিত ছিল না এবং কেহই তাঁকে নরক থেকে উদ্ধার করবার জন্য ক্রিয়াকর্ম করে নি। অতুলনীয় ঋষি শুকের কোন পুত্র ছিল না সেই কারণে তিনি মোক্ষ লাভের পরিবর্তে কি শাস্তি স্বরূপ যুগযুগ ধরে নরক বাস করেছিলেন? আমি তোমাদের নিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছি যে অপুত্রক হওয়া আধ্যাত্মিক বিপর্যয়ের কারণ হয় না।

আরও একটা নির্বুদ্ধিতা লক্ষ্য কর। কেহ কেহ শিবকে ঈশ্বর রূপে অর্চনা করে এবং 'পশুপতি' অর্থাৎ জীবের প্রভু বলে সম্বোধন করে। আবার অনেকে ঈশ্বরকে বিষ্ণু বা কৃষ্ণরূপে পূজা করে এবং গোপাল অর্থাৎ পশু বা জীবিত প্রাণীর পালক বলে সম্বোধন করে থাকে। অথচ এই দুই দল ভক্ত পরস্পরকে শ্রদ্ধা করে না। একদল ভক্ত শিবকে স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারকরূপে পূজা করে অন্য আর একদল কৃষ্ণকে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের দেবতা রূপে পূজা করে। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কোন সংগত কারণ নেই একথা তারা বোঝবার চেষ্টা করে না। কোন একটি বিশেষ নাম বা আকারে তোমার ব্যক্তিগত ভক্তি থাকলেও ঈশ্বরের সকল নাম ও আকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে তোমার পূজিত ঈশ্বরের বহু নাম ও আকৃতি, সেই কারণে তিনি বিশ্বজনীন।

অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় নিঃসঙ্গ কুকুর চলন্ত ছায়ায় ভয় পেয়ে চীৎকার শুরু করলে চারপাশের অন্য কুকুরগুলো তার সঙ্গে চীৎকার করতে থাকে। তারা কোন কারণ না জেনেই চীৎকার করে, তাদের আদিম প্রবৃত্তির বশে। ঈশ্বর করুণার চন্দ্রালোকে কিছু মানুষ উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে এবং অন্য অনেকে এর অন্ধ অনুকরণ করে। এই হচ্ছে তাদের প্রকৃতি। অপার মহিমায় যে বিশ্বাস, সাহস, করুণা ও সান্ত্বনা বর্ষিত হয় তা তারা সহ্য করতে পারে না। অজ্ঞানতা ও বিকারের দ্বারা বিপথে চালিত না হয়ে লক্ষ্যের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া তোমাদের কর্তব্য। প্রত্যেক অবতারের জীবিতকালে এই ধরণের কৃপার পাত্র মানুষ ছিল। দ্বাপরযুগে শিশুপাল, পৌণ্ড্রক, দন্তবক্র ও অন্যান্যদের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে।

দ্রৌপদীর মত আত্মসম্মান রক্ষা কর। দ্রৌপদীর স্বামীগণ কৌরবদের সঙ্গে পাশাখেলায় দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন। পাণ্ডবরা পাশা খেলায় পরাস্ত হলে দ্রৌপদীকে হারালেন। দুর্জন কৌরবেরা উন্মুক্ত রাজদরবারে তাঁর অসম্মান করতে উদ্যত হলে দ্রৌপদী এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর কোপদৃষ্টিপাতেই কৌরবেরা ভস্মীভূত হয়ে যেতেন। দ্রৌপদী কিন্তু তাঁর সম্মুখে নতমস্তকে উপবিষ্ট জ্যেষ্ঠ স্বামী ধর্মরাজের দিকে চাইলেন এবং এতে তিনি কিছু শান্ত হলেন। তাঁর উচ্চারিত অভিশাপে স্বর্গমর্ত প্রতিধ্বনিত হল। তিনি বললেন, "যে শয়তানরা আমার কেশাকর্ষণ করে এখানে আমাকে এনেছে তাদের স্ত্রীরা নিদারুণ শোকে কাতর হয়ে কেশ উন্মুক্ত করে নিজেদের বৈধব্যদশার জন্য একদিন কাঁদবে। সেইদিন পর্য্যন্ত এই বর্বরদের দ্বারা উন্মুক্ত বেণী আর বাঁধব না।" আত্মসম্মান বোধের ঐতিহ্যকে অম্লান রাখবার জন্য তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা সকলেই শুনেছিল। রাম, কৃষ্ণ, হরিশ্চন্দ্র, মীরা, ত্যাগরাজ, তুকারাম, রামকৃষ্ণ ও নন্দনার ঐতিহ্যের গৌরব রক্ষা কর। তোমাদের ঐতিহ্যের গৌরব হচ্ছে যেন সযত্নে পাকানো একটি সুতোর বল। তোমাদের যে কোন ভুলের ফলে সাংঘাতিক জট পাকিয়ে যাবে। সেজন্য সাবধান। নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করতে হবে, মানুষের কাছে নয়।

গায়ত্রী জপ কর, গায়ত্রী হচ্ছে বিশ্বজনীন প্রার্থনা। এই মন্ত্রের তিনটি অংশ ; ত্রিভুবন ব্যাপী জ্যোতির্ময় রূপে ঈশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে ধ্যান হচ্ছে "ওম্ ভূঃভুবঃস্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং" ; স্মরণ অর্থাৎ ঈশ্বর করুণার চিত্রদর্শন হচ্ছে "ভর্গো দেবস্য ধীমহি"। তৃতীয় হচ্ছে বিশ্বজনীন জ্ঞানের উন্মেষের দ্বারা মুক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা। এই জ্ঞান বা ধীশক্তি কোন বিশেষ নাম বা আকারের নয়। সেইকারণে এর সহায়তায় সকলেই ত্রাণ লাভ করতে পারে। গায়ত্রী জপ করলে ধর্মান্ধতা, ঘৃণা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্জন করা যায়, আবেগ সমূহ সংযত হয় ও প্রেম বর্দ্ধিত হয়। বাসনার বৃক্ষকে সিঞ্চন ও লালন করবে না। ক্রোধ, ঘৃণা ও ঈর্ষার পরিণতি হচ্ছে অসহিষ্ণুতা। ক্রোধকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করবে। অজ্ঞাতসারে ক্রোধ আসে না। শরীর উষ্ণ হয়, ওষ্ঠ ও অধর কাঁপে, চোখ লাল হয়। ক্রোধের উদ্ভব হলে এক পেয়ালা ঠাণ্ডা জল পান করবে। ধীরে ধীরে জল পান করে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়বে। ক্রোধ প্রশমিত হলে নিজের ভ্রমকে উপহাস করবে। এরকম করা খুব কঠিন মনে হলেও তোমাদের অভ্যাস করতেই হবে কারণ ক্রোধের বশবর্ত্তী হবার পরিণাম এত সাংঘাতিক ও মারাত্মক যে তারজন্য দীর্ঘকাল অনুতাপ করতে হবে।

একব্যক্তি যুদ্ধের চাকরি নিয়ে বিদেশে গিয়েছিল, তারপর দীর্ঘ দিন শ্বশুর ও স্ত্রীকে চিঠি পত্র লেখেনি। শ্বশুরমশায় ক্রুদ্ধ হয়ে জামাইকে চিঠি লিখলেন "তুমি আমাদের মৃতের সামিল কেন না তুমি তোমার স্ত্রীর জন্য মোটেই চিন্তিত নও। তোমার স্ত্রী মাথার চুল কেটে বিধবার বেশ ধারণ করেছে।" এই চিঠি পেয়ে

সৈনিকটি উচ্চৈস্বরে বিলাপ করতে আরম্ভ করেছিল যে তার স্ত্রী বিধবা হয়েছে। তার এই বোধটুকু ছিল না যে তার জীবদ্দশায় তার স্ত্রী বিধবা হতে পারে না।

বিচার বিবেচনা না করে কোন সিদ্ধান্ত হঠাৎ নিও না। নিজের অভিজ্ঞতার যথার্থ মূল্যকে অস্বীকার করবে না। আত্মবলে বলীয়ান হও। নিন্দা বা স্তুতিতে বিচলিত হবে না। আমার নির্দেশ পালন কর। নিন্দা বা স্তুতি কিছুই আমাকে প্রভাবিত করে না। আমি একা পথে অগ্রণী—সব বাধা অগ্রাহ্য করে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। আমি আমার নিজের পথ প্রদর্শক ও স্বাক্ষী, এই কথাটির ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে।

প্রশান্তি নিলয়ম
১৩।১০।৬৭

(২৩) "তিনি সর্বত্র"

হিন্দুদের মত আর কোন মানবগোষ্ঠী জন্ম মৃত্যু সমস্যা এবং মৃত্যুর পর চিন্তা, বাক্য ও কর্মের পরিণাম সম্বন্ধে এমন গভীরভাবে চিন্তা করে নি। যে সমাধানগুলি তারা আবিষ্কার ও প্রয়োগ করেছিলেন সেগুলি ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য ও কল্যাণকর; সর্বদেশের বিদ্বৎসমাজ ও সাধুগণের বিচারে যুগ যুগ ধরে মূল্যবান বলে স্বীকৃত। এই সকল অনুসন্ধানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুক্তির প্রাধান্য। সাধনা প্রত্যেকস্তরে যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে। সাধনা হচ্ছে ঔষধ; ফলের বুদ্ধিদীপ্ত বিচার ও সমস্যাগুলি হচ্ছে সাধন প্রক্রিয়া। প্রজ্ঞানের বড়িতে অজ্ঞান রোগের নিরাময় হয় অর্থাৎ অজ্ঞানের মর্মন্তুদ পরিণতি উচ্চতর জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হয়।

আধ্যাত্মিক উন্নতি কিন্তু মেধার অনুশীলন নয়। তা হচ্ছে সৎ জীবন, উত্তম ও নৈতিক আচরণ। ঈশ্বর প্রত্যেকটি কর্মের সাক্ষী। ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাসী হলে মনের সৎ বৃত্তিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। সৎ জীবন যাপনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হচ্ছে সর্বব্যাপী, সর্বান্তর্যামী ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে গভীর আস্থা।

পিতামাতাকে সেবা করে, তৃপ্ত করে, সম্মান করে ও তাদের কৃতজ্ঞতা লাভের যোগ্য হয়ে এই কল্যাণব্রত আরম্ভ কর। প্রেম ও সেবাকে উদার করে সমস্ত জীবের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে ও সকল জীবের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করতে হবে। জীব জগৎ হচ্ছে একই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। বেদে তাঁকে সহস্রশীর্ষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যাদের দৃষ্টি আবদ্ধ, যারা নিজস্ব অনুভূতির ঈশ্বরকে শুধু বিশ্বাস করে তাদের ত্যাগ করবে। যারা ভগবানের ভিন্ন রূপকেও মান্য করে তাদের মত অবলম্বন কর। আমার সামনে এই পনেরো হাজার মানুষের প্রত্যেকটি মাথা আমার মাথা। তার কারণ হচ্ছে বেদে বলা হয়েছে যে সমস্ত মস্তকই ঈশ্বরের মস্তক। প্রত্যেকটি বৈদ্যুতিক বাল্‌ব এক প্রবাহমান অন্তর্নিহিত বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা আলোকিত হয়। বাল্‌ব যে নিজের শক্তিতে আলো দিচ্ছে এমন ভাবতে পারে না। তাকে বিনীত হয়ে ভাবতে হবে যে আলো দেবার জন্য বাল্‌ব হচ্ছে বৈদ্যুতিক শক্তির একটি যন্ত্র মাত্র।

প্রত্যেকে যদি নিজের খেয়াল খুশীতে চলতে চায় এবং নিজের সুবিধামত

মূর্তি তৈরী করে নেয় তবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে ও মানুষ বানর বা আরও নিম্নতর প্রাণীর স্তরে নেমে যাবে। সেই কারণে প্রাচীন জ্ঞান, হিতৈষীদের নির্দেশ, সাধু, শাস্ত্র বা নৈতিকবিধির দ্বারা নির্দেশিত বিবেকের মানচিত্রে মানুষকে চালিত হতে হবে। শাস্ত্রগুলি মানুষের ভাব ও আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে। মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজ থেকে যেমন চারাগাছের উদ্ভব, মানুষের বিভিন্ন আবেগ, অনুভূতি ও প্রবৃত্তি-গুলিও মনের ভিতর থেকে উদ্ভূত হয়। মানসিক সাম্য রাখতে পারলে মন অস্থির ও বিকল হবে না।

একদিন সকালে সূর্য নমস্কারের উদ্দেশ্যে তুকারাম আশ্রমের বাইরে এসে পালকি, বাদকের দল ও রাজকীয় আড়ম্বর দেখতে পেলেন। তাঁকে রাজসভায় নিয়ে যাবার জন্য শিবাজী এই সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেছিলেন। তুকারাম রাজদূতকে বললেন "এই শববাহী গাড়ী এখানে এনেছ কেন? এখানে কেউ মারা যায় নি; আমি এখনও হাঁটতে পারি। রাজাকে বলবে যে এখনও এর প্রয়োজন হয় নি।"

ঈশ্বর বিশ্বাস পরায়ণ হলে তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়বে এতে অন্যে কি বলবে অথবা তোমার ভাগ্যে কি ঘটবে এসব কিছুই গ্রাহ্য করবে না। পতঙ্গের দিকে তাকাও। অগ্নি শিখা দেখে তারা অন্ধকার হতে মুক্তি পাবার জন্য অন্তরের আক্ষেপে সেই শিখার দিকে ধাবিত হয়। তমসো মা জ্যোতির্গময়; পতঙ্গ অগ্নিশিখায় আত্মবিসর্জন দিয়ে মৃত্যু বরণ করে। মৌমাছিকে লক্ষ্য কর! মৌমাছি পদ্মের সুধার সন্ধান পেয়ে পদ্মের ওপর বসে অনাবিল আনন্দে সুধা পান করে। অন্য কিছুর সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান থাকে না। সূর্যাস্ত হলে পদ্মের পাপড়িগুলি আকুঞ্চিত হয় এবং মৌমাছি নিজের অজ্ঞাতসারে আবদ্ধ হয়। প্রভাতে পদ্ম পাপড়ি পুণরায় বিকশিত হবার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করে। পতঙ্গ ও মৌমাছির জীবন সার্থক কারণ এই হচ্ছে জীব ও ব্রহ্মের মিলন।

ব্রহ্মে বিলীন হবার জন্য জীবের নিরন্তর সংগ্রাম চলছে ও সেই সঙ্গে অভিমান ভরে বিলাপ করছে। তীরুপতির তীর্থযাত্রী সখেদে বলে "হে ঈশ্বর, তুমি সাত পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় আছ আর আমি কত নিচে সমতলভূমিতে।" সুতরাং বলা যেতে পারে জীবকে উচ্চে উঠতে হবে অথবা ঈশ্বরকে নিচে নেমে এসে আশীর্বাদ করবার জন্য প্রার্থনা জানাতে হবে। ঈশ্বর উচ্চে বা নিম্নে অবস্থান করেন না— তিনি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। হৃদয়ের মালিন্যের জন্য তাঁকে দর্শন করা যাচ্ছে না। এই মালিন্য দূর করার জন্য কর্মযোগী হও। অন্তরে ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শন করলে তোমাদের সমস্ত কর্ম বিশ্বের কল্যাণ সাধন করবে।

কিছু লোক বলে যে দিব্য সংকল্পের অভিজ্ঞতা লাভ করলে তবেই তারা

ঈশ্বরে বিশ্বাসী হবে। এই মনোবৃত্তি নিয়ে কোন ব্যক্তি কেমন করে নিশ্য সংকল্পে বিশ্বাসী হবে? সেই অভিজ্ঞতা লাভ করবার কোন আগ্রহ তাদের নেই. দৃষ্টান্ত কি ভাবে তাদের সহায়তা করবে? যাদের বিশ্বাস নেই তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঈশ্বর নিরুদ্বেগ। দুই আর দুই মিলে চার হয়; কিছু লোক যদি তা বিশ্বাস না করে তবে তাতে কিছুই যায় আসে না।

প্রশান্তি নিলয়ম্
১৪-১০-৬৭

(২৪) সিক্ত সলিতা

কার্য্য কারণের একটি সূত্র আছে। প্রত্যেক কর্মের ফল আছে এবং তা তোমাদের ইচ্ছা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে না। সুকর্মের সুফল, কুকর্মের কুফল। জন্ম হচ্ছে মৃত্যুর পূর্বে কৃত কর্মের ফল। মৃত্যুর পরে মানুষের পরিণাম সম্বন্ধে কেউ জিজ্ঞাসা করলে নিজেকে দেখিয়ে বলবে, "যা হয় তা হচ্ছে এই"; অর্থাৎ তারা আবার জন্মায়। এ নৈরাশ্যের ধর্ম নয়, এই হচ্ছে আশা ও সার্থকতার ধর্ম; এই ধর্ম সার্থক, কর্মময় ও কল্যাণময় জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। ভবিষ্যৎ তোমার নাগালের মধ্যে। আগামীকালের রূপ আজিকার মধ্যেই আছে যদিও আজিকার দিনটি গতকালের দ্বারা রূপায়িত হয়েছে। এই কারণে বেদের বৃহত্তম বিভাগ হচ্ছে "কর্মকাণ্ড"। এই সমস্ত কর্মে অনাসক্তির বিকাশ হয়, বাসনাগুলি চিরন্তন ও সর্বজনীন উদ্দেশে চালিত হয়। সমস্ত কর্ম আরাধনার স্তরে উন্নীত হয় প্রাকৃতিক শক্তি, মনুষ্য শক্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহের ভক্তি নিবেদনের জন্য প্রত্যেকটি কর্ম উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে *। অন্তরের আকৃতি ও বাহিরের শুচিতাকে অম্লান রাখবার জন্য বহু বিস্তারিত ক্রিয়াকর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল নামে নক্ষত্রপুঞ্জের বশিষ্ঠ নক্ষত্রের নিকট অরুন্ধতী নামে একটি অনুজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী হল আদর্শ দম্পতী। তারা মহাকাশে অবিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থান করছে। নব বিবাহিতরা সেইকারণে দীর্ঘস্থায়ী সুখময় সঙ্গলাভের জন্য তাদের নিকট প্রার্থনা করে। বর অরুন্ধতীকে সতীত্বের প্রতীকরূপে বধূকে দেখায়।

অরুন্ধতী নক্ষত্র চিনতে হলে প্রথমে সপ্তর্ষিমণ্ডল লক্ষ্য করে বশিষ্ঠ নক্ষত্র দেখতে হবে তারপর অরুন্ধতীর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। রূপ থেকে অরূপে যায়, স্থূল হতে সূক্ষ্মে উন্নীত হয়। ক্রিয়া অনুষ্ঠান মানুষকে উৎসর্গীকৃত করে, যজ্ঞে অন্তর্যামীর স্বরূপ প্রকাশিত হয়। তৈত্তীরীয় উপনিষদে শিক্ষার্থীদের দিব্যতত্ত্ব শিক্ষার জন্য পর্যায়ক্রমে স্থূল হতে সূক্ষ্মে নিয়ে যায়।

বরুণের পুত্র ভৃগু পিতার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে ইচ্ছা করলে পিতা তাকে বললেন, "সর্বভূতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হচ্ছে ব্রহ্ম।" তিনি পুত্রকে ধ্যানের সাহায্যে নিজে অনুসন্ধান করতে বললেন। ভৃগু বললেন,

---

*প্রতিটির অধিষ্ঠাতা দেবতাদের

"আহার্য হচ্ছে ব্রহ্ম"। এই অনুসন্ধানে আরও অগ্রসর হবার জন্য নির্দেশিত হলে তিনি দেখলেন, ব্রহ্মই প্রাণ। অনন্তর তিনি দেখলেন যে মানস বা সঙ্কল্প বা ইচ্ছাশক্তিই হচ্ছে ব্রহ্ম। এরপরে তিনি বললেন, ব্রহ্ম হচ্ছে বিজ্ঞান বা বুদ্ধি। পরবর্ত্তী পর্যায়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন ব্রহ্ম ও আনন্দ অভিন্ন। এইভাবে উপনিষদ হৃদয়ের গুহায় লুকায়িত সূক্ষ্ম, পরম, অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপকে বিশ্লেষণ করেছে। বৈষয়িক হতে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করা হচ্ছে উপনিষদের শিক্ষা পদ্ধতি।

নবজাত শিশু কাঁদে। মুমূর্ষ ব্যক্তি জীবনে অভিজ্ঞতা লাভ করে নিশ্চয়ই হাসবে। শিশু কাঁদে কারণ তার নাম ও স্বরূপ সম্বন্ধে জানে না কিন্তু মুমূর্ষ লোক এ সব জানে বলে অবশ্যই হাসবে। 'কোহম্'—আমি কে ? এই প্রশ্ন নিয়ে সে পৃথিবীতে এসেছিল—সে উত্তর পেয়েছে ; সে জানে 'সোহম্'—আমি সেই। অজ্ঞান হয়ে সে জন্মায়, জ্ঞানী হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

এই জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে একজন ছাত্র গুরুর নিকট গিয়েছিল। গুরু তার পঠিত গ্রন্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে সে বলেছিল যে গীতা সে এত ভাল করে পড়েছে যে সে আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করতে পারে। গুরু তাকে বললেন, "আমার মনে হয় না যে আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি কারণ ভগবানের বাণী গীতায় তোমার বিশ্বাস নেই, আমার কথা কেমন করে বিশ্বাস করবে ?" আস্থার সঙ্গে গীতা পড়বে, গীতার নির্দেশ জীবনে পালন করে কল্যাণ লাভ করবার সংকল্প নিয়ে গীতা পড়বে। অন্যথায় লঘুচিত্তে গীতায় ঈশ্বরের বাণী পাঠ করা ধর্মদ্বেষিতা হয়। অসৎসঙ্গ পরিহার করতে সচেষ্ট হলে বিশ্বাস বর্দ্ধিত হয়। 'সৎসঙ্গত্বে নিঃসঙ্গত্বম্'— সৎ সঙ্গের মাধ্যমে নিঃসঙ্গত্ব অর্জনের চেষ্টা কর। এই হচ্ছে শঙ্করাচার্যের উপদেশ।

একবার একজন ব্যাধ একটি ভল্লুক শাবক ধরে তাকে আদর যত্নে লালন পালন করেছিল। ভালবাসার প্রতিদানে ভল্লুকটি অনেক বছর ধরে তার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করেছিল। কালক্রমে ভল্লুক শাবকটি বিরাট পশু হয়ে উঠল। একদিন সেই পোষা ভল্লুকটিকে নিয়ে বনের মধ্যে যাবার সময় ব্যাধ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সে ভল্লুকটিকে নজর রাখতে বলল যেন কেউ তাকে ঘুমের সময় বিরক্ত না করে। তারপর সে ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ভল্লুক পাহারা দেবার সময় দেখল একটি উড়ন্ত মাছি ঘুরতে ঘুরতে মনিবের নাকের ওপর বসছে। সে তার পুরু ভারী হাত নাড়তেই মাছিটা উড়ে গেল। বারবার হাত নাড়িয়ে সে মাছিকে শেখাতে পারল না যে মনিবের নাক বসবার জায়গা নয়। অবশেষে ভল্লুক মাছির ঔদ্ধত্য সহ্য করতে না পেরে খুব রেগে গেল ও তার ভারি হাত সজোরে

মনিবের নাকের ওপর পড়ল। সেই সাংঘাতিক আঘাতে মনিবের প্রাণ গেল। এই হচ্ছে বন্ধু ও নির্বোধের সঙ্গ করার ফল। তারা স্নেহপরায়ণ হলেও তাদের নির্বুদ্ধিতা বিপর্যয় ডেকে আনে।

পার্শীদের মধ্যে গুরুশিষ্যের একটি গল্প প্রচলিত আছে। ঈশ্বরের অভিমুখে যাত্রা সহজ ও দ্রুত করবার জন্য শিষ্য গুরুর উপদেশ প্রার্থনা করেছিল। কিছুক্ষণ মৌন থেকে গুরু বললেন, "যাও ঐ দীপটি জ্বালিয়ে দাও।" অনেক চেষ্টা করেও শিষ্য দীপটি জ্বালাতে পারল না। দীপটি তেলের বদলে জল দিয়ে ভর্ত্তি ছিল। গুরু জল ফেলে দিয়ে সল্‌তে নিঙড়ে শুকনো করতে বললেন এবং তারপর দীপটি পরিষ্কার করে তাতে তেল ভর্ত্তি করে জ্বালাতে বললেন। জল হচ্ছে কামনা, যে সূর্য সলিতা শুকনো করে তা হচ্ছে অনাসক্তি এবং দীপের শিখা হচ্ছে প্রজ্ঞা। গুরু বললেন, "তোমার পক্ষে এই শিক্ষা যথেষ্ট, তুমি এখন যেতে পার, ঈশ্বর যেন তোমাকে আশীর্বাদ করেন।"

ঈশ্বর দর্শনের সঙ্কল্পে মন পূর্ণ কর। ঈশ্বরের সঙ্গে অবস্থান কর, ঈশ্বরের প্রশস্তি কীর্তন কর, ঈশ্বরের মাহাত্ম্য ও মহিমা আস্বাদন কর। এর থেকে বেশী আনন্দ আর কিছুতেই নেই।

প্রশান্তি নিলয়ম—
১৫-১০-৬৭

(২৫) আনন্দসাগরে বিহার

বেদান্ত ঘোষণা করেছে যে মন মানুষকে বাসনার কারাগারে আবদ্ধ করে অথবা আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির বিস্তৃত ভূমিতে নিয়ে যায়। ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য মন প্রবৃত্ত হলে মানুষ ইতর প্রাণীর স্তরে অধঃপতিত হয়। উন্নততর সত্য, সুসংহত জ্ঞান, সমন্বয়ের অভিজ্ঞতা, অন্তরের স্বরূপ ও চিরন্তন আনন্দ লাভের জন্য মন উৎসুক হলে মানুষ ঈশ্বরত্বে উন্নীত হতে সমর্থ হয়। যা কিছু দেখা যায়, পরিমাপ ও গণনা করা যায় তাই নিয়ে বিজ্ঞানের কাজ। গণনাতীতের সন্ধান করা যায় ধর্ম, সাধনা ও যোগের মাধ্যমে।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ বলে স্বীকৃত ও অভিনন্দিত হয়েছে। এই কারণে ধর্মীয় উৎকর্ষ ও আধ্যাত্মিক প্রয়াস সম্বন্ধে মানুষ উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে এটা খুবই দুঃখের। মানুষ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব এবং জীব দেহের প্রতিফলন। মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট। মানুষ কদাচিৎ এই সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে পারে। জন্ম জন্মান্তরের সাধনায় মানুষ যে স্তরে উন্নীত হয় মনের অধোগতির ফলে তা হতে বিচ্যুত হয়। মানুষ হচ্ছে হিরক-সামান্য কাঁচের টুকরো নয়। সে তার দীপ্তি চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে পারে যদি সে পরিশীলন, পরিমার্জন ও সংস্কারের মধ্যে জীবন যাপন করে। সংস্কারে মানুষ ঈশ্বরে পরিণত হয়। সংস্কারের দ্বারা এক আধুলি মূল্যের ইস্পাত কয়েক টাকার ঘড়িতে পরিণত হয়। অন্তরের রহস্যময় রসায়ণ সদ্ব্যবহার করে মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সত্য দর্শন করে প্রশান্ত আলোকময় জীবনের অধিকারী হতে পারে।

বোম্বাই সহরের বিভিন্ন সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে তোমাদের পরিচয় আমাকে দেওয়া হয়েছে। তোমরা আমার বাণী প্রার্থনা করেছ। তোমরা আরও জানিয়েছ যে, তোমরা নিরাশ ও নিরুৎসাহ হয়ে বিশ্বাস ও সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছ। সমাজ জীবনের মানোন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে। এই ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে রোগ নির্ণয়ে অথবা ব্যবস্থাপত্রে ভ্রান্তি। অভিভাবক বা পৃষ্ঠপোষকের মনোভাব যেন না থাকে। এমন প্রেমের মনোভাব নিয়ে সেবা করবে যাতে গ্রহীতা কোন দ্বিধা না করে পূর্ণ আস্থা নিয়ে সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। অপরের দুঃখে কাতর হয়ে সেবা করবে, মর্মবেদনা দূর করবার জন্য সেবা যেন আন্তরিক প্রয়াসে পরিণত হয়। আর একটি

কথা মনে রাখতে হবে, ফলের জন্য উদ্বিগ্ন হবে না। যতটা পারবে এবং যতদূর সাধ্য নীরবে ভালবেসে অন্যকে সাহায্য করবে, বাকিটা ঈশ্বরকে অর্পণ কর। ঈশ্বরই তোমাকে সেবার সুযোগ দান করেছেন।

তোমরা মনে কর মানুষকে খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহের সংস্থান করলেই তারা সুখী হবে। তা ভুল ; কারণ সুখ হচ্ছে মনের একটি গুণ। ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির মনকেও শান্ত ও সুখময় করবার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়েও এই শিক্ষা ব্যতীত মানুষ অসহায় বোধ করবে।

অনেক জাতি বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার শিখরে উঠেছে। তারা জীবন যাত্রার মানের জন্য গর্ববোধ করে। দরিদ্র জাতিসমূহকে তাদের উন্নতির স্তরে উঠবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে। কিন্তু এই সব ধনী জাতিসকল কি মানসিক শান্তি লাভ করেছে? ভয়, উত্তেজনা, উদ্বেগ বা অসন্তোষ থেকে কি তারা মুক্তি পেয়েছে? এর উত্তর হচ্ছে, না। কারণ এগুলি থেকে মুক্তি পেলে তখনই মানুষ প্রকৃত সমৃদ্ধ হয়।

স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস, মাদকতা ও কৃত্রিম আনন্দের ইন্ধনসামগ্রী সংগ্রহ করা জীবনের লক্ষ্য নয়। এ পথের শেষ নেই। এ হচ্ছে অন্তহীন ; বাসনা অনির্দিষ্টরূপে বেড়েই চলে। সন্তোষ মরীচিকার মত মিলিয়ে যায়। অহংকার বদ্ধমূল হয়ে ওঠে, ন্যায় অন্যায় বিচারের ক্ষমতা হ্রাস পায়। আকণ্ঠ পান করেও পিপাসা বেড়ে যায়। প্রতি গ্রাস খাদ্য গ্রহণ করে আরও ক্ষুধা তীব্র হয়ে ওঠে।

নিজেকে প্রশ্ন কর,- "সুখ নামে কোন অবস্থা আছে কি?" বিষয় সঞ্চয় করে কি সুখ পাওয়া যায়?" না। সুখ হচ্ছে দুটি দুঃখের মধ্যে একটি বিরতি মাত্র, দুঃখ হচ্ছে দুটি সুখময় মুহূর্তের মধ্যে ব্যবধান। সমদৃষ্টি অবলম্বন করে সুখ দুঃখকে অতিক্রম করতে হবে। আনন্দের গভীরে পৌঁছবার জন্য মনকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

তোমাদের অন্তরতম সত্তা আত্মার প্রকৃতি হচ্ছে আনন্দ। প্রতি শ্বাস গ্রহণের সময় সেই আত্মার অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। "সোহম্, সোহম্" সেই আমি, সেই আমি। আত্মা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করছে যে আত্মা কখনও দেহের দ্বারা সীমাবদ্ধ ও বদ্ধ নয়। আত্মা হচ্ছে 'সে'-রূপ বিশাল সাগরের 'তরঙ্গ'। "সে" হচ্ছে নিশ্বাস, 'আমি' প্রশ্বাস। জাগ্রত অবস্থায় সেই বিরাটের শ্বাস গ্রহণ করবে, সীমাবদ্ধ সত্তাকে প্রশ্বাসে ত্যাগ করবে। গভীর নিদ্রায় বাহ্যজগৎ ও দেহ সম্বন্ধে কোন চেতনা থাকে না কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় নিজেকে বাহ্যজগতেরই অংশ বলে মনে কর। সঃ বা অহম্, সে কিংবা আমি বলে কিছু নেই,

সবই এক ও সম্পূর্ণ। শ্বাস-প্রশ্বাস সোঽহং থেকে ওঁ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়।

ওঙ্কারে মিশে যাও। সর্বদাই সতর্ক থাকবে। এই হচ্ছে বেদান্ত, বেদ বা জ্ঞানের অন্ত বা শেষ। মানুষ জীবন শুরু করে ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মজ্ঞানের ছাত্ররূপে; এই জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এক ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। এরপর মানুষ গৃহস্থ অবস্থায় প্রবেশ করে। সে বিবাহ করে, গৃহ ও সংসার রচনা করে, অর্থ উপার্জন করে ও ব্যয় করে, ভালবাসা দান ও গ্রহণ করে, অতিথি সেবা ও দয়া ধর্ম পালন করে থাকে। এ হচ্ছে নিরাসক্তির শিক্ষা গ্রহনের সময়। এসময় দ্বৈত অভিজ্ঞতা লাভ হয়। ঘাত প্রতিঘাতে উগ্রতা দূর হয়। তারপর মানুষ বানপ্রস্থ স্তরে উন্নীত হয়। এই অবস্থা হচ্ছে জীবনের দন্দ্ব ও সংঘাত হতে নিবৃত্তি, স্মরণ ও ধ্যানের জন্য নিঃসঙ্গতা, সভ্যতা নামে 'অহংকারের মেলা'র প্রতি উদাসীন্য এবং সৃষ্টির আদি অন্তের সম্বন্ধে শান্ত গভীর ধ্যান। এতে সে সন্ন্যাস পর্যায়ে উন্নীত হবে। সে তখন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে আনন্দসাগরে মিশে যাবে। জীবনের নদীসমূহ এই সাগরে মিলিত হয়ে নিজস্ব স্বাদ, আকার ও নাম হারিয়ে সাগরে পরিণত হয়। এই হচ্ছে আশ্রম ধর্মের সার্থকতা যা শাস্ত্র সমূহে মানুষের মুক্তির জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। মায়া বা ভ্রমে আচ্ছন্ন বিপর্যস্ত মানুষকে উদ্ধার করার আর এক নাম হচ্ছে মুক্তি।

আধ্যাত্মসাধনার শিক্ষাক্রমরূপে আশ্রমধর্ম নির্দিষ্ট হয়েছে। এই সাধনা চলবে সারা জীবন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ সত্য রাজের মধ্যে চালিত হয়ে প্রেমের মাধ্যমে পরম শান্তিতে উপনীত হবে। যেমন আগুন ও জল মিলিত হয়ে বাষ্পের সৃষ্টি এবং সেই বাষ্পের শক্তিতে বড় বড় মালগাড়ী চালিত হয় ঠিক সেইরকম জীবনের প্রতি স্তরে নির্দিষ্ট কর্ম এবং উপাসনা অর্থাৎ ঈশ্বর বা সত্য প্রেমে সমাহিত অবস্থা এই দুই এর সমন্বয়ে জ্ঞানের উদয় হয়। সেই জ্ঞান জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত ফলের সঙ্গে সত্য বা ঈশ্বরোপলব্ধির অভিষ্ট লক্ষ্যে আশ্রয় দিয়ে থাকে।

বোম্বাই—
৬-১১-৬৭

(২৬) অশোক কানন

মনের ভক্তিতে মানুষ ঈশ্বরের সহিত এক ও অভিন্ন হয়ে ওঠে। ভক্তের প্রত্যেকটি নিশ্বাস হচ্ছে ঈশ্বর, আর তার প্রত্যেক কর্ম ঈশ্বর নির্দিষ্ট ও ঈশ্বরের জন্য উদ্দিষ্ট। তার চিন্তা হল ঈশ্বর চিন্তা, তার কথা ঈশ্বরের কথা এবং ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কথা। মাছ যেমন শুধু জলে বেঁচে থাকতে পারে মানুষ শুধু মাত্র ঈশ্বরে সমাহিত হয়ে সুখ ও শান্তির জীবন অতিবাহিত করতে পারে। অন্য পরিবেশে মানুষ ভয়, উন্মত্ত দ্বন্দ্ব ও ব্যর্থতার শিকার হয়। নন্দী বা বলদ হচ্ছে মানুষের নিম্ন প্রবৃত্তি। দেবতার বাহনরূপে সেই নন্দী দেব বিগ্রহের সম্মুখে আসন পায় এবং দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কিছু নৈবেদ্য লাভ করে। একমাত্র ঈশ্বর সান্নিধ্যের মূল্য ও তাৎপর্য আছে। মন আলোকিত হয় এবং আনন্দ, শান্তি ও স্থৈর্য্য লাভ করে কারণ অন্তরে অবস্থিত আত্মার এই বৈশিষ্টগুলি মনের উপর প্রতিফলিত হয়।

সাম্প্রতিককালে এই সত্য অনুধাবন ও নিত্যচৈতন্য লাভ করবার জন্য মানুষের কোন চেষ্টা নেই। কোন পশু পঙ্কে পড়লে মুক্ত হবার জন্য ও আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করে, মানুষ অধোগামী কামনার পঙ্কে পড়ে উদ্ধার পাবার জন্য কোন চেষ্টা করে না। শাস্ত্র ও পুরাণে শিবকে ভিক্ষাপাত্র বাহকরূকে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি মড়ার মাথার খুলি ভিক্ষাপাত্ররূপে ব্যবহার করেন। যিনি দাতা তিনি মানুষের কাছে কি চাইতে পারেন? যে বিশুদ্ধ হৃদয় তিনি দান করেছেন শুধ্ তাই তিনি দাবী করছেন। তিনি মানুষকে প্রেমে পূর্ণ করছেন, সেই প্রেম তিনি ভিক্ষা করছেন।

রামায়ণ ও মহাভারতে প্রেমের বিপুল সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে এবং প্রেম প্রবাহকে বাঁধের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ও বাহিত করা হয়েছে চিন্তা বাক্য ও কর্মকে সিক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে। ধর্ম সংযমের বাঁধ নির্মান করে ও লক্ষ্য নির্দেশ করে। রামের মত সীতাও ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। দ্রৌপদী ধর্মরাজের মতই ধার্মিক ছিলেন। এই প্রকার জননীগণ ভারতের বীর সন্তানদের স্তন্যদান করেছিলেন, সেই কারণে এই দেশ সাধকগণের সাধনভূমি ছিল। প্রভু যত দূরেই থাকুন তাঁর প্রতি সীতার ভক্তি ছিল অটুট। পাণ্ডবদের অভিভাবক কৃষ্ণ দূরে থাকলেও দ্রৌপদী প্রতি মুহূর্ত কৃষ্ণধ্যানে অতিবাহিত করতেন। সরো-বরের পদ্ম সূর্য হতে বহু দূরে কিন্তু দূরত্বে প্রেমের বিকাশে কোন বিঘ্ন হয় না।

দিকচক্রবালে সূর্য উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পদ্ম বিকশিত হয়। চন্দ্র পৃথিবী থেকে অনেক দূরে কিন্তু আকাশে চন্দ্রোদয় হলে মানব শিশুরা হাততালি দেয়, আনন্দে ছোটাছুটি করে। চাঁদমামা তাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে দেখে তারা সুখী হয়।

বনের আদিবাসীরা পাখী শিকার করে। তাদের জীবনের স্তর এবং জীবন ধারণের উপায়ের পরিপেক্ষিতে তা সঙ্গত হতে পারে। অরণ্যচারী সন্ন্যাসী দিব্য প্রেম আপন অন্তরে অনুভব করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে যদি গাছের পাখীকে প্রেমদানে ব্যর্থ হন তবে ঘোর অন্যায় আচরণের জন্য তার প্রগতি ব্যাহত হবে।

সেই রকম প্রত্যেক বৃত্তিতে, জীবনের প্রতি স্তরে প্রত্যেক নরনারী এবং বয়স অনুসারে জীবনের প্রতি পর্যায়ে যেমন শৈশবে, বাল্যে, কৈশরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে ও বার্দ্ধক্যে কতকগুলি আনুষঙ্গিক কর্তব্য নির্দিষ্ট থাকে যা মানুষকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যানের পথে পরিচালিত করে। সীতা যখন একনিষ্ঠ হয়ে স্ত্রীধর্ম পালন করেছিলেন তখন তিনি সকল জীবের মধ্যে রামকে দর্শন করতেন। ভয়ঙ্কর চেড়ীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থেকেও তিনি তাদের দিকে নজর দিতেন না। মনোরম অশোক বনে অন্তরীন থেকেও তিনি চারিদিকে সুন্দর ফুল দেখতে পেতেন না। তাঁর দৃষ্টি, চিত্ত ও চিন্তা কেবল রাম চিন্তায় পরিপূর্ণ ছিল। সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরে সমর্পিত হলে প্রপত্তি লাভ সম্ভব হয়।

প্রশান্তি নিলয়ম—
২২.১১.৬৭

(২৭) তীর্থযাত্রী ;—এগিয়ে চল

সাহস ও আশ্বাস লাভের জন্য অর্জুন কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করলে ভগবান তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন, "মন্মনা ভব।" তোমার অন্তর আমাতে পূর্ণ কর। তোমার সকল আসক্তি আমার নিমিত্ত হোক, সমস্ত কর্ম আমাকে উৎসর্গ কর। মনের কোন নিজস্ব শক্তি নেই, মন সর্বদাই কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে। মন হচ্ছে ছেড়ে দেওয়া গরুর মত, অন্যের ক্ষেতে ঢুকে ফসল খায়। তোমার নিজের খামারে গরুটিকে ভাল খেতে দিলে তার অন্যের খেতে যাওয়ার অভ্যাস দূর হবে। তোমার পোষা কুকুরকে বাড়ীতে পেট ভরে খেতে না দিলে সে বাজার ঘুরে আবর্জনাস্তুপ থেকে উচ্ছিষ্ট খাবে। কুকুরকে পেট ভরে খেতে দিলে সে বারান্দার নিচে শুয়ে তোমার বাড়ী পাহারা দেবে। সৎ চিন্তা, সৎ সঙ্কল্প, কোমলতা ও প্রেমে মন পূর্ণ হলে কামনা লালসা হতে মন মুক্ত হয়। তাহলেই মন মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস একজন নেশাখোরকে একটুকরো খড়ি দিয়ে বলেছিলেন যে সে যেন দৈনিক ঐ খড়ির ওজনের সমান আফিং খায়, তার চেয়ে বেশী বা কম নয়। তিনি কিন্তু একটি সর্ত আরোপ করলেন যার দ্বারা তার কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে সহায়ক হয়, সে তখন এটা বুঝতে পারে নি সর্তটা হচ্ছে খড়িটা দাড়িপাল্লায় ওজন হিসাবে ব্যবহার করবার আগে খড়ি দিয়ে শ্লেটের উপর প্রণব বা "ওম" লিখতে হবে। সেই ব্যক্তি সর্ত পালন করেছিল এবং প্রত্যহ 'ওম' লিখতে লিখতে খড়িটির ওজন কমতে কমতে একেবারে তার আর কোন অস্তিত্ব রইল না। "ওম" সেই ব্যক্তির আফিংএর নেশাকে দিব্য আবেশের চিরআনন্দে পরিণত করেছিল।

মানুষ হচ্ছে ঈশ্বর অভিমুখে দীর্ঘ তীর্থযাত্রার যাত্রী। জন্মজন্মান্তর ধরে মানুষ সেই জ্যোতির্ময়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। পথে তাকে বহু পান্থশালায় ও বিশ্রামাগারে আশ্রয় নিতে হয়; সেই স্থানগুলি খুব আকর্ষণীয় হলেও সে সেখানে দীর্ঘকাল বাস করে না কারণ তার গন্তব্যস্থলের কথা মনে রাখতে হয়। একবার সমর্থ রামদাস শিষ্যদের নিয়ে গ্রামাঞ্চলে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর পশ্চাদ্বর্ত্তী শিষ্যরা যেতে যেতে রসাল আখের ক্ষেত পেয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল এবং আখ উপড়ে তুলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে চিবোতে সুরু করে দিল।

ক্ষেতের মালিক তাদের এই আচরণে এবং নিজের ক্ষতির কথা ভেবে খুব রেগে গেল ও শক্ত লাঠি নিয়ে তাদের তাড়া করল। গুরু দুঃখিত হয়েছিলেন কারণ তাঁর শিষ্যরা মিষ্ট রস পান করে রসনাতৃপ্তির উদ্দেশ্যে অন্যায়ভাবে শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছিল। পরের দিন তাঁরা ছত্রপতি শিবাজীর রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দেখলেন গুরু ও তাঁর শিষ্যদের জন্য সম্বর্দ্ধনার বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক স্নানের সময় শিবাজী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। রামদাস স্নানের সময় কাপড় ছাড়তেই তাঁর পিঠে লাল মোটা বেত্রাঘাতের দাগগুলি দেখতে পেয়ে শিবাজী মর্মাহত হলেন। মহান সাধুর সহমর্মিতা ও সহানুভূতি এত প্রবল ছিল যে শিষ্যদের বেত্রাঘাত নিজের পিঠে নিয়েছিলেন। শিবাজী ক্ষেতের মালিককে ডেকে পাঠালেন। সে ছত্রপতি শিবাজী ও গুরু রামদাশের সামনে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিল। শিবাজী গুরুকে অনুরোধ জানালেন তাঁর ইচ্ছামত যে কোন শাস্তি দেবার জন্য। রামদাস কিন্তু স্বীকার করলেন যে তাঁর শিষ্যরাই অন্যায় করেছে। তিনি কৃষককে আশীর্বাদ করলেন ও বর দিলেন যে তার জমি চিরকাল করমুক্ত থাকবে।

যে কুঠার দিয়ে চন্দনগাছ কাটা হয় সেই কুঠারটিও চন্দনের সৌরভে সুরভিত হয়। এই হচ্ছে সৎ ও মহতের প্রকৃতি। তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। টেবিল চাপড়ে বক্তৃতা দিয়ে ভারতের ছেলেমেয়েদের গৌরবের কথা বললে হবে না। কপটতা নিয়ে টেবিল চাপড়ালে সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে তোমার দিকে আসবে ও তোমাকে উপহাস করবে। ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সমান এবং বিপরীত।

পিঁপড়েরা ভাল মাটি তিল তিল করে সংগ্রহ করে তাদের নগর তৈরীর উদ্দেশ্যে। এরফলে তারা দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তোলে যেখানে তারা নিরাপদে বাস করতে পারে। তোমরা তিল তিল করে কর্মযোগী হয়ে তোমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য ধর্মসৌধ নির্মানের উপাচার সংগ্রহ করবে। এমন ঔষধ সেবন করবে যাতে আর অন্য ঔষধের দরকার না হয়। এমন কর্মে প্রবৃত্ত হও যাতে অন্য কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হও। বর্তমানকালে তোমরা এমন সব ঔষধ সেবন করে থাক যাতে ঔষধ খাওয়া অভ্যাসে পরিণত হয়। কর্মফলকে ঢাকবার জন্য এক কর্ম হাজার কর্মের কারণ হয়। এই দুষ্টচক্র হতে পরিত্রাণের উপায় নির্দেশের নিমিত্ত অবতার আবির্ভূত হয়েছেন। তোমাদের লক্ষ কর্ম ও উদ্বেগ আমাকে অর্পন কর। প্রত্যেকটি যেন এক একটি পয়সা। এগুলো নির্ভেজাল ও আন্তরিক হলে আমি সমস্ত গ্রহণ করে আমার করুণারূপ একটি হাজার টাকার নোট দেব। এই মুদ্রা হালকা এবং রেখে দেওয়া সহজ। অবশ্য যন্ত্রণা, শোক, উদ্বেগ বা ভয় যদি কৃত্রিম হয় তবে আমি এই মুদ্রা দেব না।

যাঁরা উপনিষদ রচনা বা সঙ্কলন করেছিলেন তাঁরা অর্থ বা যশের আকাঙ্ক্ষায় তা করেন নি। এগুলি অলস ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কল্পনার উচ্ছাস নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার ছাপ এতে সুস্পষ্ট। উদভ্রান্ত ও দিশেহারা ব্যক্তিগণের উপর অনুকম্পা এবং সুখ দুঃখের দ্বৈত শৃঙ্খল থেকে মুক্তির উপায় উদ্ভাবনের জন্য তাদের একাগ্রতার ফলশ্রুতি হচ্ছে এই সমস্ত উপনিষদ। যাদের উপর জনসাধারণ চিরাচরিতভাবে পথনির্দেশের জন্য নির্ভর করে তারা কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে ও তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে কুটতর্কে জড়িয়ে পড়ছে। সেইকারণে প্রেমের বাণী প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রেমের বাণী হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী। সরলতা হচ্ছে দিবসত্তার নিদর্শন। আড়ম্বর, জৌলুষ, জটিল ও কঠিন সূত্র, মিথ্যা যুক্তিতর্ক, প্রহেলিকাময় কল্পনা প্রভৃতি প্রকৃত ধর্মের পরিপন্থী। এইসব কৌশল দিয়ে মানুষ ভগবানকে একচেটিয়া বা বিকৃত করতে চায়।

সবুজ কুমড়ো জলে ডুবে যায় কিন্তু কুমড়ো শুকিয়ে গেলে জলে ভাসে। মন হচ্ছে কুমড়োর মত, একে জ্ঞানের রৌদ্রে শুকনো কর। আসক্তির ওজন ও লোভের শ্যামলতা চলে গেলে উদ্বেগের তরঙ্গের উপর পরম সুখে ভেসে থাকতে পারবে। ইন্দ্রিয়সংযমহীন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণহীন যানে ভ্রমণের সঙ্গে তুলনীয়। বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। সংযমে নৈপুণ্য বাড়ে। বাঁধ, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা না থাকলে জীবন মাধুর্যহীন ও বৈচিত্রহীন হয়ে পড়ে। ফুটবল খেলায় হ্যাণ্ডবল, ফাউল, অফ্‌সাইড প্রভৃতি বিধিনিষেধ পালন না করে শুধু যথেচ্ছ বল পিটিয়ে কি ফুটবল খেলা যায়?

ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের দ্বারা ঈশ্বর ও মানুষের পরিমণ্ডল। সংযত, জ্ঞানী, ধর্মভীরু ও বিনীত হয়ে পঞ্চভূতের ব্যবহার কর। এগুলির যে সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্বেষণ করা হয় তা হচ্ছে শব্দ যা ব্যোম বা আকাশের গুণ। স্পর্শ হচ্ছে মরুৎ বা বায়ুর গুণ। রূপ অগ্নির, রস অপ্‌ বা জলের এবং গন্ধ হল ক্ষিতি বা পৃথ্বীর গুণ। শব্দ প্রভৃতি গুণগুলি সুসমঞ্জস হলে তা স্বাচ্ছন্দ্যদান করতে পারে। ব্যাধির চেয়ে উদ্বেগ দ্রুত ও নিশ্চিৎ মৃত্যুর কারণ হয়। অতীতের জন্য শোক করে এবং সুদূর ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করে মানুষ বুদ্ধি ও স্মৃতি শক্তির অপব্যবহার করে। এইভাবে সে তার শান্তি ও আনন্দের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে।

প্রশান্তি নিলয়ম

২০-১১-৬৭

(২৮) সত্য ও প্রেম

মাদ্রাজে সর্বভারতীয় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির রূপায়ণ এবং ১৯৬৮ সালে মে মাসে বিশ্বসম্মেলনের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিবেচনা করবার জন্ম কেরল রাজ্যে সত্য সাই প্রতিষ্ঠানের পদাধিকারীদের এই সভা আহ্বান করা হয়েছে। আমি তোমাদের কাছে এসেছি কারণ এই হচ্ছে তোমাদের দর্শন দিয়ে আনন্দদান করবার উপযুক্ত সময়। মানুষের অন্তর্নিহিত দিব্যসত্তার জ্ঞান জাগিয়ে তুলে এই সাধনায় উৎসাহিত করবার জন্ম এই সকল সেবা সমিতি, ভজন মণ্ডলী ও সেবা সঙ্ঘগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্য সাধিত হলে মানুষ সাধক হয়ে উঠবে ও কালক্রমে সাধুতে পরিণত হবে। সাধু হচ্ছে নিরাসক্ত, একনিষ্ঠ, ধার্মিক ও আশাবাদী, জ্ঞানী। পরিশেষে মানুষ মুক্তি পায় ও পরমাত্মায় লীন হয়। তোমরা সংখ্যায় প্রায় দেড়শত জন এবং তোমাদের সভাপতি বলেছেন যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা এখনও কম। আমি কেবল সংখ্যার বিচার করি না কারণ এইগুলি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত নয়। কোন নতুন মতবাদ বা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করা, নতুন ধরণের জপ বা ধ্যান, ক্রিয়া কর্ম প্রবর্তন করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নয়। এখানে এমন কোন দীক্ষা দেওয়া হয় না যাতে এখানকার দলভুক্ত ভক্ত রূপে অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে পৃথক হয়ে পড়বে। এই প্রতিষ্ঠান তমোগুণ (আলস্য, অজ্ঞানতা এবং তজ্জনিত যাবতীয় দুর্গুণ) এবং রজোগুণ (কামনা, লোভ, লালসা, ক্রোধ, অহমিকা এবং তার কুফল) দমন করতে সচেষ্ট হয়েছে। সকলেই এক আত্মায় সমাহিত এই সত্য মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে এই সব প্রতিষ্ঠান। একজন অপরিচিত আগন্তুক হচ্ছে ভিন্নদেহে তুমি স্বয়ং এবং অন্যকে সেবা প্রকৃত পক্ষে আত্মসেবা।

সকলেই একই দেহের অঙ্গস্বরূপ, একই শোণিতে পরিপুষ্ট সেই একমাত্র দিব্য ইচ্ছায় পরিচালিত এবং এক দিব্য নিয়মে শৃঙ্খলিত। এই হলো বিশ্বরূপ— প্রত্যেকেই সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বরূপের দর্শন ও অভিজ্ঞতা লাভ করবে। নিখিল বিশ্ব ঈশ্বরময় এতে তোমরা চিরন্তন আনন্দের অধিকারী হবে।

ঘৃণা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ও অহমিকা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। মানুষ নিজেকে দেহ মনে করে এবং এই ধারণা হতেই ঐ অনুভূতিগুলির জন্ম। তোমাদের অনুভূতি ও বিশ্বাস যে তোমরা শুধু দেহ। তোমাদের দেহ অপরের

দেহ হতে পৃথক। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্বাচ্ছন্দ্য, পরিবার, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র তোমার প্রেমকে সীমিত করে। নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে সকলকেই শত্রু, অপরিচিত ও প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে কর ও সংকীর্ণতার পরিচয় দাও। অথচ তোমাদের উৎস এক, জীবনীশক্তি এক। ঈশ্বর হচ্ছেন পিতা, মানবজাতি তাঁর সন্তান। ভ্রাতৃত্বের চেয়ে পিতৃত্বের প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তোমাদের অন্তরে ভ্রাতৃত্ববোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে এবং অজ্ঞানতাজনিত বৈষম্যদোষ দূর হবে।

মানুষ হচ্ছে তীর্থযাত্রী। সে ইতিমধ্যে জন্মজন্মান্তরের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। যতটা দূরত্ব সে অতিক্রম করেছে তা হতে বোঝা যাবে তাকে আরও কতদূর যেতে হবে। পথ হারিয়ে সে যদি বাসনার অরণ্যে ঘুরে বেড়ায় তবে তাকে আরও অনেক পথ যেতে হবে। ঠিক পথে গেলে তার তীর্থযাত্রা শীঘ্রই শেষ হবে ও ফলপ্রসূ হবে। সহযাত্রীগণের প্রতি সহানুভূতিশীল হও ; সঠিক পথ অন্বেষণে আগ্রহী হও, পরিচালনা করবার শিক্ষা গ্রহণ কর, এবং নিরাপদে দ্রুত লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য আন্তরিক হও। তোমাদের প্রেমকে বিস্তৃত করবার জন্য এবং সেবামূলক ও গঠনমূলক কর্মকে আরাধনা রূপে গ্রহণ করবার জন্য এই প্রতিষ্ঠান সমূহ গঠিত হয়েছে। অপরের উপর কর্তৃত্ব করা কিংবা অন্য সদস্যদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা অথবা কিছু লোকের ভক্তি প্রদর্শন এগুলির উদ্দেশ্য নয়। সর্বদা সকলকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। সব সময় দুর্বল ও অসতর্ক মানুষকে সাহায্য করবে।

সত্য ও অহিংসা হচ্ছে তোমাদের চেতনার দুইটি চক্ষু। এই চক্ষু দুইটি তোমাদের লক্ষ্যের পথ প্রদর্শক, তোমাদের অন্তর আকাশে দুইটি আলোক— সূর্য ও চন্দ্র। সত্যবাদিতা শিক্ষা পদ্ধতি জানতে হলে গীতা পড়তে হবে। গীতায় বলা হয়েছে যে শ্রেষ্ঠ কথা হচ্ছে "অনুদ্বেগকরম্ বাক্যম্" যা অন্যের মনে যন্ত্রনা, ক্রোধ বা শোকের উদ্রেক করে না। শাস্ত্র সমূহেও বলা হয় "সত্যম্ ব্রুয়াৎ, প্রিয়ম্ ব্রুয়াৎ, ন ব্রুয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্"। সত্য কথা সুমিষ্টস্বরে বলবে। শ্রোতার ভাল লাগবে এমন কথা শুধু তার অনুমোদন লাভ করবার উদ্দেশ্যে বলবে না। সত্য কথা যদি মর্মপীড়া ও দুঃখের কারণ হয় তবে নীরব থাকবে। এই হচ্ছে সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে সত্যের শপথ। কথায় যেন কোন শঠতা ও কোপনতা না থাকে। অপ্রিয় সত্য ও প্রিয় মিথ্যা উভয়কেই এড়িয়ে চলবে। শ্রুতির মতে সত্য হচ্ছে ঈশ্বর। বেদের নির্দেশ হচ্ছে "সত্যে সর্বম্ প্রতিষ্ঠিতম্" সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর সব কিছু প্রতিষ্ঠিত। সেই কারণে লক্ষ্য রাখবে যে মিথ্যার লেশমাত্র যেন এই প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে তোমাদের কাজকর্মকে কলুষিত না করে। সত্য হচ্ছে আমার প্রকৃতি, আমার প্রচার ও আমার বাণী। আমার নামধারী প্রতিষ্ঠান সমূহ সত্যের প্রতি অবিচল থাকবে।

অহিংসা হল সত্যের অন্য পরিচয়। যখন তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক, এক

ঈশ্বরের প্রকাশ ও মৌলিক আত্মিক ঐক্য উপলব্ধি করতে পারবে, তখন অপরকে কোন সময় সজ্ঞানে যন্ত্রণা বা দুঃখ দিতে পারবে না। তোমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি প্রেমের বিস্তার করুক, প্রেম ছড়িয়ে দিক, প্রেমের সৌরভে সুরভিত হোক, এবং দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রেমের বাণী প্রচার করুক।

এর্ণাকুলম্ (কেরালা)
২০-১২-৬৭

(২৯) স্বতঃস্ফূর্ত সেবা

সত্যসাই প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের সময় তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে আমি আজ সকালে কিছু বলেছিলাম। তোমাদের নিজ নিজ স্থানে সমিতি, সঙ্ঘ ও মণ্ডলীর বিভিন্ন কর্মসূচী কিরূপে প্রণয়ন করবে সে বিষয়ে আমি আরও বিশদভাবে বলব।

সদস্যগণ এখন ছাত্রদের উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, তাদের উপযুক্ত ও যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে তাদের কর্মধারা পরিবর্তিত করবার প্রয়োজন সম্বন্ধে বলেছেন। ছাত্ররা কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ ও নেতাদের অনুকরণ করে থাকে। তারা দেখে তাদের পিতামাতা ও শিক্ষকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় বা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা-লাভের জন্য বিবাদ করে। সুতরাং তারাও অন্যের সঙ্গে অথবা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত হচ্ছে। পিতামাতা, শিক্ষক ও বয়স্করা অবশ্যই সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। অন্যথায় স্কুল কলেজের সমস্ত শিক্ষাই হবে অপচয় এমনকি নিশ্চিতভাবে ক্ষতিকর হতে পারে।

বিবেক মানুষকে সৎ পরামর্শ দেয় ও অন্যায় আচরণকে সংযত করে। মানুষ বিবেককে স্তব্ধ করতে প্রায় সফল হয়েছে কিন্তু বিবেক হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী। বিবেককে বোবা করে দেওয়া যায় না। ছেলেমেয়েদের এ বিষয়ে সচেতন করবে। কেরালার গ্রামাঞ্চলে আজ একটি রীতি সানন্দে পালিত হয়। বয়স্করা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে ছেলেমেয়েদের একত্রিত করে এক ঘণ্টা ধরে ভগবানের স্তোত্র পাঠ করে। এই রীতি পুনরুজ্জীবিত করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এইভাবে সময় কাটালে সময়ের সদ্ব্যবহার করা হয়। এতে পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ হয়। ফলের গাছ রোপন করলে ফল পাওয়া যায়। নিমগাছ রোপন করে কমলালেবু পাবার আশা করতে পার না। মিথ্যা, ভয় ও কলহের বীজ বপন করলে সেইরকম ফল পাবে। সমিতিসমূহ ছেলেমেয়েদের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করতে পারে, উপনিষদ ও মহাকাব্যের কাহিনী তাদের শোনাতে পার, তাদের ভজন শেখাতে পার অথবা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নাটক অভিনয় করাতে পার। পিতামাতা, শিক্ষক ও গুরুজনদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবান হতে হবে। গৃহের পরিবেশ আরও বিশুদ্ধ ও পবিত্র করতে হবে। পিতামাতার ভগবানের উপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে

ও সবকিছুই মঙ্গলের জন্য ঘটছে এই জ্ঞান আছে বলেই পিতামাতারা সম্পূর্ণ সুখী ও নিরুদ্বেগ হতে পেরেছে, এই দেখে ছেলেমেয়েরা এটি শিখতে পারবে! রবিবারে তারা সমবেত হয়ে ছেলেমেয়েদের আকর্ষণীয় করে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতে পারে। সেই সময়ে তাদের একটু পুষ্টিকর দুধ দিলে তারা ক্ষীর ও সার দুইএর আস্বাদ পাবে।

তোমাদের মধ্যে যারা চিকিৎসক তারা অর্থ দাবী না করে দরিদ্রদের চিকিৎসা করবে। ধনী ও অর্থব্যয়ে সক্ষম রোগীদের যেরূপ যত্ন ও মনোযোগ দিয়ে চিকিৎসা করা হয় সেইরূপ দরিদ্রদের চিকিৎসা করবে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এই কর্ম করে যাও, মনে করবে এই অর্ঘ তাঁকেই নিবেদন করছ। তোমাদের মধ্যে যারা উকিল তারা সেইসব লোকেদের সাহায্য করতে পার যারা ভাল উকিলের অভাবে অসাধু লোকদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তোমার সহানুভূতি প্রচার করবে না, নিঃশব্দে স্বতঃস্ফূর্তভাবে করবে। বড় শিরোনাম ও ছবি ছেপে আত্মপ্রচার অপেক্ষা এর মূল্য অনেক বেশী। এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা দয়ার মূল্য অনেক হ্রাস পায়। তোমার পাশের লোকেরা অসুখী হলে তুমিও অসুখী হও এবং তাদের দুঃখের অবসান করতে পারলে এবং তাদের সুখী করলে নিজেও সুখী হবে। তাই নয় কি? অনুরূপভাবে তোমার প্রতিবেশীরা সুখী হলে তুমিও সুখী হবে। পূর্বের কাজ অপেক্ষা এটি আরও কঠিন কিন্তু এই হল প্রকৃত সৎ মানুষের লক্ষণ। সকল মানুষকে আপনজন মনে করা কর্তব্য এবং নিজের দক্ষতা অপরের জন্য ব্যবহার করলে বিশ্বের উপকার সাধিত হবে। দক্ষতা হচ্ছে একটি প্রত্যয় যার দ্বারা অবশ্যই সকলের উপকার হবে। বিভিন্ন আশ্রমে অশক্ত, বিকলাঙ্গ, দুর্বলচিত্ত, অপরাধী, নিঃসহায় শরণার্থী ব্যক্তিদের জন্য সেবামূলক কাজ করা হয় যা হচ্ছে উৎকৃষ্ট সাধনা। কারাগার ও হস্‌পিটাল সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। এইসব স্থান প্রায়ই পরিদর্শন করে সান্ত্বনা ও মনের বল দান করবে, সেখানে যারা বাস করছে তাদের মধ্যে ভক্তির দীপ জ্বালিয়ে দেবে। ভজন কর, তাদের বাড়ীতে চিঠি লিখতে সাহায্য কর, তাদের পড়বার জন্য বই দাও অথবা তাদের বই পড়ে শোনাও; যাদের নিজের আত্মীয় বলতে কেউ নেই তাদের আপনজন হয়ে উঠবে। তাদের অন্ধকার রাত্রে তোমার হাসি যেন প্রজ্বলিত দীপশিখা হয়ে ওঠে।

মহিলা ভক্তরা উৎসাহ ও সমর্থন পেলে মহিলা সৎসঙ্গ গঠন করতে পারে। এর উদ্দেশ্য কেবল ভজন ও পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ নয়, নারী সেবা এর প্রধান উদ্দেশ্য। বস্তীতে দরিদ্র মানুষদের মধ্যে গিয়ে সেখানে আনন্দ ও আলো ছড়িয়ে দাও। সহায়হীন বালিকাদের একত্রিত করে তাদের জন্য সম্মানজনক জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করবে। ভজন, জপ ও ধ্যানের মাধ্যমে তাদের জীবন মধুর করে তোল। মহিলাদেরও জানবার অধিকার আছে যে তারা মানবদেহে

আত্মা এবং তারাও আত্মার শক্তি, আনন্দ ও শান্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। তাদের মধ্যে প্রার্থনা করবার অভ্যাস জাগিয়ে দাও যাতে মনের সকল কালিমা অপসারিত হয় এবং ঈশ্বর জ্যোতির্ময়রূপে আবির্ভূত হন।

এর্ণাকুলম
২০-১১-৬৭

(৩০) ঈশ্বরের চিরসান্নিধ্য

আজ এখানে যে দুইটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাকে আহ্বান করা হয়েছে সেই দুইটি অনুষ্ঠানই চিত্তাকর্ষক কারণ একটি মানুষের দৈহিক প্রয়োজন সম্পর্কে ও অন্যটি আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনের জন্য। আমি এইমাত্র হাসপাতালের শিশু-বিভাগের শিলান্যাস করেছি ; এখানে উপস্থিত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে অবিলম্বে এই বিভাগ আর্ত ও পীড়িতদের জন্য সান্ত্বনার উৎস হয়ে উঠবে। এখন যে প্রার্থনাগৃহ উদ্বোধন করতে যাচ্ছি তা মানুষের মনকে আশ্বস্ত করবে এবং সকল প্রয়াসে শক্তি ও একাগ্রতা দান করবে। এইসব প্রয়াসে বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার উপর পূর্ণ আস্থা প্রয়োজন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো এই তিনগুণের দ্বারা আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য রক্ষা ও সমৃদ্ধি হয় : বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের উপর দৈহিক স্বাস্থ্য, রক্ষা ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। ত্রিদোষ পরিহার করার অর্থ হচ্ছে যে পূর্বোক্ত তিনটি দোষ যেন দূষিত বা অস্থির না করে। সুস্থ দেহ হচ্ছে সুস্থ মনের উৎকৃষ্ট আধার। ব্যাধি মনকে উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন করে। দেহ ও মন হল দাঁড়িপাল্লার দুইটি পাল্লা। আধ্যাত্মিক বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছান পর্যন্ত এই উভয়ের প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে হয়।

এ কাজের যে কোন একটি দিয়ে মানুষের সেবা করা যায়। দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সেবা করা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। তোমার প্রতিবেশী বা পরিবারের লোকদের কাছে অসৎ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হবে না। সৎ হয়ে সততা ছড়িয়ে দিও। এই কারণে প্রাচীন কালে শিক্ষা সমাপ্ত হলে গুরু শিষ্যকে সত্যবাদী ও ধার্মিক হবার জন্য উপদেশ দিতেন—'সত্যম্ বদ, ধর্মম্ চর'। শিক্ষা শেষ করে তাদের কর্ম জীবন সুরু করতে হবে সেইকারণে উপযুক্ত সময়ে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দেওয়া হত। কপটতা ও শঠতা ত্যাগ করে সত্য বলতে হবে, অন্যকে আঘাত দেবার মনোভাব ত্যাগ করতে হবে।

ধর্মভাবের প্রাধান্যে সমস্ত কর্ম নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। অর্জিত বিদ্যা অবহেলা করতে বলা হচ্ছে না, সেই বিদ্যা নিয়মিত অনুশীলন ও মননে উন্নত করে তুলতে হবে। "মাতা, পিতা, গুরু ও অতিথিকে ঈশ্বররূপে দেখবে"— এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে। সেবার অবদান সম্পর্কে আচার্যগণ মনোজ্ঞ

উপদেশ দিয়েছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে ও বিনীত হয়ে অকৃপণভাবে দান করবে; বন্ধুর মত, প্রতিদানের কোন আশা না রেখে দান করবে। আড়ম্বর করে দান করবে না। হাসপাতালে বা ভজন মণ্ডলীতে নম্র ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে কাজ করবে। একমাত্র এই ভাবেই চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় যা সেবা ধর্মের প্রধান অবদান।

মানুষের কল্পনা ও বুদ্ধিতে সে লক্ষ লক্ষ নামে ঈশ্বরকে আরাধনা করে থাকে—সেই নামের যে কোন একটি নিরন্তর স্মরণ মানুষের চিত্ত নির্মল ও সংযত করবার শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কারণে কবি বলেছেন "হে রসনা, তুমি স্বাদ ও রুচির শ্রেষ্ঠ বিচারক। আমি তোমাকে এমন কিছু বলব যা তুমি সবচেয়ে বেশী পছন্দ করবে। এটি সত্য; তোমার পক্ষে এ অত্যন্ত লাভজনক সংবাদ। ভগবানের অমৃতময় নামসমূহ যথা গোবিন্দ, দামোদর ও মাধব উচ্চারণ করে অপূর্ব আনন্দ লাভ কর।" নামের দ্বারা ভগবানকে সর্বদা তোমার কাছে পাবে। নাম গানের পর প্রার্থনা ও পূজা করতে হয় কারণ ঈশ্বরের মহিমা ও করুণা ঈশ্বর আরাধনায় ও সমস্ত প্রয়োজনে ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে সক্ষম করে। প্রারম্ভে উপাস্য ও উপাসক দূরবর্তী ও পৃথক থাকে কিন্তু সাধনা গভীর ও সংহত হলে উভয়ে সমন্বিত হয়ে ক্রমে একাত্ম হয়ে ওঠে। ব্যক্তি ও ভূমা হচ্ছে এক, তরঙ্গ ও সাগর অভিন্ন। একাত্মতায় পূর্ণতা আসে। পরমাত্মায় সমাধিস্থ হলে অহংকার নিঃশেষ হয়। নাম, আকার, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, গোষ্ঠিসংস্কার, ধর্ম, অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি বিশেষ লক্ষণ ও প্রতীকগুলি ম্লান হয়ে যায়।

যারা ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা হতে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছে তাদের কর্তব্য হচ্ছে মানব জাতির উন্নয়ন, জগতের কল্যাণ সাধন ও প্রেম বিতরণ। তারা নিরব থাকলেও তাদের আনন্দময় সত্তা জগতে আনন্দ বর্ষণ করবে। প্রেম হচ্ছে বিশ্বজনীন, বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বরূপী।

তীরুপুনিথুরা
২১,১২,৬৭

(৩১) জিজ্ঞাসা

আজ বৃহস্পতিবার। এই দিনটি দুভাবে ধন্য হয়েছে। এই দিনের অপর নাম হচ্ছে গুরুবার অর্থাৎ গুরু বা আচার্য্য বা আত্মিকমুক্তি প্রদর্শকের দিন। এই দিনেই বহু শতাব্দী পূর্বে কৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা শিক্ষা দিয়েছিলেন; এই দিনেই মানুষ ঈশ্বরের নিকট হতে অনিত্য ও মায়া অতিক্রম করে তার স্বরূপের রহস্য জেনেছিল। তিনি অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে রাজ্য উদ্ধার করতে ও প্রজাগণের জন্য ধর্মরাজ্য স্থাপন করে তাদের মুক্তিলাভের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে বলেছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি উৎসর্গীকৃত ও একনিষ্ঠ হয়ে তিনি একাজ করেছিলেন, নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছা গ্রাহ্য করেন নি। তাঁর নিষ্কাম কর্মের কোন ফল আকাঙ্খা করেন নি। সেই কারণে গীতার উপদেশ হচ্ছে সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়ের সেবা শ্রেষ্ঠ সেবা ও সর্বোত্তম সাধনা। এই দায়িত্ব তোমরা পরিহার করতে পার না। যে মানবসম্প্রদায়ের মধ্যে জন্ম নিয়েছ তাদের ব্যবহার করতে হবে তোমাদের অহংকার নির্মূল করে নিজেকে রক্ষা করার জন্য।

সেবাকে সাধনা করলে 'সহন' শিক্ষা হয়। অবতারগণও তাঁদের জীবনে সেবার প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। ধর্মরাজ মৃত পিতার আত্মিক শান্তির উদ্দেশ্যে নারদের উপদেশে রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। ভগবান কৃষ্ণ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগদান করে কিছু সেবামূলক কাজ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের খাওয়ার পর উচ্ছিষ্ট পাতা পরিষ্কার করবার কাজ তিনি পছন্দ করেছিলেন। সেবা তাঁর এত প্রিয় ছিল যে সে যুগে তিনি রাজস্রষ্টা ও বিধাতা রূপে পূজিত হয়েছিলেন।

আজ বৈকুণ্ঠ একাদশী। তোমাদের মধ্যে অনেকে আমার কাছ থেকে অমৃত পাবার জন্য আকুল হয়েছ। আমার সৃষ্টি কয়েক ফোঁটা অমৃত পান করে কি উপকার হবে? প্রত্যেকের অন্তরে সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণের যে নিরন্তর সংগ্রাম চলছে সেই সংগ্রামে রাজসিক ও তামসিক গুণ পরাস্ত হয়ে সাত্ত্বিক গুণ জয়যুক্ত হলে অমৃতের উদ্ভব হয়। মানুষ সাধনায় যে অমৃত লাভ করে তাতে অমৃতত্ব লাভ হয়। ঊর্দ্ধদৃষ্টি কথাটি ধ্যানে ব্যবহৃত হয়। এই যোগে ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়। ঊর্দ্ধ মানে উপরে ও দৃষ্টি মানে দেখা; এ কোন শারীরিক ব্যায়াম নয়। এ হচ্ছে মনকে কামনা মুক্ত করে উচ্চস্তরে উন্নীত করবার প্রধান ও

নিরন্তর প্রয়াস। প্রচেষ্টায় অমৃত লাভ করা যায়; সেই অমৃত হৃদয়ের প্রস্রবণ থেকে উৎসারিত হবে।

অমৃতের অর্থ অমর। এতে এমন বোঝায় না যে অমৃত পান করলে চিরকাল বেঁচে থাকবে। কাজ শেষ হলে অবতারগণও দেহ ত্যাগ করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে মনকে চিরন্তন সত্যে স্থির রাখতে হবে, নিজের অবিনশ্বর সত্তা অবহিত হতে হবে এবং সেই ধ্যানে সমাহিত হতে হবে। রাক্ষসদের দেখ! রাবণ ও কুম্ভকর্ণ হাজার হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিল। ঈশ্বর আবির্ভূত হয়ে তাদের বর প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। তারা কিন্তু কঠোর তপস্যায় শুদ্ধ, পবিত্র, ধার্মিক ও বিনয়ী হতে পারে নি, তারা হিংস্র ও দুষ্ট দানবের জীবন যাপন করত। সাত্ত্বিকভাবের লেশ মাত্র তাদের ছিল না। তারা ঈশ্বরের করুণা এত অজস্রভাবে পেয়েছিল যে ঈশ্বর স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তাদের প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন। তাদের আচরণ কিন্তু পূর্বাপেক্ষা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারা যে ভাবে জীবন যাপন করত তাতে এই করুণালাভের কোন পরিচয় বা চিহ্ন ছিল না।

যে ব্যক্তি অমৃত লাভ করে তাকে সেই মর্য্যাদার যোগ্য জীবন যাপন করতে হয়। বশিষ্ট সম্রাট রঘুকে তাঁর গাভী স্বর্গের কামধেনুর পরিচর্যার ভার দিয়েছিলেন। গুরুর আদেশ; সেই কারণে রঘু স্বয়ং গাভীটিকে চারণভূমিতে নিয়ে গেলেন। একদিন একটি সিংহ গাভীটিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল ও গাভীটিকে খেয়ে ফেলবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। রঘু তখন নিজের দেহ তাকে খাদ্য হিসাবে দিতে চাইলেন। এইরূপ জীবনই হচ্ছে সেই মর্য্যাদার যোগ্য অধিকারী। অমৃত লাভের মর্যাদা লাভ করলে দুষ্ট প্রকৃতি ত্যাগ করে বিশ্বাসে অবিচল থাকতে হবে। এই বৈকুণ্ঠ একাদশীতে অমৃত সৃষ্টি ও দান করবার ইচ্ছা আমার নেই। তার কারণ কেউ আমার নির্দিষ্ট পথে চলে না, কেউ আমার উপদেশ মান্য করে না। তোমাদের উৎসাহ ক্ষণস্থায়ী, আমার উপদেশ মত চলার সমস্ত সংকল্প নিমেষে চলে যায়। ফুটন্ত দুধ যেমন ফেঁপে উথলে পড়ে তারপর স্থির হয় সেই রকম ভক্তি বেড়ে ওঠে আবার ফুরিয়েও যায়। ভক্তি অবিচল থাকে না।

আজ কয়েকটি বিষ্ণু মন্দিরে বৈকুণ্ঠদ্বার নামে একটি বিশেষ দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং এই দ্বার অতিক্রম করে পুণ্যার্থীরা বিগ্রহের সম্মুখে যায়। বৈকুণ্ঠদ্বার হচ্ছে স্বর্গের দ্বার অর্থাৎ আত্মোপলব্ধির প্রবেশ পথ। একমাত্র সেই স্থানেই স্বর্গদ্বার নয়, যেখানেই থাকবে তোমার সম্মুখে এই স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হবে। এই দ্বারে আঘাত করলেই খুলে যায়। বিষ্ণু সর্বব্যাপী অর্থাৎ তিনি সর্বত্র বিরাজমান। সর্বত্রই তাঁর বাসস্থান বৈকুণ্ঠ বা স্বর্গ। সঠিক শব্দটি উচ্চারণ করলেই এই দ্বার খুলে যাবে এবং প্রবেশ লাভ করবে। চিত্ত নির্মল ও পরিশুদ্ধ করে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করলেই তোমার চিত্ত বৈকুণ্ঠে পরিণত হবে। বৈকুণ্ঠ হচ্ছে সেই স্থান যেখানে শোকের ছায়ামাত্র নেই। অন্তরে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত হলে সবকিছু পরিপূর্ণ ও মুক্ত হয়।

গরু ঘাস ও ভুষি খেয়ে মিষ্ট ও বলকারী দুধ সৃষ্টি করে এবং সেই দুধ তার প্রভুকে প্রচুর পরিমাণে দিয়ে থাকে। সেই গুণ অর্জন কর যার দ্বারা খাদ্যরসকে মধুর চিন্তা, বাক্য ও কর্মে পরিণত করতে পার। বালক কৃষ্ণ গরুদের সঙ্গে চারণ ক্ষেত্রে যাবার জন্য কেঁদেছিল। যশোদা বলেছিলেন, "বাছা তোমার পা দুখানি যে রেশমের চেয়ে নরম, তুমি কাঁটা ও কাঁকরভরা পথে চলতে পারবে না। আমি তোমাকে সুন্দর ছোট চটি জুতো করিয়ে দেব, তখন তুমি চলতে পারবে।" এর জবাবে দুষ্টুমী করে কৃষ্ণ বললেন: "গরুর তো জুতো নেই, তারা তো কাঁটা ও কাঁকর এড়িয়ে চলে না, তবে আমরা গরুর সেবক হয়ে কাঁটা ও কাঁকর এড়িয়ে কেন চলব?" এতে কিছু আশ্চর্য্য হবার নেই যে গোকুলের গরু বাছুর, কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলে চলৎশক্তি রহিত হয়ে তাঁর জন্য কেঁদেছিল।

যখন তোমাদের হৃদয় বিপন্ন মানুষের জন্য সহানুভূতিতে পূর্ণ হবে ভগবান তখন করুণা বর্ষণ করেন। ভক্তি ও সৎ গুণের জন্য দ্রৌপদী করুণা লাভ করেছিলেন। সীতাও তাঁর জীবনে নিদারুণ দুর্গতির মধ্যেও মহত্তম আদর্শে অবিচল ছিলেন। অশোক বনে তাঁকে দেখতে পেয়ে হনুমান তাঁকে কাঁধে করে সাগর পার হয়ে নিরাপদে প্রভু রামের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। উত্তরে সীতা বলেছিলেন যে তিনি রাবণের কারাগার থেকে এভাবে অপহৃতা হয়ে যেতে চান না, কারণ এতে প্রভু রাম রাবণের ধৃষ্টতার উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবেন না এবং তিনি নিজের শৌর্যে সীতাকে উদ্ধার করা থেকে বঞ্চিত হবেন। কথাগুলি কি সুন্দর; কথাগুলি প্রকৃতই ধর্ম নির্দিষ্ট। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে তিনি যথাসময়ে ঈশ্বরের করুণা পেয়েছিলেন। বিশ্বাসের একাগ্রতা ও গভীরতা না থাকলে ঈশ্বরের করুণা লাভ করা যায় না।

এই সাবধান বাণী আজ তোমাদের পক্ষে অমৃত। রূঢ় কথায় তিক্ততার উদ্রেক করে। দিব্যকরুণা লাভের জন্য সচেষ্ট হও। তোমরা আমার নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা মেনে চলবে এতে আমি আগ্রহী। লোভ, লালসা, ঈর্ষা ও অহংকারের বশীভূত হয়ে আয় ব্যয় ও সঞ্চয়ের পুরাতন বৈষয়িক পথগুলি ছেড়ে দাও। তোমাদের জীবন এমনভাবে পুনর্গঠিত কর যাতে আমি তৃপ্ত হই। বাজে গল্পে সময়ের অপব্যয় করবে না। নরম সুরে কথা বলবে, যথাসম্ভব কম কথা বলবে। মধুর ভাষী হও। সকলের মধ্যে সাই আছেন এই ভক্তির মনোভাব নিয়ে সকলকে ভাইবোনের মত সেবা করবে। সাধনায় আত্মনিয়োগ করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাও। মুক্তিকামী মানুষ এইভাবে অগ্রসর হয়ে থাকেন। আমার নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় বাসনার কথা জিজ্ঞাসা না করে আধ্যাত্মিক সাধনার বিষয় প্রশ্ন করে জেনে নাও। খুব শীঘ্র এমন সময় আসছে যখন সমস্ত বিশ্বের মানুষ এখানে সমবেত হবে এবং সে সময় শুধুমাত্র আমার দর্শন লাভের জন্য বেশ কয়েক মাইল দূর থেকে চেষ্টা করতে হবে।

প্রশান্তি নিলয়ম, ১১-১-৬৮

(৩২) রাজার রাজা

শুকদেব পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। জন্মমুহূর্ত হতে চিন্ময় ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করে তিনি সারা জীবন সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তাঁকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলা যায়। তথাপি তিনি স্বীকার করেছেন যে নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ অবতার মূর্তি কৃষ্ণের লীলা কাহিনী তাঁকে অফুরন্ত আনন্দ দিয়েছে। তিনি বলেছেন যে কৃষ্ণতত্ত্ব বিশ্লেষণ করবার জন্য সীমিত করা যায় না। এ তত্ত্ব কেবল অনুভূতি ও আস্বাদনের জন্য। অন্যের কাছে ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। রসই হচ্ছে একমাত্র দিব্য প্রকৃতি। যা কিছু ঈশ্বরের সম্বন্ধে এবং ঈশ্বর বিষয়ে সবই মধুর। সেই কারণে রামকৃষ্ণ ঈশ্বরে বিলীন হতে চান নি; তিনি দিব্য মাধুর্য্য আস্বাদন করে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন।

এই হচ্ছে ভক্তির পথ। ঈশ্বরের মহিমা শুনে তোমরা তাঁর গুণকীর্তন করতে আগ্রহী হও; তাঁকে ও তাঁর ভক্তদের সেবা কর। তিনি সামনে রয়েছেন এই কথা ভেবে তাঁর আরাধনা কর। সেই আনন্দস্বরূপের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা মনে না রেখে সারা জীবন তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এই রকম একনিষ্ঠ ভক্তের কাছে অন্য সব কিছুই তিক্ত ও উপেক্ষণীয় হয়ে উঠবে।

যমুনার তীরে মথুরা বৃন্দাবন ও অন্যান্য স্থানে একজন সুলতান রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজত্বকালে বিজয়নগরের মহারাজ তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করছিলেন এবং মন্দিরে কৃষ্ণের অর্চনা করতেন। সুলতান মনে করলেন যে মহারাজ তাঁর চেয়ে মহত্তর ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানাতে এতদূর এসেছেন। সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে সুলতান সেই ব্যক্তিকে দর্শন করবার সংকল্প করলেন। একদিন গভীর রাত্রে মন্দিরের বন্ধ দরজার সামনে এসে চিৎকার করে বললেন, "ভিতরে কে?" একটি কণ্ঠস্বর তাঁকে জবাব দিল, "গোবিন্দ মহারাজ ও রাধারাণী।" সুলতান নিশ্চিত হলেন যে ভিতরে দুজন ব্যক্তি আছেন, একজন মহাসম্রাট ও তাঁর মহাসম্রাজ্ঞী। মন্দিরের মাননীয় ব্যক্তিদের দর্শন করবার জন্য তিনি উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন; তিনদিন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ না করে অবিচল ভাবে প্রতীক্ষা করলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়েও তিনি বিচলিত হলেন না কারণ তাঁর আশঙ্কা ছিল যেকোন মুহূর্তে রাজদম্পতি আবির্ভূত হতে পারেন এবং তিনি দর্শনলাভে বঞ্চিত হবেন।

মধ্যরাত্রির একটু আগে যখন সমস্ত নগরী নিদ্রামগ্ন সেই সময়ে গোবিন্দ মহারাজ ও রাধারাণী মন্দির হতে বাইরে এলেন। সুলতানকে তাঁরা অনুসরণ করতে বললেন। তাঁরা অতি সুন্দর পোষাকে সজ্জিত ছিলেন, তাঁদের মাথায় ছিল রত্ন মুকুট, কণ্ঠে মালা, হস্তপদ অলংকার শোভিত। তাঁরা চলতে চলতে যমুনা তীরে এসে পৌঁছলেন। সেখানে হাজার হাজার গোপ-গোপী স্বাগত জানাবার জন্য সমবেত হয়েছিল। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে নৃত্য গীতের সময় সকলের মুখ স্বর্গীয় আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। ভোর চারটের সময় আবার তাঁরা মন্দিরে ফিরে বন্ধ দরজার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করবার আগে হাত থেকে কঙ্কনগুলি খুলে সুলতানকে নিরাপদে ও সাবধানে রাখবার জন্য দিয়ে গেলেন। সুলতান কিছু বলার আগেই তাঁরা চলে গেলেন।

সেই সময় একদল পুরোহিত এসে পড়লেন এবং সুলতানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কারণ জানতে চাইল এবং তাঁর হাতে কি আছে দেখতে চাইল। তারা এসেছিল মন্দিরের সমস্ত দরজা খুলে সুপ্রভাতম্ ও নগর সংকীর্তন দিয়ে দিনের অনুষ্ঠান সুরু করতে। সুলতান বললেন, "গোবিন্দ মহারাজ ও রাধারাণী এইমাত্র ভিতরে প্রবেশ করেছেন, মধ্যরাত্রি থেকে কয়েক মিনিট আগে পর্যন্ত আমি যমুনার তীরে তাঁদের সঙ্গ লাভ করেছিলাম। তাঁরা এই কঙ্কনগুলি নিরাপদে রাখতে দিয়েছেন। এর কারণ আমি জানি না।" পুরহিতগণ তাঁকে চোর সন্দেহ করল এবং বেঁধে প্রহার করতে লাগল। কিন্তু যখন তারা দেখল যে, মন্দিরের তালাগুলি এবং প্রত্যেকটি জিনিস অক্ষত অবস্থায় রয়েছে, শুধু কৃষ্ণ বিগ্রহের স্বর্ণ কঙ্কন নেই তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে বাইরের ঐ ব্যক্তি পরম ভক্ত। সে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেছে। তারা তাঁকে সমাদর করে অজ্ঞনতার ও অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। অন্তরের আকুতির এই পুরস্কার। ঈশ্বরে অবিচল আস্থা থাকলে অসীম আনন্দ লাভ করা যায়।

প্রশান্তি নিলয়ম

২২,১.৬৮

(৩৩) একপায়ে চলা

'সংক্রান্তি'র দিনটি কবিরা প্রশস্তি করেছেন। স্তিমিত সূর্যকিরণ ও শীতল বায়ু লাভ করবার জন্য : পাখীরা আনন্দ কোলাহল করে দিনের আলোকে স্বাগত জানায় ; দেবী ধরিত্রী পরিধান করেন লাল হলদে ফুল আঁকা সবুজ শাড়ী। মানুষ ও পশু তাদের পরিশ্রম সার্থক করে শস্য লাভ হয়েছে দেখে সুখী হয়। কয়েক সপ্তাহ ক্রীড়া, রঙ্গ, আরাম ও স্মৃতিচারণার অবকাশ পায়। মানুষ ও পশুর আনন্দের দিন, এই আনন্দ অন্তরের ও বাহিরের, ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্র সবুজ। অন্তরের আনন্দ তার কারণ এই দিনে সূর্য নতুন গতিপথের সূচনা করে যে সূর্য মানুষকে বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত করে, সঞ্জীবিত করে। ভীষ্ম এই দিনের প্রতীক্ষা করেছিলেন যাতে তিনি প্রজ্ঞার আলোকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করে মৃত্যু অতিক্রম করতে পারেন। আজ থেকে পরবর্ত্তী ছয়মাস সূর্য একটু একটু করে উত্তর দিকে সরে যাবে সেই কারণে উত্তরে অয়ন বা যাত্রাকে উত্তরায়ণ বলা হয়।

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে উত্তরদিককে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলা হয়েছে সেই কারণে এই ছয় মাস সাধনা, আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুশীলন ও ক্রিয়াকর্মের প্রকৃষ্ট সময়। মহাকাশে সূর্য অপেক্ষা তোমাদের অন্তরের আকাশের সূর্যের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হবার জন্য আমি নির্দেশ দিচ্ছি। বাহ্যিক আলো ও শক্তির চেয়ে তোমাদের অন্তর্জ্যোতির সঙ্গে বেশী সম্পর্ক। কোন সাধনায় অন্তরের সূর্য ঈশ্বরাভিমুখী করে? অহংকারের ঘন মেঘে ঈশ্বর লুপ্ত ও আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। নিরহঙ্কার হবার সাধনায় তোমাদের ব্রতী হতে হবে।

বৃক্ষের নিকট শিক্ষাগ্রহণ কর ; বৃক্ষ ফলভারে অবনত হয়-অহঙ্কারে মাথা উঁচু করে না। কৃতিত্বের কোন অভিমান বৃক্ষের নেই, সে নত হয়ে তার ফল তুলতে সহায়তা করে। পাখীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ কর, পাখী সেই সব ছোট পাখীদের খাইয়ে দেয় যারা বেশীদূর উড়তে পারে না, ঠোঁট দিয়ে গো মহিষের চুলকানি শান্ত করে, পুরস্কারের আশা না করে একে অপরকে সাহায্য করে। উচ্চমানের নৈপুণ্য ও প্রবৃত্তি লাভ করে মানুষকে আরও কত সচেতন হতে হবে? অহঙ্কারের শ্রেষ্ঠ প্রতিকার হচ্ছে সেবা। যন্ত্রণা ও শোক নিবারণের জন্য যথাশক্তি আত্মনিয়োগ কর। রামায়ণে বর্ণনা আছে বানরেরা রাম ও তাঁর সৈন্যদের জন্য সেতুনির্মান কল্পে বড় বড় পাহাড় বহন

করে সাগরে নিক্ষেপ করেছিল। একটি ছোট কাঠবিড়ালীও যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল, সমুদ্রতীরে বালির উপর গড়াগড়ি দিয়ে সেতুবন্ধের পাথরস্তূপে ঝাঁকুনি দিয়ে তার লোম থেকে সামান্য বালিটুকু ঝেড়ে ফেলত। বিরটকায় বানরদের কাজে সামান্য উপকরণ জুগিয়ে সে সাহায্য করেছিল। রাম এই কাঠবিড়ালীকে দেখে তার ভক্তিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাকে হাতে তুলে নিয়ে আদর করে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন, সেই স্পর্শ ও আশীর্বাদে তার জীবন ধন্য হয়েছিল। এই তার যথেষ্ট পুরস্কার, সেই থেকে কাঠবিড়ালীর পিঠে ত্রিবলীরেখা অঙ্কিত হয়ে আছে। যথাশক্তি অপরের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা কর ; এই হচ্ছে মুক্তিকামী মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা।

মানুষ দুই পায়ে ভর করে চলে ; ইহ ও পরা, ইহলোক ও পরলোক, ধর্ম ও ব্রহ্ম। একমাত্র ইহলোকে প্রমত্ত হলে তার চলা আজীবন বিঘ্নিত হবে। তার চলা একপায়ে লাফিয়ে চলার মত হবে। এতে বিপদের আশঙ্কা আছে, যে কোন সময়ে পড়ে গিয়ে তার থুতনি কেটে যেতে পারে। এই রকমই হয়ে থাকে। ইহলোকে সততা ও মৃত্যুর পরে পরলোকে দেবত্বপ্রাপ্তি এই দুইটির উপর সমান মনোযোগী হতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন করবে। সুখী জীবনযাত্রা করবার এই হচ্ছে বিশেষ প্রয়োজনীয় উপদেশ। ব্রহ্মপদ হচ্ছে ডান পা, আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার জন্য এই পা ফেলতে হয়। ইতিমধ্যে ইন্দ্রিয় জয় করতে হবে। 'গো' শব্দের অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়সকল, 'গোপী' হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে গোপাল বা ইন্দ্রিয়ের প্রভুর শরণাপন্ন হয়ে ইন্দ্রিয় জয় করতে পেরেছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন যে ভাব ও আবেগ সংযত করে এবং ইন্দ্রিয়াসক্তি দমন করতে পারলে গোপ ও গোপীদের বাসভূমি ব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করা যায়।

একদিন নারদ ব্রজমণ্ডলে যমুনাতীরে অবতরণ করেছিলেন। সেই স্থানের গভীর নিঃশব্দতায় তিনি বিস্মিত হলেন। জল নিঃশব্দে প্রবাহিত হচ্ছে, কোন তরঙ্গ নেই, একটি পাতা পল্লব কুঁড়ি নড়ছে না—যাতে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। পতঙ্গরা পর্যন্ত নিরবতার প্রয়োজন যেন উপলব্ধি করেছে, তারাও নিশ্চল। তাদের পাখনা ছিল স্থির। গুঞ্জন, কলতান, কোলাহল, কলরব, কেকাধ্বনি, পিকস্বর বা মর্মরধ্বনি কিছুই ছিল না। যমুনাতীরে কুঞ্জগুলি পটে আঁকা ছবির মত মনে হচ্ছিল। নারদ ধ্যানে সমাহিত তারকার মত উজ্জ্বল রমণীকে দেখলেন। তার মুকুটের চারিদিকে জ্যোতির্বলয় দেখে নারদ বিস্মিত হলেন। নারদ স্তম্ভিত হয়ে ভাবলেন তাঁর জীবনে এইরূপ দিব্য অভিজ্ঞতার গভীরে পৌছতে পারবেন কি না। রমণীর সম্মুখে উপস্থিত হলে তিনি সচেতন হলেন এবং নারদের প্রশ্নের জবাবে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ব্রহ্মবিদ্যা হচ্ছে বাস্তব চেতনা ও জ্ঞানের আলোকে প্রকাশিত সত্য।

এই অভিব্যক্তিতে নারদের বিস্ময় দ্বিগুণ হয়ে উঠল। নারদ প্রশ্ন করলেন, "আপনার ধ্যানের কি প্রয়োজন? কেন এই গভীর ধ্যান যার ফলে বহিঃপ্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে আছে? আপনি কি ধ্যান করেন?" দেবী উত্তর দিলেন, "আমি কৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করে পরম আনন্দ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছি। আমি তাঁর শরণাগত হয়ে গোপী হতে চাই।" সেই ধ্যান ও ভক্তিতে পরম মাধুর্য লাভ হয়।

খণ্ডকে দর্শন করে ভক্ত সন্তুষ্ট হয়। সে চিনি একটু একটু করে আস্বাদন করে। সে নিজে চিনি হয়ে বা চিনির স্তূপে বিলীন হয়ে আনন্দ পায় না। কেহই সম্পূর্ণ আকাশ দেখতে পায় না। কারণ, পরীক্ষা করলে আকাশ বলে কিছুই পাবে না। তার আকাশ তারই দিগন্ত দিয়ে সীমিত। প্রত্যেক পর্য-বেক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন দিগন্ত এবং বাহিরে কিছুই দেখা যায় না। আকাশকে সীমিত করে এর বিরাটত্ব এবং সৌন্দর্য্য উপভোগ কর। ভক্ত তাই করে। যতক্ষণ তুমি দেহে আবদ্ধ আছ ততক্ষণ তুমি ঈশ্বরের মূর্ত্তি আঁকতে পার। হিমালয়ের অধিপতি উমার পিতা শিবের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন "আমাকে অভয় দাও আমি যেন তোমার পরমাত্মার অংশের রূপ দর্শন করতে পারি। ইন্দ্রিয় ও সসীম জ্ঞান দিয়ে অসীমকে চিনব কি করে?" মানুষ ঈশ্বরকে মানুষের দেহে কল্পনা করতে পারে। গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন, "পাখীর মধ্যে আমি গরুড়, পশুর মধ্যে সিংহ এবং বৃক্ষের মধ্যে বটবৃক্ষ।" এর অর্থ পাখীদের মধ্যে এমন একটি পাখীকে ঈশ্বররূপে আঁকা হয়েছে যে পাখী সবচেয়ে উচুঁতে উড়তে পারে, দৃষ্টি যার সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ ও সবচেয়ে বেশী সময় ডানায় ভর করে উড়তে পারে। "দৈবম্ মানুষরূপেণ" মানুষ ঈশ্বরকে মানুষের মূর্ত্তিতে ধারণা করতে পারে। এই স্থানে এই মুহূর্তে একমাত্র তিনিই আছেন এবং সেই ঈশ্বরকে তোমরা অনুভব করতে পারবে তাঁকে লাভ করার পরম অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে। ঈশ্বর নিচে আছেন বা উপরে গেছেন এমন কথা ঈশ্বর সম্পর্কে বলা যায় না কারণ তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন। তাঁর সম্বন্ধে জানতে হলে শিব, সত্য, সুন্দর, শক্তি বা প্রেম অথবা কোন একটি দিব্যগুণের মাধ্যমে জানতে হবে।

এই পবিত্র দিনে ঈশ্বরের মহিমা ধ্যান করে প্রত্যেকটি ঘণ্টা অতিবাহিত কর। অন্ততঃ কর্তব্য মনে করে করবে তাহলে ধ্যানের মধ্যে তোমরা আনন্দের শিহরণ অনুভব করবে। তোমরা অজ্ঞাতসারে আরও আকৃষ্ট হবে এবং উৎসাহী হয়ে উঠবে। পৌরাণিক কাহিণীর মতে সূর্য ঈশ্বরের অভিমুখে চলেছে। সূর্য হচ্ছে পিওন, সে তোমার চিঠি ঈশ্বরের নিকট বহন করে নিয়ে যাবে এবং ঈশ্বরের করুণা তোমাকে এনে দেবে কিন্তু ঠিক ঠিকানা দিতে হবে ও ডাক-টিকিট দিতে হবে সে টিকিট হচ্ছে আন্তরিকতা। তোমার আকুতি সংকল্পের

খামে ভর্তি করতে হবে। প্রতিদিন সূর্যকে দিতে হবে। গৃহ, পুত্র বা স্বর্ণ কামনা করে লিখবে না। ঈশ্বরের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য দীপ্তবুদ্ধি প্রার্থনা কর। ঈশ্বরের সেবা ও আরাধনা করবার জন্য অনন্যচিত্ত হও।

প্রশান্তি নিলয়ম

১৫-১-৬৮

(৩৪) "অন্ধজনে দেহ আলো"

গত দশদিন ধরে ডাক্তার মোদি প্রশান্তি নিলয়মে দৃষ্টিহীন দুর্গত ব্যক্তিদের সেবায় নিযুক্ত আছেন। এই সেবা প্রকৃতই প্রশংসনীয় ও পবিত্র। প্রধাণতঃ চক্ষুর মাধ্যমে দেহের বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ হয়। প্রবচন আছে নেত্র হচ্ছে সূত্র। দীর্ঘদিন নিস্বার্থভাবে, দক্ষতার সহিত সানন্দে এই সেবায় ব্রতী হয়ে মোদী শ্রেষ্ঠ যোগীতে পরিণত হয়েছেন। এইরূপ যথার্থ তপস্যা—স্বার্থত্যাগ ও সাধনায় ঈশ্বরের করুণা লাভ হয়। এই নিরলস শ্রমের ফলে তিনি সুখী। যারা নিরাময়ের জন্য তাঁর কাছে আসে তিনি তাদের সুখী করেন। সেবায় দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সুখী হয়—তিনি এর পরম দৃষ্টান্ত। সেবা অহমিকা দূর করে এবং অফুরন্ত আনন্দ দেয়। প্রকৃত আর্তের সেবায় নিজের দক্ষতার সদ্ব্যবহার করতে ডাক্তার ও অন্যান্য মানুষ তাঁর জীবন থেকে প্রেরণা লাভ করে। এই উদ্দেশ্যে নৈপুণ্য ব্যবহার করলে তা পবিত্র হয়ে ওঠে। পীড়িতদের সেবায় হাত ব্যবহার করলে সেই হাত পবিত্র ও সার্থক হয়ে ওঠে, ইন্দ্রিয়সমূহ এই উদ্দেশ্যে চালিত হলে কল্যাণের নিমিত্ত হয়ে উঠবে।

এই সব রোগীদের চোখ থেকে ব্যাণ্ডেজ খুলে দেওয়া হয়েছে। তাদের মুখ উজ্জ্বল, উৎসুক তাদের দৃষ্টি; নতুন কাপড় পরে নতুন দৃষ্টি লাভ করেছে এই সব রোগীরা। বাস্তবিক এ এক অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। আনন্দই মানুষের ব্যক্তিত্বকে মনোরম করে তোলে। এখন তোমরা যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ছ সেই শক্তিকে সৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার কর। তোমরা ফুল, শিশু, তারকা, চন্দ্র ও অন্যান্য বস্তু প্রত্যক্ষ করে ঈশ্বরের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারবে। তোমরা অপরকে সুখী, উন্নত, প্রফুল্ল ও পরিতৃপ্ত অবস্থায় দেখলে ঈর্ষায় কাতর হবে না। অপরকে দেখে ঈর্ষায় তোমার শান্তি নষ্ট হলে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়ে তোমাদের আনন্দ কোথায়? বন্ধুত্বের দৃষ্টিতে, আনন্দের দৃষ্টিতে সকলকে দেখবে। অন্যের দোষ খুঁজবে না। অন্যের আনন্দ ও সন্তোষ বিঘ্নিত করে নিজের আনন্দ ও সন্তোষ হারিয়ো না।

এই ফুলের মালাটি এত সুন্দর কারণ বিভিন্ন বর্ণের ও আকারের পাপড়ি ও সবুজ পল্লব দিয়ে এটি তৈরী হয়েছে। তেমনিই এই চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে তার কারণ সহকারী চিকিৎসকবৃন্দ, শুশ্রূষাকারী

কম্পাউণ্ডার, পুরুষ ও নারী সেবিকা, আত্মীয় পরিজন ও পাচকদের সমবেত প্রচেষ্টা। সকলের কেন্দ্রস্থলে আমার আশীর্বাদ লাভ করে ডাঃ মোদী আছেন। নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ গভীর উৎসাহের সঙ্গে করেছে। স্বেচ্ছাসেবকরা বুঝতে পেরেছে যে তারা প্রকৃত আর্ত ব্যক্তিদের জীবনের সঙ্কট-কালে সেবা করবার এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করেছে। এই হচ্ছে নারায়ণ অর্থাৎ মানুষের নয় ভগবানের সেবা। তোমরাও অপরকে অবশ্যই সাহায্য করবে এবং তা হবে যে সেবা তোমরা লাভ করেছ তার প্রতিদান। অপরকে যন্ত্রণা বা শোকে কাতর দেখলে কখনও উদাসীন থাকবে না; যথাসাধ্য যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করবে এবং শোকার্তকে সান্ত্বনা দেবে।

যে ব্যক্তি মজুরী পাবার জন্য কাজ করে ও ঘণ্টাপ্রতি মজুরী হিসাব করে সে পাওনা মজুরী পেলেই চলে যায়। যখন কোন লোক কাজকে আরাধনার অঙ্গরূপে মনে করে এবং যতদিন সম্ভব আনন্দের সঙ্গে সেবার সুযোগ লাভ করে সেই লোকই সবচেয়ে বেশী আনন্দ পায়। এইমাত্র ডাঃ মোদী বললেন যে ঈশ্বরের করুণালাভের জন্য আরাধনারূপে কাজ করবার পরিবেশ তিনি প্রশান্তি নিলয়মে পেয়েছেন। ডাঃ মোদী সর্বাপেক্ষা সুখী ব্যক্তি। এই শিবিরে চারশ পঞ্চাশজন রোগী আনন্দিত হয়েছে কারণ এখানকার স্বেচ্ছাসেবক ও অধিবাসিরা আমার প্রেমে উৎসাহিত হয়ে আন্তরিক সমবেদনা নিয়ে তাদের সকল অভাব পূরণ করেছে। নবজাত শিশু প্রথম প্রথম মায়ের মুখের দিকে চাইবার মুহূর্তটি শুভ মুহূর্ত বলে বিবেচিত হয়। তোমরা কত ভাগ্যবান যে ডাঃ মোদী ও তাঁর সহকারীরা তোমাদের চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলে দেবার পর তোমরা প্রথম আমাকে দেখেছ। সুরদাস গেয়ে ছিলেন, "আমি আমার ভাগ্য সম্বন্ধে কেন বিলাপ করব? যাদের চোখ আছে তারা সবাই কি তোমাকে দেখেছে? চটকদার ও কুৎসিৎ দৃশ্য দেখে তারা দৃষ্টিশক্তির অপব্যবহার করছে কিন্তু অন্ধ হয়েও আমি ঈশ্বরের রূপ দর্শন করতে পারছি।"

তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ হল যে তোমরা বাড়ী ফিরে গিয়ে যে ছবিটি তোমাদের এখন দেওয়া হল সেটি ঘরের দেয়ালে রাখবে এবং প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় অন্তত একবার করে প্রণাম করবে। তোমাদের মনে পড়বে এখানে এই দশদিন অবস্থান, আরোগ্যলাভের সময় শয্যায় শুয়ে ভজন গান শোনা। স্নেহকোমল হাতে তোমাদের চুল ঠিক করে দিয়েছে, মুখ ধুইয়েছে ও খাইয়ে দিয়েছে তাও মনে পড়বে। আমার মনে হচ্ছে যেন কর্ম ক্ষেত্রের ডাকে তোমরা পৈতৃক বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছ। তোমরা প্রশান্তি নিলয়মের সন্তান। এইখানে আসার আগে এবং এইখান থেকে চলে যাবার পরেও তোমরা এইখানেরই বাসিন্দা।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ ডাঃ মোদী কত ক্ষিপ্রতা ও সাফল্যের সঙ্গে এতগুলি অস্ত্রোপচার করেছেন। এ হচ্ছে একাগ্রতা, কাজে একনিষ্ঠ মনঃসংযোগের ফল। একাগ্রতা শিক্ষা কর। এই একাগ্রতা সাধনার দ্বারা অন্তরের চোখ স্বচ্ছ ও উন্মীলিত করা সম্ভব হবে এবং মানুষ ঈশ্বরকে দর্শন করতে পারবে। ঈশ্বরের নাম একটা নয়, তাঁর নাম হাজার হাজার। ঈশ্বরের নাম জপ করলে ও তাঁর মহিমা অন্তরে চিত্রিত করলে অন্তরের চোখের ছানি দূর হবে এবং মানুষ অন্তরের বেদীতে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের দর্শন লাভ করবে। এই মুহূর্ত থেকে সেই সাধনায় আত্ম নিয়োগে ব্রতী হও।

প্রশান্তি নিলয়ম—
১৪,২,৬০

(৩৫) "চোখের পাতা ও চক্ষু তারকা"

আজ ছাত্রদের সমাজসেবায় উৎসাহ, শ্রদ্ধা, বিনয়, নিয়মনিষ্ঠা ও লেখাপড়ায় কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, এজন্য আমি খুসী হয়েছি। এইরূপ পুরস্কার অর্জনের সামর্থ ভবিষ্যৎ জীবনে যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তি স্থাপন করে। মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাশি রাশি গুরুভার তথ্য সংগ্রহ করা শিক্ষা নয়। শিক্ষা হচ্ছে আনন্দ, শান্তি ও সাহসের উৎস অবিনশ্বর অন্তরাত্মার উপলব্ধি। এখানে বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণের উপদেশ অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং যোগ ও ধ্যান সম্পর্কেও শিক্ষা পাও। প্রশান্তি নিলয়মের এই পরিবেশে মূল বিষয়গুলি শিক্ষালাভ করে তোমরা সৎ ও সরল জীবনযাপনে শিক্ষিত হয়ে উঠবে, এ তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের দান। বাস্তবিক তোমাদের পিতামাতাও সৌভাগ্যবান। এই দেশে প্রতি পরিবারে পাঁচছয়টি ছেলেমেয়ে থাকে। লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের মধ্যে কেবল কয়েকজন এই করুণা লাভ করতে সমর্থ হয়: এরজন্য তোমরা অভিনন্দন লাভের যোগ্য হয়েছো।

ধর্ম সঞ্চয় ও রক্ষার জন্য জীবনযাপন, ধনের জন্য নয়। অতীতের মহান ধর্মবীরদের শ্রবণ ও স্মরণ করে তাদের আদর্শ তোমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করবে। সম্প্রতি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি আধ্যাত্মিক জীবনেও ধর্ম বিরল হয়ে উঠেছে। শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে একইরকম অবনতি ঘটেছে—শৃঙ্খলা হতেই ধর্মের উদ্ভব। পদমর্যাদা, আর্থিক অবস্থা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি যেমনই হোক না কেন প্রত্যেক মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হবে নাহলে জীবনে শান্তি ও সুখ আসে না। তোমার মধ্যে অধিষ্ঠিত আত্মাই অপরের মধ্যে প্রকাশিত—এই আস্থা থেকেই শ্রদ্ধা জাগরিত হয়। অপরের মধ্যে সেই আত্মাকে দর্শন কর এবং অনুভব কর যে তোমার মত তাদেরও ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আকুলতা ও ইচ্ছা আছে। সহানুভূতিযুক্ত হও এবং সেবা ও পরোপকারের জন্য ব্যাকুল হও।

প্রশান্তি নিলয়মে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসে। তারা সকল স্তরের মানুষ, বিভিন্ন তাদের সমস্যা, সর্বপ্রকার যন্ত্রণা ও শোকে তারা পীড়িত, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তারা প্রণোদিত। পাঠশালার ছাত্ররূপে তোমরা তাদের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ হও। তোমাদের পিতামাতা সন্তানদের জন্য সুখী ও সম্মানীত

জীবন প্রার্থনা করেন, তোমাদের আচরণের দ্বারা পিতামাতার সেই সুনাম রক্ষা করবে। ধনশালী হওয়া নিতান্ত নগণ্য কৃতিত্ব কালোবাজারের ব্যবসায়ীরা ও চোর ডাকাতরাও এই কৃতিত্ব অর্জন করে। দুর্গত না হয়ে বা অপরের দুর্গতির কারণ না হয়ে জীবনধারণ অনেক শ্রেয় ও মহৎ। তোমাদের কায়ম্ বা শরীর, কালম্ বা সময় এবং কাজ্ক্ষা বা ইচ্ছা যেন অবনতির কারণ না হয়ে উন্নতির সহায়ক হয়ে ওঠে।

আগামী দিনগুলিতে তোমরা এ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে জনসাধারণের মধ্যে আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলবে ও সেই জিজ্ঞাসাপূরণের উপকরণ যোগাবে। যে পরিবেশে তোমরা লেখাপড়া করছ তা এই ভূমিকার প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের বিশেষ অনুকূল। সেইসব পণ্ডিতদের তোমরা আচার্যরূপে পেয়েছ যাঁরা গৃহসংসার ত্যাগ করে সেবামূলক কর্মের সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত সুখী হয়েছেন। আমেরিকা ও উত্তরভারত থেকে আগত তোমাদের শিক্ষকগণ আস্থা ও ভক্তিতে অনুপ্রাণিত। তাঁরা তোমাদের নিজের সন্তানের মত দেখেন. আমি তাঁদের ওপর তোমাদের ভার দিয়েছি সেজন্য চোখের পাতা যেমন চোখকে রক্ষা করে সেইভাবে তাঁরা তোমাদের সযত্নে পালন করেন। তোমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তোমরা তাঁদের কাছে ঋণী, সন্তান যেমন মায়ের কাছে ঋণী।

আমার ভাষণ ও নির্দেশ শোনার মূল্যবান সুযোগ তোমরা পেয়েছ। সেগুলি তোমাদের অন্তরে ছাপা হয়ে গেছে। তোমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করে থাক; আমার কথা, লীলা, মহিমা ও আমাকে কেন্দ্র করে তোমাদের সব কথোপকথন। তোমরা গ্রামে ফিরে গিয়ে এখানকার তরুণ সঙ্গীদের সঙ্গে তোমাদের অভিজ্ঞতার মাধুর্য সকলকে জানাতে পারবে।

আমার উপদেশ হচ্ছে এই ভক্তি জীবনে প্রয়োগ কর, এখানে ও তোমাদের গ্রামের সঙ্গীসাথীদের কাছে শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দেবে এবং তাদের দেখাতে হবে যে তোমরা কিরূপে পিতামাতাকে আন্তরিকভাবে মান্য করে থাক ও শিক্ষকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ কর। তোমরা আলোকবর্তিকার মত গ্রামে ধর্ম ও সংযমের আলো দান কর। তোমরা বিশৃঙ্খলা, অসৎ আচরণ, দায়ীত্বজ্ঞানহীনতা ও বদ্‌অভ্যাসের বশীভূত হবে না। গ্রামে বা অন্যত্র যেখানেই থাকবে তোমাদের আচরণ যেন এখানকার মতই প্রশংসনীয় হয়। সেখানেও ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করবে; ভোর সাড়ে চারটে থেকে সওয়া পাঁচটা ব্রাহ্ম-মুহূর্ত ও এই সময় ব্রহ্মধ্যানের পক্ষে শুভ মুহূর্ত। তোমার কাছে অন্য কোন ব্যক্তি না থাকলেও প্রণব উচ্চারণ করে সুপ্রভাতম্ আবৃত্তি করবে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে সূর্য নমস্কার ইত্যাদি যোগ ব্যায়াম অভ্যাস করবে। তারপর ভজন গাইবে সে সময় প্রশান্তি নিলয়মে ভজনের সময় হয়েছে তোমার মনে পড়বে।

এভাবে তোমরা প্রশান্তি নিলয়মের পবিত্র পরিবেশ তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে। তোমাদের পিতামাতা প্রফুল্ল হবে ও বয়োজ্যেষ্ঠরা তোমাদের কাছে শৃঙ্খলা শিখবে, এই শৃঙ্খলা সদ্ভাব ও সৎসাহস দান করে।

পিতামাতা যা খেতে দেবেন কোন অভিযোগ না করে আনন্দের সঙ্গে খেয়ে নেবে। তাঁরা কোন কাজের দায়িত্ব দিলে প্রতিবাদ করবে না। তা করবার জন্য সানন্দে ছুটে যাবে। তাঁরা তোমাদের সেবা চাইলে পরম সুখে সেবা করবে ও সেবার সুযোগ পেয়েছ মনে করে আনন্দিত হবে। এখানে এবং সর্বত্র, বর্তমানে ও সর্বসময়ে আমি তোমাদের দেখতে পাই এবং তোমাদের সমস্ত চিন্তা, বাক্য এবং কাজ আমার জানা আছে। সুতরাং তোমরা এমন-ভাবে জীবনযাপন করবে যাতে আমি উত্তরোত্তর আরও বেশী করুণা তোমাদের দান করতে পারি।

প্রশান্তি নিলয়ম—
২২-২-৬৮

(৩৬) "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান"

অন্ধ্র প্রদেশের সত্য সাই প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালকদের সভা যথারীতি এই রাজ্যের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। তোমরা প্রশান্তি নিলয়মে মিলিত হবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছ। এতে তোমাদের অবশ্যই মনে পড়বে যে তোমরা আপন হৃদয়কে প্রশান্তি নিলয়মে রূপান্তরিত করে নিজ নিজ গ্রামকে প্রশান্তি নিলয়মে পরিণত করবার ব্রত গ্রহণ করেছ। এই হচ্ছে সনাতন ধর্মের বাণী এবং সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক প্রয়াসের লক্ষ্য।

ভারতের ঋষিগণ বাহ্যিক আড়ম্বর ও ক্ষণস্থায়ী নিরাপত্তার পথ ত্যাগ করেছিলেন। তাঁরা অন্তরের শান্তি ও চিরন্তন আনন্দের সন্ধান করেছিলেন। তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে এই শান্তি ও আনন্দ পেতে হয় অন্তর সত্তার মূল আত্মার মাধ্যমে সঞ্জীবনী সুধা আহরণ করে। তাঁদের নিকট ঈশ্বরের প্রকাশিত এই সত্য শতাব্দীর পর শতাব্দী অগণিত বিদ্বান, কবি ও বক্তা বারবার উচ্চারণ করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন ও প্রচার করেছেন। তথাপি স্বল্প সংখ্যক লোক এই সত্যকে জীবনের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছে। এই দেশের কোটি কোটি মানুষ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজনেরই অবিচল আস্থা আছে। স্বল্প কয়েকজন আত্মার মহিমা উপলব্ধি করে আনন্দের সন্ধান করে থাকে; অবশিষ্ট সকলে অভ্যাসের বশে, সামাজিকতা বজায় রাখবার জন্য এবং ধার্মিক বলে খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে নানা ধর্ম আচরণ করে থাকে। অতএব শুধু নাম জপ করলেই যন্ত্রনা, শোক বা লালসা দূর হয় না।

আত্মবিদ্যা সম্পর্কে প্রাচীন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা মুখে যা বলেন তা কাজে করেন না। বেদবাক্যে তাঁদের কোন আস্থা নেই। সংশয়ের ফলে বেদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার মনোভাব ক্ষুন্ন হয়েছে। তাঁরা নিজেদের পুত্রদের বেদে দীক্ষিত করে বৈদিক শিক্ষার ধারা রক্ষা করেন না। অর্থোপার্জনের উপায়রূপে তাঁরা বেদের মূল্য কমিয়ে দেন। এতে অর্থাগম না হলে তাঁরা নিরাশ হয়ে পড়েন এবং ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের ঈর্ষা করেন। তাঁদের আস্থা দৃঢ় হলেই বেদ তাঁদের রক্ষা করবে, তাঁদের জীবনে সুখ ও সন্তোষ সুনিশ্চিত হবে।

ভেকের লালাসিক্ত জিবে উড়ন্ত পতঙ্গ আটকে যায়। ভেক নিজের

অজানিতে সাপের কবলে পড়ে, ময়ূর সাপকে মেরে ফেলে, ব্যাধ ময়ূরকে বধ করে। এক জীব অন্য জীবের খাদ্য। দিন রাত্রির প্রতিক্ষণে মৃত্যু ওৎ পেতে আছে। যে কোন মুহূর্তে মানুষ মৃত্যুর শিকার হতে পারে। এই নিত্যসঙ্গীটির সম্পর্কে মানুষ সচেতন নয়। সে মৃত্যুর মোকাবিলা করতে এবং তার হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারে না। আত্মার মৃত্যু নেই, দেহের মৃত্যু হয়। এই জ্ঞান হলে মৃত্যু যন্ত্রনাহীন হয় ও ভয়ের কারণ হয় না। মৃত্যু হয়ে ওঠে পরিচিত পোতাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে এক আনন্দময় সাগর যাত্রা।

দশরথ ছোটরাণী কৈকেয়ীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে তাঁকে যে কোন সময়ে যে কোন দুটি বর দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এটা ছিল নির্বুদ্ধিতা কারণ কে বলতে পারে সে কখন ও কি চাইবে? এতে সম্রাট দশরথ সম্পূর্ণরূপে কৈকেয়ীর খেয়ালের বশীভূত হয়েছিলেন। সেই খেয়াল কি ভয়ঙ্কর হয়েছিল. যুবরাজপদে রামের অভিষেকের সময়ে তিনি দুটি বর চাইলেন। রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাস করতে হবে এবং তাঁর পুত্র ভরতকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করতে হবে। দশরথকে রাজী হতে হয়েছিল। রাম বনবাসে গেলে প্রিয়পুত্র রামের বিরহে তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন। বাহ্য বিষয় এবং অন্যের সংসর্গে সুখলাভের কামনা তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। সকল মানুষই দশরথ। তারা বাহিরের জগৎ থেকে সুখ লাভের জন্য লালায়িত হয় এবং ইন্দ্রিয় ও বিষয়ে আসক্ত হয়ে পুরস্কার রূপে শোক ও মৃত্যু লাভ করে।

আমার নামধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আমার নাম প্রচার বা আমার অর্চ্চনাকে কেন্দ্র করে কোন নতুন ধর্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে ব্যবহৃত হবে না। মানুষকে ঈশ্বরমুখী করবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি ; জপ, ধ্যান ও অন্যান্য সাধনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবে। ভজন ও নাম স্মরণ থেকে যে আনন্দ লাভ হয়, সৎসঙ্গ থেকে যে শান্তি পাওয়া যায় তা মানুষকে দেখাতে হবে। তারা অসহায়, আর্ত, বিপন্ন, নিরক্ষর ও নিঃস্ব মানুষকে অবশ্যই সেবা করবে। সেই সেবা যেন আত্মপ্রচারের নিমিত্ত কখনও না হয়। গ্রহীতার নিকট হতে কোন পুরস্কার, কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ লাভের আশা না করে সেবা করবে। সেবা হচ্ছে সাধনা ; ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিদের প্রমোদ বিলাস নয়।

মানুষের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে একই রক্ত প্রবাহিত হয়। চোখের একটি কাজ আছে এবং সেকাজ চোখই করতে পারে। সেইরূপ কানের একটি ভিন্ন কাজ আছে। লবণ জিহ্বার রুচিকর কিন্তু চোখের পক্ষে যন্ত্রনাদায়ক। এটা হচ্ছে বর্ণাশ্রম সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি। গুণ ও কর্ম অনুসারে কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা হয়। বর্ণ হচ্ছে দায়িত্ব ও কর্তব্যের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যবস্থা এবং আশ্রম হচ্ছে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন। চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করবার

জন্য আবেগ ও প্রবৃত্তিকে সংযত করার জন্য এবং সন্তোষ ও শান্তি সুনিশ্চিত করবার জন্য এই প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রয়োজন আছে কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই প্রেম ও পারস্পরিক শ্রদ্ধায় অভিষিক্ত করতে হবে। প্রেমকে বিকশিত কর, প্রেম ছড়িয়ে দাও এবং প্রেম আহরণ কর। এর চেয়ে উন্নত ধর্ম নেই। এই হচ্ছে মহত্তম সেবা।

কোন ব্যক্তিকে খুসী করাবার জন্য বা কোন ব্যক্তির চাপে পড়ে সত্য সাই প্রতিষ্ঠান তৈরী করবে না। পরবর্তী যে মাসে বোম্বাই শহরে বিশ্বসম্মেলনে যোগদানের জন্য কেবল প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ নিমন্ত্রিত হয়েছে সেই কারণে ঐ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে কেউ যেন পদাধিকারী বা পরিচালক হবার জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন না করে। জনসাধারণের মধ্যে আকুতি অনুভূত হলে তবেই শাখা প্রতিষ্ঠান গঠন করবে। ভজনমণ্ডলী গঠন করে নিজে ভজনে অংশ গ্রহণ না করে উপহাসের পাত্র হবে না। তোমরা যদি আন্তরিকভাবে অনুভব কর যে সকল কাজের মধ্যে ভজন কল্যাণকর তাহলে ভজনমণ্ডলী গঠন করবে; অন্যথায় সে পরিকল্পনা ছেড়ে দাও।

তোমরা ও আমি বর্তমানে একত্রিত হয়েছি; তোমাদের প্রাণের ভক্তরাও মিলিত হয়েছে; আমার জন্য একটি সাধনার মালা রচনা কর। কাহারও প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ বা বিরাগ নেই। তোমরা এখানে যে বৈদ্যুতিক পাখা দেখছ আমি সেই রকম। পাখা খুললে হাওয়া পাবে, বন্ধ করলে হাওয়া পাবে না। পাখার কোন আসক্তি বা অনাসক্তি নেই। কোন লোকের সামনে একরকম ও পিছনে অন্যরকম কথা বলবে না। কোন সংগঠনকারীর পক্ষে এরকম ভাল নয়। নিরপেক্ষ, সত্যাশ্রয়ী, বিনয়ী ও দৃঢ়প্রত্যয় সম্পন্ন হও। তা হলে তোমরা সকল কর্মে আমার আশীর্বাদ লাভ করবে।

প্রশান্তি নিলয়ম

২৩-২-৬৮

(৩৭) অন্তরাত্মা

মানুষ চার পায়ের বদলে দুপায়ে চলে সেই কারণে দ্বিপদ প্রাণী; কিন্তু এই মানুষের সকল পরিচয় নয়। তার অতুলনীয় ভাগ্য যে সে সৌন্দর্য, সত্য, সভ্যতা, সংগীত ও সুরমাধুর্য উপলব্ধি করতে পারে ও নিজের এবং অন্যের প্রতি প্রেম, অনুকম্পা ও সহানুভূতি পোষণ করতে পারে। মানুষ প্রকৃতির রহস্য ভেদ করেই ক্ষান্ত হয় না, সে নিজের রহস্য সন্ধান করে ঈশ্বরকে লাভ করে। প্রকৃতি ও পুরুষে সেই একই ঈশ্বর বিরাজ করেন। মোহ ও অজ্ঞানতার মেঘে মানুষের পরম ভাগ্য আবৃত থাকে। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অধিকর্তা শিবকে মানুষ আপন অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। শিব হচ্ছেন সত্য ও সুন্দর। শিব পূজার এই পুণ্যলগ্নে প্রাণবায়ুস্বরূপ শিবকে অরাধনা করবার সংকল্প গ্রহণ কর।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই আজ ঐশী শক্তির বিস্ময়কর প্রকাশ দেখতে এসেছ। সেই শক্তির প্রকৃতি ও প্রকাশ সম্বন্ধে নিরর্থক আলোচনা করে সময় নষ্ট করবে না। এই বিস্ময়কর দিব্য রহস্যের অভিজ্ঞতা লাভ কর, এর শিহরণ অনুভব কর এবং নিজেকে পরিপূর্ণ কর।

ঘন্টাধ্বনি, নাদস্বরম্ ও ঢাকের বাজনা শিবের বাসভূমি কৈলাশের পুণ্য দিনের স্মরণ করিয়ে দেয়। ভজনকালে যে বিভূতি ঝরে পড়ে তাও আর একটি স্মারক। এই দেহ হতে লিঙ্গোদ্ভব এই কথাই ঘোষণা করে যে তোমরা কৈলাসে অবস্থান করছ। সন্ধ্যার সময়ে লিঙ্গোদ্ভব হবে, তোমরা জপ, আরাধনা, নিশিপালন ও উপবাসের দ্বারা এই ব্রত পালন কর।

মৌমাছি পদ্মের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় তারপর পদ্মের উপর বসে সবকিছু ভুলে স্তব্ধ ও অনন্যচিত্তে পদ্মের মধু পান করে। মানুষও ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সেইরূপ আচরণ করে। মধু পানের সময় মৌমাছির গুঞ্জন থেমে যায়। মানুষও যতক্ষণ সেই রসের সন্ধান না পায় সে গান গায়, বন্দনা করে, তর্ক করে ও বক্তৃতা করে। সে রস হচ্ছে প্রেমরস। যেখানে প্রেম সেখানে কোন ভয়, উদ্বেগ, সন্দেহ, অশান্তি নেই। যখন অশান্তি পাবে তখন নিশ্চিত জানবে তোমাদের প্রেম অহমিকায় কলুষিত হয়েছে।

আত্মার প্রতিবিম্ব অন্তরাত্মা হচ্ছে প্রেমের উপভোক্তা। ইন্দ্রিয়বৃত্তি রুদ্ধ হলে সেই অন্তরাত্মা পূর্ণ গৌরবে উদিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি মানুষের মারাত্মক রিপু কারণ এগুলি মনকে অন্তর্নিহিত আনন্দের উৎস থেকে বাহ্য বিষয়ে আকৃষ্ট করে। ইন্দ্রিয় মনকে বিপথে চালনা করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত একথা বুঝলে আর ইন্দ্রিয়াসক্ত হবে না। মাছধরার ছিপে লাঠি ও সুতো থাকে, সুতো থেকে একটা ফাত্‌না জলে ভাসে। সেই ফাত্‌না থেকে একটি সূচোলো বঁড়শী জলে ডুবে থাকে। বঁড়শীতে মাছের চার লাগান থাকে, মাছ টোপ গিললে বঁড়শীতে বিদ্ধ হয়। ফাত্‌না নড়তে দেখলে মাছের সুতোয় টান পড়েছে বুঝতে পেরে মাছকে টেনে তোলা হয় এবং মাটির উপর মাছ শ্বাসরুদ্ধ হয়। সে তখন নিতান্ত অসহায়। দেহ হচ্ছে ছিপ, আকৃতি হচ্ছে সুতো, বুদ্ধি ফাত্‌না, বিচার বিবেচনা হচ্ছে বঁড়শী। জ্ঞান হচ্ছে টোপ এবং আত্মা হল মাছ। এইভাবে চতুর ব্যক্তি মাছ ধরে। জ্ঞান লাভ করলে কৈবল্য নিকটবর্তী হয়।

কৈবল্য অবস্থায় সর্বব্যাপি দিব্য শক্তির অভিজ্ঞতা হয়। সেই শক্তি ইচ্ছা, কর্ম আনন্দ ও অস্তিত্বরূপে বিরাজমান। তমঃ দমন করে ও রজঃ নিয়ন্ত্রিত করে সত্ত্বগুণের প্রতিষ্ঠা করলে কৈবল্য লাভ হবে। তমঃ ও রজঃ এই দুইটি ফটক পার হয়ে তোমরা এখন সত্ত্বে এসেছ। প্রশান্তি পতাকার প্রতীক চিহ্নের তাৎপর্য্য তোমাদের বুঝতে হবে। লালসা, ক্রোধ ও ঘৃণার রাজ্য পার হয়ে প্রেমের বিস্তৃত শ্যামল প্রান্তরে পৌঁছবার জন্য এই পতাকা তোমাদের শিক্ষা দেয়। এখানে বসে একাগ্র ধ্যানমগ্ন প্রার্থনা করবে; যোগ শক্তিতে তোমাদের হৃদয়পদ্মের পাপড়িগুলি খুলে যাবে। সেই পরম জ্যোতি লাভ করবে।

মনকে জ্যোতির্ময় পদ্মে স্থির রাখ। তাহলে অন্তরে প্রশান্তি বিরাজ করবে। লিঙ্গোদ্ভব রহস্য উপলব্ধি করবার জন্য এই হচ্ছে সর্বোত্তম প্রস্তুতি।

প্রশান্তি নিলয়ম
২৬.২.৬৮

(৩৮) মহিমার একটি অনুমাত্র

মানুষের মন এত ইহসর্বস্ব হয়েছে যে উদরপূর্ত্তির জন্যই তার বেশীর ভাগ সময় ও শক্তি ব্যয় হচ্ছে। কামনা বাসনাগুলি চরিতার্থ করবার জন্য শক্তির তুলনায় অনেক বেশী বেড়ে চলেছে। তার কল্পনা খুব বেশী অলীক; স্বপ্নবিলাস তাকে মিথ্যা জয় ও উদ্ভট অভিযানে চালিত করছে। বস্তুজগতের বিশ্লেষণে মত্ত হয়ে তার সমস্ত পাপবোধ, মাধুর্য ও বিনয় হারিয়ে ফেলেছে। এই নতুন ব্যবস্থায় সত্য অভিধানের একটি শব্দমাত্রে পরিণত হয়েছে। অনুকম্পা একটি অর্থহীন অপলাপ হয়ে উঠেছে। বিনয়, সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধা যেন বহুদূরের শিখাহীন প্রদীপের মত অকেজো হয়ে পড়েছে।

এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ঈশ্বরের নাম হচ্ছে একমাত্র অবলম্বন। এই ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ, ঘৃণা ও ভীতির অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং উদ্বেগ ও সন্ত্রাসে মথিত সংসার সমুদ্র একমাত্র ঈশ্বর নামের তরণীতে মানুষ অতিক্রম করতে পারে।

জনসাধারণ বিজ্ঞানের চমকপ্রদ অগ্রগতির প্রশংসা করে। এই অগ্রগতির ফলে মানুষের ভয় উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে ও সে ক্রমে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ তীরধনুকের সাহায্যে পরস্পর হানাহানি করত; বর্তমানে সে আনবিক অস্ত্রের সাহায্যে সমস্ত জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। এ কাজ উল্লেখযোগ্য প্রগতি বলে প্রশংসিত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক মানুষের অন্তরের লোভ ও ঘৃণা নিবারণ করতে পারে না, সে কেবল তার প্রয়োজন মত অস্ত্র নির্মানে সহায়তা করতে পারে এবং সেগুলি আরও মারাত্মক শক্তিসম্পন্ন করতে পারে। বিজ্ঞানের এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে মানুষ প্রতিদিন নিশ্চিহ্ন হবার বিভীষিকার মধ্যে বাস করছে কারণ যে কোন মুহূর্তে ঘৃণার ঝড়ে তাদের ঘরবাড়ীর ওপর বোমার বৃষ্টি হতে পারে। বিজ্ঞান মানুষকে আত্মবিশ্বাসে বঞ্চিত করছে। সে নিজের ভয়ে ভীত কারণ সামান্য উত্তেজনায় সে হিংস্র পশুতে পরিণত হয়।

তোমরা ভাগ্যবান যে অন্ততঃ এখানে তোমরা শান্তভাবে নিজেদের অন্তর বুঝতে পার এবং প্রেম ও সন্তোষ আশ্রয় করে তোমাদের ভাগ্য গড়ে তুলবার উপায় সন্ধান করতে পার। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সুখী ও শান্তিপূর্ণ

করবার জন্য সনাতন ধর্মে নির্দ্দিষ্ট আদর্শগুলি আজও যুক্তিসিদ্ধ। সনাতন ধর্মের নিয়মশৃঙ্খলা আজও কল্যাণকর যেমন ছিল সুদূর অতীতে শাস্ত্র রচনাকালে। এগুলির মূল্য অতুলনীয় ও অপরিবর্তনীয়। হিন্দুস্থানে জন্মের জন্য নিজেদের হিন্দু মনে করবার কোন কারণ নেই। তোমরা জাতিভেদ লোকাচার ও জ্যোতিষের বেড়াজালে এত আবদ্ধ হয়ে পড়েছ যে আপন স্বরূপ উপলব্ধি করতে পার না। তোমাদের অন্তরের দিব্য স্ফুলিঙ্গ উপলব্ধি করে তাকে দিব্যজ্যোতির শিখায় পরিণত করতে সচেষ্ট হও না। এই প্রয়াসে ক্ষুদ্র আমিত্ব ভস্মীভূত হয়ে যায়। সনাতন ধর্ম সেই স্ফুলিঙ্গের সন্ধান দিয়েছে, তাকে উজ্জ্বল ও উন্নত করবার শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা এই ধর্মকে অস্বীকার করে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে নিজেদের সংস্কৃতির অবমাননা করেছ এবং স্বদেশকে অস্বীকার করেছ। অন্তরের শান্তি ও জ্যোতি লাভ করবার জন্য এই দেশের শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে সাগরপারের বহু মানুষ এই দেশে আসে। তাদের দেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন বলে তারা শঙ্কিত। তোমরা যে সব আচার অনুষ্ঠান কুসংস্কার বলে অগ্রাহ্য কর সেগুলির যথার্থতা সম্বন্ধে তার নিঃসংশয় হয়েছে। তোমরা বিজ্ঞানে অল্পবিদ্যা লাভ করে পণ্ডিতম্মন্য হয়েছ এবং যেগুলি উপেক্ষা করেছ তারা সেগুলির মূল্য সম্বন্ধে তোমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। তারা দেখেছে যে প্রকৃতির রূপান্তর মন্ত্রের শক্তিতে সাধিত হয়, বৈদিক স্তোত্র আবৃত্তিতে সাম্য-বিধান হয় এবং মন্ত্রের বিকৃত উচ্চারণে অশুভ ফল হয়।

ঈশ্বর নামের মহিমা ও মাহাত্ম্য মনকে কামনা ও আবেগের অবিলতা থেকে মুক্ত করে ও চিত্তকে শুদ্ধ ও শান্ত করে। একাগ্র ও সশ্রদ্ধ চিত্তে নাম জপ না করলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না। পাপ ও দুষ্টবুদ্ধি থেকেই যায়। রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও অন্যান্য রাক্ষসবীরদের তপস্যায় ঈশ্বর আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাদের অভীষ্ট বর দান করেছিলেন। তারা কিন্তু পাপের পথেই অবিচল ছিল। দুগ্ধদান করে বলে আমরা গাভীকে মূল্যবান মনে করি। মানুষের চরিত্র, বন্ধুর মত সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব, অন্যকে সেবা ও রক্ষা করতে আগ্রহ ও শক্তি দেখে আমরা মানুষের মূল্যায়ণ করে থাকি।

তোমার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস নীরবে ঘোষণা করছে সোহম্-তিনিই আমি; জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন-এই সত্য ব্যক্ত হচ্ছে। ঈশ্বর হচ্ছেন প্রিয়তম, নিকটতম ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। মানুষ অন্ধ বলে তাঁকে উপেক্ষা করে অন্যের সঙ্গ খুঁজে বেড়ায়। ঈশ্বর সর্বত্র ও সর্বসময় উপস্থিত আছেন। তিনি তোমাদের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও শক্তিমান অভিভাবক। তথাপি তোমরা তাঁকে উপেক্ষা কর। ঈশ্বর এখানে নিকটেই রয়েছেন, তাঁর কাছে সহজেই যাওয়া যায়, কিন্তু অনেকেই এই পরম সুযোগের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। নামের দ্বারা তোমরা ঈশ্বরকে আরও কাছে পাবে। নাম এখন জিহ্বার,

মনের মধ্যে রয়েছে বিশ্বসংসার এবং নামের অধিপতি আছেন অন্তরে। বিশ্বসংসার ও তার আকর্ষণে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং সেই কারণে নামে যে ঈশ্বর সাড়া দেন তা অবলুপ্ত হয়।

আধ্যাত্মিক বিষয়ে যুক্তিতর্কে বিশেষ উপকার হয় না যদি না তা সম্পূর্ণ অহঙ্কারশূণ্য হয়। অন্যথায় ব্যক্তি তার পছন্দমত মতবাদের পক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করে। একজন ব্যবসায়ী তার বাগানে একটি ভীষণদর্শন কুকুর ছেড়ে রাখত যাতে কোন লোক বাগানে বা বাড়ীতে ঢুকতে না পারে। একদিন জনৈক পথচারী পথ দিয়ে যাচ্ছিল, কুকুরটি দাঁত বার করে তার উদ্দেশ্যে ধাবিত হল। পথিকের হাতে একটি মোটা লাঠি ছিল, সে তাই দিয়ে কুকুরের মাথায় আঘাত করল। কুকুরটি যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল। গৃহস্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে পথিকের কাছে কৈফিয়ৎ চাইল। তার কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হয়ে তাকে গৃহপালিত কুকুরের প্রতি নিষ্ঠুরতার অভিযোগে অভিযুক্ত করল। গৃহস্বামী যুক্তি দেখাল "পথিক কুকুরের মাথায় আঘাত না করে লেজেও মারতে পারত।" উত্তরে পথিক বলেছিল, কুকুরটি মাথা উঁচু করে কামড়াবার জন্য লাফ দিয়েছিল, সে যদি লেজ দিয়ে কামড়াতে আসত তবে নিশ্চয়ই তার লেজে আঘাত করতুম।" বিচারক তাকে অব্যাহতি দিলেন।

যুক্তিতর্কের জাল বুনে তোমরা নিজেদের সংস্কার ও পছন্দগুলি যথার্থ সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করবে না। তাতে আত্মজ্ঞানের পরিবর্তে আত্ম প্রতারণা হবে। এতে অহঙ্কার বেড়ে যায়, কমে না। ঈশ্বর প্রত্যেকের মধ্যে সূক্ষ্ম লিঙ্গরূপে অবস্থান করছেন। অঙ্গ বা দেহের মধ্যেই সঙ্গ অর্থাৎ বহির্জগত ও অন্তর্জগতের যোগ বর্তমান। সঙ্গের মধ্যে জঙ্গমতা বা গতিশীলতা নিহিত থাকে। জঙ্গমের মূলে হচ্ছে লিঙ্গম্। লিঙ্গ শব্দটির দুই শব্দাংশ লিং ও গ। লিঙ্গ শব্দের অর্থ যাতে সব কিছু লীন হয় এবং গ শব্দের অর্থ যার মধ্যে সব কিছু গমন করে বা যায়। পরমাত্মায় সব কিছুর লয় এবং পরমাত্মা হতে সব কিছুর উদ্ভব। লিঙ্গ পরমাত্মার স্বরূপ। লিঙ্গোদ্ভব পথ প্রদর্শক ও পরিচালকরূপে অবতারের আবির্ভাব ঘোষণা করে।

মানুষ মুক্তি ও উন্নতিলাভের উদ্দেশ্যে অবতারের সহায়তা লাভ করতে তাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, কর্মধারা ও কার্যকলাপ লক্ষ্য করবে। তাঁর জীবনে রূপায়িত আদর্শ পথনির্দেশক নীতিরূপে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর প্রেম, কৃপা ও প্রজ্ঞা প্রণিধান করে সেগুলি নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হতে হবে। মানুষ স্বাভাবিক অবস্থা হারিয়ে কৃত্রিম, কোপন ও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। মানুষ তার সহজ ও সরল স্বভাব ত্যাগ করে মনকে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, অশান্তি ও ভয়ের আঁস্তাকুড় করে তুলছে। নিজের ও অন্যের জীবন

আনন্দময় করে রাখতে মানুষের অনেক কর্মেতেও চলে। মানুষ নিজেকে দিব্যজ্যোতিসম্পন্ন রত্নভাণ্ডার বলে মনে করতে পারলে সে অনেক বেশী সকলের প্রিয় ও হিতৈষী হয়ে উঠবে। ঈশ্বর ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য আবির্ভূত হন। সে ধর্ম হচ্ছে নৈতিকতা, সত্য, সততা, প্রেম ও অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলী যাতে ব্যক্তি ও মানুষ সম্প্রদায়কে উন্নত করে। অন্যান্য যে সমস্ত উদ্দেশ্যের কথা বলা হয় যেমন শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন, পবিত্র ঐতিহ্যের পুনর্বাসন এ সবই গৌণ; কারণ ধার্মিক ব্যক্তিকে ধর্মই সকল ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। অধার্মিক তার নিজের পাপাচরণেই ধ্বংস হয়। সুতরাং একটি কাজের মধ্যে সব কিছু আছে।

অন্যেরা যাই মন্তব্য করুক আমি এ কাজ সম্পূর্ণ করব। মন্তব্য করা স্বভাবজাত প্রবণতা। আমি এর কোন গুরুত্ব দিই না, তোমাদেরও দেওয়া উচিৎ নয়। পাহাড় যত উঁচু হয় উপত্যকা তত গভীর হয়। নিন্দা বা স্তুতি আমাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না। আমার কর্মধারার অটুট ভিত্তি হচ্ছে আনন্দ। কোন সময়ে কেহই আমাকে এই আনন্দচ্যুত করতে পারবে না। পাণ্ডবগণ সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন সেই কারণে অবতার কৃষ্ণ পঞ্চ পাণ্ডবদের হৃদয়স্বরূপ ছিলেন। ধর্মরাজ ছিলেন মস্তিষ্ক, অর্জুন স্কন্দ, ভীম ছিলেন অন্ত্র এবং নকুল ও সহদেব ছিলেন দুই পা। এই একজন সম্পূর্ণ প্রাণময় দেহ কুরুক্ষেত্রে সৎ ও অসতের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে জয়যুক্ত হয়েছিলেন।

তোমার হৃদয়কে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ কর। ঈশ্বর ও তুমি একাত্ম হবে। নিজের সৃষ্টি ও প্রকাশকে তোমরা অতিরঞ্জিত করবে না। এ হচ্ছে আমার মহিমার একটি অনুমাত্র। আমি বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারি তাকে পূর্ণ করতে পারি। প্রকৃত আরাধনার যোগ্য অনেক বিষয় আছে যেমন বিশ্বজনীন প্রেম, ধর্মশিক্ষা, বেদের পুণঃপ্রতিষ্ঠা, সৎ অনুশীলন এবং সাধকদের কৃপাদান।

চালাকি ও কূটতর্কের কাছে আত্মসমর্পন করে বিশ্বাস হারিও না। জনৈক বাবা ছেলের হাতে একটি কমলালেবু দিয়ে নিজের হাতে একটি রাখলেন ও ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন কয়টি লেবু আছে। ছেলে লেবুগুলি আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বলতে লাগল "এক, দুই, এক আর দুয়ে যোগ করে তিন হল।" বাবা তখন বললেন, "বেশ তুমি তৃতীয় কমলালেবুটি খাও আমি এই দুটি রেখে দিচ্ছি।" ছেলেটির চাতুরী এখানেই শেষ। সরল হও, সোজা রাস্তায় চল, তোমরা লক্ষ্যে পৌঁছবে।

প্রশান্তি নিলয়ম
২৬-২-৬৮

(৩৯) উর্ধ্ব ও নিম্নের আকর্ষণ

উপরে ও নীচে দুইটি চুম্বক অবস্থিত এবং তাদের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মধ্যে শূন্যে আবহমণ্ডলে দোদুল্যমান অবস্থায় জ্যোতির্লিঙ্গ বিরাজ করছে। স্পষ্টতঃ এটি একটি লৌহনির্মিত বিগ্রহ। মানুষও লৌহলিঙ্গের মত। সে একবার মুক্তি ও পরমাত্মায় সমাধির জন্য উর্ধ্বে উন্নত হচ্ছে এবং ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ও বহিঃপ্রকৃতি থেকে বিষয় লাভের বাসনার দ্বারা নিম্নে অবনত হচ্ছে। বর্তমানে উর্ধ্বমুখী আকুতি কমে যাচ্ছে। আধ্যাত্মিক সংস্থা, মন্দির, পবিত্রস্থান, বয়োজ্যেষ্ঠ ও পবিত্র শাস্ত্রের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। বৈষয়িক ধনসম্পদের অহমিকা ও বিষয় সঞ্চয়ের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এই হচ্ছে এ যুগের বিষাদময় পরিণতি।

মানুষ মনে করে যে সে পার্থিব সুখের সন্ধান করে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছে। সে বিদ্যুৎ অবিষ্কার করে আলো পাবার জন্য ব্যবহার করছে। কিন্তু এই গৌরব কত সামান্য। সূর্যোদয় হলে উজ্জ্বলতম বৈদ্যুতিক বাল্‌ব নিষ্প্রভ দেখায়। মানুষ বৈদ্যুতিক পাখা আবিষ্কার করেছে যাতে বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক ঝড়ে সবচেয়ে শক্ত গাছও উপড়ে যায় এবং মানুষের তৈরি ইঁট ও চুন বালির বাড়ীগুলি ধ্বংস হয়; এমনকি বাড়ীর চালগুলি ঝড়ে উড়ে যায়। কিসের উপর ভিত্তি করে মানুষ তার অহংকার সৌধ গড়বে? মহাকাশে কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য একটি। পৃথিবী হচ্ছে একটি কণা, সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে। বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মানুষ যে ভূখণ্ডে বাস করে তা এই কণারই ভগ্নাংশ। তার নিজের গ্রাম হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র বিন্দুমাত্র; গ্রামের হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে সে একজন। মহাকালের চক্ষের কয়েকটি পলকের জন্য সে উদ্ধতভঙ্গীতে চলাফেরা করে ও অত্যন্ত নির্বোধের মত অহংকারী হয়ে মনে করে সেই প্রভু ও সর্বেসর্বা।

মানুষের আনন্দের প্রকৃত অধিকার এ জন্য নয়। সে অমৃতের সন্তান ও উত্তরাধিকারী। সে দেবত্বের আধার। সে বিভিন্ন পথে ঈশ্বরত্বলাভে সমর্থ। কোন যন্ত্র শক্তিহীন ও নিষ্ক্রিয় হলে কাজে লাগে না। সেইরকম দিব্যজ্যোতিবিহীন মানব শরীর নিরর্থক হয়ে পড়ে। মানুষ যেন কম্পহীন

বৃক্ষ ও দুগ্ধহীন গাভীতে পরিণত হয়। এই দিব্যজ্যোতির চেতনায় মানুষকে সমৃদ্ধ হতে হবে, সেই জ্যোতিতে নিজেকে উজ্জ্বল করে তুলতে হবে এবং সেই জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠতে হবে।

তোমরা এখন অজ্ঞানের অন্ধকারে জীবন যাপন করছ। তুমিই যে সেই দিব্যজ্যোতি—সুখ, বুদ্ধি, অনুভূতি ও জৈব বস্তুসমূহের আবরণে আবৃত এই জ্ঞানই হচ্ছে সেই আলো। তোমার প্রদীপ তোমাকেই জ্বালাতে হবে। তুমি অপরের দীপের আলোয় পথ চলতে পার না। অন্যের পকেটে টাকা থাকলে তোমার জীবন চলে না। তোমার নিজের টাকা থাকলে তুমি স্বাধীনভাবে থাকতে পার। নিজে জ্ঞান অর্জন কর। শুধু জ্ঞানই যথেষ্ট নয়; তোমাকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। কূপে জল থাকলেই হবে না। বালতি করে জল তুলতে হবে; স্নানাদি ও পিপাসা নিবারণের জন্য জল ব্যবহার করতে হবে।

মন স্বভাবতই সৎ ও পবিত্রের দিকে আকৃষ্ট হয় কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি ও বাহিরের জগৎ মনকে অসৎ ও অপবিত্রতার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। সাদা কাপড় ময়লা হয়, ময়লা ধুয়ে ফেললে তা আবার সাদা হয়। এই প্রকল্পের মূল নীতিগুলি মানুষকে জানবার জন্য প্রশান্তি বিধান মহাসভা উদ্যোগী হয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং ঈশ্বর কৃপা এই দুএরই বিশেষ প্রয়োজন। শঙ্কর বলেছেন "ঈশ্বর অনুগ্রহাৎ এব পুংসাম্ অদ্বৈত বাসনা" ঈশ্বরের অনুগ্রহে মানুষ অদ্বৈতের বাসনায় উদ্‌গ্রীব হয়। অদ্বৈত হচ্ছে বিশ্বের অখণ্ড সত্তা, সেই এক যার কোন দ্বিতীয় নেই। সেই এককে দর্শন হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞান থেকে কৈবল্য বা মুক্তি লাভ হয়।

এতকাল যে সমস্ত জিনিস পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছ তা লক্ষ্য করে বুঝতে পারবে যে সেগুলি অতি তুচ্ছ, ক্ষণিকের খ্যাতি ও সাময়িক যশের কামনা। নিজের পরিশুদ্ধি ও পূর্ণতার জন্য ঈশ্বরের নিমিত্ত আকুল হও। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ছয়টি বিষধর সাপ যে তোমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে মনকে বিষাক্ত করে তুলছে তার জন্য কাঁদো, বিলাপ কর। সাপুড়ে যেমন করে দোলক বাঁশী বাজিয়ে সাপকে শান্ত করে তোমরাও সেইভাবে কর। ভগবানের নামকীর্তন উচ্চৈস্বরে করলে অন্তরের সাপ শান্ত হবে। তারা যখন মুগ্ধ হয়ে আর নড়তে পারবে না বা ক্ষতি করতে পারবে না তখন তাদের সাপুড়েদের মত ঘাড় ধরে বিষ দাঁতগুলি উপরে ফেলবে। তারপর থেকে তারা তোমার খেলার সামগ্রী হয়ে যাবে এবং তোমার ইচ্ছামত তাদের চালনা করতে পারবে।

অন্তরের রিপু দমন হলে প্রশান্তি লাভ হয়। সম্মান বা অপমান, লাভ

বা ক্ষতি, আনন্দ বা শোক তোমাকে বিচলিত করতে পারবে না। রামের পিতা যখন রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করবার প্রস্তাব করেন তখন রাম আনন্দে অধীর হন নি। আবার রাজপদে অভিষেকের সময় রামের পিতা চৌদ্দ বৎসর বনবাসের প্রস্তাব করলে তিনি দুঃখে ভেঙে পড়েন নি। রাম হরধনু ভঙ্গ করার জন্য পরশুরাম তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। সব অবস্থাতেই রাম প্রশান্ত ছিলেন। দ্রৌপদী স্বামীদের দুঃখে অংশ নেবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। রামের বনগমনের সময় সীতা রাজধানীতে থাকতে অসম্মত হলেন। সীতা বলেছিলেন, "আমার পিতামাতা আমাকে স্ত্রীধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন, প্রতিব্রতা হওয়া হচ্ছে সেই ধর্ম। আপনি চন্দ্র, রাম-চন্দ্র আমি সেই চন্দ্রের জ্যোৎস্না। আমরা অবিচ্ছেদ্য ও অভিন্ন।" রামের ভাই লক্ষ্মণ স্বেচ্ছায় রামের সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন। লক্ষ্মণের পত্নী উর্মিলা বললেন, "আমি রাজধানীতেই থাকব, অন্যথায় আপনি আমার জন্য প্রভু রামকে অনন্যচিত্তে সেবা করতে পারবেন না।" এইভাবে উর্মিলা তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। রাম অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে মাতা কৌশল্যা উল্লসিত হয়েছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন যে অভিষেকের পূর্বে রাম আশীর্বাদ গ্রহণ করতে এসেছিলেন। রাম যখন বনে সুখময় জীবন যাপনের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন তিনি তখন খুবই মর্মাহত হলেন। রাম কাতরভাবে প্রার্থনা জানালেন "আমাকে কথা দিন আমার চৌদ্দ বৎসর বনবাসের সময় আপনি আনন্দে পূর্ণ থাকবেন।"

কৌশল্যা বললেন, "আমি তোমার সঙ্গে যাব; নামেই কেবল আমি রাণী। আমার জীবন হচ্ছে অশ্রুর ধারা। বিশ্বামিত্র তোমাকে নিয়ে গেলেন বনের রাক্ষসদের দমন করবার জন্য, সে সময় আমি উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। পরশুরাম তোমার সামনে আবির্ভূত হয়ে তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করলে আমি শোকে অভিভূত হয়েছিলাম। তোমাকে ছেড়ে আমি কখনই সুখী হব না।" রাম তাঁকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে শোকার্ত পিতা দশরথের কাছে থাকাই তাঁর পক্ষে শ্রেয়; তিনি হচ্ছেন স্বামী বা প্রভু। "যে ধর্মে তোমার শ্রদ্ধা ও যে ধর্মের তুমি প্রতিনিধি সেই ধর্মই তোমায় চিরকাল রক্ষা করবে।" এই বলে কৌশল্যা আশীর্বাদ করলেন।

ধর্ম হচ্ছে মর্যাদা। ধর্ম সীমানা,—বুদ্ধির সহায়তায়, আবেগ, কামনা ও প্রবৃত্তিসমূহের সীমানা চিহ্নিত হয়। প্রশান্তি বিদ্বান মহাসভার পণ্ডিত সদস্যদের একটি দায়িত্ব আমি দিয়েছি। তা হচ্ছে বুদ্ধি ও ধর্মের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাত্যহিক জীবনে তার প্রয়োগ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা। মানবের অর্থ হচ্ছে যে মান অর্থাৎ সীমা রক্ষা করতে পারে। সে অসংযত হবে না, উন্মার্গগামী হবে না। সে স্বেচ্ছায় সংযম, শৃঙ্খলা ও নিয়মের অনুবর্তী হবে।

ভেঙ্কটগিরি—২৮,৩,৬৮

(৪০) সাধনা ও বিচার

ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে, ঈশ্বর সেবায় নিযুক্ত হয়ে এবং ঈশ্বরের মহিমা ধ্যান করে জীবন যাপনের জন্য মানুষের ব্যাকুলতা আছে। এই পরিবেশ মানুষের প্রাণবায়ু; তার অভাবে মানুষ অন্যতম পশুতে পরিণত হয়। আজন্ম তার কর্মসমূহকে নৈতিক শুচিতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে চালিত করতে হবে। কেবল এতেই চিরন্তন সুখ লাভ হয়।

আধ্যাত্মিক সাফল্য অর্জনের সোজা উপায় হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম। ফলের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে কর্তব্যরূপে. যোগরূপে ও আরাধনারূপে কর্মে নিযুক্ত হওয়া হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম। কর্ম ও তার ফল দুইটি পৃথক সত্তা নয়, কর্মই হচ্ছে ফল. কর্মের শেষ পরিণতি এবং উপসংহার। ফুল থেকে ফল এবং ফল হচ্ছে ফুলই। একটি প্রারম্ভ আর একটি শেষ। ফুল যেমন ফলে পরিণত হয় তেমন কারণ কার্যে পরিণত হয়। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কাজ করা; সৎভাবে, ঈশ্বরকে সমীহ করে, নৈতিক সীমানার মধ্যে প্রেমের সঙ্গে কাজ করা। কাজ চালিয়ে যেতে হবে তাহলেই স্বাভাবিকভাবে ফুল থেকে যেমন ফল হয় তেমনি কাজের ফল আপনা থেকেই আসবে। ফলের জন্য উদ্বিগ্ন না হয়ে উৎসাহ ও বিশ্বাস নিয়ে কাজ কর তাহলেই সাফল্য সুনিশ্চিত। অর্জুন এইভাবে কর্মযোগী হয়েছিলেন। গীতার শিক্ষা লাভ করার পর তিনি আর মনোবল হারান নি। তিনি অন্যান্যদের মনোবল ফিরিয়ে এনেছিলেন। যজ্ঞে আত্মনিবেদনের মানসিকতা নিয়ে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। অর্জুনের মহান প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণের শল্য নামে এক সারথী ছিল। অর্জুনের সারথী যখন অর্জুনকে সর্বোচ্চ জ্ঞান ও গভীরতম শান্তি দান করছিলেন শল্য সেই সময়ে কর্ণকে বিষাদ ও সংশয়ের কথা শোনাচ্ছিলেন। শল্য শব্দের অর্থ শলাকা বা তীর, কর্ণের সারথী তাঁর পক্ষে কন্টকস্বরূপ হয়েছিলেন এবং কর্ণের মারণাস্ত্র হয়ে উঠেছিলেন। ঈশ্বরকে সারথীরূপে লাভ কর, তোমার চালক ও উপদেষ্টারূপে কোন শল্যকে মনোনীত করবে না।

বিচার করতে শেখ, কোনটি সৎ ও হিতকর এবং কোনটি ক্ষতিকর তা চিনতে হবে তারপর যত বাধাই আসুক সৎ পথ অবলম্বন করবে। দশরথকে দেখ। দশটি রথ আছে এমন ব্যক্তির প্রতীক তিনি। এই দশটি রথ হচ্ছে

দশ ইন্দ্রিয় যার মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। তিনি মায়ার মোহিনী স্বর শুনে নিজের বিনাশ সাধন করেছিলেন। ছোট রাণী কৈকেয়ী তাঁকে শোক ও দুঃখের পথে প্রলুব্ধ করেছিল। নিবৃত্তি থেকে প্রবৃত্তির উদ্ভব হবে, অনাসক্তির জ্ঞান থেকে কর্মোদ্যোগ শুরু করতে হবে। এই হচ্ছে সুখী জীবন যাপনের গোপন তত্ব।

ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম ও রাজ এই চারিটি যোগের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এ রকম তর্ক বিতর্ক নিছক প্রাণশক্তির অপব্যয় মাত্র। চারিটি যোগেরই প্রয়োজনীয়তা আছে এবং জয়লাভের জন্য চারটি যোগই সহায়ক হয়। কর্মযোগ হচ্ছে মাটির প্রদীপ; ভক্তিযোগ হচ্ছে প্রদীপের তেল, রাজযোগ দীপের সল্‌তে এবং জ্ঞানযোগ আলোক। সৎ কর্ম নিষ্ঠা ও ভক্তির সঞ্চার করে, সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন এবং সকল ঘটনায় ঈশ্বরের হাত উপলব্ধি করাই শ্রেষ্ঠ আরাধনা। আরাধনা, প্রাণায়াম ও একাগ্রতা সবকিছুই সুসমঞ্জস হয়ে উঠবে এবং সাধনার পরিণামে পরম সত্য ভাস্বর হয়ে উঠবে।

অহমিকা হচ্ছে প্রবলতম শত্রু। এই রিপুকে পরাস্ত ও ধ্বংস করতে হবে। রাম যখন বনে মুনিদের এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে যাচ্ছিলেন তখন দর্শনার্থী মুনিগণ তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য বিস্তারিত আয়োজন করতেন। তাঁর অবগতির জন্য অভিযোগের তালিকা প্রস্তুত করতেন। তাঁরা আশা করতেন আড়ম্বর ও প্রশস্তির প্রতিযোগিতা করে এবং মহত্তর তপস্যা প্রদর্শন করে রামের করুণা লাভ করবেন। ঋষি মাতঙ্গের পরিচারিকা শবরী ছিলেন বৃদ্ধা। মুমূর্ষ মাতঙ্গ শবরীকে বলেছিলেন যে রাম সেই পথ দিয়ে যাবেন। সে আন্তরিক ও আকুলভাবে প্রার্থনা করেছিল যেন প্রভু রামের পাদপদ্ম অশ্রুধারায় ধুইয়ে দেওয়া পর্যন্ত সে যেন জীবন ধারন করতে পারে। ঋষিগণ তার ঔদ্ধত্যকে তাচ্ছিল্য করেছিলেন, তার মূর্খ আশাকে উপহাস করেছিলেন। রাম পথে অহঙ্কারী ঋষিদের আশ্রম পরিদর্শন করলেন। তাকে সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে স্বরচিত স্তব পাঠ করা হল; রাক্ষসদের অত্যাচারের তালিকা দিয়ে আবেদন পত্র রামকে দেওয়া হল। তাঁরা অভিযোগ করলেন যে তাঁদের জল পাবার একমাত্র উৎস নদী এবং সেই নদীর জল দূষিত হয়ে অপেয় হয়ে উঠেছে। উত্তরে রাম বললেন যে যখনই তাঁরা শবরীকে বিদ্রুপ না করে তার সরল ও আন্তরিক ঈশ্বর আকুতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে তখনই নদীর জল বিশুদ্ধ ও সুপেয় হয়ে উঠবে। শবরীর বিশ্বাস ছিল দৃঢ় ও অবিচল। এই বিশ্বাসের জন্যই রামকে তার সামান্য কুটীরে আসতে হয়েছিল। তপশ্চর্যা, পাণ্ডিত্য, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, অভিজ্ঞতা ও ঐশ্বর্য্য এ সবই আন্তরিক বিশ্বাস অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক। ভগবান এই বিশ্বাসকেই গ্রহণ করেন।

ইন্দ্রিয় সুখ, পার্থিব বিষয় আহরণ ও বিষয় সঞ্চয়ের লোভ দমন কর। তোমার বাসনা সীমিত কর। রঘুর রাজত্বকালে জনৈক ছাত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত হবার পরে গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল কি দক্ষিণা তিনি তার নিকট গ্রহণ করবেন। কোন কর্মের প্রতিদানে কৃতজ্ঞচিত্তে দান করার অর্থ দক্ষিণা। গুরু বললেন কৃতজ্ঞতা ছাড়া তাঁর অন্য কোন দক্ষিণায় প্রয়োজন নেই। সে যদি তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করে ও গুরুর সম্মান বজায় রাখতে পারে তাহলেই যথেষ্ট। শিষ্য কিন্তু পীড়াপিড়ী করতে লাগল যাতে গুরু তাঁর প্রয়োজন মত কিছু অর্থ বা অন্য কোন সামগ্রী তার কাছ হতে গ্রহণ করেন। গুরু তাকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে যে পরিমান অর্থের কথা বললেন তা বস্তুত অসম্ভব। "তুমি আমার কাছে ষোলটি বিদ্যা শিক্ষা করেছ, তা হলে ষোল লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এনে দাও।" এই কথা শুনে শিষ্য সেই অর্থ সংগ্রহের জন্য বেড়িয়ে পড়ল। সে সম্রাট রঘুর নিকটে গেল। রঘু তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি তার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। সে তখন ষোল লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার আবেদন পেশ করল। এই বিপুল পরিমান অর্থের কথা শুনে তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি সম্রাট হলেও অনাড়ম্বর ও বিলাসহীন জীবন যাপন করতেন এবং তাঁর কোষাগারে এত অর্থ ছিল না। তথাপি তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার জন্য কুবেরের রাজ্য আক্রমন করে প্রচুর স্বর্ণ লুণ্ঠন করে নিয়ে এলেন। রাজা রঘু বললেন, "এ সবই তুমি নিয়ে যাও, গুরু যা চেয়েছেন তা দিয়ে বাকি যা থাকবে নিজের জন্য রেখে দিও। শিষ্য কিন্তু তার গুরুর দক্ষিণার চেয়ে একটি মুদ্রাও বেশী নিতে অসম্মত হল। রঘু আবার বললেন, "এ সবই আমি তোমার জন্য এনেছি, তুমি নিয়ে যাও।" সেই যুবক কিন্তু লোভ সংবরণ করে তার প্রতিজ্ঞায় অটল ছিল। এই হচ্ছে প্রকৃত বীরত্ব।" "অসন্তুষ্ট দ্বিজো নষ্টঃ" অসন্তুষ্ট মানুষ নষ্টের সামিল। ভগবানের উপর নির্ভর কর এবং ভাগ্যকে স্বীকার করে নাও। ভগবান তোমার অন্তরে আছেন, তিনি তোমার সঙ্গেই আছেন। ভগবান ভালভাবেই জানেন কখন দিতে হবে ও কি দিতে হবে। ভগবান যে প্রেমময়।

প্রেম হচ্ছে আমার একমাত্র বৈশিষ্ট্য। প্রেম হচ্ছে আমার বিশেষ দান। প্রেমের মাধ্যমেই আমি করুণা বিতরণ করে থাকি। এই হচ্ছে আমার সমস্ত কাজের মূল ভিত্তি। ঈশ্বর প্রত্যেক জীবের মধ্যে অবস্থিত একথা সত্য। তিনি প্রেমস্বরূপে বর্তমান। প্রেমহীন জগৎ দুঃখের উত্তপ্ত কটাহ। মাছের কাছে জল যেমন প্রয়োজন জীবনে প্রেমের প্রয়োজন সেই রকম। রত্নখচিত স্বর্ণপাত্রে মাছ রেখে দিলেও সে যন্ত্রণাকাতর হয়ে জলে লাফিয়ে পড়বে। শৈশবে লক্ষ্মণ একদিন রাত্রে খুব চেঁচিয়ে কাঁদছিল ও তার কান্না থামছিল না। তার মা সুমিত্রার ভয় হল হয়তো কোন অশুভ আত্মা তাকে ভর করেছে। সুমিত্রা ঋষি বশিষ্ঠের নিকট গেলেন ও শিশুকে অশুভ আত্মার প্রভাবমুক্ত করবার

জন্য তার কপালে একটু বিভূতি দিতে অনুনয় করলেন। বশিষ্ঠ জানতেন কেন লক্ষ্মণ এত করুণভাবে কাঁদছে। তিনি বললেন, "শিশুকে রামের পাশে শুইয়ে দাও তাহলে কান্না থেমে যাবে।" শৈশবে সে একমুহূর্তও রামের সঙ্গে বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারত না। প্রত্যেকের পক্ষে এই আশ্রয় সর্বশ্রেষ্ঠ। এই হচ্ছে স্বভাব। এই কারণে বিশ্বামিত্র যখন রামকে নিজের আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলেন লক্ষ্মণ সঙ্গী হয়েছিলেন।

এই পথে সাধনার স্থান চারভাগের একভাগ মাত্র বাকী তিনভাগ হচ্ছে বিচারের স্থান। ডায়বিটিস রোগে আক্রান্ত হলে ইন্সুলিন ইন্জেকসন হচ্ছে চিকিৎসার চার ভাগের একভাগ, বাকী তিন ভাগ হচ্ছে পথ্য নিয়ন্ত্রন, শারীরিক ব্যায়াম ও অন্যান্য নিয়ম পালন। সেইরকম আমি যে নামস্মরণের নির্দেশ দিয়ে থাকি সেই সঙ্গে আরও দুইটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। নামস্মরণের সঙ্গে মনকে নামের উপর অবিচল রাখতে হবে এবং ভাবশুদ্ধি বা অনুভূতির পবিত্রতা ও অর্থবিচারণা বা নামের মহিমা উপলব্ধি অর্জন করতে হবে। এই সমন্বয়ে সাফল্য সুনিশ্চিত হবে।

ভেঙ্কটগিরি—
২৭-৩-৬৮

(৪১) মহিষের শিং ও হাতীর দাঁত

শুড়ুর অঞ্চলে অভ্র পাওয়া যায়। অভ্র মাটি খুঁড়ে ও পাথর থেকে পৃথক করে পাওয়া খুব পরিশ্রমের ব্যাপার। অনেক পরিশ্রম করে পাওয়া যায় বলে এই পাওয়ার এত আনন্দ। মাটির উপরে সহজে পাওয়া গেলে এত আনন্দ হত না। প্রয়াসের মাধ্যমে আনন্দ লাভ হয়। বহুকাল দুঃখ, অপমান ও অপবাদের বোঝা বহন করে মানুষ স্বরূপ দর্শন করে ও পরম আনন্দ লাভ করে। ঋষিগণ সীতার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হলে রাজা জনকের অভ্যর্থনার উত্তরে তাঁদের নেতা সৌনক উত্তরে বললেন, "দশরথের পুত্ররূপে স্বয়ং ঈশ্বর এখানে এসেছেন, তাঁকে দর্শনের উদ্দেশ্যে আমরা এসেছি ; আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য বহুকাল প্রার্থনা করেছিলাম এবং তিনি মানবদেহে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমরা তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। এই স্বয়ম্বর সভায় বধূ বর মনোনয়ন করবে আমরা যা ইতিমধ্যেই করেছি।" যারা ঈশ্বরকে একমাত্র প্রভু ও নিয়ন্তারূপে বিশ্বাস করে কেবল তারাই এই অফুরন্ত আনন্দ লাভ করে।

ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটা গোলাকার পথে দ্রুত আবর্ত্তিত হয়। একবার সম্পূর্ণ ঘুরে এলে মিনিটের কাঁটা অল্প একটু সরে যায়। এর গতি ভালভাবে দেখা যায় না। মিনিটের কাঁটা আপন মন্থর গতিতে সম্পূর্ণ একবার ঘুরে এলে দেখা যায় ঘণ্টার কাঁটা পরের সংখ্যার উপর সরে গেছে। সেকেণ্ডের কাঁটা কর্মের প্রতীক। স্থূল দেহ কর্মের মাধ্যমে বহুবিধ সৎকাজে নিয়জিত হয়। এতে সূক্ষ্ম দেহ বা অন্তর চেতনা সামান্য উন্নত হয় এবং আরও অগ্রসর হয়। চিৎ বা অন্তরের ক্রমবর্ধমান শুদ্ধির ফলে কর্ম শরীর স্বরূপ উপলব্ধির পথে চালিত হয়। সেকেণ্ডের কাঁটা ঘুরলেই যথেষ্ট ; অন্য সবকিছুই স্বাভাবিক নিয়মে চলবে। ত্যাগ হচ্ছে চাবি, এই চাবি সেকেণ্ডের কাঁটাকে গতি দান করে। ত্যাগরাজ হও, ভোগরাজ হবে না। ভোগসুখের সম্রাট হবে না, ত্যাগের অধীশ্বর হও।

এখানে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন পণ্ডিত বলেছেন যে অনুষ্ঠানসমূহের দ্বারা রুদ্রের ভীষণ প্রকৃতি শান্ত হয় ও রুদ্র শিবে পরিণত হন। তাঁর রূপ হয় মঙ্গলময় ও করুণাময়। ঈশ্বর গুণাতীত।

তাঁর আগ্রহ বা রাগ নেই। তিনি প্রেমস্বরূপ। তিনি সকল গুণের মধ্যে আছেন কিন্তু গুণ তাঁর মধ্যে নেই। মাটির পাত্রে মাটি রয়েছে কিন্তু মাটিতে পাত্র নেই। ঈশ্বরকে ভয় করা উচিৎ নয়। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এমন হওয়া চাই যাতে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কোন কাজই করতে না পার। অন্যায় আচরণ, অপরের প্রতি ঘৃণা অথবা ঈশ্বর করুণা বঞ্চিত হওয়ার জন্য ভয় করবে। যতক্ষণ 'অহম্ দেহাস্মি' আমি দেহ তখনই যজ্ঞের সার্থকতা। যখন নিজেকে ব্রহ্ম বলে জানবে তখন আর যজ্ঞের মূল্য থাকে না। অথবা যখন কামনা শূন্য হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পবিত্র ত্যাগধর্ম পালনের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে থাক তখনই যজ্ঞ সার্থক হয়।

কোন একব্যক্তি একবার রামকৃষ্ণ পরমহংসকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি দেহকে উপোসী রেখে এত কষ্ট দেন কেন? বৈষয়িক সুখ এভাবে ত্যাগ করা পাগলামির লক্ষণ নয় কি? উত্তরে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "যারা আমার দোষ খুঁজে বেড়ায় তারা নিজেদের দোষ দেখতে পায় না। হাড় মাংসের এই শরীর একটি নোংরা আবর্জনার বস্তা। এটিকে ঠিক রাখবার জন্য এত কষ্ট ভোগ কি পাগলামি নয়?" এই দেহের একমাত্র সার্থকতা হচ্ছে যে এরই গভীরে নিহিত চিরন্তন আনন্দের উৎস আছে তা আবিষ্কার। রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে খালি মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতেন কারণ দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে আনন্দের উৎসের অনুভূতি পাচ্ছেন না। সেই সাধনা তাঁকে অবিনশ্বর করেছে। নির্বোধ প্রশ্নকারী ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে। "শান্তকারম্ ভুজগশয়নম্" এইরূপে ঈশ্বরের বর্ণনা করা হয়। ভুজগ হচ্ছে বিষধর কালসাপ ও এর বিষ হচ্ছে বিষয় বা পার্থিব বাসনার প্রতীক। ঈশ্বর এই ভুজগের উপর শায়িত আছেন। বিষ হচ্ছে বিষয়ের দুষ্ট প্রভাব। তাহলেও ঈশ্বরকে 'শান্তকারম্' বলে বর্ণনা করা হয়েছে; তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়, তিনি পরম প্রশান্তিতে বিরাজ করছেন। ঈশ্বর বিশ্বে ওতঃপ্রোতভাবে আছেন অথচ তিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। মানুষ অবশ্যই এই বিশ্বে অবস্থান করবে কিন্তু বিশ্বের প্রতি আসক্ত হবে না।

হাত দিয়ে পাখা ধরে থাকলে কিছু সুরাহা হবে না, পাখা খুব জোরে চারিদিকে ঘোরালে তবে মুখে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগবে। পাখার মধ্যে বাতাস নেই, বাতাস চারপাশে বায়ু রূপে রয়েছে। সাধনার দ্বারা তাকে নিজের দিকে চালিত কর। সেইভাবে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের করুণা আকর্ষণ কর এবং সাধনার দ্বারা নিজেকে সুখী কর। এই উপদেশই তোমাদের প্রয়োজন বলে আমি দিয়ে থাকি।

তোমরা তিনদিন ধরে এই পণ্ডিতদের কথা শুনেছ। তোমরা এই শহরে একটি সত্য সাই সেবা সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছ। তোমাদের এই সমিতিকে

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা সংঘ থেকে স্বতন্ত্রভাবে গড়ে তুলতে হবে। প্রেমের ভিত্তিতে এই সমিতি গড়ে তুলবে। 'বাসুদেব সর্বম্ ইদম্' এ সবই বাসুদেব, তিনি ঈশ্বর, তিনি সকলের মধ্যে, সকলেই ঈশ্বর এই শ্রদ্ধা বিশ্বাস নিয়ে সমিতি চালিত করবে। এই প্রত্যয় ও অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করবে। হিংসা, অহমিকা, ঈর্ষা, লোভ বা ঘৃণা যেন তোমাদের সমিতিকে কলঙ্কিত না করে। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস তোমাদের মানুষের উপর আস্থাবান করে তুলবে। মানুষ হচ্ছে চলমান মন্দির। এতে 'আমি' বা 'আমার' এই অনুভূতি দূর হবে, কারণ সকলেই তিনি ও সবকিছুই তাঁর।

একেবারে সুরু থেকে সাবধান থাকবে যাতে তোমার উপ্তবীজ ভাল ও দোষমুক্ত হয়। স্বার্থসিদ্ধি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রেষারেষি বা আড়ম্বরপ্রিয়তা প্রভৃতি মনোভাব নিয়ে কোন কাজ আরম্ভ করবে না। তোমাদের ভুল ত্রুটিতে যে বিফলতা আসে তার জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করবে না। কাজের সময় এবং তার পূর্বে ও পরে প্রার্থনা করবে যাতে অহমিকার বশে তোমাদের প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে না যায়। হস্তীর দন্ত আছে, মহিষের শিং আছে। কিন্তু কত তফাৎ। হস্তী দন্ত অনেক বেশী মূল্যবান। অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসী মানুষ উভয়েই মানুষ কিন্তু তারা কত তফাৎ। মানুষ বিশ্বাসের দ্বারা অনেক বেশী দক্ষ, সাহসী ও জ্ঞানী হয়ে ওঠে।

এইমাত্র ভেঙ্কটগিরির রাজা তোমাদের বলেছেন যে ঈশ্বর নামের শক্তি অপরিমেয়। হাতদুটি যে কাজই করুক তোমার মন ঈশ্বরের নাম স্মরণ করবে। তুমি দেখতে পাবে ঈশ্বর চিন্তা তোমার কাজকে মধুর ও হালকা করে দেবে। নাম স্মরণের তেজে যে বরফের ধ্বস ও হিমাবহ সৃষ্ট হয় তাতে তোমার সঞ্চিত কর্মফলের তুষার শৃঙ্গের উচ্চতা কমে যাবে। সূর্যকিরণে পর্বত শিখরে তুষার গলে যায় কিন্তু রাত্রে তুষারপাতের ফলে সেই শিখর আবার উঁচু হয়ে ওঠে। সেই রকম নাম স্মরণে বরফ গলে যায় কিন্তু পুণ্য পাপের গতি রুদ্ধ করে পাপকে জয় করতে না পারলে পাপ ও অজ্ঞানের অন্ধকারে আবার তুষার পাত হয়। অনুতাপ ও প্রার্থনায় তুষারপাত বন্ধ হয়। নাম স্মরণের মাধ্যমে ঈশ্বরমহিমার সূর্য বরফের পাহাড় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।

ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগী লাড্ডু পছন্দ করে না। যদিও সুস্থ ব্যক্তির জিবে লাড্ডুর স্বাদ মিষ্ট, ম্যালেরিয়া রোগীর জিবে লাড্ডু তিক্ত লাগে। বৈষয়িক উচ্চাকাঙ্খা, সুখের লালসা, বিষয় আহরণের নেশায় মানুষের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ক্ষীন হয়ে যায়। সে সৎ ও ঈশ্বরের মাধুর্য আস্বাদন করতে পারে না। সেবা সমিতির সদস্যগণ নিজেদের নিরাময় করে তুলবে এবং আরোগ্য লাভের জন্য অপরকে উৎসাহিত করবে। অপরের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখাবার আগে নিজেকে

পরীক্ষা করে নিশ্চিত হও যন তোমার কোন ত্রুটি বিচ্যুতি না থাকে। একমাত্র এইভাবে সেই অধিকার লাভ করা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, নিজের মধ্যে দোষ থাকলেও তোমরা অন্যের দোষ বেশী দেখতে পাও। তোমরা দোষ মুক্ত হলে সবই শুদ্ধ ও সৎ হয়ে উঠবে! যা কিছু স্পর্শ করবে সবই সোনা হয়ে উঠবে। এই হচ্ছে প্রেমের দিব্য রসায়ন, দিব্য প্রেম, সর্বজনীন প্রেম ও নিঃস্বার্থ প্রেম।

ভেঙ্কটগিরি—
২৮, °,৬৮

(৪২) হারানো চাবি

আধ্যাত্মিক আলোচনার এই আনন্দের ভোজসভায় তোমরা হাজার হাজার মানুষ সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছ। আসন্ন নববর্ষ বরণের এই হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট পথ। জঙ্গলের ধারে ঝোপের আড়ালে বাঘ ওৎ পেতে থাকে, শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও নিজের গুহায় টেনে নিয়ে যায়। মৃত্যু সেইরূপ মানুষের জন্য ওৎ পেতে আছে। মৃত্যু নিঃশব্দে মানুষকে অনুসরণ করছে ও যথাসময়ে তাকে গ্রাস করে। তার জীবনসূত্র ছিঁড়ে দেয়। ফুল শুকিয়ে যায়, ফল পচে যায় ও গাছ শুকিয়ে যায়। জীবন হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী সময়। জন্মমূহূর্ত থেকেই কবরের উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রা সুরু হয়।

ঈশ্বরকে তোমার দীপরূপে গ্রহণ করলে জীবনপথ নিরাপদে অতিক্রম করতে পারবে। ঈশ্বরের নাম সর্বক্ষণ উচ্চারণ কর, তিনি নামের মধ্যেই বিরাজ করেন। নাম স্মরণের সাধনার জন্য আজ সঙ্কল্প গ্রহণ কর। নাম স্মরণ হচ্ছে রামনাম স্মরণ—তিনি হচ্ছেন আনন্দ স্বরূপ, তিনি আনন্দ বিতরণ করেন। "রমতি রময়তে ইতি রাম"। আধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠ কর, এই রামায়ণে মহাকাব্যের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সমগ্র মহাকাব্যটি দুজন নারী ও দুইটি কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্থরা ক্রোধের প্রতিনিধি ও শূর্পনখা কামের প্রতিনিধি। মন্থরা রামকে বনবাসে পাঠাবার মতলব করেছিল। শূর্পনখা সীতাহরণ ও তার ফলে রাক্ষসদের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। রামায়ণের কাহিনীতে এই দুই নারী চরিত্র নিতান্ত গৌণ কিন্তু তাদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারা নিজ নিজ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে যন্ত্রণা ও শোকের দীর্ঘ অধ্যায় সূচনা করেছিল। ক্রোধ ও কাম আনবিক বোমার চেয়ে মারাত্মক। রাম হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হলে এগুলি দূর হয়।

রোগহর ঔষধের মত এই মহাকাব্যগুলির সমাদর করবে। এগুলি গভীর মানসিক অসুস্থতা নিরাময় করে। মানসিক ভীতি, আভ্যন্তরীন ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা ও চিত্তের মালিন্য দূর করবার জন্য মন্ত্রগুলি ঔষধের মত গ্রহণ কর। এগুলি দৃষ্টিকে প্রসারিত করে ও তোমাকে বলবান, সংযত ও ঈশ্বরাভিমুখী করে তুলবে।

ঈশ্বর করুণা হচ্ছে বৃষ্টি ধারা ও সূর্য কিরণের মত। ঈশ্বরের করুণা লাভের জন্য তোমাকে কিছু সাধনা করতে হবে। বৃষ্টি আহরণের জন্য পাত্র উর্দ্ধমুখী করার সাধনা করতে হয়; হৃদয় উন্মুক্ত রাখার সাধনা করতে হয় সূর্যকিরণে হৃদয়কে আলোকিত করবার জন্য। বেতার সঙ্গীতের মত ঈশ্বর করুণা চারিপাশেই রয়েছে, সেই সঙ্গীত শ্রবনের আনন্দ লাভের জন্য বেতার গ্রাহক যন্ত্রকে সঠিক বেতার তরঙ্গে চালু করতে হয়। ঈশ্বরের করুণা লাভের জন্য প্রার্থনা করবে কিন্তু এইটুকু সাধনা তোমাকে করতে হবে। ঈশ্বরের করুণা সবকিছু ঠিক করে দেবে। এর মুখ্য ফল হচ্ছে আত্মসাক্ষাৎকার বা আত্মোপলব্ধি এবং আনুষঙ্গিক সুফলও আছে যেমন সুখ ও সন্তোষে পূর্ণ এই পার্থিব জীবন, শান্ত ও সাহসী মন, গভীর প্রশান্তি। রত্ন লাভ ব্যক্তিগত আনন্দের কারণ হয় কিন্তু কোন ব্যক্তি কপর্দকশূণ্য হলে সেই রত্ন বিক্রি করে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে পারে। এইটি হচ্ছে আনুষঙ্গিক সুবিধা। কলাগাছের প্রধান দান হচ্ছে এক কাঁধি কলা কিন্তু কলাপাতা, থোর ও মোচাও নানা কাজে লাগে। এই হচ্ছে দিব্য করুণার প্রকৃতি; এতে বহুবিধ অভাব পূরণ হয়।

ঈশ্বরের উপর আস্থা না থাকলে ঈশ্বর করুণার সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারবে না। রাম ও কৃষ্ণকে বর্জন করে প্রয়োজনের সময় তাঁদের সহায়রূপে পাবে না। সাই বাবার শরণাপন্ন না হলে তাঁর করুণা লাভ করতে পারবে না। সংশয় ও সন্দেহ নিয়ে যদি সুরু কর, সমালোচনা ও ত্রুটি সন্ধানে সচেষ্ট হও তবে তার ফলে গভীর অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির মধ্যে পড়বে। অপবিত্র চিন্তায় মন ধোঁয়ার মালিন্যে আচ্ছন্ন হয়। তাহলে দৃষ্টি কি করে স্বচ্ছ হবে? একজন রাখাল বালক মাটি থেকে একটি বড় হীরে কুড়িয়ে পেয়েছিল, সে কাচের টুকরো ভেবে ভেড়ার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। এ জিনিস ভেড়ার গলায় সাজে না। মানুষ নিজের মূল্য ও দেবত্ব অস্বিকার করে একটুকরো কাচে নিজেকে পরিণত করছে ও ভেড়ার গলায় ঝুলছে। সে এমন এক স্থানে অবস্থান করছে যা তার সাজে না।

এই দেশও জীবনের মূল্যহানিতে অংশ গ্রহণ করছে। বিশ্বমানবের উপদেষ্টা ও চিরন্তন আনন্দ লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব জাতিসমূহের শিক্ষাগুরুরূপে ভারত দীর্ঘকাল বিবেচিত হয়েছে। বর্তমানে সেই ভারত তার সার্থক ভূমিকার কথা ভুলে গিয়ে অবনত মস্তকে ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে এই সব জাতির দরজায় ধরনা দিচ্ছে। "মাতাকে ঈশ্বররূপে অর্চনা কর" এই বৈদিক অনুশাসন প্রতি গৃহে উপেক্ষিত হচ্ছে; তার ফলে দেশজননী সন্তানদের প্রাচুর্য ও শান্তি দান করে আশীর্বাদ করছেন না। "পিতামাতা ও শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও"

এই হচ্ছে সনাতন ধর্মের অনুশাসন। ভাইদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ করবে। যারা ভাইদের ঘৃণা করে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এই হচ্ছে প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারতের শিক্ষা। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি মহাভারতকে পঞ্চম বেদরূপে শ্রদ্ধা করে।

একবার কোন এক গুরুকে শিষ্যরা ফল নিবেদন করলে গুরু ফলগুলি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "যার যেটি পছন্দ সেটি নাও"। জনৈক শিষ্য ফল না নিয়ে এক কোনে শান্ত হয়ে বসে রইল। গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি সবচেয়ে কি ভালবাস?" "উত্তরে সে বলল, "নিজেকে"। এই হচ্ছে সঠিক মনোভাব। যদি তুমি নিজেকে সবচেয়ে বেশী ভালবাস তবে তার সদ্ব্যবহার কর; নিজেকে সুস্পষ্ট ও যথার্থরূপে জান, নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও; নিজেকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা কর, নিজের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরম সদ্ব্যবহার কর ও চিরন্তন শান্তির ও আনন্দের পথে নিজেকে চালিত কর। শিব হীন তোমার দেহের—তোমার শবদেহের উপর ভরসা না করে তোমার অন্তরে অধিষ্ঠিত শিবের উপর নির্ভর কর। প্রতি নিশ্বাসে ঈশ্বর মহিমায় অন্তর পরিপূর্ণ কর—ঈশ্বরের মহিমা ক্ষুন্ন হয় এমন সবকিছু প্রশ্বাস বায়ুর সঙ্গে দূর করে দাও। তোমার চিন্তা, বাক্য ও কর্ম দিব্যভাবে সম্পৃক্ত কর। তাহলে তুমি মৃত্যুকে জয় করে অমরত্ব লাভ করবে। শিব নাম উচ্চারণ করে নিজেকে রক্ষা কর। প্রকৃতপক্ষে তুমি সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিমূর্তি। যে চাবিতে কল খুলে অমৃতধারা পাবে তা হারিয়ে ফেলেছ। সেই চাবি আছে অন্তরের চেতনায়। এক বৃদ্ধা নারী তার অন্ধকার কুঁড়ে ঘরে সূচ হারিয়ে সে পথের আলোর নিচে খুঁজছিল কারণ হিসাবে বলেছিল যে পথের বাতির নীচে আলো আছে। মানুষও সেই বৃদ্ধা নারীর মত বাহিরের জগতে বৈষয়িক ক্ষেত্রে চাবির সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে।

তোমাদের নাম স্মরণে নিয়োজিত করবার জন্য বক্তৃতার শেষে আমি কয়েকটি নামাবলী কীর্তন করে থাকি। একজন আই, সি, এস কর্মচারীকেও শ্লেটে এ, বি, সি, ডি লিখে তার ছেলেমেয়েদের শেখাবার জন্য উচ্চারণ করতে হয়। এ রকম করতে দেখে তোমরা নিশ্চয়ই মনে কর না যে সে নতুন করে বর্ণমালা শিখছে; নয় কি? সুতরাং আমাকে ভজন গাইতে দেখলে বিস্মিত হবে না কারণ আমি তোমাদের এই উৎকৃষ্ট সাধনায় দীক্ষিত করছি। এই নামসঙ্কীর্তনের দ্বারা নিজেকে শক্তিমান শুদ্ধ ও শিক্ষিত কর। উচ্চৈস্বরে ও সমবেত হয়ে ভজন করবে। যারা যোগদান করতে ও শুনতে চায় তাদেরও এই নামের সুধা পান করতে দাও। এই হচ্ছে আমার নববর্ষের বাণী।

নববর্ষে তোমাদের প্রতি আমার আশীর্বাদ যেন তোমরা ভক্তি ও মধুর অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা লাভ করতে পার। আজ প্লবঙ্গ বর্ষ শেষ হচ্ছে ও কীলক

বর্ষ শুরু হচ্ছে। মানুষের ইতিহাসে এ রকম প্রায় ঘটছে। কালচক্র এ যাবৎ অসংখ্যবার এ রকম ঘটনা ঘটছে। এই সুযোগটি হারিও না। কীলক শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রধান অবলম্বন, স্তম্ভ বা খুঁটি। আজ তোমাদের কাজ হচ্ছে সমস্ত আধ্যাত্মিক সাফল্য যে স্তম্ভকে অবলম্বন করে থাকে তা খুঁজে বার করা। সেটা কি আমি তোমাদের বলছি। সর্বেশ্বর বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বিশ্বমানবের মধ্যে বিরাজ করেন। সর্বেশ্বরকে ভালবাস, পূজা কর ও সেবা কর। সেই প্রেম, পূজা ও সেবার মাধ্যমে তাঁকে উপলব্ধি কর। এই হল পরম সাধনা। মানুষকে ঈশ্বররূপে সেবা কর। ক্ষুধার্তকে অন্নদান কর। অন্ন হচ্ছে অন্নপূর্ণা প্রকৃতি দেবীর দান। প্রেম ও বিনয়ের সঙ্গে দান করবে। ঈশ্বরের নামের মাধুর্য মাখিয়ে অন্নদান কর।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আবর্তিত ও বিবর্তিত হচ্ছে। সময় চলে যাচ্ছে, যুগের পর যুগ অতিক্রম করছে; মানুষের দেহের জন্ম, বৃদ্ধি ও লয় হচ্ছে কিন্তু সৎকর্ম ও সৎচিন্তার দ্বারা জীবনকে পবিত্র করবার আগ্রহ কোথায়ও দেখা যাচ্ছে না। তাদের দ্বারা অনেক মহান কৃতিত্ব অর্জন করা যায়। অনাসক্তি শিক্ষা কর তাহলে ঈশ্বর তোমার সঙ্গে যুক্ত হবেন। অতীতকে আর ফিরে পাবে না, সে দিনগুলি চলে গেছে। আগামিকাল আসছে। প্রেম, সেবা ও সাধনায় আগামীকালকে পবিত্র করবার সঙ্কল্প গ্রহণ কর।

ভেঙ্কটগিরি—
নববর্ষ দিবস (উগাদি)
২৯,৩,৬৮

(৪৩) অভেদ ও অদ্বৈত

ভারতীয় ঋষিগণ আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়ে যে মৌলিক শিক্ষাদান করেছেন তা নির্মমভাবে উপেক্ষা করার ফলে স্বার্থপরতা, লোভ ও যন্ত্রণাদায়ক প্রতিযোগিতা এই দেশের সুখ শান্তি হরণ করেছে। জীবন কৃত্রিম ও অসার হয়ে উঠেছে; জীবন ভয় ও উদ্বেগে পরিপূর্ণ। এই যুগসন্ধিক্ষণে তোমরা বোম্বাই নগরীতে ধর্মক্ষেত্র বা ন্যায়ধর্মের আবাস নির্মান করেছ। পারমানবিক বোমার যুগে তোমরা আত্মিক প্রশান্তির বেদী তৈরী করেছ। এ হচ্ছে তোমাদের বিশ্বাস ও ভক্তির নিদর্শন; এই দেশের আদর্শের প্রতি আস্থা এবং ঋষিগণের সৃষ্ট উচ্চতম সংস্কৃতির প্রতি গভীর ভক্তির লক্ষণ। সুখ অন্বেষণের বীজ মানুষের হৃদয়ে সুপ্ত থাকে। কেহ তাকে লালন করে, কেহ বা প্রস্ফুটিত না হওয়া পর্য্যন্ত যত্ন করে। অনেকে এগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তারা কাঁটা ও আগাছা উৎপাদন করে যার ফল হচ্ছে তিক্ততা ও কুৎসিৎ ঘৃণা।

বিবর্তনের খেয়ালে মানুষ প্রকৃতিসৃষ্ট কেবল একটি মাত্র প্রাণী নয়। তার বিশেষ তাৎপর্য ও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তার ভূমিকা অদ্বিতীয়। সে হচ্ছে মানবশরীরে ঈশ্বর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে বলেছেন, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ" আমারই অংশ এই জীবজগতে জীবে পরিণত হচ্ছে। তিনিই মানুষকে চালিত ও উদ্বুদ্ধ করছেন। সুতরাং মানুষ হচ্ছে এই অদ্বৈতের অংশ, সে অমৃতের পুত্র। সে মরজগতের পটভূমিকায় মরদেহের মধ্যে অবস্থান করছে। যে ঈশ্বর থেকে তার উদ্ভব সেই ঈশ্বরে লীন হওয়া তার সাধনা। স্বর্গ চিরবসন্তের উর্দ্ধলোক নয়, স্বর্গ অন্তরের চৈতন্য ও পরম প্রশান্তি।

"কোথা থেকে আসছ" এ প্রশ্ন করলে তোমরা উত্তর দাও "দিল্লী থেকে," "কোলকাতা থেকে" বা "ত্রিবান্দ্রাম থেকে"। এই স্থানগুলি থেকে তোমাদের দেহগুলি বোম্বাই এসেছে। দেহ ও দেহী এক নয়। দেহের উৎস, অবলম্বন ও ধারকরূপে দেহী দেহের মধ্যে আছেন। কোথা থেকে এসেছ? এ প্রশ্ন যুক্তির বাইরে। অনুসন্ধিৎসু হয়ে এই জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করবে। এই হচ্ছে মানুষের কর্ম। এই বিরাট অজ্ঞতা দূর করে, নিজের ব্যক্তিসত্তা অতিক্রম করে সেই এক ঐশীশক্তির সর্বব্যাপি অবস্থানের উৎস ও অবলম্বনকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলে এই ভূমিকা থেকে তোমরা মুক্তি পাবে। আর বিলম্ব

কর না। মুহূর্তগুলি চলে যাচ্ছে। তোমার প্রকৃত সত্তার উপলব্ধির অমৃত পান করবার আকুলতায় উদ্বুদ্ধ হও।

বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জন হয়। বিষয়, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে ক্ষতিকর ও কল্যাণকর, মনোরম ও অপ্রীতিকর, স্থায়ী ও সাময়িক এইরূপে ভাগ করা হয়। উচ্চতর জ্ঞান ঐক্য বিধান করে এবং বহুর মধ্যে একের চেতনা জাগ্রত করে ও মিথ্যার আবরণ ভেদ করে সত্যের প্রকাশ হয়। এই সত্য আবিষ্কারের জন্য শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে দুই প্রকারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি বাহ্যিক অপরটি আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম যে কর্ম নিষ্ঠাসহকারে অর্চনারূপে করা হয় অথবা যে কর্ম সানন্দে, কর্তব্যজ্ঞানে, লাভের ভ্রূক্ষেপ না করে ও ফলের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে করা হয় তাই নিষ্কাম কর্ম। আভ্যন্তরিন হচ্ছে ধ্যান, সেই জ্যোতির্ময়ের ধ্যান, মানুষ যার একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। কর্মকে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে তাহলে এই কর্ম সমগ্র সৃষ্টির মৌল সত্য ব্রহ্মের স্তরে তোমাকে উন্নত করবে।

অবশ্য তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছ যারা এই নীতিগুলি ব্যাখ্যা করতে পার ও উচ্চ মঞ্চ থেকে উৎসাহের সঙ্গে বলতে পার। তারা সগর্বে ঘোষণা করে যে এই দেশের ঋষিগণ শান্তি ও আনন্দের সন্ধান করেছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন। অভিজ্ঞতা ব্যতীত ব্যাখ্যা কখনও বিশ্বাস সঞ্চার করতে পারে না। অভিজ্ঞতাপ্রসূত কথার আন্তরিকতার সুর বিশ্বাস উৎপাদন করে। একমাত্র সত্যের অভিজ্ঞতায় প্রেমের সঞ্চার হয়। সত্য সর্বব্যাপী ও ঐক্য বিধায়ক; সত্যের কাছে কোন ভেদ নেই। সত্যের বিদ্যুতে প্রেমের বাতি জ্বলে। সত্যের মাধ্যমে প্রেমের অভিজ্ঞতা হয়, প্রেমের মাধ্যমে সত্য দর্শন হয়। ভগবানকে ভালবাস তাহলে সমস্ত জীবের মধ্যে ভগবানকে দেখতে পাবে। ব্যক্তি দিয়ে সুরু কর, প্রেমের পরিধি বিস্তৃত হয়ে ক্রমে সমস্ত সৃষ্টিকে আবদ্ধ করবে।

সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা কর, সকলকে ঈশ্বররূপে দেখ। একেই একাগ্রতা বলা হয়। মন স্থির হলে অপরের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করবার প্রবণতা দূর হবে এবং মলিন ও ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের জন্য আকুল হবে না। অনিত্য ও তুচ্ছ সামগ্রী সংগ্রহের জন্য চিত্ত অস্থির হবে না। দেহ যেন বৈদ্যুতিক টর্চের আধার, ইন্দ্রিয়গুলি বাল্‌ব, মন হচ্ছে ব্যাটারী। বুদ্ধিকে সুইচ্‌রূপে ব্যবহার কর। তাহলে মন অবাঞ্ছিতের দিকে আকৃষ্ট হবে না এবং দিব্য পরিণাম লাভের পথে সহায়ক হয়ে উঠবে।

যে প্রাঙ্গনে আজ 'সত্যদীপ' ভবনটির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার নাম ধর্মক্ষেত্র। নামটি উপযুক্ত কারণ এই স্থান থেকে সত্য, ধর্ম, শান্তি ও প্রেমের

বারিধারা প্রবাহিত হবে এই পবিত্র ও নির্মল বারির অভাবে উষর ও মরুময় দেশসমূহে।

'ধর্মক্ষেত্র' হচ্ছে গীতার প্রথম পদ। এই স্বর্গীয় সঙ্গীতের প্রথম শ্লোকে কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ কর্মের ক্ষেত্র 'ধর্মক্ষেত্র' বা ধর্মের স্থান বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই কুরুক্ষেত্রে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র স্নেহ ও অহমিকাপূর্ণ মায়ায় আবদ্ধ হয়ে স্বজনদের মামকাঃ বলেছেন যারা লোভাতুর ও আবেগচালিত এবং অপরপক্ষকে পাণ্ডবাঃ বলেছেন যারা সৎ, ধার্মিক, নিরপেক্ষ ও শুদ্ধচিত্ত। তারা যুদ্ধ করেছিল। এই যুদ্ধের বর্ণনা করা হয়েছে, যে যুদ্ধক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। ধর্মের জয় অনিবার্য। কামনা ও লালসার জয় হয় না, এতে মানুষ অন্ধ হয়। ঈশ্বর ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁকে সারথী করলে তিনি সানন্দে সে কাজ গ্রহণ করেন। 'ধর্মক্ষেত্র' শব্দটি একটি স্মারক, সতর্কবাণী, শিক্ষা, প্রেরণা ও আলোকবর্তিকা। এই নাম অন্তরে গ্রহণ করতে হবে কারণ সেখানেও ধর্ম ও লালসা পরস্পর যুদ্ধে রত। ঈশ্বর ধর্মের জয় সুনিশ্চিত করেন।

হিমালয় ভারতের শীর্ষ ও কন্যাকুমারিকা ভারতের পদতল। বোম্বাই হচ্ছে ভারতের পাকস্থলী ও প্রশান্তি নিলয়ম ভারতের হৃদয়। পাকস্থলী খাদ্য গ্রহণ করে ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহে শক্তি ও তেজ সঞ্চার করে। তোমাদের দায়ীত্ব বিরাট: সে দায়ীত্ব অবহেলা করলে সমস্ত দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং দেশের আদর্শের হানি হবে। তোমরা এখানে আগামী সপ্তাহে সত্য সাই সেবা সমিতিসমূহের বিশ্ব সম্মেলনের দায়ীত্ব নিয়েছ। এই সম্মেলন প্রেম ও সৌভ্রাত্র প্রকাশের মহান সুযোগ। সেবাদলের অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের তোমরা যেভাবে শিক্ষিত ও সংগঠিত করেছ তা দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিকেও অনুপ্রাণিত করবে। যোগ্য পরিচালনায় ভারতের যুব সম্প্রদায় অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত হবে না ও কল্পনার রাজ্যে অপরিনামদর্শী বিচরণ থেকে বিরত হবে। তারা প্রেম ও সহানুভূতির সহিত গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবে এবং তাদের উৎসাহ ও নৈপুণ্য সার্থক হবে।

বোম্বাই—
ভারতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গন
১২-3-৬৮

(৪৪) নামের অমৃতধারা

তপশ্চর্যা, অবিরাম নামগান, তীর্থক্ষেত্র ও মন্দিরদর্শন, পবিত্র শাস্ত্রপাঠ এগুলিতে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভে সাধককে সাহায্য করে না যতটা ঈশ্বরপ্রেম ও সৎএর সাযুজ্য লাভ করে। ভারত হচ্ছে আধ্যাত্ম রত্নের ভাণ্ডার। ভারত প্রকৃত সন্ধিৎসু মানুষকে আশীর্বাদ ধন্য করতে পারে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের কাছে এই সম্মেলন পরম সুযোগ ও বোম্বাই শহরের অধিবাসীদের পরম সৌভাগ্য। এই গৌরবময় অনুষ্ঠানের উপযুক্ত কয়েকটি কথা আমি সকল ভাষার জননী ও আদিস্বরূপ সংস্কৃত ভাষায় বলে পরে তেলেগু ভাষায় বলছি এবং তা শ্রী কস্তুরী ইংরাজীতে অনুবাদ করবেন। (বাবা এই কথাগুলি সংস্কৃত ভাষায় বললেন)

ভারত হচ্ছে বেদ, শাস্ত্র, মহাকাব্য ও পুরাণসমূহের জন্মভূমি। এই সব গ্রন্থে জনশিক্ষার নীতিগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই দেশ হচ্ছে সঙ্গীত ও অন্যান্য সুকুমার কলা সমূহের লালন ভূমি। ঈশ্বর আরাধনার জন্য মানুষের নৈপুণ্য সদ্ব্যবহার করা ও অতীন্দ্রিয়কে হৃদয়ঙ্গম করবার সৎ প্রবৃত্তির দ্বারা ভারত অনুপ্রাণিত হয়েছে। অতীন্দ্রিয়বাদী, যোগী, পণ্ডিত ও কর্মযোগী ঈশ্বর পূজারীর পক্ষে এই দেশ পরম আশ্রয় ও অবলম্বন। এখানেই যোগবিজ্ঞান চর্চা ও অনুশীলন হয়েছিল। এটা মোটেই বিস্ময়কর নয় যে ভারত যুগ যুগ ধরে যোগ ও ত্যাগের ভূমিরূপে অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। যদিও কিছুকাল যাবৎ ভারতীয় সংস্কৃতির এই সকল লক্ষণগুলি আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি, বস্তু-তান্ত্রিক সভ্যতা এবং সংশয় ও সন্দেহের ঝড়ে আবর্তিত সময় আচ্ছন্ন হয়েছে তথাপি এগুলি মানুষের মন থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল হওয়া সম্ভব নয়। ভারতবাসীর কর্তব্য হচ্ছে এই সৎ গুণগুলি উন্নত করা ও মানুষের মধ্যে প্রেমের বীজ বপন করা। তাহলে পৃথিবী সহনশীলতা ও শ্রদ্ধার সৌরভে সুরভিত হয়ে উঠবে। মানুষ সমাজ ছাড়া বাস করতে পারে না। বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে কোন দেশ অন্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে ও একা তার ভূমিকা পালন করতে পারে না। অন্যান্য জাতিসমূহ ভারতের ভাগ্য প্রভাবিত করছে, ভারতের প্রভাবও অন্যান্য দেশের উপর পড়ছে। একই রক্তধারা বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হয়, একই দিব্যতত্ত্ব সমস্ত দেশ ও মানুষের মধ্যে প্রচারিত। বিশ্ব হচ্ছে ঈশ্বরের দেহ; প্রত্যেকটি ব্যথা ও যন্ত্রণা ঈশ্বর জানেন ও অনুভব করেন তা

শ্বেতকায় বা কৃষ্ণকায় যে ব্যক্তিরই হোক ; তা স্থল, সমুদ্র, বায়ু বা মহাকাশ যেখান থেকেই আসুক।

মোরারজী দেশাই তাঁর বক্তৃতায় ধর্ম কথাটি অনেকবার উচ্চারণ করেছেন। ভারতের নেতৃবৃন্দ ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ হলে তাঁদের সমস্ত কর্ম উন্নত হয়ে উঠবে কারণ ধর্ম মানুষের আচরণ ও চরিত্র অনেক উন্নত করে। ধর্ম চিন্তা বাক্য ও কর্মের মধ্যে সংহতি সাধন করে। ধর্ম মনকে নির্মল করে, ঘৃণা ও লালসা থেকে মুক্ত করে। সকল ধর্মের প্রতিনিধিদের এই সমাবেশে তোমরা প্রমান করতে পার যে প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে আবেগ ও প্রবৃত্তিসমূহ নির্মল করবার এক একটি প্রয়াস এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জাগতিক সত্য আবিষ্কারের এক একটি সোপান। যে সব ব্যক্তি এই পথ অনুসরণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন তাঁরা সকলেই নিন্দা ও নিষ্ঠুর অত্যাচার ভোগ করেছেন। মহম্মদ নিরাকার ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করে অত্যাচারিত, অপমানিত ও ধিকৃত হয়েছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট মানুষকে প্রেমের ভিত্তিতে পুণর্গঠিত করতে চেষ্টা করার ফলে অতি নীচ ব্যক্তিদের দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের আশঙ্কা হয়েছিল যে যীশুর শিক্ষায় তাদের ঘৃণা ও লালসার প্রাসাদ ধ্বসে পড়বে। সত্যের পথে অবিচল থাকবার জন্য হরিশ্চন্দ্র সঙ্কল্প করেছিলেন বলে জীবনে তাঁকে কঠোর থেকে কঠোরতর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যারা ঈশ্বরকে জানতে আগ্রহী তাদের সকল অপমান, আঘাত ও অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করবার সঙ্কল্প গ্রহন করতে হবে।

একই সম্পদের অনুসন্ধান ; শীর্ষ এক, পথ অনেক ; পথ প্রদর্শকের সংখ্যাও অনেক ; তারা সকলেই মুখর, নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মত্ত। সাতজন অন্ধ ব্যক্তি হাতীকে স্পর্শ করে হাতীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ তাদের স্পর্শ অনুসারে বর্ণনা করেছিল কিন্তু তারা কেহই হাতীর সম্পূর্ণ ও সঠিক চেহারা বুঝতে পারে নি। হিন্দুধর্ম হাতীর পাকস্থলীর সঙ্গে তুলনীয়। এই ধর্ম সকল ধর্মের মধ্যে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করেছে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে পাকস্থলী দেহের অংশ মাত্র অপর ধর্মমত হচ্ছে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। যারা বলে যে ঈশ্বরকে বাহিরের বিশ্বে কোথায়ও দেখা যায় নি, ঈশ্বর প্রাণহীন অথবা জীবিত হলেও মানুষের কাছে নিষ্প্রয়োজন, ঈশ্বর একটা বাধা বা বিপত্তিস্বরূপ, তাদের সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে বিজ্ঞান ও যুক্তিতর্কের ঊর্দ্ধে একটি অনির্বচনীয় ও অজ্ঞাত সত্তা আছে যা সর্ব লোকে ওতঃপ্রোত হয়ে আছে এবং সমস্ত কর্মপ্রবাহকে প্রভাবিত করছে।

ভারতীয় ঋষিগণ তীক্ষ্ণ ও গভীর অন্তঃদৃষ্টির সাহায্যে বিশ্বের বহু রহস্য উন্মোচন করেছেন। তাঁরা অতীত ও ভবিষ্যৎ দর্শন করেছেন। প্রায় কুড়ি

বৎসর হল ইংরাজ ভারত ছেড়ে চলে গেছে। একজন ভারতীয় যোগী পাঁচ হাজার তেতাল্লিশ বৎসর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে নন্দ বৎসরে ভারতবর্ষ সুদূর পাশ্চাত্যদেশের কোন জাতির অধীনতা থেকে মুক্ত হবে। নন্দ বৎসরে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য শাসনের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছে। পাঁচ হাজার তেতাল্লিশ বৎসর পূর্বে একথা কিভাবে আবিষ্কৃত ও ঘোষিত হয়েছিল? বিহারের ভূমিকম্পের দুই বৎসর পূর্বে বারাণসীর জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। প্রাচীন জ্যোতিষবিদ্যা কোন ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত? আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে এর ভিত্তি বিজ্ঞান সম্মত নয়। কল্পনা ও আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার এর ভিত্তি। লেডবিটার ঘোষণা করেছিলেন যে প্রাচীন উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত কণ্ঠস্বর এবং স্বর-মাত্রার সঙ্গতি অনুযায়ী গায়ত্রীমন্ত্রের বিশুদ্ধ আবৃত্তি অকৃত্রিম ও প্রত্যক্ষ জ্যোতি সৃষ্টি করতে পারে। বিকৃত উচ্চারণ ও অশুদ্ধ পাঠের ফলে অন্ধকার ঘনীভূত হয়। সেই কারণে উন্নাসিকতা ত্যাগ করে স্তোত্রপাঠ, ধ্যান, প্রার্থনা, বিধিনির্দিষ্ট অর্চনা ও মন্ত্রোচ্চারণের মূল্য স্বীকার করতে হবে ও অনুশীলন এবং অভ্যাসের দ্বারা এগুলির মূল্য ও ফলশ্রুতি পরীক্ষা ও বিচার করতে হবে।

চিত্তকে নির্মল ও উন্নত করবার জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হচ্ছে রামনাম। রামায়ণের নায়ক ও মহারাজা দশরথের দিব্য সন্তানরূপে রামকে চিহ্নিত করবে না। রাজগুরু তাঁকে এই নাম দিয়েছিলেন যদিও এই নাম পূর্বে প্রচলিত ছিল। গুরু বশিষ্ঠ এই নাম বেছে নিয়েছিলেন কারণ এই নামের অর্থ হচ্ছে যিনি তৃপ্তি দান করেন। প্রত্যেকেই নিজেকে খুসী করতে চায় কিন্তু মুক্ত পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই বদ্ধ জীবাত্মাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। আত্মাকে আত্মারাম বলা হয়; আত্মারাম অসীম আনন্দ দান করে।

প্রাচীন শাস্ত্রে রামনামের মহিমা সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। ঋষি প্রচেতঃ শতকোটি শ্লোক সম্বলিত একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সমগ্র গ্রন্থটি পাবার জন্য ত্রিভুবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হল। এই সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠলে ঈশ্বর ত্রিভুবনকে সমবেত করে তাদের প্রত্যেককে এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করতে রাজী করালেন। এর অর্থ হচ্ছে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনের প্রত্যেকে তেত্রিশ কোটি তেত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার ও তিনশত তেত্রিশটি শ্লোক লাভ করল। একটি শ্লোক ভাগ করা হল না। এই শ্লোকের বত্রিশটি শব্দাংশ ভাগ করে প্রত্যেক ভুবন দশটি করে পেল এবং দুইটি শব্দাংশ বাকি রইল। দুইটি শব্দাংশ তিন ভাগ হবে কিভাবে? সেই কারণে ঈশ্বর নির্দেশ দিলেন 'রা' ও 'ম' এই দুই শব্দাংশ ত্রিভুবন সমভাবে অর্চনা করবে। এই দুই শব্দাংশ মুক্তিলাভের অমূল্য চাবিকাঠি-সেই নাম হল 'রাম'।

রাম হচ্ছে মৌমাছি; এই মৌমাছি হৃদয়পদ্মের সুধা পান করে। মৌমাছি ফুলের উপর বসলে ফুলের পাপড়ি আলগা হয়ে যায় কিন্তু হৃদয়পদ্মের সৌন্দর্য ও

সৌরভ বাড়িয়ে দেয়। রাম হচ্ছে সূর্যের মত। সূর্য যেমন তেজের দ্বারা জলকে আকর্ষণ করে ও মেঘরূপে পরিভূত করে এবং সেই জলকে বৃষ্টিরূপে ফিরিয়ে দিয়ে পৃথিবীর তৃষ্ণা নিবারণ করে। "রাম" হচ্ছে একটি তেজোময় সুরধ্বনি। নাভিতে এই ধ্বনির উদ্ভব হয় ও জিহ্বায় পৌঁছে সানন্দে নৃত্য করে। "তৎ ত্বমসি" এই বৈদিক বাণী রাম শব্দের মধ্যে নিহিত। 'রাম' শব্দটি র, আ, ও ম, এই তিনটি ধ্বনির সমবায়ে গঠিত। র হচ্ছে তৎ বা সেই, ব্রহ্ম, ভগবানের প্রতীক; 'ম' হচ্ছে ত্বম্ বা তুমি জীবির প্রতীক। 'আ' দুইটিকে সংযোগ সাধন করে দুইএর মধ্যে অভেদ সূচিত করছে। 'রাম' শব্দটির সংখ্যাগত তাৎপর্য আছে। 'র' দুই, 'আ' শূণ্য ও 'ম, পাঁচ সংখ্যা সূচিত করে। সুতরাং রাম শব্দটির সংখ্যা সাত যা একটি শুভ সংখ্যা। আমরা সপ্তসুর ও সপ্ত দেবর্ষির কথা জানি। সপ্ত দিবস অবিরাম রাম নাম বিশেষ ফলপ্রদ বলে বিবেচিত হয়।

যাহা হউক এই সম্মেলনে নাম স্মরণের মহান অধ্যাত্মযোগ সম্বন্ধে আলোচনা হবে; আমি বলতে চাই যে কোন বিশেষ নাম অপর নামগুলি অপেক্ষা অধিক মর্যাদালাভ করতে পারে না কারণ সকল নামই হচ্ছে তাঁর। তিনি সকল নামেই সাড়া দেন। আগামীকাল অধিবেশনে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব কারণ এই যোগসাধনা এই দেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক। উপসংহারে আমি সন্তোষ প্রকাশ করছি যে এই সম্মেলন ভারতীয় বিদ্যাভবনের প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বোম্বাইতে অবশ্যই এর থেকে আর ভাল জায়গা নেই কারণ এই সম্মেলন সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে ভারতীয় বিদ্যার বাণী বহন করতে প্রয়াসী হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভগবান শ্রী সত্য সাই সেবা সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলন।

ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রাঙ্গন—বোম্বাই

১৬-৫-৬৮

(৪৫) স্বরূপ-প্রকাশ

তোমরা সমস্যা সমাধান ও সন্দেহ নিরসনের জন্য পন্থা ও যুক্তি অবিষ্কার করে থাক ও সমস্যা ও সংশয়ের উৎপত্তি যাতে না হয় তার জন্য সচেষ্ট হয়েছ। সকল সম্মেলনে এই সকল আলোচনা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার সমুদ্র পাড়ি দিতে এগুলি বিশেষ সহায়ক হয় না। এই সব আলোচনা, প্রস্তাব, বক্তৃতা ও নিয়ম নিতান্ত দুর্বল পরিকল্পনা। পৃথিবী এত বেশী বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত যে এতে শান্ত হয় না। আবেগপ্রবণ ও হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবার সময় এখন নয়; এখন স্থির ও শান্ত হয়ে চিন্তার সময়।

অতীতে ভারতীয় ঋষিগণের শিক্ষা সম্বন্ধে মননশীল হতে হবে। সম্প্রতি এই শিক্ষা উপেক্ষিত হচ্ছে; মানুষ অবিশ্বাসের ফলে এই শিক্ষা ভুলে যাচ্ছে। আজকের আলোচনা থেকে যে সব প্রস্তাব ও সমাধান উদ্ভুত হয়েছে সেগুলি আপাত মনোহর কিন্তু যে সাঁতার জানে না সে অপরকে কি করে সাঁতার শেখাবে? যার শস্যভাণ্ডার শূন্য সে কি করে দান করবে? অপরকে নিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা ও শান্তিরূপ সম্পদ আহরণের উপদেশ দেবার পূর্বে নিজেরা এই সম্পদ অর্জন কর। ভারত অনেক অপমান ও অসম্মান ভোগ করছে যার জন্য একদল শিক্ষক দায়ী; কারণ তারা যা শিক্ষা দেয় নিজেরা তা পালন করে না। আমি জানি আমার বাণী এই দেশে এবং অন্যান্য দেশে প্রচারের উৎসাহ তোমাদের আছে। আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে সবচেয়ে ভাল ও সার্থকভাবে তোমরা এ কাজ করতে পার নিজ নিজ জীবনে এই বাণী মূর্ত করে। তোমাদের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম এই বাণীতে অনুপ্রাণিত হবে। তাহলেই এই বাণী অনায়াসে ও সার্থকভাবে প্রচারিত হয়ে পৃথিবীর চেহারা রূপান্তরিত হবে।

জগতের সকল প্রান্ত থেকে সত্য সাই সেবা সমিতির সভাপতি, উপ সভাপতি ও সম্পাদকগণ এখানে উপস্থিত হয়েছে। তোমরা সাই সেনাদলের অধিনায়ক। তোমরা যদি যুদ্ধের খুঁটিনাটি ও সমস্যাগুলি অবহিত না হও এবং নিজেরা অক্ষম হও তবে সৈন্যদল যুদ্ধে পরিচালিত করবে কি করে? নিয়মবিধিগুলি নিজেরা যথাযথ পালন করলে তবেই অন্যদের চালনা করবার যোগ্য হতে পার। মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। নিজেরা আনন্দ ও প্রশান্তি

অর্জন করলে তবে অন্যের আনন্দ ও প্রশান্তি বিধান করতে পারবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণকে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে যাতে ছাত্ররা তা অনুসরণ করতে পারে। কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রেম ও সহানুভূতির পথ অনুসরণ করে অপর সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। ইদানীং মানুষ নেতৃত্ব মানতে চাইছে না; নেতাদের নেতৃত্ব করবার যোগ্যতা নেই। নেতৃবৃন্দ ও অনুগামিদের পারস্পরিক আস্থার ফলে উন্নতি লাভ হয়। পিতামাতা, শিক্ষক, শাসক ও নেতাগণ এবং সেইসঙ্গে যারা এদের কাছে উপকারের প্রত্যাশী তাদের দায়িত্বহীনতার জন্য সর্বত্র সমাজের সর্বস্তরে অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে।

সম্মেলনের উদ্যোক্তরা নামস্মরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন; নামস্মরণ হচ্ছে একটি মৌলিক নিয়মনিষ্ঠা। শাস্ত্রের মতে বস্তুতান্ত্রিক যুগে নামস্মরণ মানুষের একমাত্র অবলম্বন। তুকারাম নাম রত্নের জয়গান করেছেন। সুতরাং তোমরা নামকে একটুকরো কাচ বা পাথর মনে করে উপেক্ষা করবে না। একবার কোন এক বালক একটি উজ্জ্বল, গোলাকার মূল্যবান রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছিল। সে তার সাথীদের সঙ্গে সেই পাথরটি নিয়ে গুলির মত খেলছিল। একজন রত্ন ব্যবসায়ী সেই পথ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ সেই রত্নটি দেখতে পায়। সে ছেলেটিকে একান্তে ডেকে এনে সেই গুলিটির বদলে পঞ্চাশ টাকা দিতে চাইল। ছেলেটি পঞ্চাশ টাকার মূল্য বুঝলে রত্নটির মূল্য বুঝতে পারত। সে তার মার কাছে গিয়ে বলল যে একজন আগন্তুক পঞ্চাশ টাকার বদলে তার খেলার গুলিটি নিতে চাইছে। ছেলেটির মা গুলিটি এত মূল্যবান ভেবে বিস্ময় হয়ে বলল, "বাড়ীর বাইরে এটি নিয়ে যেওনা, তোমার বন্ধুদের সঙ্গে বাগানে খেলা কর।" মূল্য জানা গেলে তবে নিয়মবিধি নির্দিষ্ট হল।

সে রাত্রে সওদাগরের ঘুম হল না। সে সেই সরল লোকদের কাছ থেকে রত্নটি আদায় করবার জন্য ফন্দি করতে লাগল যাতে সে সেটি কোন ধনী ব্যক্তি বা মহারাজার কাছে বিক্রয় করে প্রচুর লাভ করতে পারে। সে ছেলেটির বাড়ী খুঁজে বের করে সামনের রাস্তায় পায়চারি করতে থাকে যাতে সে ছেলেটিকে দেখতে পায়। সে ছেলেটিকে সেই রত্নটি নিয়ে একটি সস্তা গুলির মত খেলতে দেখে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। ছেলেটি সেটি মেঝের উপর ছুঁড়বার সময় তার মা বাড়ীর ভেতর থেকে বাইরে আসছিল ও তার পায়ে লেগে রত্নটি একটি ঝোপের ভিতর হারিয়ে গেল। সওদাগর ছেলেটিকে প্রথমে একশত টাকা ও পরে পাঁচশত টাকার বিনিময়ে গুলিটি দিতে বলল। ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে তার মাকে বলল যে সেই আগন্তুক নাছোড়বান্দা হয়ে তার পিছনে লেগে আছে। মা বাগানে এসে, সওদাগরকে ঐ স্থান থেকে চলে যেতে অনুরোধ করল।

রত্ন ব্যবসায়ী এই সুযোগ নিল। সে ছেলিটির মাকে গুলিটির বিনিময়ে তৎক্ষণাত এক হাজার টাকা দিতে চাইল। এ কথা শুনে সেই স্ত্রীলোকটি ছেলেকে বাইরে খেলা করতে বারণ করে ঘরের মধ্যে খেলতে বলেছিল। রত্ন ব্যবসায়ী কিন্তু নিরস্ত হল না। সে পরের দিন আবার বাড়ীর সামনে এসে দশ হাজার টাকা দিতে চাইল। ছেলেটির মা রাজী হল না এবং সে তালাচাবি দিয়ে গুলিটিকে লোহার সিন্দুকে রেখে দিল। ঐ জহুরী পরদিন এসে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চাইলে মহিলা সেটিকে ব্যাঙ্কের সুরক্ষিত স্থানে জমা রেখে এল। তোমরাও ঈশ্বরের নাম নিয়ে গুলি খেলছ, ঈশ্বরের নামের মূল্য সম্বন্ধে তোমরা অজ্ঞান। একবার নামের মূল্য জানতে পারলে তোমরা হৃদয়ের মণি কোঠায় এই অমূল্য রত্ন সযত্নে রেখে দেবে। একথা তোমরা জেনে রাখ যে সান্ত্বনা, প্রত্যয়, সাহস, প্রজ্ঞা ও মুক্তি লাভের সাধনায় নামই সাফল্যের চাবি কাঠি।

প্রাচীন শাস্ত্র থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। একবার দেবতাদের মধ্যে গণের নেতা নির্বাচনের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল। 'গণ' হচ্ছে শিবের অনুচর দেব সেনা। প্রতিযোগী দেবতাদের দ্রুত জগৎ পরিক্রমা করে মহেশ্বর শিবের কাছে আসতে হবে। দেবতাগণ নিজ নিজ বাহনে পরিক্রমা সুরু করে দিল। শিবের কনিষ্ঠ পুত্র এই প্রতিযোগিতায় সাগ্রহে অংশ নিয়েছিল। তার ছিল গজ মুণ্ড এবং বাহন ছিল মূষিক। এই কারণে তার গতি ভীষণ ব্যাহত ছিল। সে বেশীদূর যাবার আগেই নারদ এসে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি কোথায় যাচ্ছ?" শিব তনয় সবিশেষে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হল। যাত্রার শুরুতে কোন ব্রাহ্মণকে একা দেখলে তা অত্যন্ত অশুভ মনে করা হয় এবং এটি একটি দুর্লক্ষণ। নারদ ছিল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ (তিনি স্বয়ং ব্রহ্মার পুত্র), তথাপি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ অশুভ সূচনা। আবার যাত্রার পূর্বে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে "কোথায় যাচ্ছ?" তবে তা অত্যন্ত দুর্লক্ষণ। নারদ ঠিক সেই প্রশ্নই করেছিলেন।

যাই হোক নারদ তার ক্রোধ শান্ত করতে পেরেছিলেন। তিনি শিব পুত্রের বিষাদের কারণ ও জয়লাভের ইচ্ছা জানতে পেরে তাকে সান্ত্বনা দিলেন ও নিরাশ হতে বারণ করলেন। নারদ তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন যে, "রামনাম হচ্ছে বীজ এবং সেই বীজ থেকে বিশ্বরূপ বৃক্ষের উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং এই রামনাম মাটিতে লিখে তার চারিদিকে প্রদক্ষিণ কর এবং দ্রুত শিবের নিকট গিয়ে পুরস্কার দাবী কর" সেইভাবে করে সে পিতার নিকট গেল। শিব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সে এত তাড়াতাড়ি কি করে ফিরে এল। তার উত্তরে সে নারদের উপদেশের কথা বিবৃত করল। শিব নারদের উপদেশের বৈধতা স্বীকার করে পুত্রকে পুরস্কার দিলেন। পুরস্কার লাভ

করে শিব পুত্র গণপতি বা বিনায়ক রূপে স্বীকৃত হলেন।

নামে নিঃসন্দেহে ঈশ্বর করুণা লাভ হয়। রাজস্থানের মহারাণী মীরাবাঈ রাজ মর্য্যাদা, ঐশ্বর্য্য ও পরিবার ত্যাগ করে ভগবান গিরিধর গোপালের আরাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তার স্বামী বিষপাত্র এনে বিষপান করতে আদেশ দিয়েছিল। কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করে মীরা বিষপান করেছিল। নামের করুণাধারায় বিষ অমৃতে পরিণত হয়েছিল। ঈশ্বরের নাম ও মহিমা আবৃত্তি বা গান করাকে কীর্তন বলা হয়। উচ্চৈস্বরে আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়ে নাম ও মহিমা কীর্তনকে সংকীর্তন বলে। নাম সংকীর্তন চার প্রকারের হয়। ভাব নাম সংকীর্তন, গুণ নাম সংকীর্তন, লীলা নাম সংকীর্তন ও নাম প্রধান নাম সংকীর্তন। কোন একটি ভাবে আবিষ্ট হয়ে অথবা ঈশ্বরের প্রতি এক বিশেষ মনোভাব নিয়ে ঈশ্বরের নাম সংকীর্তন করাকে ভাব নাম সংকীর্তন বলা হয়। এ ভাব মধুর হতে পারে, যে ভাবে রাধা আবিষ্ট হয়েছিল। রাধা সর্বত্র ও সর্ব অবস্থায় এই মাধুর্য দর্শন, শ্রবন, আস্বাদন, অন্বেষণ ও আহরণ করেছিল। "রসো বৈ সঃ"—তিনিই রসস্বরূপ। প্রকৃতি এবং প্রকৃতির অধীশ্বরের মধ্যে রাধা কোন পার্থক্য দেখে নি। সবই ঈশ্বর, সবই কৃষ্ণ। জাগ্রত, স্বপ্ন ও গভীর সুষুপ্তি সকল অবস্থাতেই রাধা কৃষ্ণকে অনুভব করত, কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করেছিল, কৃষ্ণের ধ্যানে কৃষ্ণময় হয়েছিল। গীতায় কৃষ্ণের উক্তির সত্যতা রাধা উপলব্ধি করেছিল; কৃষ্ণ বলেছেন তাঁর হস্ত, পদ, চক্ষু ও মস্তক সর্বত্র বিরাজ করছে। মধুরভাবে নাম সংকীর্তনের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাধার আরাধনা।

বাৎসল্যভাব নাম সংকীর্তন হচ্ছে আর এক প্রকারের নাম সংকীর্তন। কৃষ্ণের পালিতা মাতা যশোদা এই ভাবের আদর্শ। যদিও যশোদা কৃষ্ণের দিব্য সত্তার অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল কিন্তু যশোদা কৃষ্ণকে জননীরূপে সেবা করতে ও পুত্ররূপে অর্চনা করতে আকাঙ্খা করেছিল। গোপিরা অনুরাগভাবের (প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ ভাব) শ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ উদাহরণ। গোপীরা ঈশ্বরকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করে বিষয় বাসনা মুক্ত হয়েছিল এবং কেবল ঈশ্বর ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিল। তাদের সকল চিন্তা, বাক্য ও কর্ম ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেছিল।

অর্জুনের মধ্যে দেখা গিয়েছিল সখ্যভাব নাম সংকীর্তন; অর্জুন কৃষ্ণকে অন্তরঙ্গ সখা ও শ্যালক (অর্জুন কৃষ্ণের ভগ্নীকে বিবাহ করেছিল) এই ভাবে গ্রহণ করে পূর্ণ বিশ্বাসে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেছিল। এই ভাবে দিব্য সান্নিধ্য লাভ হয় ও নিম্নতর প্রবৃত্তিগুলি দূর হয়। আর এক প্রকারের নাম সংকীর্তন হচ্ছে দাস্যভাব সমন্বিত (প্রভুর প্রতি দাসের মনোভাব) রামায়ণে হনুমান এই ভাব নিয়ে ঈশ্বরকে বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ দাসরূপে সেবা করেছিল। তার নিজের কোন ইচ্ছা বা অভিলাষ ছিল না। তার একমাত্র প্রার্থনা ছিল প্রভুর উদ্দেশ্য

সাধনের উপযুক্ত যন্ত্রস্বরূপ হওয়া। শান্তভাব হচ্ছে শেষ মনোভাব (অনুদ্বিগ্ন ও অবিচল চিত্ত)। এই অবস্থায় জীবনের উত্থান পতনে অবিচলিত হয়ে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে ও সমস্ত ভাগ্য বিপর্যয়কে ঈশ্বরের লীলা মনে করে তাঁর মহিমা কীর্তন করতে হয়। মহাভারতে ভীষ্মকে তোমরা এই ভাবে সমাহিত দেখতে পাবে। কৃষ্ণ তাঁকে বধ করতে উদ্যত হবার সময়েও তিনি কৃষ্ণের আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন।

আর এক পদ্ধতি অনুসারে ঈশ্বরের বিভিন্ন কর্ম ও লীলা, করুণা ও অনুকম্পা নামগানের সময় স্মরণ করা হয়। একে লীলা নাম সংকীর্তন বলা হয়। চৈতন্য ও ত্যাগরাজ এই পথে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছিলেন। অন্যান্য ব্যক্তিরা ঈশ্বরের নামগানের সময় ঈশ্বরের মহিমা গৌরব, শক্তি, রহস্য মাহাত্ম্য, বদান্যতা ও প্রেম স্মরণ করে থাকে। এ হচ্ছে গুণ নাম সংকীর্তন। অনেক দেশে যেসব সাধু সন্তদের কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করা হয় তাঁদের অধিকাংশ এই পর্য্যায় ভুক্ত। আর একদল অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আছে যারা নামের অর্থের উপর গুরুত্ব না দিয়ে নামের ধ্বনি ও শব্দাংশকে সমধিক মূল্য দিয়ে থাকে। তাদের অভিমত হচ্ছে ভাব, লীলা ও গুণ নির্বিশেষে শুধু নামোচ্চারণেই ভক্তগণ ঈশ্বর ও তাঁর দিব্য করুণা সংস্পর্শে আসে। তাদের ধারণা নামের ত্রাণ, উদ্ধার ও রক্ষা করবার এমনই শক্তি আছে যে একমাত্র নামেই সবকিছু পাওয়া যায়।

দশরথের পুত্র রামায়ণের বীর নায়ক ও ত্রেতাযুগের অবতার স্বয়ং রাম শক্তিশালী ও মুক্তিদায়ী রামনামের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় তপস্বীরা তাঁকে ঈশ্বররূপে চিনতে পেরে নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য তাঁর নিকট সমবেত হয়ে দীক্ষিত হবার মন্ত্র প্রার্থনা করেছিল যা জপ করে তারা সাধনায় সফল হতে পারে। উত্তরে রাম বলেছিলেন যে তিনি বনে নির্বাসিত এক রাজপুত্র; তপস্বীদের আধ্যাত্মিক পথে দীক্ষিত করবার তাঁর কোন অধিকার নেই। এই বলে তিনি বনপথ দিয়ে অগ্রসর হলেন। রামকে সম্মুখে, সীতাকে মধ্যে ও লক্ষ্মণকে পশ্চাতে যেতে দেখে একজন বৃদ্ধ তপস্বী উচ্চৈস্বরে বলেছিল, "বন্ধুগণ, দেখ, রাম আমাদের দীক্ষিত করছেন। তিনি আমাদের মন্ত্র দান করছেন। ঈশ্বর পুরোভাগে আছেন, প্রকৃতি (ঈশ্বরের নিত্যসঙ্গী ও ছায়া) ঈশ্বরকে অনুসরণ করছে এবং ব্যক্তি জীব সাগরের তরঙ্গের মত ঈশ্বরের অংশরূপে পশ্চাতে অবস্থান করছে। প্রকৃতির মায়া শান্ত হলে বা অতিক্রান্ত হলেই ঈশ্বর প্রতীয়মান হন। বাস্তবিক পক্ষে এই হচ্ছে সাধনায় নীরব শিক্ষা। 'র' হচ্ছে ঈশ্বর, 'ম' হচ্ছে অনুগামী ব্যক্তি এবং 'আ' হচ্ছে প্রকৃতি। তিনি করুণাপরবশ হয়ে 'রাম রাম' এই অভয় মন্ত্র দান করছেন। এই মন্ত্র গ্রহণ করে পরিত্রাণ লাভ কর; আমার পক্ষে আর কোন পথ নয়।"

আমি রাম নামের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি কারণ রামতত্ত্ব হচ্ছে আত্মা। রাম শব্দের অর্থ হচ্ছে যা স্বয়ং তৃপ্ত ও অন্যের তৃপ্তি বিধায়ক। আত্মা হচ্ছে সকল আনন্দের উৎস ও আনন্দস্বরূপ; অধিকন্তু ত্যাগরাজ বুঝেছিলেন যে নারায়ণ (বিষ্ণু) ও শিবের উপাসকগণ রাম নাম গ্রহণ করতে পারে। নারায়ণ মন্ত্রের (ওম্ নমো নারায়ণ) মুখ্য শব্দাংশ 'রা' এবং শিব মন্ত্রের (ওম্ নমঃ শিবায়) মুখ্য শব্দাংশ হচ্ছে 'ম'। বৈষ্ণব ও শৈব ভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদ ও কুসংস্কার আছে তা নিতান্ত অর্থহীন। নারায়ণ ও শিব উভয়েই একই পরমাত্মার ভিন্ন রূপ। তাঁদের বিভিন্ন দৈব আভরণের জন্য পৃথক করা যায়। নারায়ণের শঙ্খ ও চক্র, শিবের ডমরু ও ত্রিশূল। শঙ্খ ও ডমরুধ্বনির সহায়তায় অর্চনা ও কীর্তন ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভের সংকেত বহন করছে। চক্র ও ত্রিশূল কালস্রষ্টা ও কালাতীত ঈশ্বরের প্রতীক। চক্র হচ্ছে কালের চক্র এবং ত্রিশূলের তিনটি ফলা ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের প্রতীক। নারায়ণ হরিরূপে ও শিব হররূপে অভিহিত হন। এই দুইটি নামই 'হর' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এই ধাতুর অর্থ হচ্ছে ধ্বংস করা, দূর করা, আবদ্ধ করা ও আকর্ষণ করা। এই কর্মসমূহ ঈশ্বর স্বয়ং করে থাকেন।

অখণ্ড নামস্মরণের মাধ্যমে দিন ও রাত্রিগুলি শুচিশুদ্ধ করা হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। আনন্দ ও আকুতি নিয়ে নামস্মরণ করলে তোমাদের আরাধ্য ইষ্ট দেবতা সত্য ও সুন্দররূপে অবশ্যই আবির্ভূত হবেন। ঈশ্বর হচ্ছেন সমস্ত নাম ও আকারের সুসামঞ্জস্য মনোরম সংযুক্তি। বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী বিভিন্ন মূর্তিতে তাঁকে পূজা করে। এ সবই হচ্ছে এক ঈশ্বরের বিভিন্ন অঙ্গ। শরীর হচ্ছে ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুসামঞ্জস্য মিশ্রন, সেইরূপ ঈশ্বর হচ্ছেন মানুষ নির্দিষ্ট সকল নাম ও আকারের সুরলালিত্য। যারা ঈশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে অজ্ঞ তারাই কেবল ঈশ্বর আরাধনার জন্য একটি নাম ও আকারের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং আরও খারাপ হচ্ছে যারা ভিন্ন নাম ও আকারে ঈশ্বরের পূজা করে তাদের নিন্দা করে। এই নির্বুদ্ধিতা ও একদেশদর্শীতা সম্বন্ধে আমি তোমাদের সাবধান করছি কারণ তোমরা সত্য সাই সেবা সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট। যারা অন্য নামে ও আকারে ঈশ্বরের পূজা করে তোমরা তাদের থেকে বিশিষ্ট ও পৃথক এ রকম প্রচার করবে না। এ রকম প্রচারে তোমরা তোমাদের আরাধ্য দেবতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলবে। তোমরা আগ্রহের আতিশয্যে এরূপ ঘোষণা করবে না যে "সাই একমাত্র অভিষ্ট—অন্য কিছু মানি না"; তোমরা সুনিশ্চিতভাবে জান যে সকল আকার সাই এর এবং সকল নাম সাই এর। 'অবশিষ্ট' অন্য কিছু নেই—তিনি বিশ্বরূপ।

তোমরা অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবে যে ভাষণ দেবার সময় আমি সাই সম্পর্কে কিছু বলি না এবং ভজন করে যখন ভাষণ শেষ করি তখন সাই

সম্পর্কে কীর্তন করি না। এজন্য নিশ্চয়ই তোমরা বিস্মিত হও। কারণটি তোমাদের বলছি। এই নাম ও আকারের প্রচারে আমি অভিলাষী এই ধারণা আমি সৃষ্টি করতে চাই না। আমি একটি নতুন মতবাদ প্রচলন করতে আসি নি এবং এ বিষয়ে আমি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চাই না। আমি নিশ্চিৎ করে বলছি যে মানুষ ঈশ্বর আরাধনার জন্য যে বিভিন্ন নাম ও আকারের আশ্রয় নিয়ে থাকে সাই আকার সেগুলি হতে ভিন্ন নয়। সুতরাং আমার শিক্ষা হল যে রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর ও সাই নামসমূহের মধ্যে কোন ভেদ নেই। সবগুলিই হল আমার নাম।

আমি যখন জানি যে আমি বৈদ্যুতিক শক্তি এবং আমি সব বাতি জ্বালিয়ে রাখি তখন তোমরা বাতিগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেও আমি এগুলি সম্পর্কে উদাসীন। বাতিগুলির প্রতি অধিক মনোযোগ দিলে বিভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। সত্য সাই সেবা সমিতিগুলির এইরূপ মতানৈক্য ও বিভেদকে উৎসাহিত করা উচিৎ নয়। বহুরূপে এক ঈশ্বর যিনি সব বাতি উজ্জ্বল করছেন, তোমরা তাঁকেই ভজনা করবে। আমার নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অথবা আমার ভক্ত সংগ্রহের জন্য সেবা সমিতিগুলিকে ব্যবহার করবার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। মানুষকে উন্নত ও নিষ্কলুষ করবার জন্য যখন আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা ও সাধনা পরিলক্ষিত হয় তখনই আমি সন্তুষ্ট হই। একমাত্র এই ভাবেই আমার বিশ্বজনীন অস্তিত্ব উদঘাটিত হবে। সুতরাং তোমরা আমাকে একটি নাম ও আকারে সীমাবদ্ধ করবে না। বিভিন্ন রূপে ঈশ্বরকে পূজা করা হয়, বিভিন্ন নামে তাঁকে চিত্রিত করা হয়, তোমাদের উচিৎ সকল রূপে ও নামে এক ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা। প্রত্যেক জীব ও বস্তুকণিকার অন্তরে অবস্থিত নিয়ন্তারূপে ঈশ্বরকে জানতে হবে। কিছু লোক শ্রদ্ধার যোগ্য আবার কিছু লোক অশ্রদ্ধেয় এরূপ ভ্রান্ত মনোভাব পরিত্যাগ করবে। সাই সকলের মধ্যেই আছেন সেজন্য সকলেই তোমাদের শ্রদ্ধা ও সেবা লাভের যোগ্য। এই সত্য প্রচার কর; সেবা সমিতিসমূহের জন্য আমি এই কর্ম নির্দিষ্ট করেছি।

তোমরা আমাকে ও আমার কর্মকে লক্ষ্য করতে পার; দেখবে আমি ধর্ম, নীতি, সত্য ও বিশ্বপ্রেমে আবদ্ধ। আমার ইচ্ছা তোমরা এইগুলি আমার নিকট হতে শিক্ষা কর। তোমরা যে সমিতির অন্তর্ভুক্ত হও সেই সমিতির জন্য তোমরা অনেকেই আমার কাছে বাণী প্রার্থনা করে থাক। ভাল কথা; আমার জীবনই আমার বাণী বলে জানবে। আমার নির্দেশ পালন করলে তোমাদের জীবন অনাসক্ত প্রশান্তি, সাহস ও বিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে উঠবে। আর্তকে সেবা করবার আগ্রহে আমার জীবন তোমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

ঈশ্বর বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। সুতরাং প্রভুর সঙ্গে তোমরা যেমন

আচরণ কর সেইভাবে প্রেমের সঙ্গে মানুষের সঙ্গে আচরণ করবে। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সেবা করেছিলেন, তিনি অর্জুনের রথ চালনা করেছিলেন। কৃষ্ণ নিজে রাজা ছিলেন না কিন্তু তিনি আরও বেশী ছিলেন, তিনি ছিলেন রাজস্রষ্টা। যত বাধাই আসুক গ্রাহ্য করবে না, নিন্দা উপহাস উপেক্ষা করে সেবায় ব্রতী হতে হবে। সৎকাজে এই রকম প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। আমার কথাই ধর,—প্রশংসা ও নিন্দা যুগ যুগ ধরে আমার সঙ্গে চলছে। বাধাবিপত্তি সৎকে উজ্জ্বল করে তোলে এবং সংকল্পকে শক্তিশালী করে। প্রহ্লাদের পিতা পুত্রের মনকে ঈশ্বর থেকে ভ্রষ্ট করবার জন্য অত্যাচার করেছিল কিন্তু তাতে প্রহ্লাদের অবিচল ভক্তিকে উৎসারিত করেছিল। রাবণের দুষ্কৃতি রামের ধনুকের শক্তি উদ্‌ঘাটনের নিমিত্ত হয়েছিল। শিশুপাল, দন্তবক্র, রাবণ ও কংসের মত দুর্জন যুগ যুগ ধরে অবতারের প্রতিযোগী হয়। এই সাই রামেরও সেই চির প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। এখনও তাদের বংশধরেরা বর্তমান। এক দিকে স্তুতি ও বন্দনা উত্তুঙ্গ হয়ে উঠছে, অন্য দিকে নিন্দা ও কুৎসাও পর্বতপ্রমান হয়ে উঠছে। এই উভয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি দুহাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করছি কারণ আমি প্রশংসায় উল্লসিত হই না, নিন্দায় বিষণ্ণ হই না। কারণ নিন্দুকেরা তাদের যোগ্য মুকুট লাভ করবে, আমি নিজস্ব মহিমার মুকুটে ভূষিত হব।

তোমরা যদি শুধু আমার নাম ও আকার পূজা কর এবং আমার সমত্ব (সকলের প্রতি সমান প্রেম), আমার শান্তি, আমার প্রেম, আমার সহন ও আমার আনন্দ অনুশীলন না কর তবে তোমাদের কি লাভ হবে ?

তোমাদের বক্তৃতায় সাই এর অলৌকিক শক্তির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছ। কিছু লোক আমার সম্পর্কে পুস্তক রচনা করে এই অলৌকিক ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছে। এ সবের উপর কোন গুরুত্ব না দেবার জন্য তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ। এর তাৎপর্যকে অতিরঞ্জিত করবে না। আমি তোমাদের বলছি যে আমার প্রেম হচ্ছে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ শক্তি। আমি আকাশকে মাটিতে ও মাটিকে আকাশে পরিবর্তিত করতে পারি কিন্তু তা দৈবশক্তির পরিচায়ক নয়। দৈবশক্তির একমাত্র অদ্বিতীয় লক্ষণ হল প্রেম, সহনা যা বিশ্বজনীন, ফলপ্রসূ, নিত্য বিদ্যমান।

এই প্রেম ও সহনশীলতা অর্জন করে তা প্রচার করলে প্রতি পদক্ষেপে বাধা ও ক্লেশের সম্মুখীন হবে। এগুলিকে স্বাগত জানাবে কারণ বাধা বিঘ্ন ছাড়া সংগুণগুলি বিকশিত হয় না। যদি সোনা ধূলোর মত সহজে প্রচুর পাওয়া যেত, পাথরের টুকরোর মত যদি হীরক সুলভ হত তাহলে কেহই সোনা ও হীরেকে মূল্যবান মনে করত না। প্রচুর পরিশ্রম ও মূল্য দিয়ে সেগুলি

পাওয়া যায় বলেই তা সংগ্রহ করবার জন্য এত আগ্রহ। এখানে ভক্তদের সমাবেশ হয়েছে, সকল জাতির লোক এসেছে সেই কারণে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারি না। ইতিপূর্বে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সমস্যা আলোচনার উদ্দেশ্যে বিশ্ব সম্মেলন হয়েছে। বিশিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের মহাসভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই সকল মহাসভা কিন্তু সেই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বা দিব্য শক্তিসম্পন্ন পথিকৃৎদের মৃত্যুর পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রথম অবতার স্বয়ং তোমাদের সম্মুখে সশরীরে নাম ধারণ করে উপস্থিত আছেন এবং ভক্তদের বিশ্ব সম্মেলন হচ্ছে। তোমাদের অবগতির জন্য আমি অবশ্যই বলব যে তোমাদের একশ জনের মধ্যে নিরানব্বুই জন আমার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ। বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে তোমরা এখানে এসেছ। আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরাগ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে আগ্রহ, প্রশংসা, স্নেহ, প্রেম বা শ্রদ্ধায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অথবা অন্যের সঙ্গে নিজের আনন্দ উপভোগের উৎসাহে তোমরা এসেছ।

প্রকৃতপক্ষে তোমরা আজ অথবা সহস্র বৎসর ধরে কঠোর কৃচ্ছ্রতাসাধন কিংবা সাগ্রহে অনুসন্ধান করতে পার এমন কি সমগ্র মানব জাতিও যদি সেই প্রয়াসে সমবেত হয় তথাপি আমার স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে না। কিন্তু অনতিবিলম্বে তোমরা এই ঐশী সত্তার আনন্দ উপলব্ধি করবে কারণ সেই সত্তাই এই পবিত্র দেহ ও নাম গ্রহণ করেছে। সাধুসন্ত ও দিব্য বিভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের চেয়ে তোমরা ভাগ্যবান কারণ তোমরা এই পরম সুযোগ লাভ করেছ।

যেহেতু আমি তোমাদের সঙ্গে ভ্রমন করি, তোমাদের মত আহার করি ও তোমাদের সঙ্গে কথা বলি সেইকারণে তোমাদের একটা ধারণা হয়েছে যে এ সবই সাধারণ মানুষের লক্ষণ। এ ভুল সম্বন্ধে সাবধান থাকবে। তোমাদের সঙ্গে গান করে, কথা বলে ও কাজ করে আমি তোমাদের মোহিত করেছি। যে কোন মুহূর্তে আমার দেবত্ব তোমাদের সমক্ষে প্রতিভাত হতে পারে। সেই মুহূর্তের জন্য তোমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। দেবত্ব মানবতার দ্বারা আবৃত হয়ে আছে। তোমাদের মায়াকে অতিক্রম করতে হবে। মায়া বা ভ্রমের আবরণে ঈশ্বর তোমার কাছে অদৃশ্য রয়েছেন ;—সেই মায়া জয় করতে অবশ্যই সচেষ্ট হবে।

প্রত্যেক দৈব সত্তা ও প্রত্যেক ঐশ্বরিক মৌলিক সত্তা অর্থাৎ মানব নির্দিষ্ট ঈশ্বরের সকল নাম ও আকার এই মানব শরীরের মধ্যে বর্তমান। (সর্বদৈবত্ব-স্বরূপালন্ ধরিঞ্চিন মানবাকারমে ই আকারম্) সংশয়কে প্রশয় দিলে যোগভ্রষ্ট হবে ; আমার দেবত্বে অবিচল বিশ্বাস তোমাদের হৃদয়ের বেদীমূলে স্থাপন করলে তোমরা আমার স্বরূপ দর্শন করতে পারবে। অপরপক্ষে এক মুহূর্তে

ভক্তি আবার পরমুহূর্তে অবিশ্বাস, এইভাবে ঘড়ির দোলকের মত দোদুল্যমান হলে কখনও সত্য উপলব্ধি করতে পারবে না এবং করুণা লাভে অসমর্থ হবে। তোমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে তোমরা এই ঐহিক জীবনে সর্বদৈবত্ব-স্বরূপম (যে আকার সকল দেবতার আকার) দর্শনের আনন্দ অনুভব করবার সুযোগ লাভ করেছ।

আরও একটি ঘটনার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অতীতে যখন ঈশ্বর অবতার রূপে বারবার আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর করুণার প্রচুর নিদর্শন সত্ত্বেও তাঁর পার্থিব দেহ ত্যাগ করবার পরে অবতারের মধ্যে ঈশ্বরকে চিনতে পারার আনন্দলাভ সম্ভব হয়েছিল। মানুষের ভক্তি ও আনুগত্য তাঁরা পেয়েছিলেন কারণ তাঁদের অতিমানবিক শক্তি ও দক্ষতা, রাজসিক কর্তৃত্ব ও শাস্তি বিধানের ক্ষমতায় মানুষ ভীত ও বিহ্বল হয়েছিল। তোমরা কিছুক্ষণ সত্য সাই অবতারের কথা চিন্তা কর। এই উগ্র বস্তুতান্ত্রিকতা, আগ্রাসী সংশয় ও অশ্রদ্ধার যুগে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ কি কারণে এই অবতারকে আরাধনা করছে? তোমবা এ বিষয়ে নিঃসংশয় হতে পার যে এর মূল কারণ হচ্ছে যে এই সত্য সাই মানবরূপে আধিলৌকিক দিব্য সত্বা।

অধিকন্তু তোমরা সৌভাগ্যবান কারণ তোমরা প্রত্যক্ষ করছ যে পৃথিবীর সকল দেশ ভারতকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। তোমরা শুনতে পাও যে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সত্য সাই প্রশস্তি ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ভবিষ্যতের জন্য নয়, বর্তমানে যখন এই দেহ তোমাদের কাছে তোমাদের সম্মুখে রয়েছে। তোমরা অনতিবিলম্বে সনাতন ধর্মকে স্বমহিমায় ও অকৃত্রিম মর্য্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখবে। সনাতন ধর্ম পৃথিবীর মানুষের মঙ্গলের জন্য বেদে নির্দিষ্ট হয়েছে। আমার শক্তি ও সামর্থ প্রকাশের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করা শুধু আমার উদ্দেশ্য নয়; বৈদিক ধর্মের পুণরুজ্জীবন আমার সংকল্প। এ ভ্রমতত্ব (মায়ার মোহজাল) নয়। এই তত্ব মিথ্যাকে উৎপাটিত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে। সত্যের জয়ে তোমরা সকলেই আনন্দিত ও উল্লসিত হয়ে উঠবে। এই হচ্ছে সাই সংকল্প।

কিছুলোক এমনকি যারা নেতৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেছে এ রকম লোকও অর্থের বিনিময়ে বৈদিক সূত্র ও ভারতীয় সংস্কৃতির নীতিগুলি বিক্রয় করতে সুরু করেছে। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরাও এগুলি ক্রয় করতে আগ্রহী। এই সত্য এবং আবিষ্কৃত বিষয়গুলি ক্রয় বিক্রয়ের পণ্য সামগ্রী নয়। এ গুলির যথার্থ মূল্য তাদের অবহিত করতে ও দর কষাকষি বন্ধ করতে আমি শীঘ্রই পাশ্চাত্য দেশে যাব। ইতিমধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রনেতাগণ অভ্যর্থনা জানাবার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে

পত্র লিখেছে। তারা আমার জন্য কর্মসূচীও প্রনয়ণ করেছে। গতকালই আমার অফ্রিকা ভ্রমনের জন্য ছাড়পত্র আনা হয়েছে এবং শীঘ্রই ঐ দেশ পরিদর্শনের জন্য আমার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। জুন মাসের আগেই আমি আফ্রিকা রওনা হচ্ছি।

যতটা সম্ভব আমার সঙ্গলাভের সুযোগকে সদ্ব্যবহার কর। যত ভালভাবে পার তাড়াতাড়ি আমার নির্দেশ পালনের জন্য সচেষ্ট হও। আমার উপদেশ পালন করলেই যথেষ্ট ; কঠোরতম তপস্যার চেয়ে তা তোমাদের অধিক হীতকর হবে। সত্য, ধর্ম, শান্তি ও প্রেম অনুশীলন কর ; এগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয়। সর্বদা তোমাদের চিন্তা, বাক্য ও কর্মের মধ্যে এই আদর্শগুলি সামনে রাখতে সংকল্প গ্রহণ কর। তাহলে তোমরা পরম দৈবসত্তায় সমাধি লাভ করতে সমর্থ হবে।

ভগবান শ্রী সত্য সাই সেবা সমিতিসমূহের
উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলন
বোম্বাই—
১৭,৫,৬৮

(৪৬) নব মহাভারত

হিন্দুধর্মে বিবৃত সনাতন ধর্ম হিমালয়ের মত বিরাট, সমৃদ্ধ, রাজকীয়, মনোরম, প্রশান্ত ও আশ্রয়স্বরূপ। আগ্নেয়গিরি অগ্নি ও ধূম উদ্‌গীরণ করে ও মানুষের পাশবিকতা প্রকট করে; তবে কেন মানুষ আগ্নেয়গিরি আকাঙ্খা করবে? সনাতন ধর্ম জীবানুমুক্ত গঙ্গাজলের মত শুদ্ধ ও পবিত্র। মানুষ কেন সমুদ্রের লোনা জল অন্বেষণ করবে? এই জল মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে না বরং পিপাসা আরও বাড়িয়ে দেয়। বৈদেশিক সংস্কৃতি এই দেশের মানুষের উপযোগী হতে পারে না কারণ তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই পরিবেশের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছে। জীবনের সমস্ত পরিবেশে ও পর্য্যায়ে এই সংস্কৃতি সর্বোত্তম। এই সংস্কৃতির আবেদন বিশ্বজনীন ও শাশ্বত।

আবহাওয়া, কৃষিজদ্রব্য, ভূপ্রকৃতি ও ইতিহাসের আঞ্চলিক বিভিন্নতার কারণে কয়েকটি গুণের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয় ও কয়েকটি বিধি-নিষেধ এই কারণে আরোপিত হয়। কিন্তু সকল দেশের সাধক ও সুধীবর্গের সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে ঈশ্বরাভিমুখী করা ও মানুষের পাশবিক বৃত্তিসমূহ দমন করা। মানুষকে প্রশান্তি অর্জন করতে হবে এবং সত্য ও প্রেমে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তাহলে অন্তর্যামী হৃদয়ে প্রতিফলিত হবেন। যখন মানুষের উন্নতির পথ কণ্টকে আবৃত হয় তখনই ঈশ্বর স্বয়ং মানবরূপে অবতীর্ণ হন এবং পথনির্দেশ দান করেন।

ধর্মস্থাপন দুই ভাবে হয়; অন্যায়ের প্রতিকার ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। বর্তমানকালে নামস্মরণের দ্বারা এই দুইটি কাজই সাধিত হবে। ধর্ম মানুষের ইহ জীবনের ও পর জীবনের সমস্ত আকাঙ্খা পূর্ণ করতে সক্ষম। ধর্ম স্বর্গীয় গাভী কামধেনুর মত সকল প্রার্থনা পূর্ণ করে। ঈশ্বর নামের রজ্জু দিয়ে জিহ্বার দণ্ডে সেই কামধেনুকে বেঁধে রাখতে পার। তাহলে কামধেনু সকল সদিচ্ছা পূরণ করবে ও হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হবে। শুরুতে সমবেত হয়ে নামস্মরণ করাই ভাল। একাকী নামস্মরণ করলে এলোমেলো চিন্তায় একাগ্রতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। একটি তৃণের শক্তি খুব কম কিন্তু তৃণগুচ্ছ দিয়ে তৈরী রজ্জুতে মত্ত হস্তীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখতে পার। উদ্দাম মনকে বিশ্বাসের দ্বারা বেঁধে রাখা যায়, সৎ সঙ্গে বিশ্বাস সুনিশ্চিত হয়।

অর্জুন চিত্ত চাঞ্চল্যের বিষয়ে কৃষ্ণকে তাঁর মনের দুঃখ নিবেদন করেছিলেন। অর্জুন বলেছিলেন যে চিত্ত হচ্ছে চঞ্চল (যা সর্বদা লক্ষ্য পরিবর্তন করে), প্রমাদি (যা বিপজ্জনক কারণ মানুষকে ইন্দ্রিয়ের বশিভূত করে), বলবৎ (যাহা উদ্দাম) এবং দৃঢ়ম (যা বিনাস করা দুঃসাধ্য) সর্বব্যাপী ঈশ্বরের গভীর ধ্যানে মন নিয়ন্ত্রিত হয় ও অপসৃত হয়। সেই স্তরে পৌঁছলে ক্রোধ, দুশ্চিন্তা বা ঈর্ষা আর পীড়িত করবে না। 'আমি' ও 'আমার' এই শৃঙ্খল ভেঙে যাবে ফলে শান্তি লাভ করবে। তোমাদের পরম অভিষ্টের মহিমা অনুযায়ী প্রয়াসী হওয়া উচিৎ. নয় কি? তোমরা আনন্দের প্রার্থী অথচ সামান্য কামনায় আবদ্ধ হয়ে আনন্দ লাভের জন্য যতটুকু ত্যাগ প্রয়োজন তা করতে পার না।

একবার জনৈক সুলতান শুনেছিলেন যে হিন্দুরা মহাভারতকে পঞ্চম বেদরূপে শ্রদ্ধা করে। তিনি রাজ্যের একজন হিন্দু কবিকে একটি মহাভারত রচনা করবার জন্য নিয়োগ করলেন। সেই মহাভারতে নায়ক হবেন সুলতান এবং তাঁর সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের কাহিনী বর্ণিত হবে। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মহাভারত রচনা শেষ করতে না পারলে কবিকে কঠোর শাস্তির ভয় দেখালেন। কবি বাধ্য হয়ে এই প্রস্তাবে রাজী হলেন এবং এমন ভাণ করলেন যেন তিনি মহাভারত রচনা আরম্ভ করেছেন। কবি সুলতানকে আরও জানালেন যে সুলতান হবেন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব এবং তাঁর উজীরেরা হবে পাণ্ডবদের অন্য চারজন ভ্রাতা; সুলতানের শত্রুরা হবে কৌরব। সুলতান খুব খুসী হলেন এবং মহাভারত রচনা শেষ হওয়া মাত্র তা পাঠ করবার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। যাহা হউক কবি খুব দেরী করতে লাগলেন। একদিন সুলতান বিলম্বের কারণ জানতে চাইলে কবি বললেন, "মহামান্য সুলতান; আমি একটি সামান্য বিষয়ে আপনার কাছে পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই-এই কারণেই আমার সমস্যা। আমার মহাকাব্যে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের স্ত্রী হচ্ছেন রাণী-এইটাই ঠিক কারণ আপনি পাঁচজন বীর ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ। অথচ মূল মহাভারতে ঐ রাণী অন্য ভ্রাতাদেরও স্ত্রী। আমার কাব্যে উজীরগণ হচ্ছে ঐ চারজন ভ্রাতা। আমি রাণীকে উজীরদেরও পত্নীরূপে চিত্রিত করব না অন্য কিছু?" সুলতান বাকিটুকু শোনবার জন্য অপেক্ষা না করে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি বাতিল করে কবিকে বিদায় দিলেন।

সাধনায় সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে তোমরা সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করবার ও কষ্ট স্বীকার করবার জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকবে। অন্যথায় এরূপ ইচ্ছা পোষণ করা সঙ্গত নয়। পঞ্চ পাণ্ডব হচ্ছে মানবদেহে পঞ্চ প্রাণ। পঞ্চ প্রাণ একত্রে সৃষ্টি করে একক সত্তা। অগ্নিসম্ভবা দ্রৌপদী শক্তিরূপে দেহকে সক্রিয় করে। এই তত্ত্ব উপেক্ষা করে যখন এই মহাকাব্যকে রাজা, রাণী ও রাজবংশের

যুদ্ধ কাহিনীরূপে গ্রহণ করা হয় তখন মহাকাব্যটির প্রকৃত অর্থ হারিয়ে যায়।

সত্য সাই সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে সাধক হতে হবে এবং অহঙ্কার ও লোভ, মমকারম্ (আমিত্ব) ও অভিমান ত্যাগ করতে হবে। "আমি' ও 'আমার' এই মনোভাব দূর করতে হবে। এই প্রয়াসে সভাপতি, উপ সভাপতি ও সম্পাদককে অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে সমধিক আগ্রহী হতে হবে এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে হবে। সমিতি পরিচালকগণকে কর্তাস্থানীয় ব্যক্তি বা স্বীকৃত ভক্তরূপে গণ্য করা উচিৎ নয়। এইসব পদ তাদের বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে এবং সদস্য ও জনসাধারণের প্রতি দরদী হয়ে ঐ কাজ সম্পাদন করতে হবে।

সকলকে ভালবাস, সম্মান কর ও সেবা কর। এমন কথা বিশ্বাস করবে না যে সকলের সমান অধিকার ও দায় দায়ীত্ব আছে। তোমরা সকল গরু সমান মনে করে ওজন হিসাবে গরু কিনতে পার না। সব গরু দুধ দেয় না, কতকগুলি গরুকে ভালভাবে খাওয়ানো দরকার হয়, কোন গরু যথেষ্ট দুধ দেয় না, কতকগুলি বলবান ও কতকগুলি জরাগ্রস্থ। সুতরাং সব কিছু তুলনা করে বিচার করতে হবে। সব গরু যেমন সমান নয় সব মানুষও সমান নয়। প্রত্যেক মানুষের ধর্ম বা নীতি আলাদা হয়। বয়স, পেশা, ক্ষমতা, মর্য্যাদা ও বিদ্যা প্রভৃতি উপাদানগুলি প্রত্যেক মানুষের পৃথক হবার জন্য তাদের ব্যক্তিগত ধর্ম পৃথক হয়। ব্যক্তিটি পুরুষ বা স্ত্রী, শিক্ষক বা ছাত্র, প্রভু বা ভৃত্য, শিশু বা যুবক, পিতা বা পুত্র, পরাধীন বা স্বাধীন এই সব বিবেচনা করতে হবে। ধর্মের মূল নীতি অবশ্য সত্য, প্রেম, সহনা ও অহিংসা। লিখিত ও অলিখিত বিভিন্ন আচরণবিধি এই মূল নীতিগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইদানীং বর্ণাশ্রম ধর্ম (অতীতে নির্দ্দিষ্ট চারি বর্ণ ও জীবনের চারটি পর্য্যায়ের আচরণবিধি) সম্বন্ধে প্রচুর সমালোচনা হয়ে থাকে। অথচ এগুলির প্রতি কোন গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নেই কারণ যারা এই ধর্মের অপব্যাখ্যা করে তারা শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে এই আচরণবিধি পালনের কোন অভিজ্ঞতা নেই। শাস্ত্রসমূহ ও সনাতন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়েছে। বয়স্ক ও শিশুদের সংস্কৃত শিক্ষা ও চর্চ্চার সুযোগের ব্যবস্থা সত্য সাই সেবা সমিতি সমূহকে করতে হবে। এই কাজ হচ্ছে তাদের প্রাথমিক কর্তব্যগুলির অন্যতম। এটা খুবই দুঃখের যে সংস্কৃত শিক্ষার ধারক ও বাহকরূপ পণ্ডিতগণ নিজেদের পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দাবী করেন কিন্তু তাঁদের ছেলেমেয়েদের সংস্কৃত শেখান না। এই আত্মঘাতী অবহেলার জন্য সংস্কৃত শিক্ষা দ্রুত লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বস্তুতঃ শঠতা ও কপটতার দ্বারা পরিবেশ কলুষিত হয়েছে। কেহই সাহসের সঙ্গে নিজের বিশ্বাসের কথা বলে না ও

সেই মত কাজ করে না। পণ্ডিতগণ প্রাচীন শাস্ত্রের প্রশস্তি করেন কিন্তু সেগুলি রক্ষা ও পাঠের জন্য কোন সুনিশ্চিত প্রাথমিক ব্যবস্থাও করেন না। জননেতাগণ বক্তৃতামঞ্চে ইংরাজী ভাষাকে ধিক্কার দিলেও তাঁদের ছেলেমেয়েদের ইংরাজী মিডিয়াম স্কুলে পাঠিয়ে থাকেন। সত্য সাই সমিতির কোন সদস্যের এইরূপ প্রতারণামূলক আচরণ করা উচিত নয়। তারা যা বলবে অবশ্যই আন্তরিকভাবে সেইরকম আচরণ করবে। সেই হচ্ছে ধর্ম।

মানুষকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর মানুষ অপরের দোষ দেখবার জন্য মোটেই ইচ্ছুক নয় সেই কারণে তারা প্রত্যেককে ভক্তিমান ও ধার্মিক মনে করে। মধ্যম শ্রেণীর মানুষ ভালকে ভালরূপে ও মন্দকে মন্দরূপে দেখে। অধম শ্রেণীর মানুষ কেবল মন্দের সমাদর করে ও ভালকে উপেক্ষা করে। তারা নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্টরূপে গ্রহণ করে এবং নিকৃষ্টকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়। তোমাদের উচিত শেষের এই তৃতীয় শ্রেণীকে এড়িয়ে চলা এবং দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হবার জন্য সচেষ্ট হওয়া। এই সম্মেলনে তোমাদের কর্মে যে নিয়মনীতিগুলি নির্দ্ধারিত হয়েছে সেগুলি তোমাদের আধ্যাত্মিক সাধনায় সহায়ক হবে। এগুলি তোমাদের মঙ্গলের জন্য উদ্দিষ্ট হয়েছে, আমার কর্তৃত্ব প্রসারের নিমিত্ত নয়। তোমরা আমার সঙ্গে কেবল একটি সূত্রে গ্রথিত। তা হচ্ছে প্রেমের সূত্র। এই প্রেম তোমাদের প্রেরণা, শিক্ষা ও সান্ত্বনা দান করবে।

ভগবান শ্রী সত্য সাই সেবা সমিতির
উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলন
বোম্বাই—১৭-৫-৬৮ (সকাল)

(৪৭) নামের মাধুরী

ঝড়ে আকাশ মেঘে অন্ধকার হলে ও সমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে নাবিক ঠিক পথে যাবার জন্য দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র ব্যবহার করে। মানুষ যখন নৈরাশ্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় ও অদম্য কামনায় উৎপীড়িত হয় সেও তার দিগদর্শন যন্ত্রের সহায়তায় পথের সন্ধান পায়। সেই দিগদর্শন যন্ত্র হচ্ছে অধ্যাত্মসাধনা প্রচারে ব্রতী সমাজ। মানুষ যতক্ষণ বহিঃপ্রকৃতির দ্বারা আকৃষ্ট থাকে ততক্ষণ আনন্দ-শোক, সুখ ও দুঃখ, লাভ ও ক্ষতির তরঙ্গে আবর্তিত হয়। অন্তরে ও বিশ্বপ্রকৃতিতে ঈশ্বরের মহিমায় আকৃষ্ট হলে মানুষ এই দ্বৈত-ভাবনা অতিক্রম করে ও প্রশান্তি লাভ করে। দেহের রথে ভগবান আরাধনা—উৎসবের জন্য অধিষ্ঠিত। এই রথের চার চক্র হচ্ছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। মানুষের চার লক্ষ্য। ধর্ম অর্থকে রূপান্তরিত করে এবং মোক্ষ কামকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিজ্ঞানের (উচ্চতর বিশেষ জ্ঞান) ইন্ধনে রথ চলে, চাকার টায়ার বিশ্বাসের বায়ুতে পূর্ণ করতে হয়। লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি লাভ, অমৃত আস্বাদন, পরমেশ্বরে সমাধি এবং অন্তর ও বাহিরের মহিমায় যুক্ত হওয়া।

মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে এই সত্য জানা এবং এই জ্ঞানের অভাবে প্রচুর পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও সে অজ্ঞ। "আমি কে ?" এই একমাত্র উপযুক্ত প্রশ্নের উত্তর জানে না। সে চন্দ্রে অভিযান করতে পারে কিন্তু নিজের অন্তরের চন্দ্র—মনের সন্ধান পায় না। মনের গঠন ও গতিপ্রকৃতি জানতে পারলে বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় কারণ বিশ্ব মনেরই সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিকদের বিনীত হতে হবে কারণ তাদের আবিষ্কার সমূহ ঋষিদের স্বরূপ আবিষ্কারের মত গুরুত্বপূর্ণ নয়। জাগতিক শক্তি ও পদার্থসমূহের প্রয়োগপদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানীরা ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তাদের প্রতি শ্রদ্ধা মাত্রাতিরিক্ত না হয়ে যথাযোগ্য হবে। বিজ্ঞান আরাম ও স্বাচ্ছন্দ দিয়েছে, রোগ নিরাময় করেছে ও পদার্থ বিশ্লেষণ করছে। বিজ্ঞান স্থৈর্য্য, প্রশান্তি ও আনন্দ দান করতে পারে না। বিজ্ঞান গাড়ীকে সুদৃঢ় ও গতিশীল করতে পারে কিন্তু ঘোড়াকে উন্নত ও অনুপ্রাণিত করতে পারে না।

এই তিনদিন তোমরা আধ্যাত্মিক বিষয়ের বিভিন্ন আলোচনায় নিযুক্ত ছিলে। এই সব আলোচনা থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত বার হয়ে এসেছে,

তোমাদের কল্যাণের জন্য আমি তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব।

অহংকার দূর করবার উপায়সমূহ আলোচিত হয়েছে, ভজন তার মধ্যে প্রধান। তোমাদের গ্রামে বা এলাকায় যতদিন সম্ভব ভজন করবে। যেখানে সকলে অবাধে এসে যোগ দিতে পারে এমন স্থানে ভজন করবে কারণ কোন লোকের বাড়ীতে সকলে সমাদৃত হতে নাও পারে। যতদূর সম্ভব সরলভাবে ভজন অনুষ্ঠান করবে, জাঁকজমক, আড়ম্বর বা প্রতিযোগীতার প্রয়োজন নেই। খুব কম অর্থব্যয় করবে ; অন্তরের আকুতি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বাহিরের জৌলুষ তাঁর কাছে মূল্যহীন।

যৎসামান্য ব্যয়ভার সমিতির কয়েকজন সদস্য স্বেচ্ছায় ও নীরবে বহন করবে, এর জন্য থালা, হুণ্ডিপত্র, চাঁদার খাতা ও অর্থদাতার তালিকা তৈরী করে অর্থ সংগ্রহ করবে না। ভজনে যারা অংশ নেবে তারা একটি নাম ও আকারের প্রতি অনুরাগ, প্রেম ও আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া চাই। ভজন বৃহস্পতিবার ও রবিবার সন্ধ্যার সময় প্রকৃষ্ট। অবশ্য এটা বাঁধাধরা নিয়ম নয়, কারণ দিনে কিছু আসে যায় না। আনন্দ আস্বাদন ও পরিবেশনের জন্য মনকে আগ্রহী করা হচ্ছে আসল কথা। বস্তুতঃ ভজন হচ্ছে নিরলস সাধনা, শ্বাসগ্রহণের মত ভজন অত্যাবশ্যক।

কোন অঞ্চল ও সাধারণ মানুষের সুবিধামত সমবেত ভজনের ব্যবস্থা করতে হবে। কোন কোন লোক প্রশান্তি নিলয়মে গাওয়া হয় এমন ভজন গাইবার উপর জোর দিয়ে থাকে। কিন্তু ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, তিনি প্রত্যেক হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। সকল নামই তাঁর। যাতে আনন্দ পাও এমন যে কোন নামেই তাঁকে ডাকতে পার। সত্য সাই সমিতির সদস্যগণ ঈশ্বরের অন্য নাম ও আকারের প্রতি অবশ্যই শ্রদ্ধাহীন হবে না। তারা একদেশদর্শী হবে না ও ঈশ্বরের অন্যান্য নাম ও আকারের মহিমা সম্বন্ধে অন্ধ হবে না। যারা ঈশ্বরকে ভিন্ন আকারে আরাধন করে, তাদের গোষ্ঠিতে যোগদান করে তোমাদের দেখাতে হবে যে, সব নাম ও আকার আমারই। নিজ নিজ বিশ্বাসে অচল থেকে তারা সকলকে আনন্দ ও সুখ দেবে।

তারপর ধ্যানের প্রশ্ন উঠেছিল। তোমরা ব্যক্তিগতভাবে ধ্যান করা ছাড়াও ভজনের পরে একই স্থানে ওঙ্কার ধ্বনি করে দশ পনেরো মিনিট সমস্ত চিন্তাকে সংহত করবে ও আরাধ্য দেবতার ধ্যান করবে। অথবা তোমার সম্মুখে অবস্থিত দীপশিখা ধ্যান করে তোমার অন্তরের চেতনাকে উজ্জ্বল করে তুলতে পার। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তুমি মিশে যাবে। ধ্যানে সমস্ত কর্ম পবিত্র হয় ও মন নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই অত্যুজ্জ্বল আলোকে ভজনে আরাধ্য ঈশ্বর

মূর্ত হয়ে উঠবেন। ভজনের পরে সমবেত ধ্যানে নিযুক্ত হলে পরে নিজ নিজ গৃহে ব্যক্তিগত ধ্যান করবার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে। ধ্যানের আগ্রহ বাড়বে, ধ্যান ক্রমে ক্ষণস্থায়ী হবে ও শান্তি গভীরতর হবে। এই সমিতির প্রত্যেক সদস্যের সাধনায় ধ্যান অপরিহার্য বলে আমি গুরুত্ব দিয়ে থাকি।

এরপর পাঠচক্র সম্বন্ধে বলছি। এলোমেলোভাবে বই পড়া আমি সমর্থন করি না, সে বই যত মূল্যবানই হোক। খুব বেশী বই পড়লে মন বিভ্রান্ত হয়; তর্ক করবার ঝোঁক ও পাণ্ডিত্যের অহমিকা বাড়ে। যা পড়বে তার অন্ততঃ কিছুও অনুশীলন করবে এইটাই আমি চাই। তাছাড়া সব সময় মনে রাখবে বই শুধু পথের নির্দেশ করতে পারে নিশানা দিতে পারে। বই পড়ে সাধন পথে যাত্রা সম্পূর্ণ হয় না। এ হচ্ছে এই পথের প্রথম সোপান। শুধু পড়বার জন্যই পড়বে না, ব্যবহারিক প্রয়োগের উদ্দেশ্যে পড়তে হবে। ঘরে খুব বেশী বই থাকলে ব্যক্তির বুদ্ধির অসুস্থতা বোঝায় যেমন টেবিলে প্রচুর টিন, মোড়ক ও বোতল থাকলে কোন ব্যক্তির শারীরিক অসুখের পরিচয় দিয়ে থাকে। ভজনের অব্যবহিত আগে বা পরে বই বা বই থেকে অংশবিশেষ পাঠ না করে অন্য সময়ে করলেই সবচেয়ে ভাল হয়।

তারপর নগরসংকীর্তনের কর্মসূচী আছে। নগরসংকীর্তন কোন নতুন ব্যাপার নয়। জয়দেব, গৌরাঙ্গ, তুকারাম ও কবীর আত্মোন্নতি এবং জনগণের আধ্যাত্মিক জাগরণের উদ্দেশ্যে এই ধরণের নামস্মরণ ব্যবহার করেছিলেন। প্রত্যূষের আগে সাড়ে চারটে বা পাঁচটার সময়ে সমবেত হয়ে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে করতে ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে যাও। ঈশ্বরের নাম প্রতি দ্বারে পৌঁছে দাও; নামগান দিয়ে নিদ্রিতকে জাগিয়ে দাও। ঘৃণা, লোভ, বিভেদ ও বিবাদের ক্রুদ্ধ চিৎকারে কলুষিত পথের পরিবেশ বিশুদ্ধ করে তুলবে। সর্বশক্তিমান, করুণাময়, সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের চিন্তা দিয়ে তোমার ও অন্যান্য সকলের দিন সুরু হোক। তোমার নিজের ও অপরের এর চেয়ে আর বেশী উপকার কিসে হবে? এতে তুমি স্বাস্থ্য ও সুখ লাভ করবে। তোমার উৎসাহের মধ্যে সকল অহঙ্কার সকল আত্মমর্য্যাদা ভুলে যাবে। এই কারণে নগরসংকীর্তন একটি মহান সাধনা ও একটি মহান সমাজ সেবা।

গতকাল আর একটি ছোট প্রশ্ন উঠেছিল, তা হচ্ছে প্রসাদ সম্পর্কে। (ভজনের পরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৈবেদ্য যা ভজনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়) খাদ্যবস্তু পরিহার করতে হবে। নামই শ্রেষ্ঠ প্রসাদ যা পরিবেশন করবে। বিভূতি প্রসাদরূপে দিলেই যথেষ্ট। বিভূতি হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান ও ফলপ্রদ প্রসাদ।

তোমরা সুন্দর আচরণ ও মনোভাবের আদর্শ স্থাপন কর এবং সার্থক-ভাবে সত্য সাই সমিতির কর্মসূচী রূপায়ণের কর্তব্য পালন কর। এখানে তোমরা এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে আগত মানুষদের সঙ্গে তিন দিন অতিবাহিত করেছ। তার ফলে তোমরা অনেক তথ্য ও প্রেরণা লাভ করেছ। বোম্বাইএর সত্য সাই সেবা সমিতি ও বিদ্বান প্রশান্তি মহাসভা (মহারাষ্ট্র শাখা) তোমাদের খাদ্য ও বাসস্থানের এবং সম্মেলনের সব বন্দোবস্ত করেছে। তারা সুচারুরূপে এই সম্মেলনের কর্মসূচী প্রণয়ন ও রূপায়ণ করেছে। তাদের লক্ষ্য হল এই সম্মেলনের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য তুলে ধরা এবং আমার দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণের সুযোগ সকলকে দান করা। তোমরা এজন্য তাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে। তাদের দৃষ্টান্ত অন্যান্য শহরের সেবা সমিতিগুলির সহায়ক হবে। আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি তোমরা নিজ নিজ স্থানে নিজেদের ও বিশ্ব মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হবে।

ভগবান শ্রী সত্য সাই সেবা সমিতিসমূহের
উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলন।
(বোম্বাই—সন্ধ্যা)
১৮-৫-৬৮

(৪৮) 'যে বাণী আমি নিয়ে এসেছি'

আত্মা তোমার স্বরূপ, আত্মা পরমাত্মার একটি তরঙ্গ। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি এবং সমুদ্রের সঙ্গে তরঙ্গের সম্পর্ক অনুধাবন করা। অন্য সব কাজই হচ্ছে তুচ্ছ—সে সব কাজ পশু পাখীরাও করে থাকে কিন্তু এই কাজ হচ্ছে মানুষের অদ্বিতীয় সুযোগ। মানুষ বিবর্তনের ধাপে ধাপে প্রত্যেকটি পশুত্বের স্তরে এই পরম পরিণাম লাভের জন্য এগিয়ে চলেছে। মানুষ যদি পশুর মত খাদ্য, আশ্রয়, আরাম ও ইন্দ্রিয়সুখ অন্বেষণের জন্য জন্ম মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময় নষ্ট করে তবে সে নিজেকে যাবজ্জীবন দণ্ডভোগের জন্য অভিযুক্ত করবে।

মানুষ দুইটি বিশেষ গুণের অধিকারী। একটি হচ্ছে বিবেক (বিচারের শক্তি) অন্যটি বিজ্ঞান (বিশ্লেষণ ও সমবায়)। অন্তরের সত্য আবিষ্কারের জন্য এই গুণ ব্যবহার করবে ; সেই একই সত্য প্রতি ব্যক্তি ও বস্তুতে বর্তমান। একই পৃথিবীর কোলে সকল দেশ লালিত ও পালিত হচ্ছে। একই সূর্য সকলকে তাপ দিচ্ছে, সকল শরীর একই দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত ; সকলেই একই অন্তরতম শক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ। বেদসমূহ হচ্ছে মানুষের আত্মজয়ের প্রাচীনতম ঘোষণাপত্র, সকল সৃষ্টির মৌলিক ঐক্য আবিষ্কার ও সমন্বয় সাধক সত্যের সঙ্গে তার প্রাণময় সংস্পর্শের বাণী। বেদ ঘোষণা করেছে ঈশ্বর সর্বভূতান্তরাত্মা (ঈশ্বর সকল জীবের অন্তর সত্তা) ঈশাবাস্যমিদম্ সর্বম্ (বিশ্ব ঈশ্বরময়) বাসুদেব সর্বম্ ইদম্ (সব কিছুই ভগবান বাসুদেব)। প্রত্যেকের অন্তরের দিব্য মৌলিক সত্য বৈদ্যুতিক শক্তির মত প্রত্যেক বৈদ্যুতিক বাতিকে আলোকিত করছে। যেমন আমার সামনে এই বিভিন্ন বর্ণের ও শক্তির বাল্‌বগুলি একই বিদ্যুৎ শক্তির দ্বারা আলোকিত হচ্ছে। দেশ, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে একই ঈশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে ভাস্বর হয়ে অবস্থান করছেন। বিদ্যুৎ সকল বাতিকে প্রাণবন্ত ও ক্রিয়াশীল করছে, ঈশ্বর সকলকে সঞ্জীবিত ও কর্মক্ষম করছেন। যারা পার্থক্য দেখে তারা মোহগ্রস্থ। তারা কুসংস্কার, অহংকার, ঘৃণা বা ঈর্ষায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। প্রেমের দৃষ্টিতে সকলেই এক ঐশী পরিবারের সন্তান।

আত্মতত্ত্ব মানুষের মধ্যে কিরূপে প্রকাশ পায় ? প্রেম রূপে। মূল প্রকৃতি প্রেম মানুষকে সঞ্জীবিত করে, মানুষের সংকল্পকে দৃঢ় করে। প্রেম ব্যতীত

মানুষ অন্ধ হয় পৃথিবী তার কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর অরণ্যে পরিণত হয়। প্রেমের আলো মানুষকে অরণ্যের মধ্যে পথ দেখায়। বেদ মানুষের জন্য চারটি লক্ষ্য নির্দেশ করছে বরং বলা যায় দুই জোড়া লক্ষ্য নির্দেশ করছে যা হচ্ছে ধর্ম-অর্থ (সদুপায়ে জীবন ধারণ) ও কাম-মোক্ষ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ দুঃখ হতে মুক্তি ও পরম সম্পদস্বরূপ মুক্তির জন্য আকুতি)। প্রেমের অনুশীলনে এই সমস্ত ফল লাভ করা যায়। সত্য, ধর্ম ও শান্তির দ্বারা প্রেম নিয়ন্ত্রিত হয়। বেদের শিক্ষা হচ্ছে মানুষ ধর্মের পথ অবলম্বন করে অর্থ উপার্জন করবে অথচ এই শিক্ষা আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ না করে যে কোন প্রকারে অর্থ সঞ্চয় করা হয়। মানুষের শুধু একটিমাত্র কাম বা বাসনা থাকবে এবং তা হচ্ছে মোক্ষের বাসনা। এই বাসনার কোন সম্মান দেওয়া হয় না এবং মানুষ ক্রমে বাসনার পঙ্কে ডুবে যাচ্ছে। বিষয় বাসনা চরিতার্থ হলেও মানুষের গভীর পিপাসা দূর হয় না। কারাগারে বন্দীর কাছে মুক্তি ছাড়া আর কি কামনা থাকতে পারে? পৃথিবীব্যাপী উদ্বেগ, ত্রাস ও অশান্তির মূল কারণ হচ্ছে এই ভ্রান্ত নীতি।

নানা দক্ষতা ও অভিযানের যোগ্যতায় পূর্ণ করে ঈশ্বর প্রত্যেককে এই মানব শরীর দান করেছেন। এই দেহকে নৌকার মত ব্যবহার করবে; এই নৌকায় জন্ম মৃত্যু ও বন্ধনমুক্তির মধ্যবর্তী বিক্ষুব্ধ সংসার সমুদ্র পার হবে। শারীরিক ও মানসিক শক্তি যখন অটুট থাকবে ও বিচারবুদ্ধি তীক্ষ্ণ থাকবে তখনই তোমরা এই প্রাথমিক কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হবে। এই নৌকায় যাত্রা সুরু করে দাও অন্যথায় নৌকা অকেজো হয়ে যেতে পারে। দেহ রোগাক্রান্ত হলে দেহের সুস্থতার জন্য সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। মুক্তির তীরে পৌঁছলে অন্তরে যে সঞ্চারিত হবে সেই অতুলনীয় আনন্দের কথা চিন্তা কর। সংসারের বিক্ষুব্ধ জলরাশির উপর নিরাপদে বিহার কর। সাক্ষী হও ফলের আকাঙ্ক্ষা রেখো না, সকল কর্মফল ঈশ্বরের চরণে নিবেদন কর। ঈশ্বর যন্ত্রী তোমরা যন্ত্র। মহত্তর লক্ষ্য অনুসরণ কর, উচ্চতর আদর্শ গ্রহণ কর। ইন্দ্রিয়সুখ ক্ষণস্থায়ী ও তুচ্ছ। ঋষিগণ যে সাধনপথের নির্দেশ দিয়েছেন তা অনুসরণ করলে জয় পরাজয় ও লাভ ক্ষতিতে অবিচলিত থাকবে। সেই শিক্ষা গ্রহণ করে অনুশীলন কর, নিজেকে প্রশান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর।

বাড়ীতে ও বিদ্যালয়ে পিতামাতা ও শিক্ষকগণকে ছোটদের এই ধারায় সবিশেষ আগ্রহের সহিত শিক্ষা দিতে হবে। তাদের অবশ্য নিয়মিত ধ্যান ও নামস্মরণের মাধ্যমে এ কাজের উপযুক্ততা অর্জন করতে হবে। প্রত্যেক গৃহে আধ্যাত্মিক গ্রন্থপাঠ ও নামস্মরণের জন্য সকাল সন্ধ্যায় কিছু সময় নির্দিষ্ট রাখতে হবে। পিতামাতা ও সন্তানেরা একসঙ্গে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করবে। বস্তুত সময়কে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে হবে। প্রথমে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য

বা মহিমা ধ্যানের জন্য কয়েক মিনিট নির্দিষ্ট করে রাখবে। ক্রমে এই সুন্দর অভ্যাসে আনন্দের আস্বাদ লাভ করবে। অতঃপর অনেকক্ষণ নামস্মরণ করতে পারবে এবং সমধিক সন্তোষ লাভে সক্ষম হবে। এই জীবন ধারণের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ঈশ্বরময় হয়ে জীবন ধারণ করা। প্রত্যেকেরই এই পরিণাম লাভ করবার অধিকার আছে। তোমরাই সত্য। বিশ্বাস হারিয়ে নিজেদের ছোট করবে*না। কোন কোন সময়ে তোমরা হয়তো মানুষের স্তর থেকে পশুত্বের স্তরে কিংবা আরও নিচে নেমে যাও কিন্তু তা হলেও তোমরা দিব্য।

প্রেমের অনুশীলন কর, সেই প্রেম সকলের মধ্যে ভাগ করে দাও। কিভাবে একজনকে কম ও একজনকে বেশী দেওয়া যাবে যখন উভয়েই তোমার মত এক ও অভিন্ন? মূল দৈব সত্তা ভুলে গেলে ঘৃণার সঞ্চার হয়, ঈর্ষা ফণা বিস্তার করে। সকলের মধ্যে আত্মাকে দর্শন করলে প্রেম অঙ্কুরিত হবে। শিশিরবিন্দুর মত শান্তি ঝরে পড়বে। তোমরা প্রেমস্বরূপ। তোমরা আমার কথা শ্রবণ করবার জন্য ও আমাকে দর্শন করবার জন্য আগ্রহী হয়ে অনেক অসুবিধা সহ্য করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে বসে প্রতীক্ষা করছ। তোমাদের সেই আগ্রহ তৃপ্ত করবার জন্যই আমি এই মঞ্চ থেকে ভাষণ দিচ্ছি। তোমাদের প্রেম আমি যখন অনুভব করি আমার ইচ্ছা হয় সেই প্রেম গ্রহণ করতে এবং আমার প্রেমে তোমাদের গ্রহণ করবার অধিকার দিতে। প্রেম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যোগসূত্র। কথার মধ্যস্থতা এক্ষেত্রে নিরর্থক।

তোমাদের অন্তরে প্রেমের দীপ জ্বালাবার জন্য আমি এসেছি। আমি দেখতে চাই এই দীপশিখা দিনের পর দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আমি এখানে হিন্দুধর্ম বা কোন বিশেষ ধর্মের বিষয়ে প্রতিনিধি হয়ে কিছু বলতে আসিনি। কোন একটি সম্প্রদায়, গোষ্ঠি বা মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে অথবা কোন বিশেষ মতবাদের সমর্থক সংগ্রহ করবার জন্য আমি আসিনি। আমার নিজের বা অন্য কোন দলের জন্য শিষ্য বা ভক্ত সংগ্রহ করতে আমি আসিনি। আমি তোমাদের বিশ্বজনীন ঐক্যে আস্থা. এই আত্মিক নীতি, প্রেমের পথ, প্রেম ধর্ম, প্রেম কর্ম প্রেমের প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা বলতে এসেছি।

সমস্ত ধর্ম একটি মৌলিক শিক্ষা দান করে। সেই শিক্ষা হচ্ছে মন থেকে অহংকারের কলঙ্ক মুছে ফেলতে হবে; তুচ্ছ সুখের কামনা ত্যাগ করতে হবে। প্রত্যেক ধর্মই ঈশ্বর মহিমায় সমাহিত হতে ও ক্ষুদ্র প্রতারণার প্রবৃত্তি দূর করতে শিক্ষা দেয়। এতে মানুষ অনাশক্তি ও বিচার পদ্ধতি শিক্ষা লাভ করে যার ফলে সে উন্নত আদর্শ গ্রহণ করে ও মোক্ষ লাভ করে। সকল হৃদয় এক ও অনন্ত ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, একথা বিশ্বাস করবে। সকল

ধর্মবিশ্বাস সেই এক ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করে। সকল ভাষায় ঈশ্বরের সকল নাম ও মানুষের কল্পিত আকারসমূহ একমাত্র এক ঈশ্বরকেই নির্দেশ করে। প্রেম ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আরাধনা। সকল ধর্ম, সকল দেশ ও মহাদেশের মানুষের মধ্যে এক-ভাব, একত্বভাবে অনুপ্রাণিত হও। আমি এই প্রেমের বাণী নিয়ে এসেছি। আমার ইচ্ছা তোমরা আন্তরিকভাবে এই বাণী গ্রহণ কর।

প্রেমকে পরিপুষ্ট কর, প্রেমে জীবন ধারণ কর-প্রেম ছড়িয়ে দাও। এই আধ্যাত্মিক সাধনায় সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হবে। ঈশ্বরের নাম কীর্তনের সময় ঈশ্বরের মহিমা, করুণা, মাহাত্ম্য, জ্যোতি, সত্তা স্মরণ করবে তাহলে প্রেমের বীজ তোমার মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে। প্রেমের মূল ক্রমে গভীরে পৌঁছবে, প্রেমের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হবে। সেই প্রেমবৃক্ষ শত্রু মিত্র, দেশী বিদেশী নির্বিশেষে শীতল ও স্নিগ্ধ ছায়া দান করবে। ঈশ্বরের লক্ষ লক্ষ নাম আছে। ঋষি ও সাধুরা ঈশ্বরকে লক্ষ লক্ষ রূপে দর্শন করেছেন-কখনও চোখ খুলে কখনও বা চোখ বুঁজে। তারা মানুষের সকল ভাষায় ও কথায় ঈশ্বরের স্তুতি করেছেন কিন্তু তথাপি ঈশ্বরের মহিমা অশেষ। ঈশ্বরের যে নামটি তোমার প্রাণে সাড়া জাগায় সেই নামটি বেছে নাও। ঈশ্বরের যে কোন একটি আকারকে বেছে নাও, প্রতিদিন সূর্যোদয়ে পূর্বাকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠলে যখন তুমি জেগে উঠবে তখন সেই নাম কীর্তন করবে, সেই রূপ ধ্যান করবে। জাগ্রত অবস্থায় সমস্ত কষ্টের মধ্যে সেই নাম ও আকারকে তোমার সঙ্গী, সারথী ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ কর। রাত্রে শয্যাগ্রহণের সময় সেই নাম ও আকারসম্পন্ন ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাবে কারণ তিনি সারাদিন ধরে তোমার সঙ্গে, পাশে, সামনে ও পিছনে সর্বত্র ছিলেন। এই সাধনায় অবিচলিত থাকলে কখনও তোমার পদস্খলন হবে না অথবা ব্যর্থ হবে না।

আমি তোমাদের আর একটি উপদেশ দেব। এই মহাদেশে তোমাদের দেশবাসীর আনন্দ ও সুখবর্দ্ধনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট হবে। তাদের আনন্দ ও সুখে অংশগ্রহণ করবে। এ দেশকে 'ভারত' বলা হয় কারণ এ দেশের মানুষের 'ভা' অর্থাৎ ভগবানের প্রতি রতি বা বিশেষ আশক্তি আছে। তারা ভগবানের ভক্ত এবং ভগবানের সন্তানদের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল। তারা পাপকে ভয় করে; তারা জ্ঞানলাভের জন্য আগ্রহী।

নিজের স্বরূপ সন্ধানের জন্য সঙ্কল্প কর। সতত: ঈশ্বরস্মরণের প্রেরণার মধ্যে জীবনযাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ কর। প্রেম অনুশীলন কর ও পরিবেশন কর।

আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি যে তোমরা এই প্রয়াসে সফল হবে ও পরম আনন্দ লাভ করবে।

নাইরোবি (কেনিয়া—পূর্ব আফ্রিকা) ৪-৭-৬৮

(৪৯) জ্ঞানীর পথ

ভগবান সকল প্রেমের উৎস, ভগবানকে ভালবাস। পৃথিবীকে ঈশ্বরের আবরণ মনে করে ভালবাসবে, তার বেশীও নয়, কমও নয়। প্রেমের মাধ্যমে তুমি প্রেম সমুদ্রে একীভূত হয়ে যেতে পার। প্রেম সমস্ত নীচতা, ঘৃণা ও দুঃখের অবসান করে। প্রেম বন্ধন মোচন করে, মানুষকে জন্ম মৃত্যুর যাতনা থেকে রক্ষা করে। প্রেম সকল হৃদয়কে এক রেশম কোমল ঐক্যতানে আবদ্ধ করে। প্রেমের দৃষ্টিতে সব কিছুই সুন্দর হয়ে ওঠে, সব কাজই হয় উৎসর্গীকৃত, সকল চিন্তা হয় পবিত্র। সমগ্র বিশ্ব এক বিরাট গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

মানুষ সমাজে জন্মায় ও সমাজে লালিত হয়, সমাজের সূক্ষ্ম প্রভাবে সে ভাল বা মন্দ রূপে গড়ে ওঠে। আবার সেই সমাজের যারা তার সংস্পর্শে আসে সে তাদের প্রভাবান্বিত করে। মানুষ সঞ্চিত কর্মের ফলস্বরূপ যে সমাজে জন্মগ্রহণ করে সেই সমাজের আদর্শ, রীতি ও আচরণ পদ্ধতি অনুসারে তার জীবন পরিবর্তিত হয় অথবা আকুঞ্চিত হয়। দেহ ও দেশ পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। দেহ আর দেশ একইভাবে আত্মাকে আবদ্ধ রাখে। সমাজকে আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে ব্যবহার কর। সমাজকে এমন ভাবে গড়ে তোল যেন তা মানুষের উন্নতির সহায়ক হয় তারা যেন ঈশ্বর বিমুখ না হয়।

প্রত্যেকেই নিরাপত্তা, শান্তি, আনন্দ ও সুখ প্রার্থনা করে কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই বিশ্বাস করে যে এগুলি চতুর্দিকে জড় জগতের মধ্যেই পাওয়া যায়। ফলে আহারে, পানে, ক্রীড়া ও বিশ্রামে, উপার্জন ও ব্যয়ে বছরের পর বছর তারা নষ্ট করে। মানুষ পুনঃপুন দোলনা থেকে কবরে অর্থাৎ শৈশব থেকে বার্দ্ধক্য পর্যন্ত অবিরাম যাতায়াত করে কিন্তু সে কোথা থেকে এসেছে আর কোথায়ই বা যুগযুগ ধরে যাচ্ছে তা কিছুই জানে না। ধারাবাহিক ভাবে নিম্নতর জীবরূপে বহু প্রয়াসের ফলে মানুষ তার মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অনুপম বৃত্তিগুলি অর্জন করেছে আর সেই অর্জিত গুণাবলী আলস্যপূর্ণ জড়তায় ভস্মে পরিণত হতে চলেছে। সুখ দুঃখ, লাভ লোকসানের তরঙ্গগুলি সন্তরণের সাহায্যে অতিক্রম করবার নৈপুণ্য অর্জন করতে হবে। তোমাদের দেহ ইন্দ্রিয় বা মনে যাই ঘটুক না কেন সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ শান্ত, স্থির ও অবিচলিত থাকবার শিক্ষা আয়ত্ত করতে হবে। অন্তরস্থ 'আমি' অর্থাৎ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হলে এ সবই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। অন্তরের শান্তি

লাভও রক্ষা করতে শিক্ষা করবে, অন্তরের প্রকৃত সত্তা আত্মা সম্পর্কে চিরজাগ্রত থাকতে শিক্ষা করবে, তাহলেই নিরাপদে ইচ্ছামত দ্রুত এই বিশ্বে পরিভ্রমণ করতে সমর্থ হবে।

মানুষ পীড়িত ; রোগ নিবারণের যে ঔষধ সে গ্রহণ করে তাতে কোন ফল হয় না। নিজেই নিজের রোগ নিরুপণ কর, মূল কারণ আবিষ্কার কর ও সঠিক ঔষধ প্রয়োগ কর ; এই হচ্ছে জ্ঞানীর পথ। হাতুড়ে বা সর্বরোগ নিবারক বাজে ঔষধে নির্ভর করবে না। হৃদয়ের আগাছাগুলি উৎপাটিত করে তোমাদের হৃদয়ের ভূমি প্রস্তুত করবে ও প্রেমের বীজ বপন করবে। বিশ্বাসের বারি সিঞ্চন করে তাকে লালন করবে তাতে সহনার পুষ্প-মুকুলিত হয়ে উঠবে তবেই শান্তির ফল লাভে সুনিশ্চিত হবে। এই হবে তোমাদের কর্তব্য এবং সংকল্প।

উপাসনার পদ্ধতি, আরাধনার মন্ত্র বা প্রার্থনার ভাষায় বিভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু সকল ধর্মই সেই এক পূর্ণতার লক্ষ্যে ধাবিত। যেমন একই রক্ত প্রবাহ দেহের সকল প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রবাহিত সেই রকম স্বর্গীয় ধারা সমগ্র বিশ্বচরাচরে প্রবাহিত। সেই পরম নির্মাতা, সেই অকল্পনীয় নির্দেশক ও অপ্রত্যক্ষ জীবন দেবতাকে সর্বত্র দর্শন কর। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানুষের ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি বলতে এই কথাই বোঝায়। জীবন ধারণ করতে নিজেকে জড়িয়ে ফেল না, তোমাদের নিরন্তর জীবন ও সাফল্যের সংগ্রামে ঈশ্বরকে ভুলে যেও না—যাঁর প্রসাদে এই জীবন সম্ভব হয়েছে।

জীবন যেন একটি সংবাদপত্র ; কখনও শিরোনামে আবার কোন সময় পছন্দ মত কোন স্তম্ভ পড়বে তারপর সেটা রেখে দেবে ; এর চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন নেই। আগামীকাল এটা বাজে কাগজ হয়ে উঠবে। সেই রকম জীবনও সাময়িকভাবে একবার পাঠের যোগ্য, দ্বিতীয়বার পড়বার কোন সার্থকতা নেই। একটি জন্মই যথেষ্ট—এই মৃত্যুই যেন শেষ মৃত্যু হয়।

ব্যক্তিতে মনোনিবেশ করলে অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে। সমষ্ঠিতে মনোনিবেশ কর দেখবে অভিন্নতা বা স্বরূপতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। হিন্দু, মুসলিম, পার্শী, বৌদ্ধ এইসব বাহ্যিক লেবেলে নজর থাকলে অহমিকা, ঈর্ষা বা ঘৃণার উদ্রেক হয়। দেহকে অতিক্রম করে ঈশ্বরে পৌঁছবার যে সংগ্রামে মানুষ নিয়োজিত হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখলে দেখবে যে সকল লেবেল বা ভেদাভেদ তুচ্ছ। তখন সব কিছুই হয়ে উঠবে প্রেম, সহযোগীতা পারস্পরিক উৎসাহ ও প্রশংসার বিনিময়। ধর্মীয় প্রতীক, রীতি ও অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত অর্থ ও গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি কর। সকল বাহ্যিক প্রথা ও অনুষ্ঠান স্থান কাল ও পাত্র অনুসারে প্রচলিত। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ কোন মিষ্ট খাদ্য পছন্দ কর, আবার অনেকে তোমাদের প্রিয়

খাদ্য সবচেয়ে সুস্বাদু বলে মেনে নেবে না। যে খাবারই হোক একই পদার্থ চিনির দ্বারা মিষ্ট হয়। সেই রকম সকল পদার্থ ও জীব সেই এক মৌলিক শক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সুন্দর ও মহান হয়ে ওঠে। যে সব ছিদ্রান্বেষী ও সমালোচক প্রশ্ন করে,—"ভগবান যদি থাকেন তবে তিনি কোথায়? তাঁকে দেখতে কেমন?" তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রথম পাঠও গ্রহণ করে নি জানবে। বর্ণপরিচয় শিক্ষা সমাপ্ত হলে তবেই শব্দ এবং তার থেকে বাক্য অনুচ্ছেদ এবং পুস্তক পাঠ সম্ভব হয়। 'আমি' সম্বন্ধে জ্ঞান না হলে সকল আমির 'আমি'কে কি করে জানবে? সেই আমি প্রত্যেক আমিকে আমিত্বের অনুভূতি প্রদান করে। অজ্ঞানতার অন্ধকারে সেই 'আমি' বহু আমির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে থাকে। হিন্দু দর্শনে ইহাই মায়া। মায়াবিনী নর্তকী ও চতুরা রমণীর সহিত একে তুলনা করা হয়, এই নর্তকী তার নৃত্যের ছলনায় বুদ্ধিকে প্রলুব্ধ করে। পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের নাম কীর্তনে এই নর্তকী পর্যুদস্ত হয়। মনে রেখ কীর্তন হচ্ছে এই নর্তকীর রূপান্তর জ্ঞান হচ্ছে অজ্ঞানতার অবসান। কীর্তনে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয় ও সেই পরম মহান সত্তায় আকৃষ্ট হয়।

তোমরা সকলেই স্বর্গীয় প্রেমের আধার। এই প্রেম বিস্তৃত কর, ভাগ করে নাও। সেবামূলক কর্মে, সহানুভূতি পূর্ণ বাক্যে ও কারুনিক চিন্তায় সেই প্রেমের প্রকাশ। যেমন ঘুম ভাঙলে বুঝতে পার যে মাত্র কয়েকমিনিটের দেখা স্বপ্নে বহু বছরের ঘটনা দেখেছিলে সেই রকম স্বল্পকাল জীবন স্বপ্নে বিভোর থাকার পর তোমার জ্ঞানোদয় হলে বুঝতে পারবে যে এই জীবনও একটি ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। সর্বদা আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে যাতে মৃত্যুর ডাক এলে বিন্দুমাত্র দুঃখে কাতর না হয়ে সহাস্যে চলে যেতে পার। আমি তোমাদের আশীর্বাদ করি যে তোমাদের জীবন ও কর্ম এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যেন এই পরম আনন্দ তোমাদের চিরস্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকে।

কাম্পালা—৭.৭.৬৮

(৫০) প্রেমের দীপ জ্বালাও

পার্থিব জীবন যেন সাগরের উপর অবস্থান। আনন্দ ও শোকের লাভ লোকসানের তরঙ্গে চির চঞ্চল, বাসনার আবর্তে ও কামনার ঘূর্নিজলে আবর্তিত, লোভ ও ঘৃণার উষ্ণ বায়ুতে বিক্ষিপ্ত। এই সমুদ্র অতিক্রম করবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভেলা হচ্ছে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি প্রেমে পূর্ণ হৃদয়। মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে পরম সৌভাগ্য নিয়ে; সে এক সুমহান ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী। নীচ কর্মে ও অশিষ্ট গর্বে কালাতিপাত করা উচিত নয়। তার জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যকে জানা, সত্যে অবস্থান করা ও সত্যের জন্য জীবন ধারণ করা। একমাত্র সত্যই মানুষকে মুক্ত, আনন্দিত ও সাহসী করতে পারে। এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত না হলে জীবন বৃথা, শুধু তরঙ্গের উপর উৎক্ষেপ কারণ জীবন সমুদ্র কখনও শান্ত থাকে না।

মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে তার দুর্বল ইচ্ছার বশীভূত করে সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করতে সচেষ্ট। কিন্তু প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তারের সকল প্রয়াস অথবা ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকৃতিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। মানুষের উপর এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। ভারতবর্ষে রামায়ণের কাহিনী সুবিদিত। সেই কাহিনীতে রাবণ ধরণীর অর্থাৎ প্রকৃতির কন্যা সীতাকে কামনা করেছিল। সে প্রকৃতির প্রভু অর্থাৎ ভগবান রামের প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করে নি। সে প্রকৃতির প্রভু রামকে ত্যাগ করে প্রকৃতিকে লাভ করতে চেয়েছিল। এতে কঠোর শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয়েছিল, নিজের কামনার আগুনে সে দগ্ধ হয়েছিল। যে বিশাল রাজ্য সে কঠিন পরিশ্রমে গড়েছিল তা বিধ্বস্ত হয়েছিল। তার অনুরক্ত বীর যোদ্ধাদের মৃতদেহের মধ্যে সেও নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। রাবণ ছিল মহাপণ্ডিত, সে সাধনার উচ্চতম চূড়ায় উঠে অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছিল। এতৎসত্ত্বেও প্রকৃতির প্রভুর নিকট অবনত না হবার জন্য তাকে অনন্ত শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।

মানুষের গতি ভগবৎমুখী হলে ভয়ের কোন কারণ থাকে না, অপরপক্ষে ভগবৎ বিমুখ হলে প্রতি পদক্ষেপে ভয়ের দ্বারা তাড়িত হয়। ভগবান উচ্চতম আনন্দের মূল। মানুষ আনন্দ প্রার্থনা করে কিন্তু তারা ইন্দ্রিয়সঞ্জিত সকল আনন্দকে প্রকৃত আনন্দ বলে মনে করে। কেহ জানে না যে প্রকৃতি হচ্ছে

ভগবানের আবরণ। ভগবান ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়। প্রভাতসূর্য দিক চক্রবালে উদ্রিত হলে তুমি পশ্চিমাভিমুখে চলতে থাকলে তোমার দীর্ঘ ছায়া তোমার সম্মুখে সদর্পে চলতে থাকে। ঐ ছায়া হচ্ছে মায়া, আদি ভ্রান্তি, মূল অজ্ঞতা ; যা প্রতারিত করে, সত্যকে মিথ্যার আবরণে আবৃত করে গোপন করে। মায়াকে বিদায় করতে হলে এবং তার ছায়া থেকে মুক্তি পেতে হলে তোমাকে সূর্যাভিমুখে গমন করতে হবে। তাহলে ছায়া তোমার পশ্চাতে পড়বে। সূর্য অর্থাৎ সমস্ত যুক্তি ও বুদ্ধির মূল যখন ক্রমশঃ উচ্চে অবস্থিত হয় ঐ ছায়া ততই ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত সূর্য একেবারে মাথার উপরে এলে ঐ ছায়া রূপ মায়া তোমার কাছে আত্মসমর্পন করে তোমার পদলুণ্ঠিত হয় তুমি তাকে পদপিষ্ট করে চলে যেতে পার। সেই কারণে পরম বুদ্ধির অধিকারী হলে মায়া তার মোহিনীশক্তি বিস্তার করতে পারে না।

লক্ষ লক্ষ মানুষ দিনে তিনবার বেদের গায়ত্রী মন্ত্র আবৃত্তি করে। এই মন্ত্রে প্রার্থনা করে যেন বুদ্ধি জাগ্রত হয়ে আকাশে সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থানরত সূর্যের মত সকল ভ্রান্তিজনিত তমিস্রা দূর করে। তাহলে সংশয় ও বিশ্বাসের তরঙ্গে উদ্ভূত সকল বিপর্যয়, বৈপরীত্য ও বিশৃংখলার অবসান হয়। এই হচ্ছে যোগ প্রণালী বা অস্থির মনের প্রশান্তি—বহু শতাব্দি পূর্বে পাতঞ্জলী যা নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভক্তিও এক প্রকার যোগ কারণ এই পদ্ধতিতে মনের অবলুপ্তি ঘটে অথবা মনকে ঈশ্বরের অনুভূতির যন্ত্ররূপে পরিবর্তিত হয়। অবশ্য ভক্তি কয়েকটি নিয়মমাফিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যেমন মালা জপ, দেবমূর্তির সম্মুখে নির্দিষ্ট কয়েকঘণ্টা ধর্না, ধূপ নিবেদন, দীপের আরতি, ঘণ্টাধ্বনি, পবিত্র জলে অবগাহন বা মন্দির দর্শনের নিমিত্ত পর্বতারোহন। এই সকল কর্মে কিছু বাসনার শান্তি হলেও আবার অন্য বাসনা ত্বরান্বিত করে যা কল্যাণপ্রদ হতেও পারে আবার নাও পারে। ভক্তি একটা প্রায়শ্চিত্তের পোশাক নয় যা প্রয়োজন মত পরিধান করা যায় আবার খুলে ফেলা যায়। এখানে কর্তব্যরত পুলিশ রিবন ও তকমাযুক্ত পোষাক পরিহিত থাকে কিন্তু কাজের শেষে তারা যখন ঘরে ফেরে এ পোষাক ছেড়ে অন্য পোষাক পরে। ভক্তি যেমন কোন নির্দিষ্ট সময় ধরে আসে না তেমনি তোমরা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে চলেও যায় না। এ হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন অবিচলিত মানসিক অবস্থা, একটা স্থির প্রত্যয়, একটা পদ্ধতি যা গভীর অভিনিবেশ সহকারে অনুসৃত হয়। বর্তমানে মানুষ প্রভাতে যোগের চর্চা করে, দিনের সমস্ত সময় ইন্দ্রিয়ের ভোগে রত থাকে আর রাত্রে রোগে ভোগে। ভক্তি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে পালন করা যায় না কিংবা অন্য কিছু মোহনীয় আকর্ষণে ত্যাগ করা যায় না। ভক্তি হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন অবিচলিত মানসিক প্রবৃত্তি, মননের অভ্যাস, একটি জীবন পদ্ধতি। অমর্যাদা, দুঃখ, নৈরাশ্য, প্রবঞ্চনা, সুখ, ঐশ্বর্য্য, শক্তি বা গৌরব যাই আসুক না কেন গভীর নিষ্ঠায় এই পথ অনুসৃত হওয়া চাই।

প্রকৃত ভক্ত পার্থিব জয়ের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে গভীর ভাবে সচেতন। সে

জানে মৃত্যু শেষ বিচারক ও ঈশ্বর একমাত্র দাতা সেজন্য সে সর্বাবস্থায় স্থির ও অচঞ্চল থাকে। সর্বক্ষেত্রে সে উত্থান পতন রহিত। সে জানে তার অর্চিত ঈশ্বর যেমন সামান্য তৃণে অবস্থান করেন তেমনি অবস্থান করেন সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী নক্ষত্রের মধ্যে; সকল ভাষায় প্রার্থনা তিনি শুনতে পান. মূকের নিঃশব্দ প্রার্থনাও তাঁর শ্রুতিগোচর হয়। ক্রোধ বা উদ্বেগ তাঁকে স্পর্শ করে না। তোমাদেরও ক্রোধ বা দুঃশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। দাঁত জিব কামড়ে ফেললে কি দাঁতের উপর রাগ কর? দাঁত আঘাত করেছে বলে কি দাঁত ভেঙে ফেল? না। কারণ দাঁত ও জিব দুই তোমার। সেই রকম তুমি এবং যে তোমাকে আঘাত করে উভয়েই সেই এক ঈশ্বররূপ দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ। এই একত্ব অনুভব করে ঘৃণা পরিহার করবে। ঈশ্বর এই অন্তর্দৃষ্টি অন্বেষণ করেন; তিনি তাদের আশীর্বাদ করেন যারা তাঁর সকল সন্তানকে সমভাবে গ্রহণ করার ঔদার্য অর্জন করেছে। তাঁর সন্তানদের তোমার হৃদয়দ্বার থেকে হীন স্বার্থপরের মত ফিরিয়ে দিলে তিনি কেমন করে তোমার উপর প্রীত হবেন?

তোমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রথমেই সৃষ্টি করতে হবে— ঈশ্বর বা ধর্ম অথবা পরমাত্মা যে কোন নামই হোক আর তার মহিমা, বদান্যতা বা ঐশ্বর্য্য যতই হোক। তোমাদের ধারণাই সেই লক্ষ্যের দিকে আকৃষ্ট করে। এই বিশ্বের একটি অংশ হয়ে তোমরাও পবিত্র, সত্য, অহমিকাশূন্য. অসীম ও চিরস্থায়ী হয়েছ। এই চিন্তা ধ্যান কর তাহলে তোমাদের স্বাভাবিক অহংশূন্যতা, সত্য, পবিত্রতা ও সর্বব্যাপিত্ব প্রতিদিন ক্রমশ প্রকাশিত হবে।

তোমরা প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করতে পার. গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পার এবং স্বাস্থ্য ও শক্তির অধিকারী হতে পার। এসব সত্ত্বেও পরমাত্মার দর্শন লাভ এবং সেই দর্শনের আনন্দের জন্য যদি আকুল না হও তবে সব কিছু পাওয়া অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের মহাকাব্য মহাভারতে কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। কৌরবদের অর্থবল ও সামরিক শক্তি অনেক বেশী ছিল। তারা ঈশ্বরের অবতার কৃষ্ণের সাহায্যের প্রার্থী হয়েছিল কিন্তু প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পেয়েই সন্তুষ্ট হয়েছিল। পাণ্ডবরা শুধু তাঁর আশীর্বাদ চেয়েছিল এবং ভগবান সম্মত হয়েছিলেন। তিনি তাদের পক্ষে একা নিরস্ত্র হয়ে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছিল শুধু একটি চাবুক, তিনি অর্জুনের রথের অশ্বচালনা করেছিলেন। শুধু এইটুকু, কিন্তু বিজয় লাভের জন্য তাই যথেষ্ট। কৌরবপক্ষ নিদারুণভাবে পরাস্ত হয়েছিল, পাণ্ডবরা রাজ্য উদ্ধার করে শাশ্বত যশের অধিকারী হয়েছিল।

ভগবান তোমার পক্ষে থাকলে সমগ্র বিশ্ব তোমার পক্ষে থাকবে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে এই শিক্ষা নির্দেশিত হয়েছে, "সকল অধিকার ও কর্তব্যের বন্ধন বর্জন

করো—আমাতে অকপট ভাবে আত্মসমর্পন করো তাহলো আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে রক্ষা করব ও পুনঃপুন জন্মমৃত্যুর যন্ত্রনা থেকে মুক্ত করব। তোমার প্রকৃত সত্তা চিরশান্তিতে অবস্থান করতে পারবে।" ইহাই ভগবানের আশ্বাসবাণী।

মুক্তি ও আলো মানুষের অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশী প্রয়োজন। এগুলি তার নিশ্বাসবায়ুর চেয়ে বেশী প্রয়োজন। এই কারণে বন্ধন ও অন্ধকারে মানুষের দুঃখ অপরিসীম। মানুষ নিজের গ্রহস্বরূপ ঈশ্বরের নিকট ও স্বীয় আনন্দসত্তা ফিরে যাবার জন্য শুষ্ক পাত্রে রক্ষিত মাছের মত ছটফট্ করে। সে ভগবানের সন্ধান করে, সেই আনন্দস্বরূপ ভগবানকে লাভ করাবার জন্য উর্দ্ধাকাশে, ভূনিম্নে, সমবেত উপাসনায়, নিঃশব্দে অথবা উচ্চৈস্বরে অনুসন্ধান করে। কিন্তু আনন্দের প্রস্রবন তার অন্তরে অবস্থিত। গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হতে পারলেই এই প্রস্রবনধারা নিষ্ক্রান্ত হতে পারে।

অনেকে সাধনা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা বার্দ্ধক্য পর্যন্ত স্থগিত রাখতে চায়। এটা ভুল। যৌবন ও স্বাস্থ্য থাকার সময়ে এই অমূল্য সম্পদ অর্জন করবে। বয়স যত কমই হোক কিছু যায় আসে না। জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত ও মন সবকিছু বাল্যাবস্থা থেকে অসৎকে পরিহার করতে অভ্যস্ত হবে। এগুলি পবিত্র ও নির্মল রাখতে পারলে ঈশ্বরের করুণা লাভ করা যায়। দেহ মিথ্যায় পতিত হলে দৃঢ়ভাবে তার প্রতিরোধ করবে। গৃহস্বামী দৃঢ় স্থির হলে সমগ্র পরিবার উন্নত হয় তাতে গ্রামের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আসে গ্রামের সৌভাগ্যে দেশ নিরাপদ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সমস্ত দেশের শক্তি ও নিরাপত্তায় পৃথিবী সৌজন্য, শ্রদ্ধা, দান ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়।

ভগবানের মহিমা উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করে পরিবেশকে দেবারাধনার উপযোগী করে তোল। মেঘ বৃষ্টির মাধ্যমে পবিত্রতার ধারা বর্ষণ করে ভূমিকে শস্যশালিনী করবে এবং সেই পবিত্র শস্য খাদ্যকে শুদ্ধতা ও সুরক্ষিত করবে; সেই খাদ্য মানুষের মধ্যে স্বর্গীয় প্রেরণার সঞ্চার করবে। এই কারণেই আমি ঈশ্বরের সমবেত নাম কীর্তনে উৎসাহিত করি।

মানুষ স্বর্গীয়; বিশুদ্ধ জীবন যাপনের ফলে সে নিজেকে পবিত্র ও স্বর্গীয়রূপে গড়ে তুলতে পারে। গভীর উৎসাহ ও বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মপ্রাণ মানুষ ধ্যানের মাধ্যমে এ অবস্থায় উন্নীত হতে পারে। ধ্যানের পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষক ও উপদেষ্টা বিভিন্ন পথের কথা বলেছেন। কিন্তু আমি তোমাদের এখন সর্বাপেক্ষা বিশ্বজনীন ও ফলপ্রদ পদ্ধতির নির্দেশ দেব।

প্রথমতঃ প্রতিদিন কয়েকটি মিনিট পৃথক করে রাখবে। পরে এটা নিশ্চিত যে এই সময়টা বাড়াতে পারবে যখনই তুমি শান্তির রোমাঞ্চ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এটা প্রত্যুষের কয়েক ঘন্টা পূর্বে করতে হবে। এই সময়টা

বাঞ্ছনীয় কারণ দিনের ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে নিদ্রায় তোমাদের দেহ সতেজ থাকে ; এই সময় ইন্দ্রিয়ের ওপর আঘাত আসে না এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তি অক্ষত থাকে। নাতিদীর্ঘ, উজ্জ্বল, স্থির শিখাযুক্ত দীপ বা বাতি তোমার সম্মুখে রাখবে। সেই দীপ থেকে যতগুলি সম্ভব দীপ জ্বালিয়েও তার শিখার ঔজ্জ্বল্য একটুও কমে না। তেমনি অগ্নি শিখাই সেই অনন্ত সত্যস্বরূপের একমাত্র প্রতীক। সেই অগ্নি শিখার সম্মুখে পদ্মাসনে অথবা যে কোন সুখাসনে বসবে। স্থিরভাবে সেই শিখায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে এবং তারপরে চোখ বন্ধ করে অন্তরে এর অনুভূতি গ্রহণ করবে, ভ্রূযুগলের মধ্যে একে অনুভব করবে। সেখান থেকে এই শিখা তোমার হৃদয়স্থিত পদ্মে অবতরণ করবে মধ্যবর্তী পথকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলবে। যখন বক্ষস্থলের মধ্যে অবস্থিত হৃদয়ে প্রবেশ করবে কল্পনার নেত্রে দেখ পদ্ম মুকুলের পাপড়িগুলি কেমন ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে, তোমার সব ভাবনা অনুভূতি, আবেগ আর বাসনাগুলি আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠছে সব অন্ধকার তিরোহিত হয়ে গেছে।

অন্ধকারের আর কোন স্থান নেই, অগ্নিশিখার সম্মুখে তা তিরোহিত হয়েছে। মনে মনে কল্পনা করো সেই আলোক ক্রমশ উজ্জ্বল, ব্যাপক ও বৃহৎ হয়ে উঠছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সেই আলোকধারায় এমন আবিষ্ট হয়ে উঠবে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন অসৎ ও সংশয়পূর্ণ কর্মের প্রবৃত্তি দূর হয়ে যাবে। পরন্ত তুমি উপলব্ধি করবে যে সমস্ত ইন্দ্রিয় সেই আলোক অর্থাৎ প্রেমের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে উঠছে। এই আলো জিহ্বাকে স্পর্শ করে এবং মিথ্যা, নিন্দা, আত্মশ্লাঘা ও অসূয়া অন্তর্হিত হয়। চক্ষু ও কর্ণকে স্পর্শ করলে যে সব দূষিত বাসনা চক্ষু কর্ণকে ক্লিষ্ট ও বিনষ্ট করে তা এই জ্ঞান ও ধর্মের আলোকস্পর্শে দূর হয়। চাপল্যের স্থান থাকে না, অশ্রাব্য শ্রুতিগোচর হয় না। তোমার মস্তিষ্ক এই আলোকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে সকল অসৎ পাপ চিন্তা বিদায় নেবে কারণ ঐ সব চিন্তা অন্ধকারে জাত। তোমার অন্তরের এই আলোকে যত বেশী কল্পনা করতে পারবে তত বেশী তোমার অন্তর আলোকময় হয়ে উঠবে। এই আলোক রশ্মি তোমার চতুর্দিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক। প্রেমের দীপ্তিতে তুমি যেন সমাচ্ছন্ন হয়ে থাক। সেই দীপ্তি তোমার থেকে ছড়িয়ে পড়বে তোমার আত্মীয় পরিজন, প্রিয়জন, বন্ধু, সাথী এমন কি বিদেশী, শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী, বিশ্বের সর্বত্র সকল মানুষ ও জীবিত প্রাণীর মধ্যে, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে।

প্রতিদিন বিরতিশূন্যভাবে যতক্ষণ এই কর্মে তোমার আনন্দ অনুভূত হবে ততক্ষণ গভীরভাবে ও নিয়মিতভাবে করবে ; এমন এক সময় সুনিশ্চিত ভাবে আসবে যখন আর অসৎ ও মন্দ চিন্তায় আগ্রহ থাকবে না, অসৎ ও কুরুচিপূর্ণ পুস্তক পাঠে প্রবৃত্তি হবে না, বিষাক্ত খাদ্য এবং পানীয়ের জন্য কোন লোভ থাকবে না, কুৎসিৎ জঘন্য বস্তু স্পর্শ করবে না, অপযশ বা আঘাত ভোগ করতে হবে না,

কুঅভিপ্রায় মনে স্থান পাবে না। তুমি তখন অবর্ণনীয় স্বর্গীয় রাজ্যে বিচরণ করবে এবং পরম শান্তি লাভ করবে।

সেই রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে অবস্থান কর, সেই আলো সর্বত্র সর্বাবস্থায় প্রত্যক্ষ করো। ভগবানের যে মূর্তিকে পূজা করো সেই মূর্তি এই আলোতে দর্শন করবে কারণ আলোকই ঈশ্বর এবং ঈশ্বর আলোক। আলোকের সংগে আলোকের মিশ্রণে সবই আলোকময় হয়ে ওঠে। তোমার আলোকের সংগে তাঁর আলোকের কোন প্রভেদ নেই। সব একাকার হয়ে যায়, পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বিশ্বব্যাপী এই অশান্তির মধ্যে প্রশান্তি অর্থাৎ উন্নততর আধ্যাত্মিক শান্তির অন্বেষণ করো এবং সেই প্রশান্তি লাভ করলে প্রকান্তি বা পরম দীপ্তির দর্শন পাবে; সেই প্রকান্তি হতে অভিজ্ঞতা লাভ করবে বিশ্বব্যাপী পরম জ্যোতির; যে জ্যোতি সর্বব্যাপ্ত, অলৌকিক প্রভায় দীপ্ত, সীমাহীন ও সুপ্রসন্ন। ব্যক্তি যখন সার্বভৌমিকের সংস্পর্শে আসে তখন সেও সার্বভৌমিক হয়ে ওঠে, আমির সংগে আর এক আমির সংযোগে আমরা সৃষ্ট হয় কিন্তু আমরা তাঁহার সংগে সংযুক্ত হলে আমরাই থাকে। এই ধ্যান প্রতিদিন নিয়মিতভাবে অভ্যাস করো। অন্য সময়ে ভগবানের নাম জপ করবে। ভগবানের যে কোন নাম যাতে তোমার অন্তঃকরণ শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। তাঁর অপার করুণা ও মহৎ ঔদার্য সর্বসময় অনুধ্যান করবে।

আমি চাই কাম্পালায় আধ্যাত্মিক উন্নতিতে আগ্রহী সকল লোক সমবেত হয়ে ভজন করবে, ঈশ্বরের আরাধনা করবে ও তাঁর গুণ কীর্তন করবে। কোন মহাত্মা বা সাধু সন্তের আগমন উপলক্ষে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হওয়া যথেষ্ট নয়; তোমরা একাজ নিজেদের প্রতি কর্তব্য মনে করে করবে। সপ্তাহে একবার বা একাধিকবার সকলে মিলিত হয়ে ভজন করবে, আধ্যাত্মিক পুস্তক পাঠ করবে যাতে আত্মোন্নতি হবে ও সাধনার অগ্রগতি হবে, কিছু সময় ধ্যান করবে এবং নবোদ্যম ও শক্তি অর্জন করে চলে যাবে। ভক্তজনের সংস্পর্শে তোমার ক্ষুদ্র দীপটি উৎসাহের তৈলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। যেখানেই সম্ভব হবে পথ চলার সময় সমবেতভাবে ভগবানের নাম কীর্তন করবে। ভারতে একে বলে নগর সংকীর্তন, যারা শোনে ও যারা অংশ গ্রহণ করে সকলের মধ্যেই এই বোধ সৃষ্ট হয় যে আমরা ভগবানের ক্রোড়ে পরম আশ্রয় লাভ করেছি। নগর সংকীর্তন করা হয় প্রত্যুষের পূর্বে সূর্যোদয়ের মুহূর্তে পূর্বগগন যখন অরক্তিম হয়ে ওঠে। পরমদাতা, জীবনশক্তি ও শান্তির সংরক্ষক ভগবানের জয়গানের মধ্য দিয়ে একটি দিনের সূচনা হয়।

প্রেমের মূর্ত প্রতীক তোমরা। পবিত্র, স্বার্থ ও কামনাশূন্য মহৎ প্রেমের সাধনা

করো। ধর্ম, বর্ণ ও দেশ নির্বিশেষে সকল ভাইবোনের মধ্যে এই প্রেম ভাগ করে দাও। তোমার প্রতিবেশীকে ঈশ্বরের আরাধনা করতে দেখলে তার প্রতি কি আত্মীয়তাবোধ অনুভব কর না? সেও কি বেদনার্ত হয়ে সেই একই দাতার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছে না? সে হয়তো অন্য ভাষায় অন্য রীতিতে ও অন্য ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী প্রার্থনা করে। কিন্তু তার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ঠিক তোমারই মত। তার আনন্দ ও দুঃখবোধ তোমার সঙ্গে অভিন্ন। সেই দুঃখের অংশ গ্রহণ করবে তাতে দুঃখের লাঘব হবে। তোমার প্রেমের ধারা অন্যের অন্তরে প্রবাহিত হোক্। বদ্ধজল কলুষিত হয় কিন্তু প্রবাহমান জলধারা শীতল ও বিশুদ্ধ। প্রেম আনন্দ ও শক্তি; প্রেমই আলোক; প্রেম ঈশ্বর।

আমি পরের বছর পুনরায় তোমাদের মধ্যে আসব, তখন আরও বেশীদিন তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের প্রেম গ্রহণ করব। আমি সুখী হব যখন তোমরা প্রত্যেকে এক একটি প্রেমের দীপস্বরূপ হয়ে উঠে তোমাদের চতুর্দিকে ধর্ম ও পবিত্রতা বিকিরণ করবে।

কামপালা
(উগাণ্ডা, পূর্ব আফ্রিকা)
৮/৭/৬৮

(৫১) উৎসাহের আবির্ভাব

মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে ভারতীয় সংস্কৃতির অবদান এক উৎকৃষ্ট আদর্শরূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচিত হয় কিন্তু এর প্রকৃত উত্তরাধিকারীগণের উপেক্ষায় এই সংস্কৃতিসঞ্জাত সকল শান্তি ও আনন্দ তিরহিত হচ্ছে। এই সংস্কৃতি এক বিশাল মহীরূহ সদৃশ যার শাখা প্রশাখা সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। সমস্ত মানুষ এর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে। এই সংস্কৃতি শান্তি ও আনন্দ লাভের যে পদ্ধতি শিক্ষা দেয় তা এক মৌলিক আবিষ্কার বিজ্ঞান তা কোন ভাবেই অস্বীকার করতে পারে না কারণ জড় পদার্থে সীমাবদ্ধ বিজ্ঞান, জড় পদার্থের প্রকৃতি, আচরণ, গঠন প্রভৃতি অধ্যয়ণ বিজ্ঞানের কাজ। অধিকন্তু বিজ্ঞান আজ যে অনুমানকে সত্য বলে স্বীকার করে আগামীকাল কোন নতুন ঘটনার উদ্ভবে তা অস্বীকার করে। ভারতের ঋষিগণ যে আধ্যাত্মিক বিধি উদ্ভাবন করে নির্দেশ দিয়েছেন তা কখনও প্রত্যাখ্যাত হবে না—তা চির শাশ্বত। অধিকতর অনুসন্ধানে এর যৌক্তিকতা সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় মাত্র যেমন হীরক বেশী ঘর্ষণে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। ভারত বিশ্বকে সত্যের অমূল্য রত্ন উপহার দিয়েছে। "ঈশ্বর সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি" ঈশ্বর সর্বভূতে অবস্থান করেন ও নিয়ন্ত্রন করেন। এই সত্যের উপলব্ধি না হলে মানুষ ক্রোধ, অহংকার ও ঘৃণার বশীভূত হবে কারণ সে অন্যের থেকে নিজেকে পৃথক এক স্বতন্ত্র সত্তা বলে মনে করবে।

পাণ্ডবদের সর্বজ্যেষ্ঠ কর্ণ নিজেকে পঞ্চ পাণ্ডবের ভাই বলে জানত না। পঞ্চ পাণ্ডবও একথা জানত না। এই অজ্ঞতার জন্যই কর্ণ পঞ্চপাণ্ডবকে ঘৃণা করত ও তাদের ধ্বংস করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল এবং প্রবল পরাক্রমে তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। কনিষ্ঠ পাঁচ ভাইও তাকে হত্যা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল ও তাকে মারাত্মক শত্রুরূপে দেখেছিল। কর্ণ নিধনের পরে পঞ্চ পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ ধর্মরাজ কর্ণকে নিজ ভাই জেনে দুঃখে অভিভূত হয়েছিলেন, শোকে ও নৈরাশ্যে তার অন্তর বিদীর্ণ হয়েছিল। প্রকৃত সত্য জানলে এই দুঃখময় ঘটনা সংঘটিত হত না; নয় কি? ঠিক সেইরকম—সকল অন্তরে ভগবান প্রতিষ্ঠিত, সেই এক ঈশ্বরের করুণায় সবকিছু নিয়ন্ত্রিত এই জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ঘৃণা ও অহংকারে তোমাদের অন্তর ক্লিষ্ট হবে। এই জ্ঞানের উন্মেষ হলেই সকলের প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধায় তোমরা পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

মানুষের অন্তরের গভীরে ভ্রাতৃত্ববোধ অনুভূত হলে যুদ্ধের মত পাশবিক প্রতিকার পরিত্যক্ত হবে।

সর্বদেশে সকল মানুষ ঈশ্বরাভিমুখী তীর্থযাত্রী। এই পথে অগ্রগতি নির্ভর করে অনুসৃত শৃংখলা, চারিত্রিক গঠন, আদর্শের অনুসরণ, নেতৃত্বের মনোনয়ন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের ওপর। যেমন বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপের হয় সেইরকম ধর্মানুষ্ঠান, রীতিনীতি, শৃংখলা ও আদর্শ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকারের হয়। অঞ্চল ও উন্নতির স্তর অনুসারে এর প্রত্যেকটি ভাল। কোন এক সম্প্রদায়ের বশিষ্ট্য আর এক সম্প্রদায়ের উপর আরোপিত করা যায় না। যে আবহাওয়ায় তোমরা মানুষ হয়েছ সেই আবহাওয়াই তোমাদের বাসের সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

ঈশ্বরের একত্ব বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রেমের নীতি আমি পূর্ব আফ্রিকায় প্রচার করেছি। আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বররূপ সমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গ সকল মানুষের অন্তরে নিহিত আছে এই তত্ত্ব আমি নাইরোবি ও কাম্পালায় আমার ভাষণে ঘোষণা করেছি। নাইরোবিতে আমার উপস্থিতির দিনে সেখানকার উৎসাহ, উদ্দীপনা অবর্ণনীয়। সকল মানুষ পরম আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছিল। বিশেষ বিমানে ও পূর্ব থেকে কিছু না জানিয়ে যেখানেই গিয়েছি সেখানেই প্রচুর জন সমাবেশ হয়েছে, আনন্দ ও প্রেমে জনতার চক্ষু উজ্জল হয়ে উঠেছে।

তোমাদের চোখে দেশগুলি বিভিন্ন কিন্তু বাস্তবে সবদেশগুলি একই অংশের বিভিন্ন প্রত্যাংশ, সমস্ত দেহগুলি এই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত; কারণ সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বরের প্রাসাদ এবং প্রত্যেক দেশ সেই প্রাসাদের এক একটি কক্ষ বা অঙ্গন। সুতরাং যখন আমি একটি কক্ষ হতে অন্য কক্ষে যাই বা ফিরে আসি তখন এত আবেগ ও উৎসবের কি প্রয়োজন? সব জায়গাই আমার এত পরিচিত যে আমি অন্য বাড়ীতে গিয়েছি বলে মনে করি না। তোমরাও বাহ্যিক পার্থক্যের ওপর গুরুত্ব দিও না। ভগবানের দৃষ্টিতে সবই সমান। কাম্পালায় প্রথমে বেশীরভাগ আফ্রিকাবাসী একদিকে ও ভারতীয়রা অপরদিকে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু পরের দিন আমার উপদেশের ফলে একত্রে এসেছিল ও মিএবং একসঙ্গে বসে সমবেত ভাবে ভজন গেয়েছিল। আমার চলে আসার সময় আফ্রিকাবাসীরা তাদের ভারতীয় বন্ধু ও সাথীদের সঙ্গে বিচ্ছেদের চিন্তায় কাতর হয়ে অশ্রু বিসর্জন করেছিল। এমন কি কর্তব্যরত পুলিশও দুঃখে কাতর হয়ে “আমার প্রভু” বলে রোদন করেছিল।

ডঃ মুন্সি বম্বেকে অবিশ্বাসের নগরী বলে বর্ণনা করেছেন; এখানে লোক ধর্ম অপেক্ষা ধনের মূল্য বেশী দেয়। কিন্তু আমি জানি বোম্বাইএর নাগরিকরা সত্য, আদর্শ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি প্রগাঢ় আস্থাবান। আমি জানি

তাদের গভীর নিষ্ঠা আছে এবং তারা তা অর্জনে আগ্রহী। শুধু যে শৃংখলার মাধ্যমে ঐ বস্তু অর্জন করা যায় ও যে জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করলে সাফল্য সুনিশ্চিত হবে সেই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা তাদের নেই।

কাম্পালা ও নাইরোবিতে যে তরুণ স্বেচ্ছাসেবকগণ জনতাকে নিয়ন্ত্রিত ও সেবা করেছিল তারা সকলেই স্কুল ও কলেজের ছাত্র;—এরূপ বিশাল জনতার কোন অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না; প্রত্যেকেই আমার সম্মুখে আসতে ও প্রণাম করতে ব্যগ্র ছিল। তথাপি তারা উল্লেখযোগ্যভাবে ভাল কাজ করেছিল। অভ্যর্থনা ও সমাদরের ভারতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের সামান্যই জ্ঞান ছিল কিন্তু তারা গভীর নিষ্ঠার সংগে অনেক পূর্ব থেকে সবকিছুর সুন্দর ব্যবস্থা করেছিল। বোম্বাইতে তোমরা আমার বক্তৃতা অনেকবার শুনেছ এবং আমি যে নিয়ম শৃংখলা পছন্দ করি তা তোমরা জান, কিন্তু আমি দেখেছি আফ্রিকাবাসীরা আরও ভাল জানে। বিশাল জনসমাবেশে আমি যত দূরেই গিয়েছি কোথাও কোন লোক আমার পায়ে পড়তে সাহস করে নি, এমনকি তারা তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করেছিল। ভক্তি যখন আচরণের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে তখন তা বিশৃংখলায় পরিণত হয়।

পশ্চিমের জাতিসমূহ বর্তমানে আমার বাণী শুনতে ও প্রেমের শিক্ষা গ্রহণ করতে সবিশেষ আগ্রহী কারণ তারা অন্তরের শান্তি হারিয়ে ফেলেছে। মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ, মেয়র থেকে আরম্ভ করে সাধারণ কৃষক ও শ্রমিক প্রত্যেকে স্বীকার করেছে যে এখানে আসার পূর্বে এমন আনন্দের অভিজ্ঞতা তাদের কখনও ছিল না। আমার চলে আসবার সময় কাম্পালার মেয়র বলেছিলেন, “আপনাকে আমরা বিদায় জানাতে পারি না কারণ আপনি সর্বসময়েই সুস্বাগত।” এখন থেকে তোমরা দেখবে একের পর এক দেশে ধর্ম আপন ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হয়ে উঠছে। প্রত্যেক দেশেরই একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে তাদের প্রচারিত আদর্শ অনুসারে কাজ করা, প্রাত্যহিক জীবন ধারার মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা যাতে ভগবানের প্রতি ভক্তি অবিচলিত থাকে। ভারতবর্ষেও ভারত সন্তানকে আধ্যাত্মিক সাধনায় কি অর্জন করা যায় তার এক প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে হবে—দেখাতে হবে এই সাধনায় কি অপরিসীম প্রেম ও শান্তির অধিকারী হওয়া যায়। তোমরা সৎ হিন্দু হও অর্থাৎ হিন্দু শব্দের অর্থ অনুসারে কাজ কর। হিন্দু শব্দটির অর্থ হচ্ছে হিন্ অর্থাৎ হিংসা, নির্মমতা ও উগ্রতা থেকে যে দূরে অবস্থান করে। প্রেমে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হও তাহলেই সকল উগ্রতা থেকে চিরমুক্ত হবে; তুমি নিজে শান্তি লাভ করবে এবং অন্যেরা তোমার কাছ থেকে শান্তি অর্জন করবে।

ধর্মক্ষেত্র
বোম্বাই
১৪,৭,৬৮

(৫২) পঞ্চমাতা

আজকের দিনটি তাৎপর্যপূর্ণ—শুধু অনন্তপুর বা এই জেলা বা এই রাজ্যের পক্ষে নয়—পরন্তু অন্যান্য সকল রাজ্যের পক্ষে। বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে এই শহরে ১৯৬৪ সালে আমি মেয়েদের একটি নিজস্ব কলেজের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলাম। সেই সঙ্কল্প আজ পূর্ণ হল। অতি শীঘ্র এই প্রতিষ্ঠান সমস্ত উপকরণে সজ্জিত একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। সেই সঙ্গে থাকবে এর নিজস্ব মর্যাদা। যশের আকাঙ্ক্ষা, বিশেষ মতবাদ প্রচার বা আর্থিক লাভের আশা এই কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য নয়। আমি জানি যশ ক্ষণভঙ্গুর অলীক স্বপ্ন; খ্যাতি সবকিছু বিনষ্ট করে এবং অর্থের মাপকাঠিতে লাভের বিচার করলে তা কলুষিত হয়। আমি এই কলেজের উন্নতি চেয়েছি, এখানকার শিক্ষার্থীদের মন সত্য, ধর্ম, শান্তি ও প্রেমের সুপ্রাচীন আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে—যে আদর্শ বেদে বর্ণিত হয়েছে, শাস্ত্রে বিধৃত হয়েছে, মহাকাব্যে চিত্রিত হয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকে এই দেশের অসংখ্য নরনারী সাধনা করেছে এবং যুগ যুগ ধরে মুনি ঋষিগণ, আইন প্রণেতাগণ এবং নেতৃবৃন্দ ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ পথ বলে সুনিশ্চিত হয়েছেন।

এই পুণ্যভূমিতে জাত ও লালিত প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী এই অমূল্য সম্পদের উত্তরাধিকারী—এর স্বরূপ জানা ও তার থেকে উপকৃত হবার অধিকার তাদের আছে। ভূমি কর্ষণ জীবন ধারণের জন্য, মনের কর্ষণ জীবনের জন্য। পার্থিব বস্তুর রূপান্তরের মাধ্যমে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য প্রয়োজন নানা কৌশলের। মানুষের আচরণ, অনুভূতি, বাসনা, আবেগ ও উৎসাহ রূপান্তরের নিমিত্ত প্রয়োজন হয় অধ্যয়নের যাতে মানুষ অধিকতর শান্তি, আনন্দ ও ধৈর্য লাভ করতে পারে।

প্রহ্লাদ তার পিতাকে বলেছিল, "যে পিতা পুত্রকে ঈশ্বরাভিমুখে পরিচালিত করেন একমাত্র তিনিই পিতৃত্বের সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভের উপযুক্ত।" যে সকল পিতা পুত্রদের ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি আকৃষ্ট করেন, দৈহিক কামনার বহ্নিতে নিক্ষেপ করেন, অহংকার ও আড়ম্বরে প্রলুব্ধ করেন তাঁরা নিজেদের কর্তব্য ও দায়ীত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। ঠিক সেই রকম যে শিক্ষাপদ্ধতি মানুষের যিনি একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র আত্মীয়, একমাত্র চালক ও রক্ষক সেই ঈশ্বরের কাছ

থেকে শিশুদের সরিয়ে রাখে এমন যে শিক্ষানীতি তা প্রকৃতই এমন এক পদ্ধতি যাকে বলা চলে—অন্ধের দল তাদের উপর নির্ভরশীল অপরাপরকে অন্ধত্বে পরিণত করছে। ভারত তার শক্তির মূল উৎস বিস্মৃত হয়েছে। স্বাচ্ছন্দের তাড়নায় উন্মত্ত হয়ে শক্তির অপচয়ের মধ্যেই সে শক্তির সন্ধান করছে। এই কলেজ প্রকৃত ভারতীয় সংস্কৃতির মূলকে পরিপুষ্ট করবে, একমাত্র এই পথেই ভারতীয় জনগণ পুনরুজ্জীবিত হবে এবং তাদের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব পুনরুজ্জীবিত হবে। আমার পূর্ব আফ্রিকা ভ্রমণের সময় দেখা গেছে সেখানকার অধিবাসীরা ভারতের সংস্কৃতি ও দর্শন সম্পর্কে জানতে বিশেষ আগ্রহী যাতে তারা শান্তি ও আনন্দের সন্ধান লাভ করতে পারে।

বহু শতাব্দী ধরে যে নারীজাতি ভারতীয় সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিকতার ঐশ্বর্যকে রক্ষা করেছে তারা বর্তমানে অতি দ্রুত বিলাস বৈভবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে যা অনেক শিক্ষিতা মহিলার জীবন পদ্ধতি ও সামাজিক আচরণে সুস্পষ্ট। এসব মূল্যহীন কৃত্রিম শিক্ষা পদ্ধতি এবং সেই সঙ্গে সস্তা সাহিত্য ও নিকৃষ্ট ছায়াচিত্রের প্রতি আকর্ষণের ফল। স্ত্রীলোকেরা আগামী বংশধরদের জননী এবং জীবনের প্রথম পাঁচ বছর তাদের শিক্ষাদাত্রী। ভারতীয় সন্তানদের পঞ্চ মাতার মধ্যে জননী প্রথম, দেহ মাতা—যে মাতা সন্তানের জন্মদান করেন, গো মাতা—যে গাভী জীবনীশক্তিদায়িনী দুগ্ধদান করে, ভূমাতা অর্থাৎ যে ভূমি শষ্যদান করে শরীর পালন করে. দেশ মাতা—যে দেশ মানুষকে রক্ষা করে, স্নেহ প্রীতি, অধিকার ও সেবার সুযোগ দান করে পরম আত্মোন্নতির পথে চালিত করে এবং বেদ মাতা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হয়ে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হয় ও ধীরে আত্মোপলব্ধির লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। দেহ মাতা সন্তানকে অন্য চারজন মাতার গৌরব সম্পর্কে সচেতন করবেন সুতরাং তাঁর দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক ও গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে যে ধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি অবতীর্ণ হয়েছি তার শ্রীবৃদ্ধি কল্পে—প্রতি রাজ্যে একটি স্ত্রীলোকদের কলেজ স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সমগ্র কর্মের এইটি একটি অংশ। আমার প্রত্যেকটি কর্ম ও বাক্য সেই একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত।

একমাত্র আত্মবিদ্যাই মনকে ধর্মে আবদ্ধ রাখতে পারে। এখানকার শিক্ষার্থীদের সেই আত্মবিদ্যার একটু পরিচয় দেওয়া হবে। এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য তারা গভীর আগ্রহ অনুভব করবে। জীবন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তারা এই জ্ঞান ও আগ্রহের দ্বারা অনেক উপকৃত হবে। মহাভারতের পটভূমিকায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মাত্র আঠারো দিন স্থায়ী হয়েছিল, অন্যান্য যুদ্ধ অনেক বেশীদিন যেমন সাত বছর, ত্রিশ বছর এমনকি একশো বছর চলেছিল। যত দীর্ঘ দিন হোক সে সব যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কোন এক সময় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়েছে।

কিন্তু জীবি ও মায়ার মধ্যে যে যুদ্ধ ; মানুষ ও ছলনাময়ী অবাস্তব প্রকৃতির যুদ্ধ চিরন্তন অসংখ্য প্রলোভনের মধ্যে এর অবস্থিতি। সৃষ্টির আদিমানুষ এই যুদ্ধে আবিষ্ট হয়েছিল, সংসারের শেষ মানুষকেও এই সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। অর্জুনের মত ভগবানকে সারথীরূপে গ্রহণ করে তাঁর চরণে সকল বিচার ও বাসনা নিবেদন করতে পারলে জীবি অর্থাৎ মানুষ জয়লাভে সমর্থ হয়। মায়ার অধীশ্বর মাধবে আত্ম নিবেদন করতে পারলে মায়া বিচ্যুত হয়। আত্মবিদ্যা এই শিক্ষা দেয়. ভারতীয় সন্তানদের এই শিক্ষা আত্মস্থ করবার অধিকার আছে ; বিশ্বের সকল সন্তান এই শিক্ষা থেকে পরম কল্যাণ লাভে সমর্থ হতে পারে।

শ্রী সত্য সাই কলা ও বিজ্ঞানের নারী শিক্ষা
কলেজের উদ্বোধন
অনন্তপুর—২২-৲-৬৮

(৫৩) ঈশ্বরের পদচিহ্ন

আজ পৃথিবী ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি পালন করছে; এই দিনে তিনি পৃথিবীকে স্বর্গে ও মানুষকে দেবতায় রূপান্তরিত করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। শত সহস্রবার এই দিনটি পালিত হয়েছে কিন্তু মানুষ কি কৃষ্ণ প্রদত্ত রত্নসম্ভারে ভূষিত হয়েও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে? সেই বাণী কি মানুষের অন্তরে গ্রথিত হয়ে উন্নততর জীবন ও আকাঙ্খায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে? না। কারণ হল ধর্মের পরিবর্তে ধর্মের ভান। জিহ্বার দ্বারা উচ্চারিত হয় কিন্তু শব্দ, মন ও ইন্দ্রিয়ের কার্যাবলীর সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই।

মানুষ ভুলে যায় যে প্রতি সূর্যোদয় সূর্য্যাস্তের সঙ্গে তার জীবনের নির্দ্ধারিত সময় থেকে একটি দিন বিচ্যুত হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক বিশৃঙ্খল দোলনে জীবন আন্দোলিত। পথ শূন্য জড় জগতের অরণ্যে মানুষ আধ্যাত্মিক আলোক থেকে বঞ্চিত হয়। সেই আলোয় সমস্ত বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে একই শক্তির অবস্থান প্রকাশিত হয়। দেবার্চনায় নিয়োজিত করে দেবতার সঙ্গে একীভূত করে।

যে কৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি তোমরা পালন করবে তিনি সেই রাখাল বালক কৃষ্ণ নয় যিনি বংশী ধ্বনিতে গ্রামবাসীদের বিমুগ্ধ করেছিলেন। এই কৃষ্ণ হচ্ছেন অপ্রকাশ্য অজ্ঞেয় দিব্য সত্তা; তাঁর জন্ম নাভিস্থলে অর্থাৎ মথুরায়, দিব্য শক্তি অর্থাৎ দেবকীর তিনি সন্তান, মুখদেশ বা গোকুলে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। মাধুর্যের আধাররূপে জিহ্বা বা যশোদার নিকট তিনি লালিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণ হচ্ছে আত্মার দর্শন, নাম জপে সেই দর্শন সম্ভব হয় যেমন হয়েছিল যশোদার। সেই নাম জিহ্বায় লালন করবে, জিহ্বাগ্রে সেই নাম অবস্থান করলে জিহ্বার সকল বিষ নির্মূল হবে, নিঃশেষ হবে যেমন হয়েছিল কলিঙ্গ সর্পের ফনার উপর শিশু কৃষ্ণের নৃত্যের সময়।

যশোদার দধিভাণ্ড ভেঙে ফেলে কৃষ্ণ লুকিয়ে ছিলেন, তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে যশোদা তাঁকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এই প্রতীক কাহিনীতে বোঝান হয়েছে ভগবান আমাদের দেহের সঙ্গে একত্ববোধকে ভেঙে ফেলেন ও আমাদের চারিদিকে নানা চিহ্ন ও নিদর্শন রেখে আমাদের তিনি আকর্ষণ

করেন। প্রকৃতি এই চিহ্নগুলি সর্বসময়ে রক্ষা করছে, প্রভাত সূর্যের রূপে রামধনুর বর্ণচ্ছটায়, পক্ষীর কাকলিতে, পদ্মকোরকে, সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে, তুষারমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গের মৌনতায় এই চিহ্ন সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে ভগবান রসস্বরূপ, মাধুর্য ও আনন্দস্বরূপ। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি তাঁরই আনন্দময় মধুর প্রকাশ। কোথাও তিনি প্রকাশ্য কোথাও অপ্রকাশ্য, এই হচ্ছে আনন্দ। রামরূপে তাঁকে অন্তরে আবাহন করো—যিনি স্বয়ং আনন্দ এবং আনন্দ দান করেন। অথবা কৃষ্ণরূপে তাঁকে আহ্বান করো যিনি আনন্দের মাধ্যমে আকর্ষণ করেন ও তোমার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে অবস্থান করেন। এই হচ্ছে পূজা, ধ্যানম্ ও জপম্। এতেই জ্ঞান ও মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হবে। এই হচ্ছে জ্ঞানীর চিহ্ন—যারা জ্ঞান বিবর্জিত তারা বৃথাই মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ায়, তাদের জীবন নিরর্থক ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পদার্থের মোহে অন্ধ হয়।

ঘাটে যখন একটি মৃতদেহ সংকার হচ্ছিল হরিশ্চন্দ্র তখন পাহারা ও কর আদায়ের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আপন মনে প্রশ্ন করলেন, আমি শোক করার কে? তিনি একদা বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁর কাছে সত্য ছিল সর্বোচ্চ আদর্শ; এক ঋষি তাঁর কাছে প্রচুর সম্পদ প্রার্থনা করেছিল এবং তিনিও তা চাওয়া মাত্র দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। সেই ঋষি তাঁর রাজ্যে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, বিদেশী শত্রু প্রভৃতি সৃষ্টি করে বিপর্যয় ডেকে আনলেন। এদিকে রাজকোষ যখন শূন্য সেই সময় তিনি প্রতিশ্রুত সম্পদ দাবী করলেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁর সকল সম্পত্তি বিক্রী করে দিলেন, তাঁর স্ত্রী পুত্রকেও বিক্রী করতে হল এবং নিজেও পাহারাদারের কাজে নিযুক্ত হলেন সেই ঋষিকে প্রতিশ্রুত অর্থ দানের উদ্দেশ্যে। "আমি কি আমার রাজ্য ও স্ত্রী পুত্রের জন্য শোক করব? না আমি ক্রন্দন করব, অশ্রু বিসর্জন করব কারণ আমি এখনও তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি নি, তাঁকে দর্শন লাভ করতে পারিনি।" এই ভাবে তিনি বিলাপ করলেন। "আমি তোমার জন্য তুমিও আমার জন্য"—এই হচ্ছে সকলের প্রয়োজন, এই হবে সকলের একমাত্র প্রার্থনা।

জ্ঞানীগণ বহু বছরের কঠোর সাধনায় এই সত্য আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছেন এবং মানব জাতিকে এই শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁদের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে মানুষকে সেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে, নিরাপদ জয়যাত্রা সুনিশ্চিত করবার জন্য তাঁদের নির্দেশিত বিধি নিষেধ পালন করতে হবে।

কৃষ্ণ উদ্ধবের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে—"দেহাত্মাহম্ বুদ্ধি" দেহই আত্মা এই বিশ্বাস হচ্ছে চরম নির্বুদ্ধিতা। এই হচ্ছে মূল ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি দূর হলে মুক্তি লাভ হয়। মুক্তির এই গোপন পথটি ভারতের আছে। তা সত্ত্বেও

ভারতবাসী পশ্চিমের চাকচিক্য ও আড়ম্বরে তাদের অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়াসক্তি ও সর্বপ্রকার প্রতিযোগীতায় জয়ের বাসনায় মোহিত তারা উপলব্ধি করছে না যে পশ্চিমের জাতিসমূহ দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক ও নৈরাশ্যের পঙ্কে আবর্তিত হচ্ছে।

একটি কাহিনী আছে, একদিন বিষ্ণুকে লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি মানুষকে এত নৈপুণ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী বস্তু প্রদান করেছেন এখন কি মানুষ আর ভগবৎমুখী হবে ? উত্তরে বিষ্ণু বললেন, "আমি তাদের লোভ ও অসন্তোষ এই দুটি গুণ দান করেছি যা তাদের আমার প্রতি আকর্ষণ করবে।" পার্থিব বন্ধন মুক্ত হলে মানুষ ঈশ্বরাভিমুখী হয়, সে আর লোভ ও অসন্তোষের শিকার হয় না।

'সর্বদেব নমস্কারম্', সকল দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণতি ভগবানকে লাভ করবার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট এইরূপ মতবাদ সাধন পথের অর্দ্ধেকটা মাত্র। অপরার্দ্ধ হচ্ছে এর বিপরীত অর্থাৎ 'সর্ব জীব তিরস্কারম্' অর্থাৎ সর্বভূতে নিরাসক্তি। ঈশ্বরে আসক্তি ও পার্থিব বস্তুতে অনাসক্তি এই দুই তীরভূমির মধ্যাঞ্চল দিয়ে জীবননদী বিনা প্রতিরোধে ঈশ্বরের করুণার সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হতে পারে। নিজেকে ও অন্যকে ভগবানের অংশ রূপে মনে করো। সব কিছু থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে নিজের ও অন্যের মধ্যে অবস্থান করো এই হচ্ছে সাধনার মূল মন্ত্র।

একবার নারদ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "ঋষি বা সাধুরা যাঁরা পরমাত্মা সম্পর্কীয় পবিত্রতম জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁরা আপনার আশীর্বাদ লাভে সক্ষম হয় নি কিন্তু গোকুলের অশিক্ষিত গোপগণ আপনার রূপ, লীলা, সঙ্গীত, আপনার বচন, মাধুর্য ও দুজ্ঞের্য় অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়ে আপনার কৃপা লাভ করেছিল। এ কেমন করে সম্ভব হল ?" পরে অবশ্য নারদ জেনেছিলেন যে গোপীগণ ভগবান কৃষ্ণকে তাদের প্রাণবায়ুরূপে, চক্ষের দৃষ্টিতে, কর্ণের শ্রবণে, জিহ্বার আস্বাদনে ও ত্বকের স্পর্শে গ্রহণ করেছিল। গরু বাছুর চারণকালে, স্বামী সন্তানের সেবায়, পার্থিব জীবনের সহস্র কাজের মধ্যে তারা কৃষ্ণের সঙ্গে, কৃষ্ণের মধ্যে, কৃষ্ণগত প্রাণ হয়ে বসতি করত। "সর্বদা সর্বকালেষু সর্বত্র হরি চিন্তনম্" সর্বাবস্থায়, সর্বসময়, সর্বত্র তাদের মন হরি বা ভগবান কৃষ্ণে নিমগ্ন—ভগবান কি করে তাদের কৃপাদানে বিরত হবেন ?

নারদ গোকুলে এসে গোপীগণকে তাঁর সন্নিকটে সমবেত হতে আহ্বান করলেন যাতে তারা জ্ঞানলাভ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করতে পারে। গোপীরা এতে কোন গুরুত্ব দিল না। তারা বলেছিল যে তারা অমূল্য মুহূর্তগুলি হারাতে পারবে না। "প্রভুর নাম আশ্রয় করতে সারা দিনের ও রাত্রির ঘণ্টাগুলি যথেষ্ট নয়। ভগবান সচ্চিদানন্দস্বরূপ এই বিশ্বাস অর্জনের জন্য আপনার বাগবিভূতির কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। প্রতি মুহূর্তেই আমরা তাঁকে জানতে পারছি,

অনুভব করছি এবং আশীর্বাদ অর্জন করছি"। ভক্তির সুনিশ্চিত প্রাধান্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়ে নারদ ভক্তিসূত্র রচনা করলেন যা সাধন পথে সকল পুণ্যার্থীর নিকট একটি উজ্জ্বল দীপ শিখাস্বরূপ। বেদে নাদ বা শব্দ ও পূত অক্ষরের অন্তঃস্থলে তার নিগূঢ় প্রতিধ্বনির দ্বারা উদ্ধার লাভের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি পবিত্র আত্মার অধিকারী গোপীগণকে আকর্ষণ করেছিল এই বংশীধ্বনি বেদ নাদেরই রূপান্তর। রাম আকর্ষণ করতেন আনন্দের শিহরণ সৃষ্টি করে। কৃষ্ণ হৃদয়কে আকর্ষণ করে সেখানে দিব্য আনন্দ দান করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। এ সবই করুণার বিভিন্ন প্রকাশ। করুণার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে একজন রাম নামের মাধ্যমে আবার অন্যজন কৃষ্ণ নামের মাধ্যমে সেই পরমানন্দ লাভে সক্ষম হয়। এ হচ্ছে শুধু নাম মাত্র পার্থক্য।

নাম সংকীর্তন ও নগর সংকীর্তনের উপর আমি এই কারণে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছি। বর্তমানে নিপুণ বিচারের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উপদেশ ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থিত করা হয়। আর এ কাজ সম্পাদন করেন সেই সকল লোক যাদের নিজেদের প্রচারিত ধর্মমতের উপর কোন আস্থা নেই অথচ তাঁদের শিষ্যদের কল্যাণার্থে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকায় অভিনেতার সংগে এঁদের তুলনা করা যায়। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সত্যের জয় গান করে মঞ্চের বাইরে তার জীবন প্রতারণা ও চাতুরীতে পূর্ণ। তোমার আচরণ যদি তোমার প্রচার অনুযায়ী না হয় তবে তুমি নাটুকে ভক্ত রূপে বিবেচিত হবে। ভারতের সন্তানগণ প্রত্যেকে যদি অন্যের প্রতি ও ভগবানের প্রতি যে কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে প্রচার করে সেইরূপ কাজে প্রবৃত্ত হয় তাহলে আজ ভারতের এ দুর্দশা হত না। নদী যেমন পথের দৈর্ঘ ও বাধা উপেক্ষা করে নীরবে দৃঢ়তার সঙ্গে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হয় মানুষকেও সেইরকম ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে প্রতি মুহূর্তে তাঁর সমীপবর্তী হতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পরমের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

ঈশ্বর ধর্মের উপর বিশেষভাবে প্রসন্ন। ধর্মকে রক্ষা ও প্রাচীন গৌরব ও পবিত্রতায় সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করে মনুষ্য সমাজে তাদেরই একজনের মত বিচরণ করেন। সেই কারণে ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করতে হলে তোমার প্রত্যেকটি চিন্তা, কার্য ও বাক্যকে ধর্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সকলেই দিব্য আধার, এই চেতনা তোমাদের প্রেম, সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধায় অনুপ্রাণিত করবে। ধর্ম সংযুক্ত কর্মের মাধ্যমে তোমরা দিব্যজ্ঞানে পরিপূর্ণ ও আরাধনায় উন্নীত হতে পার। এই আরাধনায় অর্জন করবে জ্ঞান এবং সবকিছু দিব্যানুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। কর্ম, আরাধনা ও জ্ঞান মুকুলিত ফল, পক্ক ফল ও রসাল ফল এই হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রকৃত স্তর। ফল সুমিষ্ট ও পরিপক্ক হলেই খসে পড়ে একেই বলে পূর্ণতা।

নারদ একবার কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে বৃন্দাবনের গোপবৃন্দ আকর্ষিত হত কোন গূঢ় রহস্যে? "তারা কি আপনার কাছে ছুটে আসে অথবা আপনি তাদের কাছে যান?" তিনি প্রশ্ন করলেন। উত্তরে কৃষ্ণ বলেছিলেন, "আমাদের মধ্যে আমি বা তারা বলে কিছু নেই; যে কাপড়ের ওপর ছবি আঁকা হয়েছে তার থেকে ছবিকে পৃথক করবে কি করে? আমি তাদের হৃদয়ে এমনই অচ্ছেদ্যভাবে, গভীরভাবে চিত্রিত আছি।" ভগবানকে তোমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত কর—সর্ব সময় তাঁর মধ্যে সমাহিত হও—এই হচ্ছে আমার আজকের দিনের বাণী।

প্রশান্তি নিলয়ম
১৬.৮.৬৮

(৫৪) আমাকে সারথীরূপে গ্রহণ কর

পৃথিবী ক্রমশ অসংগতি নৃশংসতায় গভীরভাবে নিমজ্জিত হচ্ছে। সুন্দর আচরণের বিধিগুলি বিদ্রুপ ও উপেক্ষার বিষয় হচ্ছে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় অপেক্ষা বস্তুর উপর অধিকতর আকর্ষণ দেখা যাচ্ছে। সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের জয়ের উপর বিশ্বাস দ্রুত অন্তর্হিত হচ্ছে, ভাল এবং মন্দের পার্থক্য খুব কমই স্বীকৃত হয়। যে কক্ষে দশরথ, কৌশল্যা ও বশিষ্ঠ উপস্থিত ছিলেন সেখানে শিশু রামকে নিয়ে আসা হলে তিনি প্রথমে কৌশল্যার পাদ স্পর্শ করলেন, তারপর দশরথ ও শেষে বশিষ্ঠের চরণ বন্দনা করেন। এতে বোঝা যায় যে তিনি "মাতা, পিতা ও গুরুকে ঈশ্বরের ন্যায় শ্রদ্ধা করবে" এই প্রাচীন বিধি পালন করতেন। একমাত্র পশুরাই এই তিন জনের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, সঙ্গ ছাড়া হলেই তারা পিতামাতাকে অগ্রাহ্য করে। পিতামাতা ও গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মৃতি বহন করা মনুষ্যত্বের লক্ষণ।

পৃথিবী একটি বিশাল ক্রীড়াভূমি. এর পরিকল্পনা এবং পরিচালনা ঈশ্বর এমনভাবে করেছেন যে মানুষের মধ্যে ভয়, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের ভাব দৃঢ় হয়; যাতে এই সৌন্দর্য্য. রূপ ও রহস্যের আকর্ষণে মানুষ সেই সৌন্দর্য্য, আনন্দ ও গভীর রহস্যের মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। মীরা যখন খুব ছোট বালিকা, একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "মা. আমরা একটা খেলা করছি তাতে সব মেয়েরা তাদের স্বামীর নাম বলছে আমিও আমার স্বামীর নাম বলব, আমার যার সঙ্গে বিয়ে হবে তার নাম বলব।" মাকে এইভাবে কিছুক্ষণ উত্ত্যক্ত করায় মা বলে উঠলেন, "এই বেদীতে প্রতিষ্ঠিত গিরিধর হচ্ছেন তোমার স্বামী—এখন যাও।" সেই মুহূর্ত হতে মীরা স্বামী গিরিধর বা কৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করলেন এবং সর্বত্র, সর্বসময় তাঁরই রূপ ও করুণা প্রত্যক্ষ করলেন। দেহ হচ্ছে বর এবং জীবনীশক্তি হচ্ছে কনে—প্রত্যেক জীবনেই এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। দেহ যেমন জীবনকে বিকশিত করে, রক্ষা করে এবং পোষণ করে, মানুষের মন মন্দিরে অধিষ্ঠিত সেই মৌলিক শক্তিকে ভগবান রক্ষা করেন যাতে সে পরম উপলব্ধি লাভে সক্ষম হয়।

ভগবান পরম কারুণিক, তিনি সর্বসুন্দর। কুরুক্ষেত্রে প্রভুত্ব লাভের জন্য যুদ্ধরত উভয় পক্ষের পিতামহ ভীষ্ম কৌরবদের পক্ষে আটদিন যুদ্ধ পরিচালিত করেছিলেন

কিন্তু জয়ের কোন চিহ্ন ছিল না। জ্যেষ্ঠ কৌরব দুর্যোধন তাঁর সমীপবর্তী হয়ে প্রার্থনা জানালেন তিনি যেন শত্রুকে প্রচণ্ডতর আক্রমনের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ভীষ্ম উত্তরে বললেন যে পরের দিন তিনি হয় জয়ী হবেন অথবা মৃত্যু বরণ করবেন। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার কথা জানতে পেরে কৃষ্ণ তাঁর প্রতি গভীর ভক্তিপরায়ণা পাণ্ডব রাজ্ঞী দ্রৌপদীকে ভীষ্মের শিবিরে গভীর রাত্রে তাঁর সঙ্গে যেতে রাজী করালেন। সেই ব্যথিতচিত্ত রাণীর নিকট প্রার্থনা ছিল শক্তির উৎস সেই কারণে ভগবান তাঁর প্রার্থনায় সাড়া না দিয়ে পারলেন না। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনে আবৃত করে ভীষ্মের শিবিরে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণ তাঁকে পাদুকা রেখে যেতে বলেছিলেন যাতে পদশব্দে বিঘ্নিত না হয় ও প্রহরীরা সতর্ক হতে না পারে। তিনি রেশমবস্ত্রে পাদুকা দুটি বেঁধে নিজের বাহু তলে রেখেছিলেন।

দ্রৌপদী শিবিরে প্রবেশ করে ভীষ্মের পদপ্রান্তে পড়লেন এবং তিনিও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাবে আশীর্বাদ করলেন, "পতির সঙ্গে দীর্ঘ জীবন যাপন করো।" এই আশীর্বাদ লাভ করেই দ্রৌপদী আত্মপরিচয় দিয়ে প্রার্থনা করলেন যে পাণ্ডব ভ্রাতাগণ সকলেই তাঁর স্বামী এবং তাঁহারা যেন তাঁর নিক্ষিপ্ত শর থেকে রক্ষা পায়। ভীষ্ম অনুমান করতে পারলেন যে কৃষ্ণই এই কৌশলের স্রষ্টা, ভীষ্ম জানতেন যে মৃত্যু তাঁর অনিবার্য। তিনি বললেন, "আমরা তাঁর হাতের পুতুল।" শিবিরের দ্বারদেশে কৃষ্ণকে দেখে তিনি জানতে চাইলেন যে তাঁর পুঁটুলিটির মধ্যে কি আছে? তিনি যখন জানতে পারলেন তাঁর ভক্তের ব্যবহৃত পাদুকা নিজ হস্তে বহন করছেন তখন তাঁর বিহ্বলতার কথা কল্পনা কর। তাঁর উপর বিশ্বাস রাখ, তিনি কখনই তোমাকে ত্যাগ করবেন না। জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি রক্ষা করবেন ও পরিচালিত করবেন। আন্তরিক ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস আশীর্বাদলাভে কখনও ব্যর্থ হয় না।

দ্রৌপদীর অকপট আত্মসমর্পনে বিশ্বাস ছিল, তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণা। তাঁর পঞ্চ স্বামী পাণ্ডব ভ্রাতাগণ প্রাণবায়ুস্বরূপ পঞ্চপ্রাণ যা দেহকে কর্মতৎপর করে সজীব করে। দ্রৌপদী সেই শক্তি যা নিরবচ্ছিন্ন সতর্ক তত্বাবধানে প্রাণকে সংরক্ষিত করে।

সেই বিশ্বাস অর্জন করতে হলে রাম অথবা কৃষ্ণের অবতারত্বের অন্তর্নিহিত রহস্যের গভীরে অনুপ্রবেশ করতে হবে। বাহিরের ঘটনায়, ভাব প্রবণতার দ্বন্দ্বে ও বাহ্যিক দুঃসাহসিক কার্য্যবলীতে পথ ভ্রান্ত হবে। রামকে একজন ভ্রাতা, পুত্র বা স্বামী যিনি স্ত্রীর অপহরণের ব্যক্তিগত দুঃখে কাতর ও তাঁর বীরত্বপূর্ণ উদ্ধারকার্যে সফল এইরূপে গ্রহণ ক'র না। তাঁর অন্তর্নিহিত রহস্যের গভীরে নিমজ্জিত হলেই তুমি ভক্তিতে আপ্লুত হবে। এই পদ্ধতি ভারতীয়

ঋষিগণ বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলেই ভারত সমগ্র বিশ্বের গুরু মর্যাদা লাভ করেছে। অবিচ্ছিন্ন বিনয়, অকপট শ্রদ্ধা ভগবান ও তাঁর মহিমা চিন্তা এই হবে তোমাদের দীক্ষা যা তোমাদের রক্ষা করবে।

ভারতবর্ষের ভূমিকা হচ্ছে এই দীক্ষা সম্পর্কে মনুষ্যজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাতে এই রক্ষা লাভে সাহায্য হয়। বর্তমান কালে কিন্তু এই ভূমিকা উপেক্ষিত হচ্ছে কারণ এখন লক্ষ্য হচ্ছে দ্রুত ক্ষণস্থায়ী আনন্দ অর্জন করা, চিরস্থায়ী সুখ নয়। যে মনুস্মৃতি প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেয় ও প্রতিমুহূর্ত পবিত্র ও পুরস্কৃত করতে শিক্ষা দেয় তা আজ প্রাচীন পদ্ধতি বলে উপেক্ষিত হয়। এর সামাজিক ও নৈতিক বিধিগুলি সেকেলে বলে নিন্দিত হয়। এর কারণ হচ্ছে আধুনিক মানুষকে অবিচ্ছিন্নভাবে সুখের সন্ধান করতে হয় যার ফলে লাভ করে একটার পর একটা নৈরাশ্য কেননা বস্তুজগতের কোন কিছুই সেই সুখ দিতে পারে না।

সুখ একটি বঞ্চনার ফাঁদ, দুঃখই প্রকৃত গুরু। দুঃখ সাবধান করে, সতর্ক করে; নিবৃত্তি শিক্ষা দেয়; দুঃখই সদা জাগ্রত ও প্রস্তুত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। মৃত্যু নির্মম শত্রু নয়, মৃত্যু হচ্ছে বন্ধু ও সাথী। মৃত্যু হচ্ছে শিক্ষক ও পরম আত্মীয় যে তোমাদের ধারণ করে, তোমাদের প্রকৃত সত্তার স্মারক হয়ে তোমাদের জ্যোতির্ময় করে তোলে। মানুষের চিত্ত দৃঢ় হবে কঠিন নয়, কোমল হবে কিন্তু পিচ্ছিল হবে না—ক্ষতি, শোক ও দুঃখের আঘাতে এমন হওয়া সম্ভব। দিব্যছাঁচে মানুষকে সৃষ্টি করা হচ্ছে ভগবানের উদ্দেশ্য কিন্তু মানুষ অন্ধ বলে সেই করুণা দেখতে পায় না; সেই পরম শিল্পির হাতুড়ির প্রথম আঘাতেই সে বিদ্রোহ করে। সে এক দেবমূর্তি থেকে অন্য মূর্তিতে তার ভক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে—যদি তার বিশ্বাস হয় এতে তার মঙ্গল হবে। তোমরা সাইবাবার একটি ছবি এনে তোমাদের গৃহে পূজার বেদীতে রেখে পুষ্পার্ঘ দিতে সুরু করলে। কিছুদিন পরে যদি দেখ যে তোমাদের গাভীটি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম দুধ দিচ্ছে তাহলে স্থির করে ফেল যে ঐ নতুন দেবতাকে ঘরে আনার জন্যই এমন অঘটন ঘটেছে অথবা পূর্বের পূজিত দেবতাকে অবহেলা করার জন্য তাঁর ক্রোধের ফল। তখন তোমরা ছবিটি ফেলে দাও। এই রকম সামান্য লাভের আশায় কোন দেবতাকে পুষ্পার্ঘ দিয়ে আরাধনা করবে না। ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের পরম সুযোগ হারিও না। তোমাদের কতকগুলি ইচ্ছা অনিচ্ছা বা ইপ্সিত লক্ষ্য বা উচ্চাশার সঙ্গে ভগবানকে এক করে ফেল না। "অনিত্যম্ অসুখম্ লোকম্ ইমম্ প্রাপ্য, ভজস্ব মাম্"-এই হচ্ছে অনুজ্ঞা। এই অনিত্য অসুখী বিশ্বে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে রক্ষা করবার নিমিত্ত আমাকে ভজনা কর"। দেহ, রোগ ও মৃত্যু থেকে কি করে পরিত্রাণ পাবে? মন কি করে অশান্তি ও দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা পাবে?

নির্দেশিত ঔষধ গ্রহণ ও নিয়ম পালনের দ্বারা তোমরা অবশ্য রোগ মৃত্যু জয় করতে পার, অশান্তি ও দুশ্চিন্তা দূর করতে পার। দুঃখ ও শোকে কাতর হলে ভগবানের মহিমা কীর্তন করবে কারণ এই সময় ঈশ্বরকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। জ্বর প্রবল হলে ঔষধের বড়ি ঘনঘন বেশীমাত্রায় সেবনের প্রয়োজন হয়। পাণ্ডবরা সাফল্যের গোপন তথ্যটি জানত সেজন্য বিপর্যয়ের সূত্রপাত হলেই তারা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হত। সাধারণ মানুষ হাহুতাশ করে—"হায় আমার এত পূজা বৃথা হল, এত দিন আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করে কিছুই হল না।" অন্যেরা ভক্তের দুর্ভাগ্যে অবিশ্বাসের হাসি হাসে এবং অবিশ্বাসের মারাত্মক মরুভূমিতে আকর্ষণ করে নিক্ষেপ করে। এই সব মন্দ লোকের কথায় কান দিও না। বিশ্বাসের মূল দৃঢ় কর, সেই মূলকে অনুশোচনা ও প্রার্থনার বারিতে সঞ্জীবিত কর। যারা অন্যকে আকৃষ্ট করবার জন্য পূজার্চনায় রত থাকে তারা ভাগ্যের পরিবর্তনে এ সবই ত্যাগ করে। বাকী অন্যেরা যাই ঘটুক না কেন সাধুজনোচিত পরম নিরাসক্তির সঙ্গে তা গ্রহণ করে। তাদের কাছে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ঈশ্বরের আশীর্বাদরূপ মুদ্রার সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ মাত্র।

স্থৈর্য হচ্ছে সাইভক্তের প্রকৃত পরিচয়। সে কখনও অবিশ্বাস ও বিলাস বৈভবের আকর্ষণে তার সাধনার পথ থেকে বিচ্যুত হয় না। সে আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুলি আচরণের মাধ্যমে এর অপরিমেয় অবদান সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়।

আজকের দিনটি কৃষ্ণের জন্মদিনরূপে পালিত হয়। তোমরা বিশ্বাস কর যে এই দিনটি একটি মহোৎসবের দিন কিন্তু কৃষ্ণের শিক্ষা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হও এমন বিশ্বাস কি তোমাদের আছে? সুস্বাদু মিষ্ট খাদ্যে উদর পূরণ করে আনন্দিত হয়ে উঠবে না। উপদেশগুলিতে তোমার মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ কর ও সেগুলিতে মনে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তোমার চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ, বাসনা প্রকৃতি ও কর্ম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করে প্রকৃত আনন্দ অর্জন কর। যে নিজেকে রাম, কৃষ্ণ অথবা সাই বাবার ভক্ত বলে পরিচয় দেয় তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছ সে সাধারণতঃ একটি মন্দির নির্মান করতে প্রয়াসী হয়। একটি নতুন মন্দির নির্মিত হয় ও পুরাতন মন্দির ধ্বংস হয়। এই সকল লোক কেন আবেদন পত্র ও চাঁদার তালিকা নিয়ে অর্থের জন্য এত দৌড়াদৌড়ি করে। তারা প্রত্যেকে অহংকারে প্রবৃত্ত হয়ে ভগবানের পরিবর্তে নিজেদের জন্য মন্দির নির্মান করতে চায়। "আমি একটি গৃহ নির্মান করে আমার ভগবানকে বাস করতে দেব যাঁর বাসের যোগ্য কোন ঘর নেই।" মন্দির নির্মানের ইচ্ছার বা বাতিকের মূলে আছে এই বৃথা ও অসঙ্গত উদ্দেশ্য। যারা দান করে তারা নিজেদের উন্নততর মনে করে যারা দানের প্রার্থনা করে তারা তাদের পূজিত দেবতার প্রতি ভক্তি বিশ্বাসের অভাব সূচিত করে। লোক অনুমান

করে নতুন এক দেবতার মন্দির, এই দেবতা পুরাতন দেবতার দিব্যমূর্তি ও নামের প্রতি আস্থা ও ভক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিয়োজিত। এ সবই ভক্তোজনোচিত কাজ নয়—তাই না? এই পদ্ধতিতে আমার কাছে আসবার আশা কোর না। ভক্তরা কোন বিগ্রহের পূজা করে তা নিয়ে আমার কোন পার্থক্য বোধ নেই। যারাই উত্তাপ ও আলোর প্রার্থনা করে তারাই সমীপবর্তী হতে পারে। এই পরম দীপ্তির উত্তাপ ইন্দ্রিয় সুখের শৈত্যকে বিনষ্ট করবে, এর আলোয় যুগযুগান্তরের তমিস্রা দূর হবে। সকলের প্রতি প্রীতি ও প্রেম অনুভব করো তাহলেই ঈশ্বরের সন্নিকটবর্তী হতে পারবে। মিটার বা মাইলের মাপকাঠিতে আমি দূরত্বের হিসাব করি না। প্রেমের পরিসর অনুসারে আমার কাছে দূরত্ব নিরূপিত হয়।

আর একটি কথা। তোমাদের আকাঙ্খা আমি তোমাদের গৃহে যাই, তোমরা এই রকম প্রার্থনা করে থাক, আমি না এলে তোমরা দুঃখিত হও এবং তোমরা অন্যের তুলনায় দরিদ্র অথবা অধ্যাত্মবিষয়ে অনুন্নত ভেবে নিজেদের ধিক্কার দাও। এ সব অবাস্তব। আমার অন্তরে এই প্রকার বিভেদ বা পার্থক্যের স্থান নেই। লোকের বাড়ী যাওয়াতে আমার কোন উৎসাহ নেই আবার অনিচ্ছাও নেই। ইট পাথরে তৈরী তোমাদের বাসগৃহ সম্বন্ধে আমার কোন আকর্ষণ নেই—তোমাদের অন্তর পরিদর্শন করতে ও সেখানে বাস করতেই আমার আগ্রহ। এই প্রশান্তি নিলয়ম আমার বাসগৃহ নয়, তোমাদের হৃদয় যখন প্রশান্তি নিলয়মে রূপান্তরিত হয় তখন সেই হৃদয় হয় আমার বাসগৃহ। তোমাদের গ্রাম পরিদর্শনের জন্য প্রার্থনা করলে সেখানকার সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করি আর তা আমার নিজের জন্য নয় কারণ আমার শুধু দাঁড়াবার স্থান টুকুই প্রয়োজন; আমি চিন্তা করি যে সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ লোক আমার দর্শনের জন্য সমবেত হয়। তাদের সামান্যতম অসুবিধা আমি কেমন করে সহ্য করি? কত নারী, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, অন্ধ, অসহায়—উপদেশ, সান্ত্বনা, সাহস ও নিরাময়ের জন্য আমাকে দর্শনের আশায় সমবেত হয়।

তোমাদের আরও একটি কথা বলছি। আর বিলম্ব কোর না। যখনই পার এই অপূর্ব সুযোগ গ্রহণ করো। মুক্তির নিমিত্ত যে সাধনার প্রয়োজন সে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে এবং আজ থেকেই তা অভ্যাস করবে। পরে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করা কঠিন হয়ে উঠবে। কারণ অফুরন্ত জনস্রোত আমার কাছে আসছে এমন হতে পারে আমাকে কয়েক মাইল দূর থেকে দর্শন করতে হবে। এই বিশ্ববৃক্ষ সুনিশ্চিতভাবে একদিন সকলকে ছায়া ও আশ্রয় দান করবে। সেই উদ্দেশ্যেই এই দেহের অবতরণ। এর কোন বিরতি নেই, নেই সংশয়। আমার নাম সত্য, আমার শিক্ষা সত্য, আমার পথ সত্য, আমি সত্য স্বরূপ।

প্রত্যেক যুগে ভগবান কোন বিশেষ কর্মের উদ্দেশ্যে অবতার রূপে অবতীর্ণ

হন। সেই হিসাবে বর্তমান দেহ ধারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ্বব্যাপী এক চরম সঙ্কটের সমাধান করতে হবে। পাণ্ডিত্যের অহমিকায় মানুষ পশুর স্তরে নেমেছে এবং মূঢ়ের মত প্রশ্ন করে "ভগবান কে এবং কোথায়?" পাপ পুণ্যের ছদ্মবেশে মানুষকে পাপের পঙ্কে পতিত হতে প্রলুব্ধ করছে। সত্যকে চাতুরির ফাঁদ বলে নিন্দা করা হয়, সততাকে উপহাস করা হয়, সাধুজন সামাজিক শত্রুরূপে অত্যাচারিত হয়। এই কারণে সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার অবলুপ্তির জন্য এই অবতারের দেহ ধারণ। আমি তোমাদের মতই বিচরণ করি, গান গাই, হাসি ও ভ্রমণ করি কিন্তু শাস্তিদান ও সতর্ক করবার উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত আকস্মিক আঘাতের প্রতি লক্ষ্য রেখ। আমি অন্যায়কারীকে দণ্ড করব, ধার্মিক মানুষের সৎ কর্মের পুরস্কার দেব। সকলেই ন্যায় বিচার লাভ করবে।

ব্যক্তিগত আসক্তি ও ইন্দ্রিয়সুখ সাধনার দ্বারা পরিত্যাগ কর, অন্তরকে বিশ্বজনীন অনুভূতিতে বিস্তৃত করবার সাধনায় উদ্বুদ্ধ হও। সস্তা আনন্দে মনকে আচ্ছন্ন করবে না, সামান্য খাদ্যে যে ক্ষণিকের ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় তার জন্য বিচলিত হবে না। সমগ্র বিশ্বচরাচরের অধীশ্বরকে অন্তরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রার্থনা কর, বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হতে পারলে তোমার অন্তঃস্থ শত্রুগুলি আর তোমার জয়ের পথে অন্তরায় হতে পারবে না। আমাকে তোমার রথীরূপে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সেই পরিণতির দিকে পরিচালিত করব। আন্তরিকতা, সরলতা ও সাধনার দ্বারা সেই অক্ষয় আশীর্বাদ অর্জন করবে। সন্ন্যাসীদের মস্তক মুণ্ডন করতে নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে তাদের পূর্বপরিচিত বন্ধু ও সাথীরা তাদের চিনতে না পারে; কিন্তু দেখা যায় তারা কামনা করে স্বীকৃতি, প্রশংসা, স্তুতি ও অপরের শ্রদ্ধা; এসব তাদের অহংবোধ বৃদ্ধি করে যা একান্তভাবে বর্জনীয়। বস্তুতঃ পক্ষে একথা ঠিক যে সন্ন্যাসীর আহার হবে কুকুরের মত নিদ্রা হবে শৃগালের মত। যা পাও তাই দিয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি কর যেখানে আশ্রয় পাও সেখানেই ঘুমিয়ে নাও। অন্য দিনের নিমিত্ত খাদ্য সঞ্চয় করবে না বাস করবার নিমিত্ত গৃহ নির্মান করবে না। অহংবোধ থেকে বাসনার সৃষ্টি, বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত হও।

একাগ্রতা সহকারে পূজা, ধ্যান ও জপমে নিজেকে নিয়োজিত কর তাহলে প্রজ্ঞার আলোকে তোমার মুখ মণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। বাড়ীতে দরজা রাখা হয় যাতে তোমার বাঞ্ছিত ব্যক্তিরা অভ্যন্তরে আসতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দরজা দিয়ে কুকুর, গাধা, শুকনো পাতা ও ধুলা ভিতরে না আসে। ইন্দ্রিয় ও মন হচ্ছে দরজা যার মধ্য দিয়ে দুষ্ট প্রভাব তোমার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করতে পারে।

তোমার সকল কর্ম পূজা রূপে গ্রহণ কর। কর্তব্য হচ্ছে ঈশ্বর। কাজই

হচ্ছে পূজা। যাই ঘটুক সানন্দে তাঁর দান ও করুণার নিদর্শন রূপে গ্রহণ কর। তুকারাম সর্বদা এইভাবে থাকতেন। কোন খাদ্যবস্তু না পেলে তাঁকে উপবাসের সুযোগ দেবার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেন। খাদ্য পেলে তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেন কারন ভগবান খাদ্যরূপে উপস্থিত হয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করলেন যাতে তিনি তাঁর মহিমা কীর্তন করতে পারেন। তাঁর মহিমা, তাঁর করুণা, তাঁর আশীর্বাদ এ সবই দুজ্ঞের্য়। তাঁর ইচ্ছারূপে বিভিন্নরূপে এ সবের অভিব্যক্তি।

কোন কিছুর বৈধতা বা মূল্য সম্পর্কে তোমার অভিমতের কি অধিকার আছে? আমি এরূপ ভজন পছন্দ করি না যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষ বা অহঙ্কারের সৃষ্টি হয় অথবা অসহিষ্ণুতার ফলস্বরূপ হয়। আমি বিনয়, সহনশীলতা, সহানুভূতি. সেবা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মঙ্গলময় ভগবানের নিরবিচ্ছিন্ন স্মরণ গ্রহণ করি ও পুরস্কৃত করি। তোমার অন্তরে আমার ছবি পেতে হলে তোমার ক্যামেরার লেন্সটি আমার দিকেই রাখতে হবে, নয় কি? তোমার বুদ্ধি, ভাব, অনুভূতি ও কর্ম আমার প্রতি নিবদ্ধ করলে তোমার অন্তরে আমার ছবি সুনিশ্চিত ভাবে মুদ্রিত হবে। জগৎ ও জাগতিক বস্তুর দিকে তোমার লেন্স রাখলে তোমার হৃদয়ে আমার ছবি কি করে মুদ্রিত হবে?

আমার এই বক্তৃতায় কি লাভ হবে যদি তোমার অন্তরে প্রবেশ না করে এবং সেইমত কাজ না কর? আমি দেখছি তোমাদের নিজেদের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করবার এত বছরের এত প্রচেষ্টা ফলবতী হচ্ছে না। তোমরা সমুদ্রোপকূলে পাহাড়ের মত, প্রতিনিয়ত তরঙ্গাঘাতে অচঞ্চল। পাহাড় অপসারিত হয় না, তরঙ্গ স্তব্ধ হবে না। এই দুঃখের অবসান হবে। প্রবুদ্ধ হও, এই অনুপম সুযোগ গ্রহণ কর।

প্রশান্তি নিলয়ম
১৮.৮.৬৮

(৫৫) কৃষ্ণের বাঁশী হও

পবিত্র ধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের অবতাররূপ গ্রহণ। ধর্ম মানুষকে পবিত্র করে, তার সাধনার উদ্দেশ্য ও পথ নির্দেশ করে। দিব্যজ্ঞানরূপী কৃষ্ণের উৎপত্তি প্রত্যেকের নাভীস্থলে। সেই নাম জিহ্বায় নিয়ে এসে যশোদার মত মায়ের পরম আদরে ও স্নেহে লালন করতে হবে। নামস্মরণের দ্বারা মুক্তি লাভের এই হচ্ছে গোপন রহস্য। মানুষকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ভগবান পরম রমণীয় রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন যাতে তিনি মানুষের অন্তরে প্রেম সঞ্চার করতে পারেন। রসো বৈ সঃ—তিনিই রসস্বরূপ। সেই কারণে কৃষ্ণ অতি কঠিন হৃদয়ের মানুষের মন সহজেই জয় করে নিয়েছিলেন। তিনি "বড়া চিত চোর" সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয় চোর। তাঁর কণ্ঠস্বর, আকৃতি, বংশীধ্বনি, তাঁর হাসি, খেলা, কৌতুক সব কিছুর জন্যই মানুষের মন আকুল হয়ে ওঠে। এই তপস্যাই তাঁর আশিষধণ্য হয়। সেই আকুল আকাঙ্খা এত গভীর যে মানুষ দেহাত্ম বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, ইন্দ্রিয় অবশ হয়, মন হয় নিষ্ক্রিয়, বুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়, সমস্ত দ্বৈত সত্তা নিশ্চিহ্ন হয়। মানুষ একের পর এক আনন্দের স্তর অতিক্রম করে তাঁর সঙ্গে একীভূত হবার পরম সৌভাগ্য লাভ করে।

ভারতের সংস্কৃতি এই সৌভাগ্য অর্জনের পথ নির্দেশ করেছে। এ হচ্ছে সকল রসের ও আনন্দের পরিণতি, সকল মহত্তম প্রার্থনার পরিপূর্ণতা; তথাপি মানুষ অতি সামান্য বস্তুর জন্য কলুষিত আনন্দ লাভের জন্য, হীন বাসনা চরিতার্থের জন্য কত না লালায়িত। ভগবানের অন্বেষণে বিপথে চালিত হবে না; মরীচিকার পিছনে ছুটবে না। স্বর্ণের অন্বেষণকারী পিতল বা হলুদ বর্ণের অন্য সব ধাতু বাতিল করে, তা না হলে তার ভুল ও বিপর্যয় হবে। যেমন নদী উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে খরস্রোতা, লতাগুল্মের মধ্য দিয়ে ধীরে প্রবাহিতা, কখনও তার গতি পাহাড়ের ধার দিয়ে আবার কখনও বালুকাময় প্রান্তরের উপর দিয়ে কিন্তু তার লক্ষ্য সেই সাগরের অভিমুখে। মানুষকে সেইরূপ অক্লান্ত গতিতে ভগবানের অভিমুখে অগ্রসর হতে হবে।

খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু দেহাভ্যন্তর থেকে নির্গত হলে দেহের আরাম হয় সেইরূপ মন থেকে ঘৃণা ও ঈর্ষার অসৎ ভাবগুলি দূর হলে মানুষ শোক ও দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে। এ না হলে শান্তি লাভ হয় না। কৃষ্ণ

অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন যে যাদের কৃষ্ণ ছাড়া অন্য চিন্তা নেই তিনি তাদের ভার গ্রহণ করেন। তোমাদের মধ্যে অনেকেই বছরের পর বছর 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম করেও কষ্টের কোন লাঘব না হওয়ায় নিরাশ হয়েছ। কোন কিছু পেতে হলে তার মূল্য দিতে হয়। কৃষ্ণ ধর্ম স্থাপনের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই কারণে ধর্মই তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। 'ধর্ম পথে বিচরণ এই মূল্য তিনি গ্রহণ করেন। বংশী তার অতি প্রিয়। সুতরাং বংশীর মত শূন্যগর্ভ অর্থাৎ বাসনা শূন্য হও, বংশীর মত সরল জটিলতা শূন্য হও তা হলেই তিনি তোমাকে গ্রহণ করবেন। কৃষ্ণের সমকালবর্তী হবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল কৃষ্ণ তাদের অন্তরে কি পরম প্রেমের অমৃত সঞ্চার করেছিলেন সে কথা চিন্তা কর। তারা প্রত্যেকে, অশিক্ষিত গোপালক থেকে গভীর মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিত ও সাধু সকলেই তাঁর প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল, চুম্বকের মত অচঞ্চল ভক্তিতে তাদের আবদ্ধ করেছিলেন। যে কোন দুঃখ কষ্টের মধ্যে তারা সেই চরণ কমল দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিল কোন সময় বিচ্যুত হয়নি। যে পথেই তুমি যাও তা সে ধূলি ধূসরিত হোক, লতাগুল্মে কণ্টকিত হোক ভস্মস্তূপের মধ্যে প্রস্তরময় প্রান্তরে অথবা নদী বক্ষে সর্বত্রই তোমার ছায়া তোমাকে অনুসরণ করে। লক্ষ্য কর চরণের সঙ্গে ছায়ার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। ঈশ্বর কায়া মানুষ ছায়া, ছায়া কায়ার চরণে নিবদ্ধ থাকলে কোন দুঃখ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। ঈশ্বরকে ধরে থাক সেই হচ্ছে শান্তি ও আনন্দের পথ।

অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিন্দুকরা "জার" ও "চোর" বলে নিন্দা করে, সত্যান্বেষী ও সাধুগণ ঐ একই আখ্যায় কৃষ্ণের স্তুতি করেন। তিনি যাদের হৃদয় চুরি করেন তারা আনন্দে বিমোহিত হয়, তিনি আলোকিত করেন, জাগ্রত করেন। তিনি যাদের হৃদয় চুরি করেন তাদের সমৃদ্ধি ও আনন্দ বর্ধিত হয়। তিনি জাগতিক সুখ ও বুদ্ধির বিনাশ করে সমগ্র সৃষ্টি দিব্য ভাবনায় পরিপূর্ণ করেন। তবে তাঁকে "জার" ও "চোর" বলা যাবে কি করে? অন্ধ অন্ধকে পথ দেখালে উভয়েই গর্তে পতিত হয়।

সাধকের প্রার্থিত রূপ ভগবান গ্রহণ করেন, তিনি সকল নাম ও রূপের ঊর্ধ্বে। শিশুরা মিষ্টির দোকানে তাদের পছন্দ মত কেউ কুকুর, কেউ ময়ূর বা ঘোড়া আবার কেউ হাতী এইরকম ছাঁচের একটি মিষ্টি বেছে নেয়। কিন্তু তাদের প্রকৃত আকর্ষণ মিষ্টি। একটি মাত্র রূপে সেই মাধুর্য আছে মনে করলে ঈশ্বরের করুণাকে অস্বীকার করা হবে। ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করতে তিনি ব্যগ্র। বিষ্ণু ও বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের বাহন গরুড় পক্ষী। প্রকৃতপক্ষে মানুষের হৃদয়কে পক্ষী বলা হয়েছে, হৃদয় ঈশ্বরের চিন্তায় উদ্‌গ্রীব, যেখানে ঈশ্বর হৃদয়ও সেখানে। তোমার পুত্র আমেরিকায় গেলে তোমার হৃদয় সেখানেই অবস্থান করে। মানুষ সর্ব স্থান ও কালে ভগবৎমুখী কারণ

মানুষের প্রকৃত সত্তা দিব্য সত্তা।

কোন একজন দর্শনার্থি প্রশ্ন করেছিল, "স্বামী, আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি?" আমি বলেছিলাম "আমি সব সময় প্রশ্নের জবাব দিই কারণ তোমাদের সংশয় নিবারণ করতে আমার সাহায্য গ্রহনে কোন অন্যায় নেই।" সে প্রশ্ন করেছিল, "স্বামী আপনার নিকট জানতে চাই যে আপনি কে?" আমি বলেছিলাম, "প্রথমে তোমাকে জানতে হবে যে তুমি কে;. প্রথমে বুঝতে হবে যখন "আমি. আমি. আমি, বল সেই আমির অর্থ কি।" সেই আমি হচ্ছে এই আমি। তোমার মধ্যে সেই আমি হচ্ছে আমার আমি। সেই আলোর প্রকাশের তারতম্য অর্থাৎ ব্যক্তির শক্তির পার্থক্যের জন্য এই বিভিন্নতা বা ভেদ বুদ্ধি। ভগবান তোমার সবচেয়ে নিকটে, তিনি মাতা, পিতা, শিক্ষক, বন্ধু, পরিচালক ও অভিভাবক। তাঁকে ডাকলেই সাড়া পাবে। প্রত্যুষ থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রতিমুহূর্ত তাঁর সঙ্গে অবস্থান কর।

এই কারণেই আমি প্রত্যেক সত্য সাই প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যুষে ব্রাহ্মমুহূর্তে নগর সংকীর্তনের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছি। প্রেমের এই প্রচারকে সকলেই স্বাগত জানাবে। ভগবানের নাম করে মানুষের ঘুম ভাঙানো একটি মহৎ সামাজিক সেবা। এই পবিত্র তীর্থ ভ্রমন পরিবেশকে ক্রোধ ও ঘৃণা থেকে মুক্ত করে। প্রত্যুষের সিগ্ধ পরিবেশে শান্ত পথে চলতে চলতে পরম আনন্দ সহকারে ভগবানের নামগান অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া এক পবিত্র সাধনা। একটি নতুন দিন আরম্ভ করার প্রকৃষ্টতম পন্থা। বোম্বাই, কেরেলা, মাদ্রাজ ও অন্যান্য রাজ্য এমন কি পূর্ব আফ্রিকার অনেক স্থানে যেখানে আমি গত বছর ভ্রমন করে এসেছি, পরম উৎসাহের সঙ্গে আমার এই নির্দেশ পালিত হচ্ছে। আজ এই পবিত্র দিনে সংকল্প গ্রহণ কর যে সব দিনই ভগবানের সঙ্গে অবস্থান করবে—সব দিনগুলি ভগবানের চিন্তায় ভরিয়ে রাখবে।

প্রশান্তি নিলয়ম—
১৯.৮.৬৮

(৫৬). লতা ও বৃক্ষ

মন্ত্রী সবন্ত্ ও মুকুন্দপ্রভু তোমাদের নিকট স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সে বিষয়ে রোমন্থন করবার সময় তোমাদের চারটি প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে। সেগুলি হল,—"কেন আমি স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচিত হয়েছি? আমাকে কি করতে হবে? আশু উদ্দেশ্য কি? চরম লক্ষ্যই বা কি?" এগুলি খুব ভালভাবে চিন্তা করতে হবে।

স্বেচ্ছা সেবক কথাটি এখানে 'স্বয়ংসেবক' রূপে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হল তুমি নিজেকে ভৃত্য বা সেবকরূপে মনোনীত করেছ। কার সেবক? স্বয়ং অর্থাৎ তোমার নিজের। অন্যকে সেবা করে তুমি আপন শ্রেষ্ঠ স্বার্থ সিদ্ধ করছ। তুমি অন্যের সেবা করছ না, নিজের সেবাই করছ। অন্যের ক্ষতি করলে তুমি নিজেরই ক্ষতি করবে। কারণ অন্য বলে কিছু নেই। সে ও তুমি এই সমুদ্রের দুইটি তরঙ্গ। সেই এক ঈশ্বর তোমার ও তার মধ্যে সমভাবে বর্তমান।

নানা ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে তোমাদের আগ্রহ হয়। তাদের নাম, ঠিকানা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অবস্থা জানলেই তোমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হয়। কিন্তু এ সব জানতে তোমরা আস নি আর এ সব জানার কোন প্রয়োজনও নেই। দুটি প্রশ্নের উত্তর তোমাদের প্রয়োজন। 'বাবা কে? আমি কে?' এর জবাব হচ্ছে আমি বাবার প্রতিচ্ছবি—বাবা হচ্ছেন মূল, আমি হচ্ছি প্রতিবিম্ব। এই হল সম্পর্ক ও বন্ধন তা তুমি জান অথবা না জান, প্রতিবিম্বটি সঠিক হোক বা বিকৃতই হোক। তোমরা প্রাতে ও সন্ধ্যায় ধ্যান ও জপ করে থাক, তোমরা উপবাস করে থাক, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন ও বন্দনায় নিযুক্ত হও। দাস্যম্, অর্চনম্, সখ্যম্ ও আত্মনিবেদনে প্রবৃত্ত হয়ে থাক—এ সবই নিজেকে প্রতিচ্ছবি রূপে উপলব্ধি করবার উদ্দেশ্যে। নিজেকে এমনভাবে ঈশ্বরের স্বচ্ছ ও নির্মল প্রতিচ্ছবি করে তুলবে যাতে তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে যাও।

সেবা হচ্ছে ঈশ্বরকে বিশ্ব-বিরাট-স্বরূপরূপে পূজা। অসংখ্য তাঁর অবয়ব, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি ব্যাপ্ত। বেদে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে সহস্র শির, সহস্র চক্ষু ও সহস্র পাদরূপে। যে সহস্র সহস্র হস্ত, চক্ষু ও পদ এই উৎসবে এখানে সমবেত হয়েছে এ সমস্তই সেই ঈশ্বরের। তাঁকে পূজা কর। এই হচ্ছে তোমাদের

সেবার উদ্দেশ্য। আর সে তুমি স্বয়ং ছাড়া কেউ নয়। কোন ব্যক্তিকে শুধু একজন ব্যক্তিরূপে দেখ না—যার প্রকৃত সত্তা হচ্ছে ঈশ্বর যিনি তার মধ্যে অবস্থান করছেন। এ বিষয়ে সতর্ক থাকবে।

আমি সেবা সম্পর্কে বেশ কয়েক বছর ধরে তোমাদের উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু তা তোমরা যতটা কাজে পরিণত করছ তাতে আমি খুসী নই। তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত আমাকে খুসী ও আনন্দিত করা, আমার নির্দেশ পালন করা। কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আমার আগমন। আমাকেও কিছু প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে হবে। ভাগবৎগীতাতেও তার উল্লেখ আছে। আমাকে ধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যারা কেবল আমার চিন্তায় নিমগ্ন তাদের যোগক্ষেম অর্থাৎ মঙ্গলের ভার বহন করতে হবে। সুতরাং আমাকে প্রসন্ন করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সর্বজীবে আমাকে প্রত্যক্ষ করা এবং আমাকে যেভাবে তোমরা সেবা করতে চাও সেইভাবে তাদের সকলকে সেবা করা। এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পূজা যা আমি গ্রহণ করে থাকি। ভগবানের দুইটি বা দুইশত ব্রত তাঁর ইচ্ছানুসারে থাকতে পারে কিন্তু ভক্তের কেবলমাত্র একটি ব্রত তা হ'চ্ছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের ব্রত—শরণাগতি। সর্বজীবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে পূর্ণবিশ্বাস স্থাপিত হলে আত্মনিবেদনের ভাবটি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠবে। তাদের নররূপে আচরণ করবে না—নারায়ণ রূপে দেখবে। তোমরা অন্য লোকের দুঃখ দূর করছ না, তোমরা ঈশ্বরের ভিন্ন দেহ ও আকৃতিতে তোমাদের পূজা নিবেদন করছ।

আগামীকাল তোমাদের এখানে দেখে লোকে প্রশ্ন করতে পারে যে যারা প্রত্যেকটি নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে না এবং সেবাকে সাধনায় রূপান্তরিত করে না তাদের প্রতি বছর কেন প্রতীকচিহ্ন দেওয়া হয়? দেখ, তোমরা যদি গানের ছত্রগুলি পুনঃপুনঃ আবৃত্তি কর ও গাইতে চেষ্টা কর তবে একদিন নিশ্চয়ই ভাল গাইতে পারবে। তোমরা একদিন সব কিছু ভালভাবে জানবে এবং যতদিন যাবে তোমরা সুন্দর হয়ে উঠবে এই আশায় তোমাদের অভ্যাসের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে উৎসাহিত করছি। আমি তোমাদের ত্যাগ করি না। এইটাই আমার আশীর্বাদের লক্ষণ।

আজ্ঞা পালন সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমি যখন কোন কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকি তা তখনই সাগ্রহে পালন করতে হবে। তোমরা ধ্যানম্ ও জপম্ ত্যাগ করতে পার। বাধ্যতার ফল ঐ সকল নিয়ন্ত্রণ আদেশ অপেক্ষা অনেক মূল্যবান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মনে কর তোমাদের ধ্যানের সময় তোমার নিকটে কোন একজন যন্ত্রণায় কাতর হচ্ছে। তুমি শুনেই তোমার মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটায় ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলে। ক্রোধ বা ঘৃণার প্রশ্রয় না দিয়ে তুমি উঠে পড়বে এবং আর্তের চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য তাকে অন্যত্র নিয়ে যাবে। এই কাজের

ফলে তুমি ধ্যান বা জপ করে যে ফল লাভ করতে তাই পাবে অথবা কিছু বেশীও পেতে পার।

শঙ্করাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য পদ্মপাদ বলেছিলেন গুরুসেবা তাঁর কাছে প্রভূত জ্ঞান লাভের সমতুল্য। প্রহ্লাদ ঘোষণা করেছিলেন নারায়ণের নামই উন্নতি ও দুঃখ মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট। মানসিক প্রশান্তি ও ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী শুধু প্রতিবন্ধক মাত্র। প্রকৃত মুক্তি ও আনন্দলাভের পথে শুধু প্রতিবন্ধক, বাড়তি বোঝা মাত্র। হীন কামনা চরিতার্থ যদি তোমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে এখানে কেন আসবে? এখানে আসবে প্রকৃতপক্ষে কৃপালাভের উদ্দেশ্যে। চিকিৎসকের নির্দেশিত ঔষধ সেবন ও নিয়ম পালনের সংকল্প নিয়ে তোমরা হাসপাতালে যাও। সুতরাং অন্যে যাই বলুক অথবা যত কঠিনই হোক আমার নির্দেশ পালন করতে হবে। তোমরা প্রশান্তি নিলয়মে এসেছ অন্য সকলকে সন্তুষ্ট করবার জন্য নয়, তোমরা এসেছ আমাকে প্রসন্ন করতে।

আমি আচার পদ্ধতিজনিত অথবা বাহ্যিক ভক্তি প্রদর্শনে সন্তুষ্ট হই না। প্রকৃত বিশ্বাস, আত্মিক বাধ্যতা ও আন্তরিক ভক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকি। তোমরা অন্যকে যে বিধি নিয়মগুলি পালন করতে উপদেশ দাও সেগুলি তোমরা নিজেরা পালন করবে আমি এই চাই। তোমরা যদি মিষ্টভাবে কথা না বল তবে অন্যের নিকট মধুর ব্যবহার কি করে আশা করতে পার? প্রত্যেকটি ক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে প্রতিক্রিয়া। প্রতীক চিহ্ন ধারণ করে তোমরা যদি ধূমপান করতে থাক তবে তোমরা নিজেকে ও প্রতীক চিহ্নকে অবমাননা করবে। এ হচ্ছে আত্ম প্রবঞ্চনা। তুমি নিজেই নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবে। যে শৃঙ্খলাবোধকে কার্যকরী করতে চাও তার ওপর বিশ্বাস রাখ, তাকে কর্মে রূপায়িত করার মতন চরিত্রে দৃঢ়তা আন। "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্" শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি অর্জন করে। ভক্তিরূপ কোমলতা, শ্রদ্ধা বা স্থির বিশ্বাসরূপ বৃক্ষকে অবলম্বন করে থাকে।

তোমাদের বাক্স বিছানা এমনভাবে ছড়িয়ে রাখবে না যাতে যারা পরে আসবে তারা তাদের জিনিষপত্র রাখতে পারবে না। যতটুকু জায়গা পাবে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেবে। সকলেই সমভাবে তোমার আত্ম পরিজন। তোমরা এখানে এসেছ অনাসক্তি শিক্ষা ও অভ্যাস করতে। সেবায় নিযুক্ত অবস্থায় বৃষ্টিতে ভিজে গেলে কোন ক্ষতি নেই। মৃত্যুর সম্মুখীন হলেও বিরত হবে না। যদি তোমরা এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও তবে ঈশ্বর মৃত্যুকে আসতে দেবেন না। তুমি অভিযোগ কর, 'স্বামী আমার প্রতি সদয় হন না'। বেশ, তোমরা তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত কর। তাঁকে তোমার অনুতপ্ত হৃদয়ের উত্তাপ দেখাও, অন্যের বেদনা দূর করবার জন্য আগ্রহী সমব্যথী অন্তরের পরিচয় দাও। গভীর বৈরাগ্যে ইন্দ্রিয়

সুখের লালসা অন্তর্হিত হয়। এতে চিত্ত ও আত্মজ্ঞান পরিশুদ্ধ হয়। তবেই ভগবান স্বচ্ছভাবে প্রতিবিম্বিত হবেন—প্রকৃত সত্তা আত্মপ্রকাশ করবে যার ফলে ঈশ্বরের সর্বোত্তম করুণা, শান্তি ও স্থৈর্য্য লাভ সম্ভব হয়।

প্রশান্তি নিলয়ম সারা বিশ্বের আত্মিক উন্নয়নের কেন্দ্র স্বরূপ. বিশ্বের সমস্ত স্থান থেকে ভক্তগণ এখানে সমবেত হয় সুতরাং তোমাদের সামান্যতম ত্রুটি বা বিচ্যুতি সমস্ত বিশ্বময় আলোচিত হবে। তোমাদের আচরণ অবশ্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ হবে—প্রত্যেক দেশ তোমাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করবে। ভিত্তি ভঙ্গুর হওয়া চলবে না, তোমাদের হতে হবে দৃঢ়, স্থির, আন্তরিক ও অকপট। তোমরা অন্যের উপরে প্রভুত্ব করবার জন্য নির্বাচিত হয়েছ এই অহংকার তোমাদের থাকা উচিত নয়। সব রকমের বয়সের, স্বাস্থ্য ও সম্পদের লোক, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা ও বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ প্রশান্তি নিলয়মে আসে। যাদের কোথায়ও যাবার স্থান নেই প্রশান্তি নিলয়ম তাদের আশ্রয়। কোন একজনকেও বিদেশীর মত ব্যবহার করবে না। মনে রেখ সকলেই আমাকে রক্ষক ও সহায়করূপে পেয়েছে। কাহারও বিরুদ্ধে ক্রোধ, বিদ্বেষ, হিংসা বা অহমিকা প্রকাশ করবে না। বিনয়ে পূর্ণ থাকবে, মানবীয় সততায় বিশ্বাসী হবে।

তোমাদের পক্ষে এ হল একটি সুন্দর শিক্ষালয়. এ স্থান ত্যাগ করার পূর্বে সাফল্য লাভ করবে। এই শিক্ষালয়ে শুধু একজন মাত্র শিক্ষক এবং সেই শিক্ষক স্বয়ং আমি। আমার কোন সেক্রেটারি, ম্যানেজার, প্রেসিডেন্ট বা চেয়ারম্যান নেই। আমিই দৃষ্টান্ত, নেতা ও পরিচালক। আমাকে কেহ আদেশ করার নেই, আমার কিছু লাভও নেই। তথাপি পরিচালনা করবার জন্য ও শিক্ষাদানের জন্য আমি কাজ করি। আমি নিষ্ক্রিয় হলে বিশ্বের চক্র কি করে আবর্তিত হবে? এখানকার প্রত্যেক ব্যবস্থা যেমন মঞ্চ, ত্রিপল, আচ্ছাদন, জলাধার, পাম্প সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমি দেখাশুনা করে থাকি। আমার নিজেরও সবকিছু আমি নিজেই করি। সুতরাং আমাকে তোমাদের সেবা করার প্রয়োজন নেই; এখানে যারা সমবেত হয় তাদের সেবা করলেই আমি আনন্দিত হই। সেই আনন্দ ছাড়া আমার অন্য কোন খাদ্যে প্রয়োজন নেই।

আমি হচ্ছি আনন্দস্বরূপ. আমার প্রকৃতি আনন্দ, আনন্দ আমার প্রতীক। ভাগবৎ, রামায়ণ, গীতা ও মহাভারতে যে আজ্ঞা, নিয়ম ও বিধি এবং সাধনার কথা উল্লিখিত হয়েছে তা পালিত হয় না যদিও বহু শতাব্দি ধরে মানুষ ঐ গ্রন্থগুলি পাঠ করে মুখস্ত করে ফেলেছে। এখন সেই নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ দেহ ধারণ করেছে, তোমাদের নিজ মুক্তির নিমিত্ত প্রদত্ত আদেশগুলি পালন করতে তৎপর হও। করুণার অমৃত লাভ করার সুযোগ ত্যাগ কোর না। সীতার অন্বেষণের জন্য হনুমানকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, সে বিনা দ্বিধায় সে আদেশ

পালন করেছিল ও সফল হয়েছিল। সে পথের বিপদের কথা ভেবে দ্বিধাগ্রস্থ হয়নি আবার এই পরম দুঃসাহসিক কর্মের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল বলে গর্বিত না হয়ে উৎসাহিত হয়েছিল। সে শুনেছিল, উপলব্ধি করেছিল, আদেশ পালন করে বিজয়ী হয়েছিল। রাম দূত ও রাম দাস নাম অর্জন করে সে অমরত্ব লাভ করেছে। তোমাদেরও সাই রাম দূত নাম অর্জন করতে হবে; ধৈর্য্য ও আত্মসংযম অভ্যাস কর, তোমাদের প্রত্যেকটি কর্ম আমার পছন্দের কষ্ঠিপাথরে বিচার কর—স্বামি কি এটা পছন্দ করবেন? তোমরা নিজেদের এইরূপ প্রশ্ন করবে—এই তপস্যাতেই তোমাদের দীক্ষিত করা হচ্ছে। এ হচ্ছে জীবনব্যাপী তপস্যা, শুধু দশেরার এই দশ দিনের জন্য নয়। তোমরা ঘরে ফিরে গিয়ে তোমাদের গ্রামে এই সংযমের অভ্যাস পালন করবে। অন্যের পথ অলোকিত করার জন্য নিজেদের আলোকবর্তিকা স্বরূপ করবে। তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস আমি বিশেষভাবে পছন্দ করি—(১) নীরবতা, একমাত্র গভীর নীরবতার মধ্যেই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হয়। যত নিম্ন স্বরে সম্ভব কথা বলবে, যতদূর সম্ভব মিষ্ট স্বরে কথা বলবে, কম কথা বলবে। পরস্পর ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলবে না কেন না কারও পিছনে নিন্দা করবার সময় লোক এইভাবে কথা বলে। আমি শুনতে না পাই এমন দূরত্বে চেঁচিয়ে কথা বলবে না কারণ এ রকম দূরত্ব বলে কিছুই নেই। (২) নামস্মরণ। যে কাজই করো না কেন ভগবানের নাম উচ্চারণে নিযুক্ত থাকবে। নামই যেন তোমাদের সমুদয় কর্মের শাশ্বত পটভূমিকায় পরিণত হয়।

প্রশান্তি নিলয়ম
২২.৯.৬৮

(৫৭) 'মরণ বরিব নতুন দিনের আলোকে'

আজ সত্য সাই হসপিটালের দ্বাদশ বর্ষ পূর্তির প্রচলিত প্রথানুযায়ী সম্মেলন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছেন গোয়ার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং এই বিশাল সমাবেশে অংশগ্রহণ করছে সারা ভারতের ভক্তবৃন্দ। হসপিটালের প্রধান চিকিৎসক বিগত বৎসরের বিবরনী উপস্থিত করেছেন; আবাসিক রোগী ও বহিরাগত রোগীদের বিশদ বিবরণ ও সেইসঙ্গে অন্যান্য অগ্রগতির লক্ষণসমূহ বিবৃত করেছেন। কিন্তু বিবরণীতে স্বাভাবিক কারণেই মূল প্রশ্ন আলোচিত হয় নি। কি উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য রক্ষিত হবে? দেহের সর্বোৎকৃষ্ট প্রয়োজনীয়তা কি? কারণ এই দেহ জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতি ও স্মৃতিতে সজ্জিত হয়ে একটি যন্ত্র বা সরঞ্জাম কিংবা রথে পরিণত হয়েছে যা কোন এক লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করে। রথ অপেক্ষা রথীর প্রয়োজন সমধিক, সেই রথীর প্রয়োজনেই রথকে সুসজ্জিত, দক্ষ ও সুস্থ রাখতে হয়। জীবনের স্থায়ীত্ব সৃষ্টিকর্তা ভগবানের ইচ্ছাধীন। এতে খাদ্য গ্রহণের ক্যালোরি কিংবা ইঞ্জেকশনের ওষুধের মাত্রা কিংবা চিকিৎসকের বিদ্যাবুদ্ধির কোনই ক্ষমতা নেই। হীন স্বাস্থ্যের ও মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে ভয় আর বিশ্বাস হানি। আত্মার কোন পরিবর্তন বা বৈশিষ্ট্য নেই, নেই বিয়োগ বা বার্দ্ধক্য, ক্ষয় বা ক্ষতি; সেই আত্মায় একাগ্র মনঃসংযোগের ফলে মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারে। অতএব সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ চিকিৎসা হচ্ছে আত্মবিদ্যার ইনজেকসন (আত্মাই জীবের প্রকৃত সত্তা এই আত্মজ্ঞান)

মৃত্যু সর্বত্র, সর্বক্ষণ, নির্মমভাবে শিকারের অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করছে। মৃত্যু তার শিকারকে অনুসরণ করছে সর্বত্র যেমন হাসপাতাল, পার্বত্যস্থানে, রঙ্গালয়ে, বিমানে, সাবমেরিনে। বস্তুতঃ কেহই পালাতে পারে না বা এর হাত থেকে পরিত্রাণ পায় না। একমাত্র ঈশ্বর জীবন দাতা, জীবন রক্ষক এবং জীবনের পরিণতি। মৃত্যুচিন্তা করবে না, এ কেবল জীবনের একটি ঘটনা। সমস্ত জীবনের প্রভু ভগবানকে চিন্তা কর। এই দেহের কাঠামোর মধ্যে ভগবান অবস্থান করেন। সমস্ত জীবন তাঁর সম্পর্কে সচেতন হও, সমুদয় কর্ম নিশ্বাস-প্রশ্বাস, কথা বলা, উপার্জন করা ও ব্যয় করা—সব কিছু তাঁকে সমর্পন কর। সবকিছু তাঁকে নিবেদন কর কারণ তাঁর দ্বারা, তাঁর মাধ্যমে সব কিছু করতে পার। অসুস্থ হয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া অস্বাভাবিকতা ও মূঢ়তা। একবার ঈশ্বরে আত্মনিবেদন করলেই নিরাময় হবে। অসুখ বলে কিছুই থাকতে পারে না।

খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রিত কর। জিহ্বার লোভ সংবরণ কর। সাত্ত্বিক খাদ্য গ্রহণ করবে সাত্ত্বিক আনন্দ উপভোগ করবে। তাহলে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাবে। অপবাদ, ক্ষতি, নৈরাশ্য ও পরাজয়, সাহস ও স্থৈর্যের সঙ্গে সহ্য করবে। তাহলে মানসিক অশান্তিতে অভিভূত হবে না। তোমাদের মধ্যে কেহ দুঃখে পড়লে আমি খুসী হই কারণ দুঃখের মধ্যে তোমাদের বুদ্ধি ও মূল্যবোধের পরিচয় দেবার সুযোগ পাও। রাজা হরিশ্চন্দ্র মর্মান্তিক দুঃখের মধ্যেও সত্যকে আশ্রয় করেছিলেন যদিও একটি মাত্র মিথ্যার আশ্রয় নিলে তাঁর সমস্ত দুঃখের অবসান হত। তাঁকে পর্যায়ক্রমে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দরিদ্র, নির্বাসন, উত্তমর্ণের নিপীড়ন, স্ত্রী, পুত্র ও নিজেকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় এবং পরিশেষে তাঁর মনিবের আদেশে বারাণসীর শ্মশানে মাসুল আদায়ের হীন কর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি কিন্তু অন্যায়ের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন নি, বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আপন সঙ্কল্পে দৃঢ় ছিলেন।

ভগবানের নাম সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ বলকারক ঔষধ, এতে সকল রোগ দূর হয়। মনে করবে না যে নামস্মরণ একপ্রকার আমোদপ্রমোদ বা হুজুগ, একটা সাময়িক ব্যাপার কিংবা তোমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া কর্মসূচীর একটি অপ্রীতিকর অংশ যা প্রতিদিন কোনক্রমে করতেই হবে। একে সাধনারূপে গ্রহণ কর। ক্ষণস্থায়ী বস্তুর উপর আকর্ষণের বিলোপের নিমিত্ত, নিজেকে পবিত্র ও শক্তিমান করবার উদ্দেশ্যে এবং জন্মমৃত্যুর আবর্তন থেকে মুক্তির জন্য এই সাধনা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করবে। কাল ও পরিবর্তনের বন্ধন হতে সর্বতোভাবে মুক্তির জন্য এই পদ্ধতি একান্তভাবে গ্রহণ করতে হবে। ভয়ংকর পীড়ায় এ সামান্য ঔষধ মনে হতে পারে কিন্তু এই একমাত্র সর্বরোগহর মহৌষধ।

নামস্মরণের বিশেষ প্রয়োজনীয় কর্তব্য করতে না পারার জন্য খুব সাধারণ একটি কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় ; বলা হয় বর্তমানে মানুষকে এত কর্মব্যস্ততার মধ্যে থাকার জন্য সময়ের অভাব। শত শত কাজের ভার বহন করতে পার কারণ সেগুলি বাদ দেওয়া যায় না। তার সঙ্গে নামস্মরণের অতিরিক্ত কাজ কি এতই অনভিপ্রেত সংযোজন ? যে একশত ভার বহন করতে পারে সে আরও একটি অবশ্যই পারে। অধিকন্তু এ হচ্ছে চিরন্তন এক মৌলিক কর্ম, তালিকাভুক্ত ঘটনাসমূহের অংশ মাত্র নয়। নিঃশ্বাস গ্রহণের মত এ কাজ অবশ্য করণীয়। চিনির মত জিহ্বার রুচিকর। নিদ্রা, খাদ্য ও জলের মত সুন্দর জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এই চির শাশ্বত কর্ম শত শত কর্মের ভার লাঘব করবে, সকল কর্মকে সহজ ও কল্যাণপ্রদ করে তুলবে। ঈশ্বরের চিন্তা নিয়ে ঘুম থেকে উঠবে, প্রতিদিন ঈশ্বরের নামস্মরণে ব্যয় করবে, ঈশ্বরের নামের সঙ্গে তাঁর মহিমার কথা স্মরণ করে নিদ্রাভিভূত হবে।

কোন দিন একটি বিশেষ তারিখে তুমি শয্যাগ্রহণ করলে; জেগে উঠার পরে সেই দিন ও তারিখটি বদলে যায়। তোমার বয়স একদিন বেড়ে যায়, মৃত্যু আর এক ধাপ তোমার নিকটবর্তী হয়। সেতুর নিচ দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। সেইরূপ মৃত্যুর ঘুমে আচ্ছন্ন হলে অনেক পরিবর্তন ঘটে। যখন তুমি এক নতুন তারিখ ও দিনে জেগে উঠবে তখনও পুরাতন আকর্ষণ ও অভ্যাসগুলি, নতুন শরীরকে প্রভাবিত করতে থাকে। জীবন হচ্ছে এক দীর্ঘ কঠোর পরীক্ষা; সব কিছু যখন আনন্দদায়ক বলে মনে হবে তখনও একথা স্মরণ রেখ। যে কোন মুহূর্তে পথ জলাভূমিতে রূপান্তরিত হতে পারে, আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠতে পারে, সৌভাগ্য অস্তমিত হতে পারে। মায়ার আবরণ ছেদ করবার নিমিত্ত জ্ঞানের তরবারি গ্রহণ কর। অভিষ্ঠ লাভের পথে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি প্রকৃত ও অপ্রকৃতের পার্থক্য অনুধাবন করতে শেখ। প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার অপার আনন্দ লাভ করতে যদি চোখ সহায়তা না করে তবে অন্ধ হওয়া অনেক ভাল। কান যদি কর্কশ কটু শব্দের মধ্যে নিয়ে আসে তবে বধির হওয়া অনেক ভাল। তোমার জ্ঞানেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়-সুখলিপ্সার সহায়ক যেন না হয়; জ্ঞানেন্দ্রিয় তোমার কামনা ও ক্ষুধা প্রশমিত করে তোমার প্রকৃত কল্যাণ সাধন করবে। স্বাস্থ্য ও সুখ লাভের জন্য একমাত্র সুনিশ্চিত পথ।

প্রশান্তি নিলয়ম
২৩-৯-৬৮

(৫৮) প্রতিটি মুহূর্ত পরম সুযোগ

মানবের পরম কল্যাণকর আধ্যাত্মিকতার পথ সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের মহান ধর্ম গ্রন্থসমূহে অতি সহজ ও সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। এই সকল গ্রন্থে উদাহরণ ও নীতিসূত্র সহোযোগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত ঐশ্বরিক অস্তিত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই গ্রন্থসমূহ মানুষকে ভগবানের সৃষ্টি ও দুর্জ্ঞেয় লীলা, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সহিত অনুধাবন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আত্মোৎসর্গের পুণ্য পথে অগ্রসর হতে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছে। মানুষ লাভ করছে সাধু সঙ্গের সুখ যাতে শাশ্বতকে প্রত্যক্ষ করে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এই সকল গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনী ও বর্ণনা মানুষের মধ্যে সুপ্ত ইচ্ছা শক্তিকে পবিত্র করে, ক্রিয়া শক্তিকে পরিশুদ্ধ করে এবং জ্ঞান শক্তিকে উজ্জ্বল করে তোলে। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ চিত্ত শুদ্ধি লাভ করে। একমাত্র এই প্রজ্ঞায় অর্থাৎ চিত্তের এই রূপান্তরে আত্মার প্রতিফলন বা উপলব্ধি হয়। সুতরাং প্রত্যেক ধর্মেই বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে এই রূপান্তর শোধনের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক ধর্মীয় মহাগ্রন্থের এই এক লক্ষ্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাভারত মূলতঃ ঊর্ধ্বগতির পথে মানুষের পঞ্চ প্রাণের সহিত শত বাধার সংগ্রাম ও বিজয়ের কাহিনী। পঞ্চ পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মরাজ (ধর্ম ও ন্যায়); তাঁকে সহায়তা করেছে ভীম (ঐশ্বরিক কর্মে উৎসর্গীকৃত দৈহিক শক্তি এবং ভক্তিতে আপ্লুত), অর্জুন (ভগবানে স্থির এবং পবিত্র আস্থা) এবং নকুল ও সহদেব যারা দৃঢ় সংকল্প ও স্থৈর্যের প্রতীক। এই পাঁচ জন নির্বাসিত হলে দেহরূপ হস্তিনাপুর অধর্ম ও অন্যায়ে পরিপূর্ণ হল। মহাভারতে, মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে এমন অনেক সংকটময় পরিস্থিতি ও সমস্যার মাধ্যমে ধর্মাচরণের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো হয়েছে।

উপনিষদ মানুষকে শিক্ষা দেয় 'সত্যম্ বদ, ধর্মম্ চর'; কিন্তু মানুষ ধর্ম উচ্চারণ করে মাত্র এবং সত্যকে বধ করে। আচরণের প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা ব্যতিত শুধু উচ্চারণ হচ্ছে ভণ্ডামি, এতে চরিত্রের অধঃপতন হয়, ব্যক্তিত্বের অপচয় হয়। অরণ্যের হরিণসকল সভায় মিলিত হয়ে স্থির করেছিল যে তারা শিকারী কুকুরদের অগ্রাহ্য করবে। তারা সকল হরিণকে দৃঢ়তার সঙ্গে আক্রমনের প্রতিরোধ

করতে আহ্বান করেছিল। কিন্তু ঠিক যে সময় তারা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল শিকারী কুকুরের ডাক শুনে সকলেই পালিয়ে গেল ; প্রস্তাবক, প্রস্তাবের সমর্থক এবং সকলেই। সভার স্থলে কেহই উপস্থিত রইল না।

ভেড়ার ডাক হচ্ছে ময়, ময়, ময়, সংস্কৃতে এই স্বরের অর্থ আমার, আমার, আমার। এই কারণে আমি ও আমার প্রতি আসক্তির ফলে কষ্টভোগ করে। এই হচ্ছে আদি ভ্রান্তির প্রতিফল। এই ভ্রান্তি অনিত্য উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে এবং মানুষ পার্থিব বস্তু ও সুখকে নিত্য বা স্থায়ী বলে ভুল করে। হরিদ্বারের নিকট এক সাধু বাস করতেন। তিনি বহু বৎসর যাবৎ বাড়ি ঘর ত্যাগ করে ভিক্ষা করে কালাতিপাত করতেন। তিনি সংগৃহীত সমস্ত খাদ্য গঙ্গা থেকে নির্গত একটি সমতল প্রস্তরের উপর স্তূপীকৃত করতেন এবং পাথরটিকে তাঁর খাবার থালা রূপে ব্যবহার করতেন। একদিন তিনি পাথরের কাছে এসে দেখলেন অন্য একজন সাধু সেখানে বসে খাদ্য গ্রহণ করছেন। তাঁর সম্পত্তি অপহরণে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। নবাগত সাধু বললেন, "হায়, আপনি সকল 'আমিত্ব' ত্যাগ করেছেন, মস্তক মুণ্ডন করেছেন যাতে পূর্বপরিচিতগণ আপনাকে চিনতে না পারে, আপনি সকল বন্ধন থেকে মুক্তি চান কিন্তু এই প্রস্তর খণ্ডের বন্ধনে আপনি আবদ্ধ হয়েছেন। আপনি গলায় ঐ পাথর বেঁধে কি করে সংসার সমুদ্র পার হবেন? আপনি ভণ্ডের জীবন যাপন করছেন।" এতে তিনি ভুল বুঝতে পেরেছিলেন।

গোপীচাঁদের মা তাকে ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার শিক্ষায় উৎসাহিত করেছিলেন আত্মোপলব্ধির প্রথম পদক্ষেপ রূপে। কয়েক বৎসর সাধু ভর্তৃহরির সঙ্গ লাভ করার পর মা তাকে পরীক্ষা করলেন। একদিন রাত্রে তিনি পুরুষের পোষাক পরিধান করে উপস্থিত হলেন যেখানে তাঁর পুত্র ঘুমাতো। গোপীচাঁদ বিরক্ত হয়ে আগন্তুককে অন্যত্র যেতে বলেছিল কারণ ঐ স্থানটি তার নিজস্ব। যখন তিনি ভর্তৃহরিকে ঐ একই পরীক্ষা করলেন তিনি শুধু একটু দূরে চলে গেলেন। কোন কথাই বললেন না। মা বুঝতে পারলেন তাঁর ছেলের এখন অনেক শিক্ষা বাকী।

জ্ঞানীর অন্তরে লোভ ও কর্তৃত্বের স্থান কখনও হয় না। তাঁরা জানেন যে এই ক্ষেত্রের পরিচালক একজন ক্ষেত্রজ্ঞ—ক্ষেত্রকে যিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রের প্রভু। ব্যাস বেদের সম্পাদনা করেছিলেন, সারগর্ভ প্রবচন রচনা করেছিলেন। ঐশ্বরিক তত্ত্ব বা ব্রহ্মসূত্র সুনির্দিষ্ট করেছিলেন এবং পঞ্চম বেদরূপে অভিহিত মহাভারত রচনা করেছিলেন তথাপি তিনি মানসিক শান্তি লাভ করতে পারেন নি। তাঁর ঐ কর্মসমূহ ছিল উচ্চ মেধার পরিচয়, কাব্য ও দর্শনের প্রতিভা, প্রকৃত অভিজ্ঞতা সঞ্জাত প্রস্ফুটিত কুসুম তিনি লাভ করেন নি।

পরিশেষে ভক্তিমার্গের পথিক নারদের পরামর্শে তিনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও মহিমার ধ্যানে আত্মনিয়োগ করলেন। ব্যাসের এই সাধনার ফল হল ভাগবৎ।

ভাগবৎ ব্যাখ্যা করে অনেক লোক ভাগবৎ বেত্তারূপে পরিচিত হয়েছেন কিন্তু নারদ ও ব্যাস যে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করেছিলেন তার বিন্দুমাত্র তাঁরা লাভ করেন না; এর কারণ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা ভাগবৎ বিশ্লেষণ করেন না। তাঁরা প্রচার করেন যে ভগবান সকলের অন্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে পরিচালিত করেছেন, কিন্তু কার্যতঃ তাঁরা সর্বসময়ে নিজ স্বার্থ ও লাভের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, তোমার অভ্যাস ও কাজগুলি পরীক্ষা কর, বিশ্লেষণ কর, মূল্যায়ন কর সততা, সত্য, প্রেম ও সহিষ্ণুতার কষ্টিপাথরে। অশুভের প্রতি আকর্ষণ পরিহার করবে। যে পথে উন্নতি যে আমার সমীপবর্তী হবে সেই পথ গ্রহণ করবে। তোমার কৃত কর্মের ফল ভোগ করতে হবে এ চিন্তায় নিরাশ হবে না।

গতরাত্রে বেদশাস্ত্র পাঠশালার বালকবৃন্দের অভিনীত নাটকে ধ্রুবর প্রতি ভগবানের আশীর্বাদ প্রত্যক্ষ করেছ। বিমাতার কটুবাক্যে বালক অরণ্যে কঠিন তপশ্চর্য্যায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল যাতে ভগবানের আশীর্বাদে সে পিতৃস্নেহ লাভ করতে পারে। ভগবান যখন তার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন তার কোন দুঃখ বা বাসনা ছিল না, তার এত দিনের প্রার্থিত কিছুই সে চাইল না। তার পরিবর্তে ভগবানের সহিত একীভূত হবার আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিল। তপস্যা কালে রাজসিক ক্ষত্রিয়সুলভ প্রতিশোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব তার অন্তর থেকে নির্মূল হয়েছিল। ভগবান তাকে সেই প্রথম ইচ্ছার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং আকাশে ধ্রুব নক্ষত্ররূপে অবস্থান করার আগে তাকে নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে মাকে প্রসন্ন করতে আদেশ দিলেন। ধ্রুব বয়সে বালক হয়েও তপস্যা করে ভগবানকে লাভ করেছিল।

আদর্শ অবশ্যই উন্নততর ও মহত্তর হবে। বাসনাগুলি ক্রমে ক্রমে আরও নিঃস্বার্থ ও উন্নত হয়ে উঠবে। মহত্তর ও সুন্দরতরভাবে রূপান্তরিত হবে আকর্ষণ। কাহিনী যত নিশ্চিত শেষ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় ততই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে—নয় কি? সেই কারণে সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে জীবন অতিক্রম করবার সময় অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ আরও পরিশুদ্ধ হয়, শক্তিমান হয়। শিশুর শরীরের স্বাভাবিক বর্দ্ধনে আনন্দ হয়, বৃদ্ধির অবনতি দুঃখের কারণ হয়। সুখ দুঃখের পেণ্ডুলামের এই দোলনেই জীবন এত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এ হচ্ছে এক ব্যায়ামাগার এক শিক্ষালয়।

শীঘ্রই হোক আর দেরীতে হোক যবনিকার পশ্চাতে ফিরে যেতেই হবে।

যতক্ষণ মঞ্চের উপর থাকবে পরিচালকের পছন্দমত তোমার ভূমিকায় অভিনয় করে তাঁর আস্থা অর্জন করবে ; অস্ফুট ও ভুল উচ্চারণ করে তাঁর নাটকের ক্ষতি করবে না।

কচ্ছপের মত হও, কচ্ছপ যেমন জলে অথবা স্থলে বাস করতে পারে। এর অর্থ হল অন্তরে প্রশান্তি রক্ষা করবে যাতে তুমি মানুষের মধ্যে থাক অথবা নিঃসঙ্গ থাক সকল অবস্থায়ই ঈশ্বরের চিন্তায় তন্ময় হতে পার। একান্ত বা নিসঙ্গতা তখনই হয় যখন তোমার চতুষ্পার্শ্বে জনতার বিষয় তুমি সচেতন নও। তোমার নিজের মনের নিঃসঙ্গতা থেকে এর উৎপত্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই স্থানে কেহই তোমাকে বিরক্ত করছে না সেই কারণে প্রত্যেকে তোমরা সম্পূর্ণরূপে একান্ত।

এই অভ্যাসটি আমি তোমাদের শেখাতে চাই। এরপর আর একটি আছে। সেটি হল তোমাদের গ্রামে নগর সংকীর্তন। এর থেকে যে কল্যাণ সাধিত হয় তা এই সীমিত সময়ের মধ্যে বর্ণনা করা যায় না। সংক্ষেপে এ হল ভাগবতের বাস্তব রূপায়ন। রাত্রের নিদ্রার পর যখন মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি সুপ্ত থাকে তখন নির্জন পথে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে করতে বেরিয়ে পড়বে, শ্রোতাদের চিন্তাশক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে, পরিবেশ পবিত্র হয়ে উঠবে। তোমার ও অপরের পক্ষে এ এক অমূল্য জীবনদায়িনী শক্তি। প্রত্যেকটি গীত এক একটি তরবারির মত আলস্য ও জড়তাকে বিদীর্ণ করে। এ একটি সুন্দর সামাজিক কর্তব্য কারণ এতে সকলকে ভগবানের প্রতি কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যিনি তাদের একটি নতুন দিন উপহার দিলেন।

আলস্য আধুনিক সভ্যতার একটি অভিশাপ ; মানুষ বিশ্রাম চায়. তারা অতি পরিশ্রমের অভিযোগ করে, তারা ক্লান্তি ব্যক্ত করে। আমি আমার দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাচ্ছি যে তোমরা প্রত্যেকটি মুহূর্ত প্রয়োজনীয় কল্যাণকর কর্মে ভরিয়ে রাখবে। তোমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে থাক, "স্বামী এখন বিশ্রাম করছেন, স্বামী ঘুমোচ্ছেন"। আমি কিন্তু এক মিনিটও বিশ্রাম করতে বা ঘুমোতে কিংবা আরামে থাকতে চাই না। তোমাদের কি বলব কখন আমি বিশ্রাম, শান্তি বা সন্তোষ লাভ করি। যখন আমি জানতে পারি যে তোমরা বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে পরম সুখ লাভ করেছ—শুধু তখন। তোমাদের কল্যাণের নিমিত্ত আমি সর্ব সময় কোন না কোন কর্মে ব্যাপৃত থাকি। যে সব কাজ অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারি তা আমি অন্যকে না বলে নিজেই করি যাতে তারা আত্মনির্ভর হতে শেখে এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে। আমার মনে সর্বদাই তোমাদের উন্নতি, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখের চিন্তায় পূর্ণ। আমার সামান্যতম কর্মের মধ্যেও তোমরা এটা লক্ষ্য করতে পার। আমার নিজস্ব সব কাজ আমি

নিজেই করি। আমাকে লেখা সব চিঠি আমি খুলি তা সংখ্যায় অগুণতি। তোমরা প্রায়ই দেখ আমি এই চেয়ার থেকে উঠে মঞ্চের পিছন দিকে চলে যাই। তোমাদের আমি বলেছি যে আমি এ রকম করি বিশিষ্ট অতিথীদের ভাষণ শুনতে চাই না বলে নয় অথবা ক্লান্তিবোধ করি ও একটু জল খেতে চাই এমন নয়। এ রকম করি তোমরা যাতে তোমাদের বসার ভঙ্গিমা একটু বদলে নিতে পার, তোমাদের হাত পা একটু নেড়ে শিথিল হতে পারে যাতে তোমরা ঘণ্টাখানেকের মত মন দিয়ে শুনতে পার। আমি জানি আমার সামনে তোমরা এ রকম কিছু করতে পারবে না, তোমাদের মধ্যে অনেকে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে এই রকম ভীড়ের মধ্যে এক অবস্থায় বসে আছ।

আমি কাজ না করলে আমাকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে না। আমি কাজ না করলে আমার কোনই ক্ষতি হবে না। আমার কাজ করার ভীষণ আগ্রহও কিছু নেই। তবুও তোমরা আমাকে সর্বদা কাজ করতে দেখছ। কারণ হচ্ছে, তোমাদের জন্য সব সময় আমাকে কিছু কাজ করতে হবে, তোমাদের দৃষ্টান্ত, প্রেরণা ও শিক্ষা দেব বলে। যাদের ওপর পরিচালনার ভার তারা নিয়ম অনুসরণ করবে; যারা আদেশ করবে তারা আদেশ পালন করতে শিখবে যেমনটি তারা অন্যের কাছে আশা করে। আমি কাজে ব্যাপৃত থাকি যাতে তোমরা মহত্তর জীবনে ভগবৎ সত্তা উপলব্ধির নিমিত্ত প্রতিটি মিনিটের পরম সদ্ব্যবহার করতে শিক্ষা লাভ করতে পার।

প্রশান্তি নিলয়ম
২৪,৯,৬৮

(৫৯) স্পর্শমণি

মানুষ অনেক নৈপুণ্যে বিভূষিত। সে লাভ করেছে অনেক জীবন, অর্জন করেছে বহু পথ। এই সমস্ত দানের উদ্দেশ্য হচ্ছে তার মধ্যে ভক্তি ও উৎসর্গ প্রবৃত্তি জাগ্রত করা, সুখ দুঃখের দ্বৈত আকর্ষণ থেকে তাকে মুক্ত করা। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করলে মানুষের দ্বৈত অভিজ্ঞতার অবলুপ্তি হয়। সত্যের উপলব্ধির ফলে সে শান্ত হয়। ঈশ্বর এক এবং অনন্য। 'একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম'। (এক অনন্য অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এই হচ্ছে অনন্ত মৌলিক সত্য) সুতরাং সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে জানতে সচেষ্ট হতে হবে। যুদ্ধে বিজয়ী সৈনিক সম্মানিত হয়, গৃহে সমাদৃত হয়; যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভয়ে পালালে অথবা শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা না করে কাপুরুষের মত আত্মসমর্পন করে কিংবা সানন্দে পরাজয় বরণ করে কোন সম্মান লাভ হয় না। সৈনিকের উর্দি বা পদক সম্মানিত হয় না, সম্মানিত হয় ভিতরে বিরাজিত সাহসী হৃদয়। চোখের দীপ্তিতে বিজয়ী বীর প্রকাশিত। অন্তঃস্থত বিশ্বাসঘাতক শত্রুর সঙ্গে প্রত্যেক মানুষ যুদ্ধে রত। শত্রু যখন ভিতরে জয়ের উৎসব পালন করছে তখন মানুষ কি করে মাথা উঁচু করে গর্বভরে বেড়াতে পারে? এ হচ্ছে চরম অবমাননাকর—নয় কি? কামনা, লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা, অহংকার, দ্বেষ, ঈর্ষা ও অর্থলিপ্সা প্রভৃতি রিপু মানুষের অন্তরে বিজয়ীর নৃত্যোৎসব সুরু করলে অবমানিত, শত্রু কবলিত মানুষ সম্মান ও প্রশংসার আশা করতে পারে না।

আভ্যন্তরীণ শত্রু জ্ঞানের আলোকে বিধ্বস্ত হয়। সত্যোপলব্ধির সঙ্গে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয়। সেই পরমদীপ্তি লাভ করতে হলে মানুষকে নিরপেক্ষ দৃঢ় ও স্থির অনুসন্ধানের সাধনায় ব্রতী হতে হবে। আত্মা ও পরমাত্মার প্রকৃতি এবং উভয়ের সম্পর্ক বিষয়ে বেদোক্ত সত্যের পথ অবলম্বন করতে হবে। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বেদ অধ্যায়ন করতে হবে কারণ বেদ জ্ঞানের সন্ধান দেয়। বেদ হচ্ছে সেই স্পর্শমণি যা সব ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করে, সকল শিক্ষার্থিকে সাধকে এবং সাধককে জ্ঞানীতে রূপান্তরিত করে। মুখস্ত করে যে সব পণ্ডিত বেদ শিক্ষা করেছেন তাঁরা এর প্রকৃত মূল্য না জেনে একে জীবন ধারণের উপায় অথবা বৃথা তর্কবিতর্কের ক্ষেত্র রূপে ব্যবহার করেন। তাঁদের বাদানুবাদ ও প্রতিযোগিতা মূলক ভাষ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস ছড়িয়ে দিয়েছে কারণ সাধারণ মানুষ পাণ্ডিত্য ও যুক্তিতর্কে প্রভাবিত হয় না। শ্রীরাম যখন তাঁর অবতার জীবনের

পরিসমাপ্তির উদ্দেশ্যে জল প্লাবিত সরযুতে গমন করেন তখন একটি কুকুরও জনতার সহগামী হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় কেন সে অনুসরণে প্রবৃত্ত হল। উত্তরে সে বলেছিল, "আমি তোমাদের সকলের সাথে স্বর্গে যেতে চাই। আমি পূর্ব জন্মে একজন পূর্ণ যোগী ছিলাম, আমি আত্মসংযমের সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অহমিকার দাস হই। আমি নিজস্ব কল্পনানুসারে বিচিত্র কিন্তু আকর্ষনীয়ভাবে বেদের ব্যাখ্যা করতাম সেই কারণে এখন আমি এই পশুত্ব লাভ করেছি যে পশু ডাকতে, কামড়াতে, ঘেউ ঘেউ করতে খুসী হয়। যে সব লোক সেই সময় আমাকে প্রশংসায় উৎসাহিত করত তারা এখন পোকা মাকড়, মাছি হয়ে আমার গায়ে ঝাঁক বেঁধে বসে আমার কষ্টের কারণ হচ্ছে। প্রভু, আমাকে এই হীনত্ব থেকে রক্ষা করুন, আমার কর্ম শেষ হয়েছে আমার শাস্তি ভোগ পূর্ণ হয়েছে"। বেদ অপব্যাখ্যার এই প্রতিফল। শ্রদ্ধার সঙ্গে বেদ অধ্যায়ন করতে হয় এবং বেদের শিক্ষা জীবনে প্রতিফলিত করতে হয়। সেই শিক্ষানুসারে জীবনে আচরণ না করাও একই অপরাধ।

যে কোন ব্যক্তি বেদ বা বেদান্ত সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও আন্তরিক আগ্রহের সহিত কিছু বললে তা গভীর ভাবে শোনবার উপযুক্ত হয়। তোমাদের মধ্যে একটা বড় রকমের দোষ দেখতে পাচ্ছি। আমি যখন কথা বলছি তোমরা তখন প্রত্যেকটি কথা গভীর আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে শুনছ। কিন্তু যখন পণ্ডিতগণ ও অন্যান্যরা তাঁদের গভীর শিক্ষা ও সাধনার বলে তোমাদের কল্যাণকর এমন বিষয়ে কিছু বলে থাকেন তোমরা তখন নিঃশব্দে বাধ্য হয়ে বসে থাক আমি কিন্তু তোমাদের সেই আগ্রহ ও উৎসাহ দেখতে পাই না। এটা ভুল। বৃষ্টির জল বৃষ্টির জলই থাকে তা সে খাল, নালা, ছাদ কিংবা জলনিয়ন্ত্রণের দ্বার যেখান থেকেই আসুক। তাঁরা যা কিছু বলেন তা যথার্থই প্রামাণিক ও কল্যাণপ্রদ। তোমাদের পক্ষে মনে রাখা প্রয়োজন হচ্ছে ঔষধের নিরাময় শক্তি; বোতলের লেবেল বা প্রস্তুতকারকের কিংবা বিক্রেতার নাম বা পদ মর্যাদা নয়।

ঔষধের উপকারিতা গ্রহণ কর, নিজেকে নিরাময় কর; প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠ—তোমার সত্তা উপলব্ধি কর।

প্রশান্তি নিলয়ম
২৭/৯/৬৮

(৬০) ভিক্ষাবৃত্তির অর্থ

পাহাড়ের কাছে রৌদ্র ও বৃষ্টির পার্থক্য নেই। সমুদ্র ও আকাশ ঝড় ও মেঘে প্রভাবিত হয় না—এই পটভূমিকায় একমাত্র মানুষই চিন্তা ও শঙ্কায় কাতর হয়ে পড়ে যা হাস্যকর মনে হয়। পশু পক্ষী কখনও ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে না তারা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল—একমাত্র মানুষই হিসাব করতে ও সঞ্চয় করতে সারা দিন ব্যয় করে—এটা খুবই বিসদৃশ। কোন পাখী নিজের খাদ্যের জন্য বীজ বপন করে না, কোন পশু চাষের জন্য জমি দখল করে না, "তারা এই জমি আমার, এইটি আমার সন্তানদের বা তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য বলে দাবী করে ন"। ঈশ্বরের সন্তান অর্থাৎ অমৃতের বংশধরের পক্ষে নিষ্কাম কর্মই হচ্ছে স্বাভাবিক। তারা গান গায়, সাঁতার দেয়, নৃত্য করে জলে ডুব দেয়, কথা বলে বেড়ায়, প্রার্থনা করে, মেদ শূণ্য হয় এ সবই অবশ্যম্ভাবী এই তাদের প্রকৃতি। তারা জানে না কি ঘটবে, তারা পরিণাম বিষয়ে অনাসক্ত, তারা কোন কিছু প্রত্যাশা করে না। এই সব কাজ করবার সময় তারা সম্পূর্ণ নির্বিকার। এই সহজ লক্ষণ হচ্ছে তাদের অন্তঃপ্রকৃতি, তাদের আজন্ম বৈশিষ্ট।

ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করা এবং কয়েক ঘণ্টার জন্য ঐ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করার জন্য তোমাদের জন্ম নয়। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধা তোমাদের দেওয়া হয়েছে যাতে বুদ্ধিকে পরিস্ফুট ও বিকশিত করে তোমাদের চরম লক্ষ্য আবিষ্কার করতে পার। শিক্ষা জীবনের জন্য, জীবিকার জন্য নয়। এই জীবনও একটা সুযোগ যাতে তোমরা নিজেদের আরম্ভ ও পরিণতি নিজেরাই দেখতে পার। প্রত্যেক ঘড়ি কেউ না কেউ তৈরী করেছে এবং চলবার জন্য দম দিচ্ছে। তোমাদেরও একজন আছেন যাঁর হাতে চাবিটি আছে দম দেবার জন্য। তাঁকে আবিষ্কার কর। ঘড়ি সকলের জন্য সময় দেয়। ঘড়ি এজন্য পুরস্কার অন্বেষণ করে না আর তোমাদের সময় জানা কেন দরকার তাও জানতে চায় না। দিন রাত্রি নির্বিশেষে ভাল মন্দ সব অবস্থায় বিরামহীনভাবে টিক্‌টিক্ করে যাচ্ছে। ঘড়ির মত হও।

পাদপ্রদীপের সামনে তোমরা মঞ্চের অভিনেতা মাত্র। যিনি পরিচালক তিনি নাটক সম্বন্ধে জানেন, ভূমিকা বণ্টন করেন ইঙ্গিতে নির্দেশ দেন, মঞ্চে

আনেন এবং চলে যেতে আদেশ করেন। তিনি থাকেন যবনিকার অন্তরালে। তাঁর হাতেই সুতো তোমরা পুতুলমাত্র। তাকে দেখতে হলে তোমাকে সখা বা বন্ধু হতে হবে। শুধু দর্শক হয়ে তাঁর সম্মুখীন হওয়া যায় না, তাঁর পবিত্র সঙ্গ লাভ করা যায় না। প্রেম ও উৎসর্গীকৃত সেবায় তাঁর বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা অর্জন করবে। তোমার স্ত্রী পুত্রের হিতের জন্য যদি রাজার সেবায় নিযুক্ত হও তবে তুমি তোমার স্ত্রী পুত্রের প্রতি অনুগত, রাজার প্রতি নয়। ঠিক সেই রকম তোমার পরিবারের মঙ্গলের জন্য জাগতিক উন্নতি কামনায় যদি তুমি পূজাপার্বণ কর বা ব্রত পালন কর তা হবে তোমার পরিবারের প্রতি অনুরক্তির ও আসক্তির পরিচয়, তোমার স্বীয় সর্বোত্তম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন, নিষ্কলুষ শরণাগতি হচ্ছে সেই অগ্নি পরীক্ষা। তিনি দায়িত্ব অর্পন করে তবে গ্রহণ করেন।

মনে কর কোন ব্যক্তি তিনজন স্ত্রী রেখে মারা গেল—তখন তার তিন স্ত্রীই বিধবা হয়, তিনজনই অলংকার ত্যাগ করে বৈধব্যের চিহ্ন ধারণ করে শোকের বাহ্যিক প্রতীক গ্রহণ করে। এই হচ্ছে রীতি। অন্তঃসত্বা স্ত্রী কিন্তু এই নিয়ম পালন করে না—সন্তান ভূমিষ্ট হবার পরে সে বিধবা বলে পরিগণিত হয়। ঐ সময় পর্য্যন্ত সে নিজেকে বিধবা মনে করে কিন্তু পৃথিবীর মানুষ তাকে দেখে ভাবে যে তার স্বামী জীবিত। জ্ঞানীরও এই অবস্থা। সে জানে যে জগৎ ক্ষণস্থায়ী এবং ভগবানই সত্য; একমাত্র আত্মনিবেদিত কর্মের দ্বারাই বন্ধনের যন্ত্রনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। পৃথিবীর মানুষ কিন্তু তাকে দেখে তাদের মতই একজন মনে করে। সে যেন জলের ওপর প্রস্ফুটিত পদ্ম, জলে জন্ম, মাটিতে তার মূল গ্রথিত; কিন্তু কোনটিতেই সে আবদ্ধ নয় আসক্ত নয়।

জ্ঞান পরমাত্মার একটি গুণ নয়; পরমাত্মাই জ্ঞান। উপনিষদে ঘোষিত হয়েছে "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম"। জ্ঞান হচ্ছে পূর্ণতা, লক্ষ্য ও পরিসমাপ্তি। জ্ঞানহীন মানুষ সব কিছুর অধিকারী হয়েও নাসিকাশূন্য মুখের মত বীভৎস। তাঁকে ও তাঁর শক্তি ও মহিমা জানবার আকাঙ্ক্ষা, আর্তি ও সাধনা হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে অমূল্য রত্নসদৃশ। ভগবান হৃদয় বিহারী আমাদের অনুভূতি, চিন্তা ও কর্ম তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁরই নির্দেশে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা লাভ করি তাঁর হাতের যন্ত্র হবার জন্য উদ্বুদ্ধ হই; এই চেতনাই জ্ঞান।

কোন এক রাজা তাঁর শক্তিশালী সৈন্যদল তুষারমণ্ডিত পাহাড়ের ওপর দিয়ে পরিচালিত করেছিলেন; ঐ পাহাড় পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সঙ্গে তাঁর রাজ্য পৃথক করে রেখেছিল। তুষারাচ্ছাদিত গিরিবর্ত্মে এক প্রস্তর খণ্ডের ওপর তিনি এক সাধককে উপবিষ্ট দেখলেন। সাধক তাঁর মাথা দুই হাঁটুর মধ্যে রেখে বসেছিলেন, শিখর দেশের মধ্যবর্তি একটি ফাটল দিয়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল, তা থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে এমন করেছিলেন। সঙ্গে তাঁর কোন আবরণ ছিল না। রাজার

করুণা হল, তিনি নিজের শাল ও পরিচ্ছদ যোগীকে দান করতে চাইলেন। যোগী সে দান প্রত্যাখ্যান করে বললেন, "ভগবান আমাকে শীতাতপ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রচুর পরিচ্ছদ দিয়েছেন। আমার যা প্রয়োজন তা সবই তিনি দিয়েছেন, এগুলি কোন দরিদ্র মানুষকে দান করুন"। এ কথায় রাজা বিস্মিত হলেন। তিনি জানতে চাইলেন কোথায় তাঁর পরিচ্ছদ। উত্তরে যোগী বললেন, "ভগবান আমার জন্য নিজে বস্ত্র তৈরী করেছেন: আমি তা জন্ম থেকে পরিধান করছি এবং আমৃত্যু পরিধান করব। তা হচ্ছে আমার এই ত্বক। এই শাল ও পোষাক কোন সাধু ভিক্ষুককে বা দরিদ্র মানুষকে দান করুন"। রাজা হাসলেন কারণ তাঁর অপেক্ষা দরিদ্রতর আর কে থাকতে পারে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "দরিদ্র মানুষ কোথায় পাব?" যোগী জিজ্ঞাসা করলেন যে রাজা কোথায় ও কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন। রাজা বললেন, "আমি আমার শত্রুর রাজ্যে যাচ্ছি যাতে সেই রাজ্য আমার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়"। এবার যোগী হাসলেন। তিনি বললেন, "আপনার নিজের রাজ্য নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট নয় তাই আপনি নিজের ও এই হাজার মানুষের জীবন বিপন্ন করতে চলেছেন সামান্য কিছু ভূমি লাভের জন্য; তাহলে অবশ্যই আপনি আমার অপেক্ষাও দরিদ্র। এই কারণে এই বস্ত্র আপনি গ্রহণ করুন আপনার প্রয়োজন আমার চেয়ে বেশী"। এই কথায় রাজা লজ্জিত হলেন। সম্মান ও সম্পদের নিরর্থকতা উপলব্ধি করলেন। এই সহজাত দারিদ্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যোগীকে ধন্যবাদ দিয়ে রাজা আপন রাজ্যে ফিরে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন সন্তোষই অমূল্য সম্পদ। মহাপুরুষগণ তাঁদের প্রতি বাক্যে ও কর্মে জ্ঞানের আলোক বিস্তার করেন।

অবশ্য সত্য মিথ্যার পার্থক্য বুঝবার জন্য স্বীয় বুদ্ধি ও বিচার শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। একজন বৃদ্ধ সওদাগর সর্বপ্রকার ধর্মীয় সভায় যোগ দিতেন বিশেষতঃ সে সভায় যদি সঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকত। ত্রিশ বৎসর এরূপ একটি সভাতেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন না, লোকেরা তাঁর ধৈর্য ও বিশ্বাস দেখে বিস্মিত হত। একদিন তিনি তাঁর ষোল বছরের ছেলেকেও নিয়ে গেলেন। পণ্ডিত সেদিন পবিত্র গরু সম্পর্কে বলছিলেন—গরু মানুষের চতুর্থ মাতা—বেদ মাতা, ধরিত্রী মাতা ও জন্মদাত্রী মাতা এদের পর গোমাতা। তিনি শ্রোতাদের গরুকে ভক্তি করতে ও শত উত্তেজনা সত্বেও গরুর প্রতি নির্দয় না হতে উপদেশ দিচ্ছিলেন। পরের দিন বিশেষ কোন কাজে সওদাগর ভিন্ন গ্রামে গেলেন ও তাঁর ছেলেকে দোকানে বসিয়ে গেলেন। দুপুর বেলায় একটি গরু দোকানে ঢুকে খোলা পাত্র থেকে শস্য গুড় প্রভৃতি যা কিছু ইচ্ছা মত খেতে আরম্ভ করল। ছেলেটি চুপ করে বসে রইল একটি আঙ্গুল পর্যন্ত নাড়ল না কারণ গরু পবিত্র গোমাতা। সন্ধ্যায় পিতা ফিরে এসে ক্ষতির পরিমাণ দেখে পুত্রকে তীব্র তিরস্কার করতে লাগলেন। পুত্রের মনোভাব বুঝে সওদাগর বললেন "উপদেশগুলি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। ধর্মসভা থেকে ফিরে এসে, মানুষ যেমন বসবার আসন থেকে ধুলো ঝেড়ে

ফেলে সেই রকম পণ্ডিতের দেওয়া উপদেশগুলি যাতে মাথায় না থাকতে পারে সেগুলি ঝেড়ে ফেলবে। এই ত্রিশ বছর ধরে প্রতিদিন এ রকম না করলে তুমি, আমি সকলেই না খেয়ে মরতাম।"

বৈরাগ্যের চারা গাছ অতি ধীরে বেড়ে ওঠে; কচি চারা থেকে ফল তুলতে চাইলে নিরাশ হবে। সুতরাং দীর্ঘ ও নিরবিচ্ছিন্ন অভ্যাসের দ্বারা ঈশ্বরের করুণা শান্তিরূপে লাভ করবে। কৃষ্ণ গীতায় ঘোষণা করেছেন শরণাগতি কৃপা লাভের উপায়।

গীতায় সর্ব ধর্ম ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে কর্ম ত্যাগ করতে বলা হয়নি; এর অর্থ কর্ম করতে হবে; ঈশ্বরের নিমিত্ত, ঈশ্বরের মাধ্যমে ও ঈশ্বরের নির্দেশিত কর্ম যখন করবে তখন আর ধর্মের কথা ওঠে না—তা গ্রহণ করতেই হবে এবং তা থেকে মঙ্গল সুনিশ্চিত। এই উক্তি চরিত্রহীনতা বা সম্পূর্ণ অকর্মন্যতাকে উৎসাহ দিচ্ছে না; এ হচ্ছে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ভগবানের নিকট আত্মসমর্পন ও শরণাগতির আহ্বান। একজন দুষ্ট প্রকৃতির ভাষ্যকার বলত যে এতে সৎ ও অসতের পার্থক্য না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে অবশ্যই সেই রকম লোক যে বলত, "গীতায় ভগবান বলেছেন যে একটি পাতা, একটি ফুল একটি ফল ও একটু জল তাঁকে নিবেদন করলেই তিনি প্রসন্ন হন। দেখ, এই হুঁকাতে ঐ চারটি জিনিষই আছে; তামাকের পাতা, আধপোড়া কয়লার ছাই এর প্রতীক হচ্ছে লাল ফুল, নারকেল ফলের মালা, আর হুকার জল যা দিয়ে গুড় গুড় করে ধোঁয়া বেরোয়"। অবাধ্যতা ও অসংগতি দিয়ে ভগবানের দৃষ্টিতে স্বীয় অসংগতি গোপন করা যায় না।

কঠোর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্যে ভগবৎ কৃপা লাভ হয় না। তিনি প্রসন্ন হন যথার্থ ব্যবহারিক অভ্যাসে, প্রকৃত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায়, মনের পরিশুদ্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে। এই প্রচেষ্টা অবশ্যই সতর্ক ও কর্মময় হবে—পরম লক্ষ্য যতদিন অর্জন করতে না পার। কোন এক ব্যক্তি মহর্ষি রমনকে প্রশ্ন করেছিল "কতদিন আমাকে ধ্যান করতে হবে?" উত্তরে মহর্ষি বলেছিলেন, "যতদিন না ধ্যানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তোমার চেতনা লুপ্ত হয়।" বালকদের অভিনীত নাটকে যে ছেলেটি ধ্রুবর ভূমিকায় অভিনয় করছিল সে এমন সোজা ও কঠিন হয়ে বসেছিল যাতে বোঝা যায় যে সে গভীর ধ্যানে মগ্ন। এই অভিনয় ক্ষমতার দ্বারা সার্থকতা আশা করা যায় না। প্রকৃত ধ্যান হচ্ছে তুমি যে ধ্যান করছ এই অনুভূতির বিলোপ। প্রকৃতপক্ষে জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত এক একটি ধ্যানের মুহূর্তরূপে সদ্ব্যবহার করবে। জীবনধারণের এই সর্বোত্তম পথ। তোমার ঘর যখন ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করবে তখন মনে মনে বলবে তোমার মনটিও অনুরূপভাবে পরিষ্কার করতে হবে। তরকারি কাটবার সময় চিন্তা করবে কামনা ও লালসাকেও

খণ্ড খণ্ড করে কাটতে হবে। রুটি বেলতে বেলতে যখন ক্রমে বড় হবে তুমি প্রার্থনা করবে তোমার প্রেমের পরিধি যেন ক্রমশঃ বৃহত্তর হয়ে ওঠে এবং বিদেশী ও শত্রু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই পথে তোমার গৃহ আশ্রম হয়ে উঠবে। তোমার জীবনপদ্ধতি হয়ে উঠবে মুক্তির পথ।

প্রশান্তি নিলয়ম
২৯.৯.৬৮

(৬১) তৃতীয় শক্তি

এই দেশের সাধু সন্ন্যাসীগণ যে সব বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন তা হচ্ছে জীবন-পদ্ধতি, প্রাত্যহিক কর্মের শৃঙ্খলা, পারিবারিক ও সামাজিক রীতি, আচরণ ও আবেগ, সামাজিক জীবনের কর্তব্য, সেবা ও সহানুভূতির নৈতিক বন্ধনকে কেন্দ্র করে। বেদান্তের ব্যবহারিক দিকে তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত বলে আর কিছুই নেই। বেদান্তের সার্থকতা হচ্ছে মনকে পরিশুদ্ধ করে বুদ্ধিকে প্রখর করা, ভাবাবেগকে পবিত্রতা দান করা ও চিন্তাশক্তিকে ঘনীভূত করে চরম সত্যের সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করা। সেই এক অনন্য সত্যের অনুভূতি হলে সুখ দুঃখ বলে কিছুই থাকে না। সরোবরের ওপর ভাসমান শৈবাল সরিয়ে দিলে জল দেখতে পাওয়া যায়, দর্পনে সঞ্চিত ধুলা মুছে দিলে তুমি নিজেকে দেখতে পাও। কোন ব্যক্তি নিজেকে প্রতিবিম্ব রূপে দেখলে সে দেখা অংশত সত্য, প্রকৃত সত্য হচ্ছে সে যদি নিজেকে ব্যক্তিরূপে বুঝতে পারে প্রতিবিম্বরূপে নয়। বিম্ব নিজেকে বিম্বরূপে জানবে, আমি নিজেকে আমিরূপে জানব; এই হচ্ছে আত্মানুভূতি। চোখ লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত নক্ষত্রকে দেখতে পায় কিন্তু নিজেকে দেখতে পায় না। চোখকে নিজেকে দেখতেই হবে যাতে তার আত্মানুভূতি হয়। এ হচ্ছে নিজের প্রকৃত সত্তাকে দর্শন।

তুমি নিজেকে না জানলে আমাকে জানতে পার না। তুমি যখন আকাশে কোন বিমান দেখতে পাও তখন তুমি জান বিমানে একজন পাইলট বা চালক আছে। যদি তুমি তাকে দেখতে চাও তবে তোমাকে টিকিট কেটে বিমানে উঠতে হবে। উপযুক্ততা অর্জন করে দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন কর। বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন যে, কোন অবিবেকী অর্থাৎ বিচারশক্তি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি শূন্য মানুষ আমাকে এবং আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা জীবিত প্রাণীর দেহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য বিবর্ণ মৃতদেহ খণ্ডিত করে। বিশ্বকে বিশ্লেষণ ও অনুধ্যানের মাধ্যমে ভগবৎ জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি অনেকটা সেইরূপ। চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করে চিকিৎসা করেন এবং রোগীও চিকিৎসকের নির্দেশ পালন করে কিন্তু উভয়েই জানে না যে একটি তৃতীয় শক্তি তাদের মধ্যে কাজ করছে যা অনেক ফলপ্রদ ও সুনিশ্চিত। বিদেশে গিয়ে কোন নদীর তীরে এসে তুমি খঞ্জ বা অন্ধ লোকের পরামর্শ না

নিয়ে নিজেই নদী পার হও। যে ব্যক্তি প্রায়ই নদী পার হয় তুমি তারই পরামর্শ নিয়ে থাক, খঞ্জ বা অন্ধ ব্যক্তির নয়। যে লোক দেখতে পায় সেই বিদ্বান, যে চলতে পারে সে অভিজ্ঞ। এই উভয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি উত্তম পথ-প্রদর্শক। যারা বইপড়া বিদ্যা প্রচার করে, গ্রহীতার জ্ঞান ও শক্তি নির্বিচারে কয়েকটি ছকে বাঁধা ব্যবস্থা বিধান দেয় অথবা লোকের টাকা আদায়ের ফিকির খোঁজে তারা পথ দেখাতে পারে না।

যে গুরু তোমাদের অনুসন্ধিৎসা, অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসে উৎসাহিত না করে তোমাদের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি রুদ্ধ করে সে গুরু বিপদস্বরূপ। বুদ্ধি হচ্ছে উপলব্ধির একমাত্র উপায়। জ্ঞানেই চরম সত্যের উপলব্ধি হয়। এই কারণে গায়ত্রী মন্ত্রে অনুসন্ধিৎসা, প্রবৃত্তি ও অন্তঃস্থ আত্মিক আলোকের জ্যোতি প্রার্থনা করা হয়েছে। গীতায় কৃষ্ণ এই কারণে বলেছিলেন "জীবিত প্রাণীর মধ্যে আমি হচ্ছি বুদ্ধি"। অর্জুন ছিলেন গুড়াকেশ অর্থাৎ যে লোক নিদ্রা ও আলস্য বর্জন করেছেন। তাঁর নামই প্রকাশ করছে তিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ গুণের অধিকারী—তিনি ছিলেন মহান যোদ্ধা। সেই কারণে ভগবান স্বয়ং তাঁকে গীতা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর মত হও; তাঁর প্রদর্শিত ত্যাগের আদর্শ শিক্ষা কর। তাঁর মত বুদ্ধি ও নিষ্ঠা সহকারে ভগবৎ উপদেশ গ্রহণ করলে তোমরাও ভগবানের গীতা শিক্ষা লাভ করবে। তোমাদের প্রার্থনা হবে রথ, তিনি সেই রথের রথী।

প্রশান্তি নিলয়ম
২৯-৯-৬৮

(৬২) 'মসীলিপ্ত কাগজ'

"তুমি কে ?" এই প্রশ্নের উত্তরে তোমরা প্রত্যেকে অনেক দিন আগে অন্যের দেওয়া বা তোমার নিজের দেওয়া একটি নাম বল। জন্ম জন্মান্তর ধরে যে নামটি তোমার সঙ্গে আছে, বহু জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করে একইভাবে অবস্থান করছে যে আত্মা তোমার প্রকৃত স্বরূপ সে নাম তোমরা কেহই বলো না। সে নাম তোমরা ভুলে গেছ, তা তিনটি মোটা পর্দায় আবৃত হয়ে আছে,—মল, বিক্ষেপ ও আবরণ। "মল" হচ্ছে পাপ নীতিহীনতা ও কামনার আবর্জনা। অজ্ঞনতার পর্দা "বিক্ষেপ" সকল সত্যকে আবৃত রাখে ও মিথ্যকে আকর্ষণীয় ও কাম্য করে তোলে। অনিত্যকে শাশ্বতরূপে, ব্যক্তিগত সীমাকে অসীমরূপে আরোপিত হয় "আবরণের" নিমিত্ত। এই তিনটি ধুলার স্তর মানুষ কি করে অপসারিত করবে ? নিশ্চয়ই সাবান ও জল দিয়ে। অনুশোচনার সাবান ও অনুতাপের জলে মনের কলঙ্ক দূর হবে। দ্বিধাগ্রস্থ মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পার্থিব বস্তু হতে সুখের অন্বেষণ করে। জীবনের মূল উৎস ও শক্তিকে উপাসনা ও নিরবচ্ছিন্ন পূজায় এই মনের রূপান্তর হয়। জ্ঞানার্জনের দ্বারা আবরণের পর্দা ছিন্ন হয় এবং মানুষের আত্মিক গুণাবলী ও সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আত্মিক ঐক্য প্রকাশিত হয়। অতএব কর্মের মাধ্যমে "মল" নিশ্চিহ্ন হয়। ভক্তির দ্বারা বিক্ষেপ ও জ্ঞানের দ্বারা আবরণ দূর হয়। এই কারণে ভারতীয় ঋষিগণ সাধকদের জন্য এই তিনটি পথের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশংসনীয় সাফল্য লাভের কোন সহজ পথ নেই। একমাত্র নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে জয় সুনিশ্চিত হয়। যা অল্প চেষ্টায় বা বিনা শ্রমে অর্জিত হয় তা আনন্দদায়ক হতে পারে না। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ও ধারনা (বাহ্যিক আত্মিক ইন্দ্রিয়ের শাসন, আসন ও শ্বাস সংযম, আত্মিক অনুভূতিতে অবস্থান, ধ্যান ও মনঃসংযোগ) এই পদ্ধতিগুলি কঠিন, কিন্তু শেষ পর্য্যায় হচ্ছে নির্বিকল্প সমাধি, এই অবস্থা হচ্ছে সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদ্য প্রশান্তি। অপরদিকে পার্থিব সুখের অন্বেষণ হচ্ছে "অগ্রে অমৃতপমম্, পরিণামে বিষম্"। (প্রথমে অমৃত শেষে বিষ) কিন্তু শান্তির সাধনায় অগ্রে বিষম্ পরিণামে অমৃতপমম্ (প্রথমে বিষ কিন্তু পরিণামে অমৃত)।

একজন উৎসুক ব্যক্তি তার বড় ভাইকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষা দিতে

অনুরোধ করেছিল এবং রক্ষাকারি একটি মন্ত্র প্রার্থনা করেছিল। বড ভাই বলেছিল "আত্মীয়কে বিশেষ করে ভাইকে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। তুমি বরং দক্ষিণামূর্তির নিকটে যাও, তিনি স্বয়ং শিব, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এসেছেন"। ভাই জিজ্ঞাসা করেছিল কেমন করে সেই গুরুর সন্ধান পাবে। উত্তরে বড ভাই বলল, "আমি জেনেছি যিনি সকল মানুষ ও বস্তু সমভাবে দেখেন তিনিই সেই গুরু।" তখন ছোট ভাই অনুসন্ধান করতে চলে গেল। সে একটি সোনার আংটি আঙুলে পরে অনেক আশ্রমে গিয়ে সাধুদের প্রশ্ন করল তার আংটিটি কি ধাতুতে গড়া। কেউ বলল সোনা. কেউ বলল পেতল, কেউ তামা আবার অনেকে বলল টিন বা মিশ্র ধাতু। এই ভাবে সে অনেকের কাছে গেল। পরিশেষে সে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টিসম্পন্ন তরুণ সাধুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল তার আংটিটি সোনার কি না? সাধু বললেন "হাঁ"। সে আবার জিজ্ঞাসা করল "এটা কি পেতল নয়"? সাধু বললেন "হাঁ. এটা পেতলের"। সে যে কথাই বলল জবাবে সাধু তাই হাঁ বললেন। তাঁর কাছে কোন পার্থক্য বোধ ছিল না। তখন সে নিশ্চিত হল যে তার সম্মুখে এই সাধুই দক্ষিণামূর্তি। ঐক্য উপলব্ধি হতে সমভাব আসে আর কিছুতে নয়।

কঠোর তপস্যায় রত সনৎকুমারের সম্মুখে ভগবান আবির্ভূত হলেন। ভগবান তাঁকে বর দিতে চাইলেন। সনৎকুমার বললেন "আপনি এখন আমার অতিথি, আমার এই বাসস্থানে আপনি এসেছেন. আপনার কি প্রয়োজন বলুন আমি অতিথির সকল প্রার্থনা পূর্ণ করে সম্মানিত করতে চাই"। তিনি ব্রহ্মকে জেনে নিজেই ব্রহ্মে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি ভগবানের সমান ও সমকক্ষ হয়ে কথা বলতে পেরেছিলেন। "আমিই তুমি" সনৎকুমার এই অবস্থায় পৌঁছেছিলেন, সেজন্য তিনি এ ভাবে কথা বলেছিলেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তিনি সর্বদাই বিরাজমান। ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে বিছিন্ন হলেই আমি বা অহং এর সৃষ্টি হয়। সুতরাং জীবির জন্মমাত্রই দেব বা ঈশ্বরের চিন্তা অন্তরে ধারণ করতে হবে। এই হচ্ছে নিরাপত্তা ও সাফল্যের লক্ষণ। অন্তরের অন্তঃস্থলে শিবকে প্রতিষ্ঠিত কর তাহলে তুমি অমর হবে, ঈশ্বর বিযুক্ত দেহ হচ্ছে শব—শবকে অবলম্বন করলে তুমি মৃত্যুর অধীন হবে।

আধ্যাত্মিক গুরুকে মূল শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। বিদ্যালয়ের ড্রিল শিক্ষকের মত তাঁকে হতে হবে। অন্যেরা যেমন ইতিহাস বা বিজ্ঞান শিক্ষক ক্লাসে এসে শিক্ষা দিয়ে চলে যান কিন্তু ড্রিল শিক্ষককে ছাত্রদের সামনে দাঁড়াতে হবে ও তাঁর হাত ডান ও বামদিকে ঘোরাতে হবে যাতে ছাত্ররা সেই রকম করে। তাঁকে শরীর বাঁকাতে ও সোজা করতে হবে ততবার এবং সেইমত দ্রুতগতিতে যত তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর ছাত্রদের সেই রকম করতে আশা করবেন। গুরুকে ব্রহ্ম হতে হবে যাতে তাঁর শিষ্যদের

তাঁর অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য হয়। তিনি নামের বদলে নামীকে পরিপূর্ণরূপে জানবেন।

জীবনের মান উন্নয়নের বাসনা এক অন্তহীন তৃষ্ণা। এর ফল হচ্ছে জাগতিক সুখের বিরামহীন অন্বেষণ, ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং অতি তীব্র দুশ্চিন্তা। সম্পদ এক মারাত্মক প্রলোভন। কোন কশাঘাতে অর্থ লিপ্সা প্রশমিত হয় না। একবার লক্ষ্মী ও নারায়ণের মধ্যে বিবাদ হল যে মানুষের অন্তরে কার স্থান উচ্চে। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। লক্ষ্মী এলেন আধ্যাত্মিক গুরুরূপে, লোকে তাঁর চরণ ধুয়ে পূজা করল। যে পাত্র ও থালায় তারা নৈবেদ্য দিয়েছিল সেগুলি সোনার হয়ে গেল। এতে তিনি সর্বত্র সমাদৃত হলেন ও অসংখ্য ভক্ত সমাগত হল। সর্বত্র রাশি রাশি পেতল, তামা ও এলুমিনিয়ম থালা ও পাত্রে তাঁর পূজার ডালি সাজান হল। ইতিমধ্যে নারায়ণও পৃথিবীতে এসে পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের প্রবক্তারূপে বিশাল জনসমাবেশে ঋষিগণ নির্দেশিত পথে সুখ ও শান্তির উপায় সম্পর্কে ভাষণ দিতে লাগলেন। লোক যখন জানতে পারল যে লক্ষ্মী সব ধাতুকে সোনাতে রূপান্তরিত করছেন তখন তারা নারায়ণের উপদেশ ভ্রূক্ষেপ না করে লক্ষ্মীর আগমন অনেক বেশী কামনা করল। প্রকৃতপক্ষে যে সব গ্রাম ও সহরে লক্ষ্মী প্রবেশ করেছিলেন সেখান থেকে নারায়ণকে সরিয়ে দেওয়া হল কেননা নারায়ণের ভাষণের চেয়েও অনেক লাভজনক লক্ষ্মীর পূজায় তাদের ব্যাঘাত হচ্ছিল।

যাদের ভগবানে বিশ্বাস নেই এমন লোকের চিত্তাকর্ষক কথায় কান দিও না। তারা অসৎ উপায়ে সম্পদ আহরণের প্রলোভন দেয় কিন্তু তারা বলে না সম্পদ সেই সুখ দেয় না যে সুখ চিরস্থায়ী ও চিরশান্তিময়। তাদের চতুর যুক্তি সত্য বলে প্রতীয়মান হয় ও তারা সত্য ও শাশ্বতকে বিদ্রূপ করে। ভেঙ্কটগিরিতে একজন খোঁড়া ব্রাহ্মণ নিয়মিতভাবে ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করতেন। পূজার সময় তিনি তিনবার মন্ত্রপূত জল সামান্য একটু করে পান করতেন। তাঁকে এই রকম পরপর বেশ কয়েকবার জল পান করতে দেখে তাঁর ছেলে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি বারবার জল পান করেন কেন? একচুমুকে যতটা দরকার পান করা তো অনেক সুবিধার হয়"। বাবা চুপ করে রইলেন। পরে একসময় ছেলে স্কুলের দেওয়া বাড়ীর কাজ লেখবার জন্য বারবার কলমটি কালিতে ডুবিয়ে লিখছিল। বাবা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কালির বোতলটি কাগজের উপর ঢেলে দিয়ে তোমার কাজ শেষ করছ না কেন? বারবার কলম কালিতে ডুবিয়ে সরু ছোট লাইনে সেই কালি বিন্দু বিন্দু করে ব্যবহার করে এত পরিশ্রম করছ কেন"? প্রত্যেক ধর্মীয় আচারের একটা তাৎপর্য ও অর্থ আছে। যে ব্যক্তি তা বিশ্বাস করে ও সেইমত আচরণ করে এটা তারই বিচার্য হওয়া উচিত।

নিজেকে রক্ষা করার তিনটি পথ—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও প্রপত্তি। প্রবৃত্তি (বাহ্যিক কর্ম) ভাবাবেগ ও উদ্যমকে শোধিত করে। নিবৃত্তি (নিরাসক্তি ও প্রশান্তি) ইন্দ্রিয় ও অহং প্রতিরোধ করে। প্রপত্তি (আত্মসমর্পণ) ইন্দ্রিয়, বাসনা, আবেগ, বুদ্ধি ও ভাবকে সর্বজ্ঞ ও সর্বনিয়ন্তা ভগবানের মহিমা উপলব্ধিতে নিয়োজিত করে। কাজ কর সেই সঙ্গে উৎসর্গ কর, কাজের মাধ্যমে উপাসনা কর, পরিকল্পনার সাহায্যে পালন কর—কিন্তু ফলের জন্য দুশ্চিন্তা করবে না। এই হচ্ছে আধ্যাত্মিক সাফল্যের গূঢ় তত্ত্ব।

প্রশান্তি নিলয়ম

৩০,৯,৬৮

(৬৩) অনুকরণ নয়—অনুপ্রেরণা

আমি ধর্ম পুণঃস্থাপনের নিমিত্ত এসেছি সেই কারণে আমি সর্বস্তরের মানুষকে ধর্মাচরণের নির্দেশ দিয়ে থাকি। ধর্ম হচ্ছে ভগবানের মর্মবাণী। বহু শতাব্দির অভিজ্ঞতা ও যুগযুগান্তরের সাধনা ও তপশ্চর্যার ফল হচ্ছে বিবেক। ইতিহাসের শিক্ষা অমান্য না করা হচ্ছে ইতিহাসের নির্দেশ। আমি তোমাদের সকলকে অন্ধ্রপ্রদেশ সম্পর্কে বিশেষ করে সেখানকার সমিতিসমূহ সম্পর্কে কিছু বলবার জন্য ডেকেছি। সমিতিগুলি স্থাপনা ও পরিচালনা করবার আগে, তোমাদের, কেমন করে ও কখন ঠিক করবার আগে, কেন ও কি জন্য তা জানতে হবে। দেশের সর্বত্র হাজার হাজার বিদ্যালয় জীবনের সকল ক্ষেত্রের মানুষকে উন্নত ও শিক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে। এই বিদ্যালয়সমূহ স্থাপনের পর কিছুদিন ভাল বা মন্দভাবে চলে তারপর ক্রমাবনতির পথে অবলুপ্ত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করবার জন্য যত উৎসাহ থাকে এগুলি রক্ষা করার সময় সে উৎসাহ থাকে না সেই কারণে এই প্রতিষ্ঠানগুলির শৈশবে মৃত্যু সমধিক।

সত্য সাই সমিতিগুলির মূল উদ্দেশ্য কিংবা বলা যায় প্রাণবায়ু হচ্ছে সকলকে এক করার ঐক্যবুদ্ধি। বিবাদের রাজনীতি কিন্তু সমিতিকেও আক্রমন করেছে এবং দশজন লোক এগারটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করে থাকে। রাজনীতির মত এখানেও দলাদলি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, পদের জন্য লিপ্সা মাথায় তুলেছে। লোকেরা নির্বাচনের আবহাওয়ার সংক্রমণ রোধ করতে পারে না। আধ্যাত্মিক সাম্যের লক্ষে অনুপ্রাণিত সাধকদের প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতি ও প্রবণতা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

সত্য সাই সেবা সমিতি প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রেমে তারা বর্দ্ধিত হয় প্রেমে বিস্তৃত হয়। অন্য কোন আবেগ বা মনোভাবের স্থান এখানে নেই। দেবত্ব হচ্ছে চুম্বক, মনুষ্যত্ব লোহা। প্রেমের শক্তিতে এই দুইএর হয় মিলন। নর হচ্ছে লোহা, নারায়ণ চুম্বক। ভক্তি বা প্রেমে ভক্ত ও ভগবান একত্রিত হয়। মানুষ অ-শান্তি বা শান্তিহীনতা দূর করে প্রশান্তি অর্থাৎ অন্তরতম শান্তি অর্জনে সচেষ্ট হবে। আমার স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহের এই হচ্ছে লক্ষ্য। সত্য কর্ম ও প্রেমের অনুশীলনের মাধ্যমে আমাকে এবং নিজেকে সেবা কর। সত্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ হও, অন্যকে ভালবাস ও সেবা কর। কোন কোন লোক অভিযোগ

করে যে এই প্রতিষ্ঠানের শাখাগুলি খুব ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। একটি শিশুর পূর্ণ বয়স্ক মানুষ হতে অনেক বছর সময় লাগে। একটি ফুল মিষ্ট রসাল ফলে পরিণত হতে অনেক সময় লাগে। ধৈর্য্য ও স্থির বিশ্বাস অর্জন করবে। চিৎকার ও আড়ম্বর করে আরম্ভের পর বিবাদ ও দুর্বলতায় পতিত হবে না। অন্য লোক বা প্রতিষ্ঠানের অনুকরণ না করে তারা যেভাবে তাদের ক্ষেত্রে সফল হয়েছে সেইরকম চেষ্টা করবে। তোমাদের নিজেদের অন্তরে উৎসাহ এবং সেই উৎসাহ সদ্ব্যবহারের জন্য গতিপথ সৃষ্টি করতে হবে। অনুকরণের দ্বারা মাঁরা হতে চেষ্টা করা অসম্ভব। মাদ্রাজে ভক্তরা সমবেতভাবে ভজন গাইতে গাইতে বাসে করে দীর্ঘ এক মাইল লম্বা শোভাযাত্রা করেছিল এইভাবে তারা নগরসংকীর্তনের প্রথম অনুষ্ঠান উপলক্ষে পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তা গিয়েছিল। তোমাদের স্থানে এ কি করে সম্ভব? তোমাদের স্থানে আমি তোমাদের অন্য কোন ভাবে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান পালন করতে উৎসাহিত করতে পারি। পথ নির্দেশের জন্য প্রার্থনা কর তোমরা উপদেশ পাবে —আমি তোমাদের নিঃশব্দে অতি মনোরমভাবে করবার জন্য পরামর্শ দিতে পারি।

আমি আধ্যাত্মিক সাধনায় পরিমাণের বদলে গুণের অন্বেষণ করি। আমি অন্তরের গভীরে অনুপ্রবেশ করে উৎসাহের হেতু, প্রেরণার উৎস ও সাধনার অনুভূতি পরীক্ষা করে দেখি। কোন পরিবারের সকলে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে একই রাস্তায় কয়েকটি বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে পারে, নিঃসন্দেহে এটি প্রশংসনীয়। আমি আড়ম্বর ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা অপেক্ষা আন্তরিকতা এবং স্থির সংকল্পকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমি তোমাদের এক গুরুভার কর্তব্য মনে করে নগরসংকীর্তন করতে বলি না। তোমাদের স্থানের অবস্থা বিচার করে যদি সম্ভব হয় তবে করবে। এই কাজে আনন্দ ও স্বাস্থ্য লাভ হয়। তোমরা অন্যের ও সেই সঙ্গে নিজেদের নির্মল করে তুলতে পারবে এবং সমস্ত আবহাওয়া পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। এতে সকল অন্তরে নাড়া লাগবে, মানুষ অন্তরের গভীরে আনন্দের শিহরণে নিজেদের ভুলে যাবে। প্রথমে নিজেকে গড়ে তোল তারপর অন্যকে সাহায্য কর। এই হচ্ছে আত্মনির্ভতার উচ্চতম আদর্শ, এতে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করবে ও অন্যের সৎ দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে।

যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা নগরসংকীর্তনের অনুকূল না হয় বাড়ীতে বসে একা তোমার অন্তরের নিঃশব্দ গুহাতে ভজন করবে। এতে কোন সুনির্দিষ্ট বিধিতে সময় বা ভজনের সংখ্যা মেনে চলবে না। অন্তর সংখ্যার গননা করে না—দান করে সন্তোষ যা অপরিমেয়। সেই সন্তোষ বিশ্বাস থেকে আসে। বিক্ষিপ্ত মনে ভক্তি দৃঢ় হয় না, প্রেম স্থায়ী হয় না, দলাদলির সূত্রপাত হয়। শুধু অন্ধ্রপ্রদেশ নয় সব রাজ্যেই এই রোগই প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করে। যে

লোকেরা একই দেবতার পূজা করে, একই নাম ও মূর্তি আরাধনা করে তারা পরস্পরের সান্নিধ্যে সুখী হবে পরস্পর কাজে সহযোগিতা করবে। এখানে উচু নীচু বিভেদ জ্ঞান থাকা উচিত নয়। লোকেরা সংগঠন ত্যাগ করে নতুন সংগঠন তৈরী করে ও পরস্পর নীতি ও সমর্থক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রেম ও ভক্তির আবেদন তাদের কাছে নিস্ফল। তারা ভুলে যায় যে ভগবানের আশীর্বাদ লাভ এবং অহংকার নাশ করা হচ্ছে তাদের সকল কর্মের এক উদ্দেশ্য। আমি যখন একজন ভক্তের সঙ্গে অন্য ভক্তের কোন পার্থক্য দেখি না তখন তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ কর কেন? এ হচ্ছে তোমাদের হীন বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ। আমি দেখেছি যেখানেই বড় বড় লোক সমিতিতে প্রবেশ করেছে সেখানেই আধ্যাত্মিকভাব শূন্য কাজকর্ম হয়ে থাকে। বিত্তহীন 'ক্ষুদ্র' মানুষ তাদের কাজ শান্ত ও বিনীতভাবে করে যায়।

কোন কোন স্থানে পেশাদার লোককে অর্থের বিনিময়ে পূজা করতে দেওয়া হয়। কিছু বাড়ীতেও এ রকম করা হয়। কোন লোকের অন্তরে কিছু টাকা দিয়ে কি ভক্তি আনা যায়? বিস্তৃত মন্ত্র ও জটিল অনুষ্ঠানের আমি প্রত্যাশী নই। তোমার হৃদয়ে ভগবানের আরাধনা করলে অথবা অন্তর দিয়ে তাঁকে একবার ডাকলেই যথেষ্ট। এইসব অনুষ্ঠানাদির জন্য বাহুল্যের প্রয়োজন এবং তার থেকে হয় অর্থের চাহিদা। এতে সমিতির মধ্যে লোভ, ঈর্ষা ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়। শূকর লোভের জন্য ঘৃণিত, কুকুর ক্রোধের কারণে নিন্দিত। অতএব এই সব অসৎকর্মে লিপ্ত হবে না। মনু বলেছেন ক্ষুধার্ত অতিথিকে নিজের খাদ্য ভাগ করে দেওয়া এক মহৎ যজ্ঞ। তোমরা আমার ছবিতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করতে পার, লক্ষার্চনাতে এক লক্ষ ফুল অর্ঘ দিতে পার কিন্তু তুমি যদি সেদিন প্রসাদ গ্রহণের সময় ক্ষুধার্ত ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দাও তবে তোমার ঐ পূজা নিষ্ফল বলে জানবে। ক্ষুধার্তের বেদনা তোমার অন্তর স্পর্শ না করলে যে পদ্ম পাপড়িগুলি দিয়ে পূজা করেছ তা লোষ্ট্রখণ্ডে পরিণত হবে।

একজন সাধক কৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকতেন, এক একটি নাম কৃষ্ণের এক একটি মহিমা বর্ণনা করত। তিনি প্রার্থনা করতেন "তোমার গোচারণ ক্ষেত্র থেকে একবার তুমি আমার কাছে এসে আমার তৃষ্ণা দূর কর।" তিনি একটি গাছের নিচে বসে গভীর বেদনায় কাঁদছিলেন সেই সময় একজন ফকির এলেন। সাধক তাঁকে অন্তরের দুঃখের কথা বলে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন যাতে তাঁর অন্তরের বাসনা পূর্ণ হয়। ফকির তাঁকে বললেন "ভগবানের কোন দেহ নেই, কোন আকৃতির মধ্যে তাঁকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। সবকিছুর মধ্যেই তিনি। তোমার বাঞ্ছিত মূর্তিতে তিনি কেমন করে আবির্ভূত হবেন?" এ কথায় সাধকের মনের বেদনা তীব্রতর হয়ে উঠল। তিনি তাঁর অন্তরে

প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তির দর্শনের জন্ত আকুল হয়ে উঠলেন। ভগবান শুধু এই মূর্তিতে আছেন অন্য মূর্তিতে নেই একথা কে বলতে পারে? তাঁকে কেহই সসীম করতে পারে না। ফকিরের ধারণা অনুসারে কি তাঁকে সীনাবদ্ধ করা যায়? তিনি সাধককে তাঁর আরাধিত রূপেই দর্শন দিয়ে স্বর্গীয় আনন্দ দান করলেন। অন্যের আরাধ্য মূর্তি ও নামের নিন্দা করতে উদ্যত হবার সময় একথা মনে করবে।

কোন এক পণ্ডিত তাঁর এক ছাত্রকে সত্য, ধর্ম, শান্তি ও প্রেমের চার মহান তত্ত্ব শিক্ষা দিতে আগ্রহী হয়েছিলেন। প্রথম দিন সত্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বললেন "আগামীকাল তোমাকে ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেব।" পরের দিন ছাত্র না আসায় পণ্ডিত অনেক অনুসন্ধান করে তাকে পেয়ে তিরস্কার করলেন। সে বলল "আমি সত্য অনুশীলন করছি, দ্বিতীয় শিক্ষা গ্রহণের পূর্বে প্রথমটি আমাকে আয়ত্ব করতে হবে।" সে প্রকৃতই ভক্ত। মুক্তা পেতে হলে অনেক গভীরে নামতে হয়। গভীরে পৌঁছলে সত্য লাভ হয় নইলে শুধু ফেনা। একেবারে নিমজ্জিত হয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর তবে তুমি অন্যকে পরিচালিত ও পথপ্রদর্শক করতে সমর্থ হবে অন্যথায় নয়।

প্রশান্তি নিলয়ম
১-১০-৬৮

(৬৪) 'বিষপূর্ণ'

তোমরা এই দশদিন ধরে অত্যন্ত পুষ্টিকর আধ্যাত্মিক খাদ্য পাচ্ছ যাতে তোমাদের শক্তি ও উদ্যম অনেক বেড়েছে। সেই কারণে এই শক্তি ও উৎসাহ তোমরা জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্যে কি ভাবে নিয়োজিত করবে সেই সম্পর্কে কিছু বলব। তোমরা পথ সম্পর্কে জানলে তোমাদের প্রচেষ্টা অনেক ফলবতী হবে। মনের বিকৃতি দূর হবে জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। রানী কৈকেয়ী তাঁর দুটি প্রার্থনা পূরণের জন্য স্বামীর সম্মতি আদায় করেছিলেন. একটি তাঁর পুত্র ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক ও অন্যটি রামকে চোদ্দ বছর বনবাসে প্রেরণ। রাম ও ভরতের অন্য ভাই লক্ষ্মণ নীরবে একথা মানতে পারে নি। তার যুক্তি ছিল যে মানুষ প্রত্যেক সংকটকে সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সম্মুখীন হবে এবং তাকে কাপুরুষের মত ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া উচিত নয়। গর্ব-ভরে সে বলেছিল শরের দ্বারাই যে কোন সঙ্কটের সমাধান করতে সে সমর্থ। প্রেমের শক্তির সঙ্গে তুলনায় শর একটি অতি দুর্বল ও তুচ্ছ অস্ত্র। রাম শান্তভাবে তার কথা শুনে তাকে ঐ অবিবেচক কর্ম হতে বিরত থাকতে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন"ধর্ম কর্মকে পথ নির্দেশ করবে"। তখনই কর্ম সফল হয়, গৌরবের হয়। রামের জননী কৌশল্যা ঘটনার আকস্মিকতার মধ্যে নিজেকে শান্ত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। সন্ন্যাসীর বেশে বন গমনে উদ্যত পুত্রকে আশীর্বাদ করে বললেন, "তুমি ধর্মস্বরূপ, ধর্মই তোমাকে রক্ষা করবে"। সেই ধর্মের প্রকাশ প্রেমে, মানুষ, অমানুষ, অতিমানুষ, পশু পক্ষী সকলের প্রতি নির্বিচার প্রেম।

নারিকেল বৃক্ষ সমুদ্র তীরে খুব ভাল হয়, ব্রহ্মতত্ত্বের বৃক্ষ প্রেমের ভূমিতে সুন্দর বেড়ে ওঠে। অন্তরের ভূমিটি করুণার ভূমিতে রূপান্তরিত কর। মানুষের মৌলিক বৈশিষ্ট হচ্ছে প্রেম, তার প্রকৃতি প্রেম, তার প্রাণবায়ু প্রেম। কামনার কুয়াসায় প্রেম আবৃত হয়, বিকৃত হয়। গল্পের সেই কুকুরটি যেমন নিজের প্রতি-বিম্বকে অন্য কুকুর মনে করে তাকে তাড়াবার জন্য চিৎকার সুরু করেছিল মানুষও তেমনি আপন প্রতিবিম্ব অর্থাৎ অন্য মানুষকে বিতাড়িত করে যারা তারই মত সেই একই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বকে নিজের সঙ্গে পৃথক ভাবা হচ্ছে অজ্ঞানতা, অনৈক্যের পরিবর্তে অভেদকে প্রাধান্য দাও। এই হচ্ছে শক্তির পথ।

বুদ্ধি অনুসারে সত্যের অনুসন্ধান করলে প্রেমের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হতে বঞ্চিত

হবে। জনক যাজ্ঞবল্ককে সমস্ত কর্মের মূল ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে যাজ্ঞবল্ক বলেছিলেন "মূল ভিত্তি হচ্ছে আলোক" সূর্য অস্ত গেলে চন্দ্র আলো দেয়, চন্দ্র সূর্য না থাকলে শ্রবণ শক্তি পথ দেখায়, শ্রবণের পশ্চাতে মন এবং মনের পশ্চাতে আত্মা যা হচ্ছে সর্বোচ্চ আলোকচ্ছটা। তোমরা দেখেছ যজ্ঞের সর্বশেষ নিবেদন হচ্ছে পূর্ণাহুতি। এই সময়ের সর্বোচ্চ অগ্নি শিখায় অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। ঘৃতাগ্নিতে তোমার যা কিছু আছে যা কিছু এতকাল মূল্যবান বলে মনে করেছ সব সমর্পণ কর। তোমারই চোখের সামনে কেমন করে সবকিছু ছাই হয়ে যাচ্ছে তা দেখ—অবিচলিত ভাবে, যেমন করে জনক মিথিলা ভস্মীভূত হতে দেখেছিলেন। দেব উদ্দেশ্যে তোমার সবকিছু মূল্যবান ও প্রিয় বস্তু নিবেদন করবার আহ্বান এসেছে। পার্থিব সম্পদ ও অপার্থিব উচ্চাকাঙ্খা আহুতি দেবার জন্য যজ্ঞ একটি প্রতীক। এই নিষ্ঠা ও আত্মনিবেদন হচ্ছে পবিত্রতম কর্ম। লোক বাহ্যিক কর্ম দর্শন করে অন্তর্নিহিত অর্থ না বুঝে। সেই কারণে তারা বাহ্যিক সমারোহে মনোনিবেশ করে এবং আড়ম্বরের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে জাঁকজমকের দিকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

যজ্ঞে মন মন্ত্রে নিবিষ্ট হয় অর্থাৎ মন্ত্রের ধ্বনি মনকে "ত্র" ত্রাণ করে। কবিকে মন্ত্রদ্রষ্টা বলা হয় কারণ তিনি অতীন্দ্রিয় অন্তর্দৃষ্টিতে মন্ত্র দর্শন করেন ও আত্মিক শান্তি আবিষ্কার করেন। চির শাশ্বত সত্যের প্রতীক এই ধ্বনির উচ্চারণ ও মহিমা কীর্তনের ফল বিশ্বের সর্বত্র অনুভূত হয়েছে। এই কারণে এতে পৃথিবীব্যাপি লোক-কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধি সূচিত হয়। সৎ চিন্তা পবিত্রতা ও শুচিতা সৃষ্টি করে ধর্ম ও প্রেমের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ভগবানকে নিবেদিত বস্তু একমাত্র ভগবানই বিচার করতে পারেন। আমি যজ্ঞ পছন্দ করি তাই যজ্ঞানুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়ে থাকি। বিচার করার কোন অধিকার তোমাদের নেই কারণ তোমাদের জ্ঞান নেই, যজ্ঞ ও মন্ত্র সম্পর্কে কোন ধারণা তোমাদের নেই।

সবই ব্রহ্ম, যজ্ঞের মন্ত্র তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণনা করেছে। সৃষ্টির সব কিছুই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম পৃথক বা বিশেষ কিছু নয়। প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপ রূপে পূজিত হয়। "সর্বম্" প্রকৃতির সবকিছু, "ব্রহ্মময়ম্" ব্রহ্মে লীন বা ব্রহ্মে অন্তর্নিহিত। বিশ্ব প্রকৃতিকে ব্রহ্মময় রূপে দর্শন করবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রয়োজন হয়। অগ্নিতে তোমার সীমিত দৃষ্টি বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর দৃষ্টি অর্জন করতে হবে। যজ্ঞ হচ্ছে আত্ম নিবেদন ও শরণাগতি শিক্ষার পরম সাধনা।

মনুষ্যত্বকে দেবত্বে রূপান্তরিত করা হচ্ছে মানুষের কর্তব্য, চিন্তা, বাক্য ও কর্মের মাধ্যমে সেই অপ্রতিরোধ্য ভাগ্য লাভ হয়। অবিরাম অভ্যাসে তা লাভ করতে হবে। মন্দিরের পুরোহিত বাম হাতে ঘণ্টা বাজান ও

ডান হাত দিয়ে কর্পূর দীপের আরতি করেন, এই দৈহিক সমন্বয় সাধন অনেক অভ্যাসের ফল। একজন নতুন পুরোহিতের হয় দুটো হাতই নড়বে অথবা কর্পূরের পাত্র কাঁপবে। ভীমন বলেছেন সাপের দাঁতে বিষ থাকে, কাঁকড়া বিছার বিষ থাকে লেজে কিন্তু মানুষ জিব, চোখ, হাত, মন থেকে বিষ প্রয়োগ করতে সক্ষম। মানুষকে এই অর্জিত প্রবৃত্তি দমন করতে হবে তাকে মনে রাখতে হবে যে সে "অমৃতস্য পুত্রাঃ" অমৃতের পুত্র সুমিষ্ট অমৃত্যু দান করতে পারে; প্রাণ হরণকরী বিষ নয়।

সাধনায় এই পূর্ণতা লাভ হয়। বিশ্বাস রাখবে তুমি হচ্ছ অমর আত্মা। তোমার কোন লাভ নেই ক্ষতিও নেই; কোন অসন্মান বা নৈরাশ্য তোমাকে পীড়িত করতে পারে না। দুর্বল চিত্তের মানুষ এ সবে ভীত হয়। সবল মানুষ এ সব ভয় হতে মুক্ত। ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য থাকলে প্রশান্তির আশা স্বপ্ন মাত্র। ইন্দ্রিয়কে দমন করলে তুমি আপন সত্তা লাভ করবে, শান্তি ও মুক্তি অর্জনে সফল হবে।

প্রশান্তি নিলয়ম

২,১০.৬৮

(৬৫) যতটা সংযোজিত ততটাই বিয়োজিত

আজকের দিনটি তোমাদের কাছে সৌভাগ্যের কেননা তোমাদের এত দিনের আশা আজ ফলবতী হল। আজও, তোমাদের হৃদয়-দেবতার দর্শনের জন্য, তোমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছ। এই দর্শন লাভের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করে তোমরা এখানে এসেছ। তাই আমার ইচ্ছা তোমরা আমার উপদেশ শ্রবণ কর এবং তা কার্যে পরিণত করে পরম আনন্দ লাভ কর। উপদেশরূপ এই মনিমুক্তাগুলির মূল্য উপলব্ধি করে তোমরা তোমাদের হৃদয়ের মনি-কোঠায় এদের স্থান দিয়ো। তুমি সেইসব হাজার হাজার ঈশ্বর অনুসন্ধিৎসু নরনারীর একজন যারা সকলে পবিত্র হৃদয়ে মানব জীবনের সেই পরম লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ব্যগ্র। অতএব তোমাকে হৃদয়স্থিত ঈশ্বরকে পাবার জন্য এবং তাঁর চিন্তায় তোমার মুহূর্তগুলিকে ভরিয়ে তোলার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হতে হবে। জীবনের এই একটি অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের নিশ্চয় উপলব্ধি করা উচিত যে, কোন আনন্দই অবিমিশ্র নয়, দুঃখ ও আনন্দ দুইই ক্ষণস্থায়ী এবং মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। এই সাধারণ সত্য উপলব্ধি করতে তোমাদের পর পর কয়েকটি জন্মের অভিজ্ঞতার কোন প্রয়োজন নেই। এই জগত বন্ধনস্বরূপ এই বন্দীশালা থেকে তোমাদের মুক্তি পেতে হবে এখানে বার বার প্রত্যাবর্তন করা নিরর্থক।

এই চিরস্থায়ী মুক্তির উপায় হল সাধনা, সৎ কর্ম, ভক্তি ও উপাসনা। এর প্রত্যেকটি কামনা বাসনার হ্রাস সাধন করে এবং ইন্দ্রিয় সুখে অনাসক্তি শিক্ষা দিয়ে মুক্তির পথে সহায়ক হয়। ইন্দ্রিয় সুখাসক্তি শিকলস্বরূপ তোমাদের দেহ ইন্দ্রিয় ও রিপুসমূহের সঙ্গে আবদ্ধ করে। এর থেকে মুক্তিই নিয়ে আসে চিরস্থায়ী শান্তি। দু ইঞ্চিরও কম লম্বা চোখ মহাকাশের লক্ষ লক্ষ মাইল পর্য্যবেক্ষণ করেও নিজেকে দেখতে অসমর্থ। মানুষও ঠিক এই চোখের মতই বিচক্ষণ এবং দুর্বল। সে অন্যের অভিপ্রায় ও অন্যের দোষ গুণ বিশ্লেষণ করতে পারে কিন্তু নিজেকে নিজের অনুভূতি ও আবেগসমূহকে বিশ্লেষণ করতে অপারক, সে নিজের দোষ ত্রুটি আবিষ্কার করতে অনিচ্ছুক; সে ব্যর্থ নিজের সহজাত দক্ষতার মূল্যায়নে অথবা আপন অন্তর সত্তার উপলব্ধিতে। সাধক সঙ্গই শক্তি প্রদান করে। অঙ্গের মাধ্যমে লাভ করো সঙ্গকে। কর্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বলিত দেহের যথাযথ ব্যবহারেই তুমি ভক্ত সাধকসঙ্গ লাভ করো। সঙ্গের প্রভাবে হয়ে

যাও 'জঙ্গম' (অনাসক্ত)। এই সঙ্গ পার্থিব বস্তুতে আসক্তি দূর করে তুমি রূপান্বিত হও 'পর্যটক সন্ন্যাসীর' মত এক ব্যক্তিতে, হয়ে যাও জঙ্গম—যে, জীবনের বিশেষ কোন স্থানে বা পদমর্য্যাদায় বিশেষ কোন পরিবার বা কূলে আবদ্ধ নয়। জঙ্গমের মধ্য দিয়ে তুমি আবিষ্কার করো লিঙ্গমকে (ঈশ্বরের রূপ)। প্রকৃত ত্যাগের জীবন আধ্যাত্মিক উন্নতিকে এমন এক স্তরে নিয়ে যায় যেখানে উপলব্ধি গোচর হয় সেই নিরাকার, নিগুর্ণ পরব্রহ্মকে, 'লিঙ্গম' যার প্রতীক। তুমি মন্দিরে ঈশ্বরের অন্বেষণ কর তাঁকে ভালভাবে দেখার জন্য দীপ প্রজ্বলিত কর; তাঁকে তোমার আপন অন্তরে এবং অপর সকলের অন্তরে দর্শন করতে শেখো। অজ্ঞানতা এবং অহংকারের পুরু ধূলার আবরণের জন্য তাঁকে এখন দেখা যাচ্ছে না। গাভী নিজের স্বাস্থ্যপ্রদ দুগ্ধকে উপেক্ষা করে ফেনের জন্য লালায়িত। পাহাড়ের উপর সেই প্রস্তর খণ্ডটি যার থেকে মূর্ত্তি নির্মানের জন্য কিছু অংশ বিছিন্ন করা হয়েছিল, মূর্তিটিকে বলছে—"তত্ত্বমসি" (তুমি ও আমি এক) ঐটি ও এইটি অবশ্যই একই পদার্থ, কিন্তু কি বিরাট পার্থক্য। হাতুড়ি ও বাটালি একটিকে করে তুলেছে সৌন্দর্য্যময় ও চির আনন্দপ্রদ, রূপান্বিত করেছে জীবনকে পবিত্র ও সুন্দর করার অনুপ্রেরণায়। হাতুড়ি রূপ শৃঙ্খলাবোধ এবং বাটালিরূপ যন্ত্রনাই সফল করবে তোমার দিব্য সত্তায় উত্তরণ।

ঈর্ষাই বর্তমান পৃথিবীব্যাপী অন্ধকারের সবচেয়ে বড় কারণ। একজন সুখী ও সন্তুষ্ট ব্যক্তিকে অপরে ঈর্ষার চোখে দেখে এবং তার অন্তরের শান্তিকে বিনষ্ট করতে সচেষ্ট হয়। দ্বেষ মানুষকে প্ররোচিত করে কোন মহান ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা দুর্নাম রটাতে। জগতের রীতিই এই। অজ্ঞনতা এবং স্বার্থপরতা মানুষকে ভুল পথে ঘুরিয়ে শেষে দারুণ দুঃখ প্রদান করে। সঠিক পথে চল; নিজে সুখী হও এবং অপরকে সুখী কর তখনই তোমার দেহের মৃত্যুর পরও তোমার নামটি বেঁচে থাকবে। বাল্ব খুলে নিলেও তার হোল্ডারে হাত দিলে "সক" দেয়। সেইরূপ দেহের বিলোপ ঘটলেও সুখ্যাতি বেঁচে থাকে প্রেরণার উৎস হয়ে। ছাত্রদের অবশ্যই আন্তরিকতার সহিত পড়াশুনো করতে হবে, ও পরীক্ষায় ভাল ফল পেতে হবে। শিক্ষকদের ভীতি প্রদর্শন করে তাঁদের অতিরিক্ত নম্বর দিতে এবং তোমাদের প্রোমোশন দিতে বাধ্য করার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই। তোমাদের কারো সামনে ভিক্ষার হস্ত প্রসারিত করা অনুচিত। এটা লজ্জাকর।

আর একটি কথা এখানে জোরের সঙ্গে বলতে চাই। এই কর্ণাটক প্রদেশে গত পাঁচ ছদিন ঘুরছি—সভায় এবং রাস্তার ধারে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়েছে। এদের প্রত্যেকের অন্তরেই ভক্তি ও আন্তরিক ভগবদপ্রেমের উৎস আছে কিন্তু ভক্তিকে কার্য্যকর হতে হলে সংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন একে কখনোই উচ্ছৃঙ্খল হতে দেওয়া উচিৎ নয়। তোমরা আমার

পাদস্পর্শ করবার সময় বা দণ্ডবৎ করবার সময় শিশু বৃদ্ধ ও পীড়িত ব্যক্তিদের কথা মনে না রেখে আমার দিকে এমন ভাবে ছুটে আস যে তারা পড়ে যায়। এই সাইএর দিকে ছুটে আসার সময় তোমরা ভুলে যাও যে তাদের অন্তরেও সাই প্রতিষ্ঠিত। তাদের অন্তরস্থ সাইকে কষ্ট দিলে তোমরা এই সাইকে দর্শন ও শ্রবনের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করে থাক তার সমস্ত পুণ্যফলটুকু নষ্ট হয়ে যায়। সেই পুণ্যফলের সংযোজন ও এই কর্মের জন্য বিয়োজন, ফল শূন্য। শ্রদ্ধা নিবেদনের উৎসাহে তোমরা তাদের ভুলে যেও না যারা দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছে। তাদের দর্শনের সুযোগ করে দেবে—চরণস্পর্শের সুযোগ করে নেবার জন্য সামনে আসতে হুড়োহুড়ি না করে।

ভক্তি ও আরাধনার আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক, অন্যের আকাঙ্খাকে অবজ্ঞা করার মানসিকতাকে দমন করা উচিত। প্রেমের অনুশীলন কর. সহনশীল হও, অন্যের অধিকার স্বীকার করবে। এই মঞ্চের উপর আমি একা, আমার সামনে তোমরা হাজার হাজার লোক রয়েছ। এত অধিক সংখ্যক মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে কিসের আকর্ষণে এখানে এসেছ? তা হচ্ছে আমার প্রতি তোমাদের প্রেম এবং তোমাদের প্রতি আমার প্রেম। কোন শক্তি বা হুকুম কিম্বা পার্থিব লাভের আশায় তোমরা উপস্থিত হও নি। আমি তোমাদের যা প্রেমবশে বলেছি সে বিষয়ে চিন্তা কর ও অনুতাপে তোমাদের মন পরিশুদ্ধ কর ও কর্মে ও চিন্তায় নির্মল হয়ে ওঠ। আধ্যাত্মিক নির্দেশ অনুসারে নিজেদের জীবন নতুনভাবে সংগঠিত করার শপথ গ্রহণ কর যাতে তোমরা পরিপূর্ণ দেবসত্তারূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

বেলগাঁও
২৪,১০,৬৮

(৬৬) পরিব্যাপ্ত সম্পদ গ্রহণ কর

এটা খুবই আনন্দের কথা যে অন্ধ্র প্রদেশের সাই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দ এই বছরে সমবেত হয়েছে যে বছরটি "কীলক" নামে সুপরিচিত (হিন্দু বর্ষপঞ্জি মতে ৬০ বৎসর অন্তর এই বছর)। এতে তোমাদের সেবা কর্মের মহান ভবিষ্যৎ সূচীত হচ্ছে। কীলকম্ শব্দের অর্থ হচ্ছে অক্ষের উপর অবস্থিত কীলক, স্তম্ভ বা থাম। এই ক'দিন তোমরা যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছ তাতে তোমাদের কাজ আরও শক্তিশালী ও স্থায়ী হবে। এই মাসটিও মার্গ শিরা। শির অর্থাৎ মস্তক বা বুদ্ধি হচ্ছে মার্গ বা পথ—এই হচ্ছে শিক্ষা। শিবকে পেতে হলে শির হবে মার্গ। ভগবানের সন্নিকটবর্ত্তী হতে হলে বুদ্ধি, সত্যাসত্যের পার্থক্য, নিত্য ও অনিত্যের, সত্য ও মায়ার প্রভেদ উপলব্ধি নিতান্ত প্রয়োজন। খুব অল্প বয়সে ছেলেদের গায়ত্রী শিক্ষা দেওয়া হয় তার কারণ সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত বুদ্ধিকে অনুভূতি জাগায় যাতে ছোট ছেলেটির দীপশিখাকে উজ্জ্বল করে তোলে এবং সে ইন্দ্রিয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য তার বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। অধিকন্তু আজ শুক্লপক্ষের প্রতিপদ, অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী অতিবাহিত করার পর চন্দ্রের জ্যোৎস্না আজ প্রথম ধরণীতে নেমে এসেছে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ও সময় সংক্ষেপ করার জন্য তোমাদের চারটি বিষয় এই সভায় আলোচনার উদ্দেশ্যে রাখছি। আমি চাই এই সমাবেশের শেষে তোমরা জেলাভিত্তিতে মিলিত হয়ে ঐ বিষয়ে একটি সাধারণ বিবরণী গঠন করে দুপুরের আগেই আমার কাছে পেশ করবে। প্রথটি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সেক্রেটারীর কর্তব্য ও দায়িত্ব, দ্বিতীয় জেলা সমিতির সভাপতির কর্তব্য ও দায়িত্ব। তৃতীয় অর্থ তহবিল গঠনের সমস্যা এবং চতুর্থ হচ্ছে সত্য সাই সমিতির পরবর্তী বিশ্ব সম্মেলন ও নিখিল ভারত সমাবেশের স্থান নির্বাচন।

আমি মনে করি প্রত্যেক শাখার সভাপতি যিনি নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন এবং জেলার সভাপতি যিনি নেতৃত্ব ও উৎসাহ দান করে থাকেন তাঁরা নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হলে ও কঠিন অর্থ সমস্যার সমাধান হলেই সমিতি বেশ ভাল ভাবেই চলবে।

আমি পরিষ্কার বলতে চাইছি যে একশর মধ্যে তোমাদের নব্বই জনের

কোন ধারণাই নেই কি উদ্দেশ্যে এই সমিতি গঠন করতে আমি নির্দেশ দিয়েছি। কিছু কিছু লোককে কর্তৃত্বের ক্ষমতাদানের জন্য অথবা আমার গৌরব প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বসংসারে ভগবানের পিতৃত্ব ও মানবগোষ্ঠির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ শক্তিশালী ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তোমাদের সকলকেই এই তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। এই সমিতির মাধ্যমে তোমরা সমাজ কল্যাণে ব্রতী হও নি তোমরা নিজেদের কল্যাণ সাধন করছ। প্রত্যেকটি কর্মের মধ্যে তোমাদের অন্তর বিস্তৃত ও পরিশুদ্ধ করার সুযোগ আছে। এই হচ্ছে এই দেশের জ্ঞানী ঋষিদের ও শাস্ত্র গ্রন্থের আহ্বান।

দুটি শক্ত বাঁধের মধ্য দিয়ে নদীকে প্রবাহিত করে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় তা না হলে দুই তীরের নগরগুলি প্লাবিত হয়ে যায়। স্বচ্ছন্দ বেগে গাড়ী চালাতে হলে নিপুণ চালকের প্রয়োজন। এই কারণে অসংযম ও অহংকার খর্ব করে আত্মনিয়ন্ত্রন ও বিনয় অভ্যাসের নিমিত্ত নিয়ম বিধি পালনের প্রয়োজন। যখন সমিতির পরিচালক নির্বাচন করবে তখন এই কাজে তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করবে, একবার নির্বাচন করে আর ছিদ্রন্বেষণ বা সমালোচনা করবে না। পরস্পর বিরোধী কাজ করবে না। সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করে তাঁদের উৎসাহিত করবে যাতে তাঁরা সমস্ত শক্তি ও উৎসাহ সমি-তির কাজে নিয়োগ করতে পারেন। এদেশের সকল সংস্থার বিপত্তি ঘটার কারণ হচ্ছে তোমরা যাকে দায়িত্বপূর্ণ আসনে বসাও তাকেই অবিশ্বাস কর ও গদিচ্যুত করতে প্রবৃত্ত হও। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কাজের মাধ্যমে মানুষের অধিগত হয়, বাক্যে এবং প্রচারে নয়। এমন কি ঈশ্বরও তাঁর কর্মে প্রাকাশিত ও পূজিত হন।

মনে রেখ প্রত্যেক মানুষের তিনটি ক্ষমতার উৎস আছে, একজন ব্যক্তিরূপে, ভগবানের সন্তান বা তাঁর প্রতঙ্গরূপে এবং একটি বেদীরূপে যেখানে আত্মা প্রতিষ্ঠিত। তোমরা অবশ্যই পড়ে থাকবে হনুমান একবার রামকে বলেছিল, "যখন আমি নিজেকে দেহ মনে করি তুমি তখন আমার প্রভু; যখন নিজেকে স্বতন্ত্র জীবাত্মা বা জীবরূপে মনে করি তখন আমার অনুভূতি হয় তুমি কায়া আমি তোমার ছায়া, যখন আমি নিজেকে আত্মারূপে চিনতে পারি তখন আমিই তুমি ও তুমি আমি হয়ে যাই। সর্বদা এই ধারণা রাখবে যে তুমি ভগবানের ছায়া তাঁর প্রতিমূর্তি। তাহলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। ভগবান সত্যের রাজপথে বিচরণ করেন, ছায়া তাঁর চরণ অবলম্বন করে পর্বতে গহ্বরে, অগ্নিতে জলে, আবর্জনা ও ধূলায় সর্বত্র পতিত হয়। সেই রকম তাঁর চরণ ধারণ করলে ছায়ার মতো কোন উত্থান পতনেই তুমি বিচলিত হবে না। একই প্রতিষ্ঠানের সাধকগণকে পরস্পর মিলেমিশে আত্মত্যাগ ও ভক্তির মনোভাব জাগ্রত করতে হবে, বিভেদ প্রবণতা দূর করতে হবে। এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের সকলের পক্ষে

সম্পদ স্বরূপ ; এই রকম প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তোমরা আমাকে লাভ করবে এবং অপরিসীম আনন্দ ও শান্তির অধিকারী যা দান করার জন্য আমার আবির্ভাব।

প্রশান্তি নিলয়ম
২১,১১,৬৮

(৬৭) সমিতির প্রাণকেন্দ্র

জেলা প্রতিনিধিদের আলোচনায় উদ্ভূত তথ্য ও বিবৃতি জেলা সভাপতিগণ আমাকে দিয়েছেন, তাতে আমি তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণকর ধারণাসমূহ লক্ষ্য করেছি। তোমরা বর্তমানে যে কাজে ব্যাপৃত আছ ও ভবিষ্যতে যে সব কাজ করবে তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মনের পরিশুদ্ধি। তোমরা ধোপাকে প্যাণ্ট, বুসকোর্ট, তোয়ালে, ধুতি প্রভৃতি অনেক রকম পরিচ্ছদ দিয়ে থাক; তোমরা যে উদ্দেশ্যে এগুলি তাকে দিয়ে থাক ও যে কারণে তাকে নিযুক্ত করেছ তা হচ্ছে ঐগুলিকে পরিষ্কার করা। ঠিক সেইরকম তোমরা ধ্যানে নিমগ্ন হও, আলোচনার ব্যবস্থা কর, ভজনে উৎসাহিত হও, দরিদ্রকে বস্ত্র দান কর অথবা পূজা অর্চনায় নিয়োজিত হও। এ সবের একটি মাত্র উদ্দেশ্য—তা হল মনকে অহংকারের কালিমা, লোভ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, কামনা ও হিংসা থেকে মুক্ত করা। এই সকল কর্ম থেকে তোমাদের একটি গুণই অর্জন করতে হবে—তা হচ্ছে পারস্পরিক প্রেম। এই হচ্ছে সাই ভক্তের চিহ্ন এবং সকল দেব বিগ্রহের ভক্তদেরও এই হচ্ছে লক্ষ্য।

মানুষ জন্মায় এবং মারা যায়, মধ্যবর্তী সময়ে তারা বড় হয় ও ক্রমে ম্লান হয়ে যায়। বড় হবার নিদর্শন হচ্ছে সেবা ও কর্মের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক প্রেম। ধনী ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে সেবা করার বহু লোক থাকে। তোমরা তাদেরই সেবা করবে যাদের কেহই নেই। যারা অন্যের সেবা করে জীবন ধারণ করে তাদের সেবা করবে। এই উদ্দেশ্যে হাজার হাজার সংস্থা কাজ করছে, তাহলে আমার নামাঙ্কিত এইরূপ আর একটি সংস্থার কি প্রয়োজন? তোমাদের আমাকে সবার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে এবং পূজার নিষ্ঠা নিয়ে সকলকে সেবা করতে হবে। একটি পিপীলিকা সমুদ্র তরঙ্গের ওপর একটি শুকনো পাতা আঁকড়ে ধরে ভাসছিল। একটি পায়রা দেখতে পেয়ে পাতাটি ঠোঁটে করে তুলে তীরে নিয়ে গেল। পিপীলিকাটিও অতি ক্ষুদ্র আবরণে আবৃত দৈবসত্তা। ভগবানের কাছে সেও সমুদ্র বা অরণ্যের বহু বিরাট আকৃতির প্রাণীর সমতুল্য। যে প্রেমের বশে তুমি অন্যকে রক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ হও বা অন্যের যাতনা দূর করতে সচেষ্ট হও ভগবান সেই প্রেমের মূল্য দেন। সত্য সাই প্রতিষ্ঠানকে সেবা সাধনারূপে গ্রহণ করতে হবে, আমাকে সর্বান্তর্যামীরূপে জেনে সেবার মাধ্যমে পূজা করতে হবে।

জেলা সভাপতি ও প্রতি কেন্দ্রের সভাপতি অবশ্যই সাধনায় রত থাকবে। ভগবানের প্রতি তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে এবং তাদের প্রতি কথা, চিন্তা ও কাজে সেই বিশ্বাস প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। সভাপতিদের এমন কিছু কাজ আরম্ভ করতে হবে যাতে অন্যান্য সভ্যগণ সেই কাজে আগ্রহান্বিত হয়। সমিতিকে সাফল্যলাভ করতে হলে এই নাম ও রূপের ওপর পরিপূর্ণ ও দৃঢ় আস্থা রাখতে হবে। একবার কৃষ্ণ গরুড়কে পাঠিয়েছিলেন হনুমানকে দ্বারকায় নিয়ে আসার জন্য; তখন রীতিমত যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল, কারণ হনুমান রাম ভিন্ন অন্য কারও আদেশ পালন করবে না। রামেরই সঙ্গে সাক্ষাতের অনুরোধ জানিয়ে কৃষ্ণ আবার গরুড়কে তার কাছে পাঠালেন, তবে সে শান্ত হল।

অন্যের উপর কর্তৃত্ব করবার সুযোগ অন্বেষণ না করে তাদের উপকার করবার সুযোগ গ্রহণ কর। কেহ কর্তব্যে অবহেলা করলে তার কর্তৃত্বের পদ দুশ্চিন্তার কারণ হয়। সেবক হও, ভগবানের সেবক, তাহলে সমস্ত শক্তি ও আনন্দ লাভ করবে। প্রভু হতে চেষ্টা করলে তোমার চতুর্দিকে প্রত্যেকের মধ্যে হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ ও লোভের উদ্ভব হবে। তুমি তাঁর হাতের যন্ত্ররূপে নিজেকে মনে কর, তাঁর ইচ্ছামত তিনি তোমাকে গঠন করবেন ও ব্যবহার করবেন। আমি দেখছি এই কেন্দ্রগুলির কাজ আরম্ভের পরে পূর্বের সেই সহৃদয়ভাব অন্তর্হিত হয়েছে। মত পার্থক্য বড় করে দেখান হচ্ছে, উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, মনোমালিন্য ও বিবাদ বেড়ে উঠছে। যে লোকেরা একত্র ছিল তারা পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। 'তৎ' ও ত্বম এই এ সেই একই—কিন্তু তোমরা একথা ভুলে গিয়ে পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছ। ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য হলে আত্মা দূরবর্তী হয়, আত্মার সম্মুখীন হলে ইন্দ্রিয়াসক্তি দূর হয়। পার্থিব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে সংযুক্ত হলে অর্থাৎ অ-পেক্ষা বৃদ্ধি পেলে অনুরাগ ও বিরাগের শিকলে আবদ্ধ হবে। যশ ও সুখের কামনা থেকে বিযুক্ত হলে উপেক্ষার মনোভাব জাগ্রত হয় এবং তখনই সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। একমাত্র উপেক্ষায় সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হবে এবং পরম সত্যস্বরূপ ভগবান আবির্ভূত হবেন। মানুষ অবশ্যই নিজেকে পশু বা দৈত্যে রূপান্তরিত করবে না। তাকে ভগবৎস্বরূপ হতে হবে। শিল্পী প্রস্তরখণ্ড থেকে রমণীয় বংশীধারী কৃষ্ণের বিগ্রহ সৃষ্টি করে; মানুষও ভাগ্যের প্রতিটি আঘাতকে শিল্পীর হাতের বাটালিরূপে ব্যবহার করবে।

আমি যেসব বিষয়ে তোমাদের আলোচনা করতে বলেছিলাম সেই সব বিষয়ে তোমাদের বিবৃতি আমি ভালভাবে দেখেছি। আমাকে বলতেই হচ্ছে যে অর্থ সংগ্রহ বিষয়ে তোমাদের প্রস্তাব সর্বোতোভাবে নিকৃষ্ট। এই বিষয়ে তোমরা সকলেই একমত কিন্তু আমার কাছে তা সন্তোষজনক নয়। অর্থ মূলতঃ রজোগুণ সম্পন্ন এবং বিপদ ও ক্ষতির সম্ভাবনায় পূর্ণ। মৌমাছি ভবিষ্যতের জন্য মধু সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে, মানুষও তেমনি অর্থ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে;

কিন্তু হায় মৌমাছিদের ধোঁয়া দিয়ে তাড়িয়ে মধু চুরি করা হয়। আমি অর্থ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করার বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে একমত নই। অর্থ সংগ্রহ ও চাঁদা তোলার কথা আমি সমর্থন করি না। আমি তোমাদের নিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছি যে যোগ্য কারণে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করলে অর্থের অভাব হবে না। বিশ্বাস থাকলেই দেখবে অর্থ প্রচুর পাবে। প্রাচীন ঋষিরা অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন, আন্তরিকতা ও বিশ্বাস ছাড়া তাঁদের কিছুই সম্বল ছিল না। এখন তোমরা অহংকার, দুশ্চিন্তা ও বিশ্বাসের অভাবে সমধিক বিচলিত ; তার জন্যই তোমরা আমার প্রস্তাব অনুযায়ী মাথায় ফুটো সমেত ছোট একটি বাক্সের ভিতরে কেবলমাত্র সমিতি সদস্যেরা এক এক করে অপরকে না দেখিয়ে যাতে ইচ্ছামত টাকা পয়সা রেখে দেয় সে বিষয়ে চেষ্টা করছো না।

উপরন্তু আমাকে বলতেই হবে যে অধিকাংশ কাজেই বেশী অর্থের প্রয়োজন হয় না। আন্তরিক নিষ্ঠা ও জিহ্বায় নামই ভজন ও নগরসংকীর্তনের পক্ষে যথেষ্ট। গোপীরা প্রত্যূষে ননী মন্থন করবার সময় ভগবানের নাম কীর্তন করত। তাদের হাতের চুড়িতে রিণঝিন্ শব্দে ছিল সুর, তাদের হাতের বালা দ্রুত ঘোরানোর শব্দে সুর ও তালের হত সমন্বয়, প্রত্যূষের স্নিগ্ধ বায়ু বহন করে নিয়ে যেত সেই সঙ্গীত প্রতিবেশীর কুটীরে। প্রচুর জনসমাবেশের প্রয়োজন নেই, ব্যয়বহুল আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই ; এ সব একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। বক্তা ও বক্তৃতার জন্য বেশী খরচ করবে না। আর্থিক পুরস্কার কিংবা জমকালো অভ্যর্থনা আশা করে এমন লোক থেকে দূরে থাকবে। একটি চেয়ার ও একটি টেবিল যথেষ্ট ; বেশীরভাগ সভাতেই লাউড্‌স্পিকার বিলাসিতা মাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি আত্মগরিমার প্রচার। তোমরা অর্থের সদ্ব্যবহার ও অর্থের অপচয় রোধের বিষয়ে তোমাদের আশেপাশের প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। তোমাদের পক্ষে যতগুলি সম্ভব ততগুলি সমাবেশের ব্যবস্থা করবে। সমাবেশ করতেই হবে এরূপ মনে করবে না। লোক সমাবেশের প্রার্থনা করবে ; তাদের কাছে সমাবেশ খুব বেশী হচ্ছে এমন যেন মনে না হয়। যে পনেরো কুড়িজন নিয়ে সমিতি বা সংঘ গঠিত তারা সকলে একত্রিত হয়ে কোন গোলমাল বা হৈ চৈ না করে এই সব কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যতটুকু অর্থ নিজেরাই দেবে। শুধু অর্থ আছে বলে কোন ব্যক্তিকে সমিতিতে নিয়ে আসা উচিত নয় ; অর্থ অপেক্ষা গুণের মূল্য অনেক বেশী। আমার পরিদর্শনের সময় ছাড়া গ্রামে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। যারা অসৎ উপায়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে ও সেই অর্থ বিরাট সমাবেশে যথেচ্ছ খরচ করে নষ্ট করে তাদের তোমরা সমালোচনা করে থাক। তোমরা নিজেরা নিশ্চয়ই এমন ভুল করবে না।

যে অনন্ত সাধারণ গুণের তোমরা অধিকারী আত্মমর্য্যাদার মাধ্যমে তার

পরিচয় দেবে। তোমাদের প্রভু কারও নিকট কিছুই চান না বা গ্রহণ করেন না, তিনি প্রার্থী নির্বিশেষে সকলকে অকাতরে দান করেন। আমি অজ্ঞাত দেশে ও অজ্ঞাত মানুষের মধ্যে প্রেম দান করার উদ্দেশ্যে যাই। আমার শক্তির মূল হচ্ছে উপেক্ষা। মানুষে মানুষে আমি কোন ভাবেই পার্থক্য করি না। সুতরাং আমাকেও সকলে সমভাবে ভালবাসবে। অর্থই সকল বিভেদ ও মনোমালিন্যের মূল কারণ। অর্থকে সবসময় পশ্চাৎপটে রাখবে, খুব কম গুরুত্ব দেবে। প্রেম, বিনয়, বৈরাগ্য ও সেবা হবে তোমাদের মূলধন।

একটি অন্তঃর্বাহি প্রেমের গতিপথের দ্বারা চোখ ও পা সংযুক্ত হয়েছে। পথে কোন কাঁটা চোখ দেখতে পেলে পা সাবধান হয়ে সরে যায়, দেহের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়। সেইরকম জেলা সভাপতি ও প্রতি কেন্দ্র সভাপতি এমন ভাবে কাজ করবে যে চোখের মত সব কাঁটা সম্পর্কে পা কে সাবধান করে দেবে ও সকল ক্ষতি হতে রক্ষা করবে।

বিশ্বসমাবেশ সম্পর্কে আমার অভিমত হচ্ছে প্রতি তিন বছর অন্তর এই সমাবেশ হবে। নিখিল ভারত সমাবেশের শ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র প্রশান্তি নিলয়ম।

প্রশান্তি নিলয়ম
২১-১১-৬৮

(৬৮) দাতাকেই দান কর

এই পাত্র, এই কুটীর বা বাড়ী, এই দেয়াল, বন, পাহাড়, প্রান্তর, এই সরোবর, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এই দিনের স্রষ্টা ও রাতের আলো, ঐ নক্ষত্রপুঞ্জ এবং গ্রহসমূহ, এই জড ও চৈতন্যময় বস্তুসমূহ, এই তিনি ও তাঁর দেহ, এ সবই আমার সত্তা থেকে পৃথক। আমি এই বস্তু জগত হতে সতন্ত্র তাই দ্রষ্টা হিসাবে এ সবই আমার জ্ঞাত এবং কোন বিশেষ পদ্ধতির সাহায্য ব্যতিতই আমি এদের প্রত্যেকের মধ্যে মূল সত্যকে প্রকাশ করি কারণ আমি সকলের উর্ধ্বে।

ভারতের ইতিহাসে আজ এক শুভ মূহূর্ত। তোমরা আজ আমাদের শাস্ত্রে নিহিত সত্যসমূহ এবং সংহিতায় নির্দেশিত জীবন যাপনের আদর্শগুলি হৃদয়ঙ্গম করবার এক বিরাট সুযোগ পেয়েছ। দিব্য অনুভূতির এবং দিব্য সত্তায় উত্তরণের একমাত্র লক্ষ্যে তোমাদের পৌঁছানোর জন্য অনন্ত মানবরূপ পরিগ্রহ করেছেন। ইনি উচ্চ আদর্শের পুনরাবিষ্কার এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। অবশ্য শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে বর্তমান অবির্ভাবের রহস্য উপলব্ধি করা কঠিন।

ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়েছে। এদের প্রত্যেকটিকে যত্ন ও সতর্কতার সহিত ব্যবহার করতে হবে। এদের কোনটিকে হঠকারীর মত ব্যবহার করলে সমূহ ক্ষতি হবে। বহিঃপ্রকৃতি সম্পর্কে যথেস্ট সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

সেইরূপ অন্তঃপ্রকৃতির এবং ভিতরের অঙ্গ সম্পর্কেও সাবধানতা আবশ্যক। এদের মধ্যে দুটি অনেক ক্ষতি সাধন করতে পারে জিহ্বা ও উপস্থ। খাদ্য ও পাণীয় জৈব কামনাকে জাগিয়ে তোলে তাই জিহ্বার প্রতি বিশেষ মনযোগ দেওয়া প্রয়োজন। চোখ, কান ও নাক একটি বিশেষ উপলব্ধির যন্ত্রস্বরূপ কিন্তু জিভ দুটি কাজে ব্যবহৃত হয়, আস্বাদন ও ভাব বিনিময়ের জন্য কথা বলা। তোমাদের জিভকে দ্বিগুণ যত্নের সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে কারণ এটি তোমাদের দুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতিত সাধনা ফুটো পাত্রে জল রাখার মতই নিষ্ফল।

পাতঞ্জলি বলেছেন রসনাকে সংযত করতে পারলে ইন্দ্রিয় সংযম সহজ সাধ্য হয়। জিভ সুস্বাদু খাদ্যের জন্য লালায়িত হলে তার ঐ খেয়ালকে চরিতার্থ করো না। আমাদের দেশের অনেক সম্মানিত সাধু সন্ন্যাসী জিভের খেয়ালী-পনার শিকার হয়েছেন। তাঁরা গেরুয়া বসন পরিধান করেন কিন্তু সুস্বাদু খাদ্যের প্রতি লোভ তাঁদের সন্ন্যাসপ্রেমকে লজ্জা দেয়। অত্যন্ত সুস্বাদু ও মসলাযুক্ত খাদ্যের বদলে সাধারণ অথচ স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য গ্রহণে জিভের প্রাথমিক আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু পরে সে একে স্বাগতই জানাবে। এইভাবেই লোভকে দমন করে জিহ্বার দাসত্বের কুফল থেকে তোমরা রেহাই পেতে পারো। কুৎসা রটানো এবং অসৎ বাক্য উচ্চারণে জিভের স্বাভাবিক প্রবণতাকেও অবশ্যই দমন করতে হবে। অল্প কথা বলো, মিষ্টভাষী হও, অপ্রয়োজনে কথা বোলো না; যাদের সঙ্গে কথা বলা একান্ত প্রয়োজন কেবল তাদের সঙ্গেই কথা বোলো, রাগে বা উত্তেজনায় চীৎকার করো না। এইরূপ সংযম স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তির সহায়ক। এই অভ্যাস দ্বন্দ্ব ও সংঘাত কমিয়ে একটি সুষ্ঠু জনসংযোগকে সম্ভবপর করবে। লোকে আনন্দে বিঘ্নকারী বলে উপহাস করতে পারে কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তোমরা সময় ও শক্তির অপচয় রোধ করতে পারছ এবং এই শক্তিকে আরো ভাল কাজে লাগাতে পারছ। তোমাদের কাছে জন্মদিনের বিশেষ বাণী হল "রসনাকে" সংযত কর, বাক্য সংযম অভ্যাস কর।

জিহ্বার সংযম ইন্দ্রিয় সংযমেরই অংশ। ভগবানের প্রতি ভক্তির সর্বোত্তম প্রকাশ ইন্দ্রিয় সংযমে। কারণ ইন্দ্রিয়গুলি অনিত্যের প্রতি ধাবিত হয়ে মনকে কলুষিত করে। তোমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আমারই অর্পিত হৃদয় ছাড়া অন্য কোন উপহার আমি চাই না। তোমাদের যে প্রেমপূর্ণ পবিত্র হৃদয় আমি দিয়েছি সেই প্রেম পবিত্র হৃদয় আমাকে প্রদান কর।

আজ থেকে তেতাল্লিশ বছর আগে এই দেহটি জন্মের মাধ্যমে আকার ধারণ করেছিল বলে উল্লসিত হয়ো না। দেহ ধারণকারীর জীবনে জন্ম ও মৃত্যু দুটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। জীবনের মূল্যায়ন হয় এ দুয়ের অন্তর্বর্তী ঘটনায়। সেই সময়টির জন্যই আনন্দ করা উচিত। এ সময়কে আত্মার উন্নতির জন্য ব্যয় কর।

আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা তিনটি পথে হওয়া উচিত (১) অভ্যাস যোগ ও শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা (২) অনাসক্তির অভ্যাস (৩) আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা। এই তিনটি ব্যতিত জীবন হয়ে দাঁড়ায় মরুভূমির ভিতর দিয়ে এক ক্লান্তিকর ও নিষ্ফল যাত্রা। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মনোভাবই আধ্যাত্মিক প্রগতির সহায়ক। ত্যক্ত বস্তুর মূল্যই বড় নয়, ত্যাগের অনুপ্রেরণার মহত্বই হল আসল কথা।

ইন্দ্রিয়াসক্তি যার মধ্যে যতক্ষণ প্রবল থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার

আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয়েছে বলা যায় না। এখন অনেকেই দিব্য আনন্দ লাভের জন্য আগ্রহান্বিত কিন্তু খুব কম লোকই তা অর্জন করে। কারণ ইন্দ্রিয়সুখ বর্জন করার দৃঢ়তা তাদের নেই। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে ইন্দ্রিয়গুলি প্রভু হিসাবে খারাপ এবং জ্ঞানের উৎস হিসাবেও অতি অদক্ষ। ইন্দ্রিয়লব্ধ সুখ অস্থায়ী এবং দুঃখদায়ক। পুঁথিগত জ্ঞান হৃদয়ের অন্তঃস্থিত আনন্দের ফল্গুধারাকে উন্মোচিত করতে পারে না। পরমেশ্বরের শক্তি, ঐশ্বর্যের ও মহত্বের চিন্তাই আনন্দের অসীম উৎস হতে পারে। ভাই বোন, স্বামী স্ত্রী অথবা পিতাপুত্র কোন দুজনেরই মতের সম্পূর্ণ মিল হয় না কিন্তু আধ্যাত্মিক পথের পথিক হিসাবে সেই দুজনেই একমত হয়ে প্রেমের সঙ্গে পরস্পরের সহযোগিতা করে।

দৈনন্দিন কর্তব্য করার সময় তুমি তীর্থ যাত্রী হতে পারো। তোমাকে শুধু ভাবতে হবে যে প্রতিটি মুহূর্তই ঈশ্বরের দিকে একটি পদক্ষেপ। সবকিছুই ঈশ্বরকে উৎসর্গ করে, তাঁর উদ্দেশ্যে, তাঁর পূজা স্বরূপ অথবা তাঁর সন্তানদের সেবা স্বরূপ করবে। তোমার কর্ম, বাক্য, চিন্তা, এই কষ্টি পাথরে যাচাই করবে—"ঈশ্বর কি এটি অনুমোদন করবেন?"

রামায়ণে দেখা যায় পিতা দশরথ তাঁর প্রিয় ভার্যার প্রতি মোহ বশতঃ পুত্র রামকে চোদ্দ বৎসরের জন্য বনবাসে পাঠালেন অথচ পুত্র রাম এত ন্যায়নিষ্ঠ যে তিনি প্রজাদের এক অংশের কানাঘুষার জন্য তাঁর প্রিয় পত্নিকে বনে নির্বাসিত করলেন। পিতা ছিলেন ইন্দ্রিয়ের দাস আর পুত্র প্রভু। ভগবান পুত্রের কর্মই অনুমোদন করবেন পিতার নয়। ঈশ্বর প্রচলিত সমস্ত প্রথার উর্ধ্বে তাঁর সম্বন্ধে যাঁদের কোন ধারণা নেই তাঁরা কৃষ্ণের দু একটি কাজের খুঁত ধরবেন কিন্তু যাঁরা তাঁর দিব্যত্ব সম্পর্কে অবিহিত তাঁরা এর তাৎপর্য উপলব্ধি করবেন।

ঈশ্বরের মহিমা প্রচারে নিবেদিত প্রাণ হলে তোমরা দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, ইচ্ছা, কার্য, অনুভূতি ইত্যাদিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে কারণ এরা সকলেই তাঁর কাজে অপরিহার্য্য। অন্য সকলে যখন অহঙ্কারে আচ্ছাদিত ভক্ত তখন প্রেমে বিভোর। তোমরা শুনেছ যে যখন রাখাল কৃষ্ণ বাঁশী বাজাতেন, তখন নর নারী শিশু, এমনকি গরু বাছুর পর্যন্তও সেই স্বর্গীয় সুরের দ্বারা আকৃষ্ট হত এ হল সেই সুর যা সুখ দুঃখের তরঙ্গকে স্তব্ধ করে। দিব্য সমীপের অদম্য বাসনায় তারা নিজেদের কাজ ফেলে চলে আসত, গরুরা মাঠে বিচরণ বন্ধ করত, বাছুররা দুগ্ধ পানে বিরত হত। কৃষ্ণ ও গোপীদের গল্পে এক গভীরতর অর্থ নিহিত আছে। বৃন্দাবন মানচিত্রে চিহ্নিত একটি বিশেষ স্থান নয়। সমগ্র জগত সংসারই বৃন্দাবন। প্রত্যেক মানুষই গোপী, প্রত্যেক প্রাণীই

গরু। প্রতিটি হৃদয়ই ঈশ্বর দর্শনের আর্তিতে পূর্ণ, বাঁশীর সুরই ঈশ্বরের আহ্বান, রাসক্রীড়া হল তাঁর সমীপ্যলাভের জন্য কঠোর সাধনা এবং গভীর ঔৎসুক্যের প্রতীক যাতে শ্রীকৃষ্ণকে গোপীদের সঙ্গে চন্দ্রালোকে নৃত্যরত বলে বর্ণনা করা হয়েছে—প্রত্যেক গোপীর হাত ধরে তাঁর সঙ্গে বালক কৃষ্ণ নৃত্য করছেন। ভগবানের এমনই কৃপা যে তোমরা প্রত্যেকেই তাঁকে আলাদা ভাবে পেয়েছ তাই যখন অপরে তাঁকে পায়, তখন তুমি পেলেনা বলে বিষন্ন হবার প্রয়োজন নেই আবার তুমি একাই তাঁকে পেয়েছ বলে গর্বিত হওয়াও নিরর্থক। তোমাদের হৃদয় বেদীতেই তাঁর অধিষ্ঠান।

তোমার সমস্ত সত্তা তোমার সমস্ত জীবন তাঁকে নিবেদন কর। তখন তোমার প্রেম অতি দ্রুত আমূল পরিবর্তন সাধন করবে এবং তুমি তাঁর সঙ্গে লীন হবে। তোমার চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মের ছন্দ তাঁর ছন্দের সঙ্গে মিলবে। পাথরের মত তুমিও ভাস্করের হাতে বিগ্রহে পরিবর্তিত হয়ে মানুষের পূজা পাবে। কিন্তু এই বিগ্রহ হয়ে ওঠার সাধনায় তোমাকে হাতুড়ি ও বাটালির অনেক আঘাত সহ্য করতে হবে কারণ ঈশ্বরই ভাস্কর হয়ে তোমাকে পাষাণত্ব থেকে মুক্তি দিচ্ছেন। কেবল তোমার হৃদয় পরম প্রভুকে অর্পণ কর, তোমার বাকি সত্তা তাঁর হাতেই পরিবর্তিত হবে। সময়, দেহ অথবা জীবনের এই সুযোগ তুচ্ছ উদ্দেশ্যে ব্যবহার কোরো না। এখানে আসার যে তীর্থযাত্রা তা জীবনের আরও বড় তীর্থযাত্রারই অংশ। এই তীর্থযাত্রা আরম্ভ হয়েছিল তোমার জন্মের সময় এবং তোমার মৃত্যুর পরও শেষ নাও হতে পারে। এই সত্য বিস্মৃত হয়ো না। তীর্থযাত্রীদের মতই পবিত্র চিত্ত, সজাগ ও বিনয়ী হও। যে সমস্ত ভাল জিনিস দেখেছ এবং যে সত্যসকল শুনছ সেগুলিকে হৃদয়ে স্থান দিয়ো। জীবনের চলার পথে সহায়ক ও অনুপ্রেরণা হিসাবে এদের ব্যবহার কোরো।

ঈশ্বরের আবির্ভাবকে স্বীকার করেও সেই আবির্ভাব হতে উপকৃত হবার চেষ্টা না করা অর্থহীন। পূর্ববর্তী কৃত, ত্রেতা ও দাপর যুগে ঈশ্বরের অবতারকে অনেকেই মেনে নিতে পারেন নি। এমনকি তাঁদের পিতামাতা, বন্ধু ও সহকর্মীরাও তাঁদের পূজা করতে ইতস্তত করেছেন। শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন জ্ঞানী, সাধনা ও অধ্যয়নে লব্ধ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে অবতারদের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আজ যখন বিবাদ ও বিতর্কের প্রবণতা বিশ্বাস ও ভক্তিকে দুর্বল করছে তখন তোমাদের সৌভাগ্যই তোমাদের আমার সামনে উপস্থিত করেছে। এর জন্য তোমাদের পূর্ব জন্মের সুকৃতিকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এটি একটি সাধারণ সৌভাগ্য নয়। এই অবতার তোমাদের মধ্যে চলা ফেরা করছেন, গান করছেন, কথা বলছেন, তোমাদের সান্ত্বনা ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং সুস্থ করে তোলার জন্য তোমাদের সুখ ও দুঃখের ভাগী হচ্ছেন। এই সম্পর্কটি

অনুপম। লক্ষ্যে উপনিত না হওয়া পর্য্যন্ত একে অবিচ্ছিন্ন রাখা প্রয়োজন।

আমার ভক্তদের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। উপাচার্য্য ডঃ গোকক তাঁর বক্তৃতায় আমার নাম জড়িত আছে এমন কোন উদ্যোগের জন্য টাকা সংগ্রহ না করার জন্য আমার যে নির্দেশ আছে তা উল্লেখ করেছেন। আমি চাই তোমরা ধনের আকিঞ্চনকে ধর্মের আকিঞ্চনে পরিবর্ত্তিত কর। কোন মানুষের কাছে হাত পেতো না, ভগবানের কাছে চাও তিনি তোমাদের অমূল্য সম্পদ দান করবেন। সেই বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চল।

আমি এখন আমাকে লেখা ডঃ কে, এম, মুন্সীর (ইনি গান্ধীজীর শিষ্য ও স্বাধীন ভারতের এক অন্যতম নির্মাতা, একজন প্রখ্যাত গুজরাটী লেখক এবং ভারতীয় বিদ্যাভবনের প্রতিষ্ঠাতা) একটি চিঠির কথা উল্লেখ করছি। তিনি লিখেছেন যে তিনি এসেছেন, দেখেছেন ও বিজীত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রেম আমার প্রেমে মিশে গিয়েছিল। তাঁর আনন্দ আমার আনন্দ এক হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করেছেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে যেরূপ অন্য কয়েকটি দিন যারা পৃথিবী জুড়ে পবিত্র দিন হিসেবে পালিত হয় আমার জন্মদিনটিও সেইরূপ পালিত হোক। তিনি সারা পৃথিবীতে এই দিনটিতে সত্যনারায়ণ পূজা উদ্‌যাপনের পরিকল্পনার অনুমোদন প্রার্থনা করেছেন। আমি তাঁর ভক্তির প্রশংসা করি কিন্তু কেবলমাত্র একটি নাম ও রূপের পূজার নির্দেশ আমি দিই না তাও আবার আমার বর্তমান নাম ও রূপের। আমার অন্য নাম ও রূপের উপাসনা থেকে মানুষকে আমার প্রতি আকর্ষিত করার কোন ইচ্ছা আমার নেই। তোমরা ভাবতে পারো যে আমার অলৌকিক কার্য্যাবলীর সাহায্যে আমি তোমাদের আমার প্রতি আকর্ষণ করি। কিন্তু এগুলি প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়; এগুলি ঈশ্বরের মহিমার স্বতস্ফূর্ত প্রমাণ। চিরকাল আমি তোমাদের এবং তোমরা আমার। তবে আকর্ষণ করার, প্রভাবিত করার, তোমাদের প্রেম অথবা আমার দয়া প্রদর্শন করার প্রয়োজন কোথায়? আমি তোমাদের মধ্যেই আছি, তোমরাও আমার মধ্যেই আছ। আমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব অথবা পার্থক্য নেই।

আমি এখন প্রশান্তি নিলয়মে প্রশান্তি পতাকা উত্তোলন করছি। এই পতাকা এমন একটি প্রতীক যা তোমাদের প্রত্যেকের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। এটি তোমাদের নিজের প্রতি কর্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই যখন আমি এই বাড়ীর উপর পতাকা উত্তোলন করি তোমরা তখন নিজেদের অন্তরে একে উত্তলন ক'র। এটি তোমাদের নিম্নমুখী বাসনাগুলি, ক্রোধ এবং ঘৃণাকে জয় করার কথা মনে করিয়ে দেয় এবং তোমাদের হৃদয়কে প্রসারিত ক'রে সমস্ত সৃষ্টিকে আলিঙ্গন করতে উদ্বুদ্ধ করে, তোমাদের আবেগকে শান্ত ক'রে

প্রশান্ত চিত্তে আপন অন্তর সত্তার ধ্যানে নিমগ্ন হতে নির্দেশ দেয়। এটি আশ্বাস দেয় যে ধ্যানের মাধ্যমে হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত হবে এবং তার অন্তর্দেশ হতে অনন্ত শান্তি প্রদায়ী দিব্যজ্যোতি প্রকাশিত হবে।

তোমাদের কতকগুলি প্রাথমিক শৃঙ্খলাবোধের কথা বলব। এখানে থাকার সময় নীরবতা, পরিচ্ছন্নতা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস কোরো। শব্দ মুখরতায় নয় নীরবতাতেই শোনা যায় ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর। পরিচ্ছন্নতায় পবিত্রতা লাভ করে। সহিষ্ণুতায় পাও প্রেম।

তোমরা আজ নিজের বাড়ীতে এসেছ। এটা তোমাদের বাড়ী, আমার নয়। আমার বাড়ী তোমাদের হৃদয়ে। তাই অন্য কোথায় না খেয়ে নিজের বাড়ীতেই প্রসাদ গ্রহণ কর।

প্রশান্তি নিলয়ম
২৩,১১,৬৮